উদাসী।

প্রথম খণ্ড।

আহ্‌মদী সম্পাদক —

আব্দুল্‌ হামিদ্‌ খান্‌ ইউসফ্‌জয়ী

কর্ত্তৃক বিরচিত।

খোন্দকার বসির উদ্দীন মিঞা

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

টাঙ্গাইল—আহ্‌মদী প্রেসে

সাধু সরকার প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ বঙ্গাব্দ।

—:•:—

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

উৎসর্গ।

পরম মাননীয় ও পরম বরণীয় বঙ্গ, ভারতীয় বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কবি সম্প্রদায় ও ভাবুক সম্প্রদায় এবং লিখক সম্প্রদায়ের কর-কমলে এ অকিঞ্চন জনের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা প্রীতি প্রফুল্লতা ও স্নেহ মমতা এবং ঐকান্তিক আগ্রহ যত্ন সহকারে যথাবিহিত বিনয় ও সম্মানের সহিত অত্র **উদাসী** নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উপহার রূপে অর্পণ করিলাম। মহাত্মাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে জীবন সার্থক জ্ঞান করিব নিবেদন মিতি।

একান্ত বিনয়াবনত—
গ্রন্থকার।

আটীয়া, চরাণ গ্রাম, বঙ্গে সুবিদিত ধাম,
তথাতে জন্মিলা কবি, আব্দুল হামিদ নাম।—
মাতা "হামিদননেছা", পিতা "বশারত আলী",
পিতামহ "শাহা কামাল" ইউসফজী পাঠান বলী।
কাল সমুদ্রের মাঝে, ক্ষুদ্র এ নিদর্শ তার,
যাকে ভাল বাসে প্রাণ, তাকে দিল উপহার।
ধর লও, মনে রে'খো, ছাড়ি যবে এভুবন,
সেই ধন্য, দেব গণ্য, স্মরে যারে গুণি গণ!

সূচী পত্র।

১.৫৭০/২

—:•—

কিরণ প্রভা।

অরুণ ভাতি।

সমাপ্ত।

ভূমিকা।

(কয়েকটী বিশেষ নিবেদন।)

১। মুদ্রাঙ্কণ সম্বন্ধে ত্রুটী স্বীকার।

আমার রচিত কাব্য, মহাকাব্য সঙ্গীত, উপন্যাস ও অন্যান্য বিষয় আদি সম্বন্ধীয় পুস্তক সকল একত্র এক "গ্রন্থাকারে" সমগ্র প্রকাশ করিব, এতদিন এই বাসনায় নীরব ছিলাম। এখন সাংসারীক অবস্থা, জীবনেব অনিত্যতা, সামাজিক ভাব গতিক, এবং দেশীয় লোকের মন বুঝিয়া সে সংকল্পনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক খণ্ড খণ্ড আকারেই ঐ সকল প্রকাশ করিতে ব্যাপৃত রহিলাম। ফলতঃ প্রথম বারেই সকল একত্র "গ্রন্থাবলি" আকারে মুদ্রিত না করিয়া, পশ্চাৎ দেখিয়া শুনিয়া কাট কর্ত্তন দিয়া, পরিমার্জ্জিত ভাবে প্রকাশ কবাই সঙ্গত বোধ করিলাম। সুতরাং সকলে আমার এই প্রথম বারের মুদ্রিত "উদাসী" গ্রন্থ খানিও "কাপিবুক" স্বরূপ গণ্য করিবেন। ইহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ আছে, রাশি রাশি অশুদ্ধি সকল ভুঙ্গাকারে রহিয়া গিয়াছে, ও গ্রাম্য প্রেসে মুদ্রিত হওয়া দরুন কতই যে বিশ্রি কদর্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এ পুস্তক কোন ভদ্রলোকের হাতে যে সাহস পূর্ব্বক তুলিয়া দিব, এমন উপযুক্তেরই হয় নাই; ভরশা করি, ভবিষ্যত ভাবিয়া সকলে সে সমস্ত দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিয়া লইবেন। অধিকন্তু অন্যান্য পুস্তক গুলি যাহাতে অবিলম্বে প্রকাশ করিতে পারি, তজ্জন্য উৎসাহ ও সহানুভূতি দানে চরিতার্থ করিবেন।

২। সর্ব্বসাধারণ সমীপে গ্রন্থ প্রচলের প্রার্থনা

যে কোন গ্রন্থই হউকনা কেন, কিন্তু তাহার কাট্‌তি ও প্রসার বৃদ্ধি এবং ঘোষণা করা দেশস্থ ও সমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ দশজনের কার্য্য, তাহাতে একা একজনের মাত্র হাত নাই। সুতরাং দশ-জনের দয়া ও যত্নের উপর নির্ভর করিতেছি, ঈশ্বর তাঁহাদের সুমতি লওয়াইবেন এই প্রার্থনা।

৩। গ্রন্থ প্রচলের অন্তরায়।

আমার রচিত গ্রন্থাদি বর্ত্তমান সময়ে সমাজে প্রতিপত্তির সহিত যে আদরনীয় হইবেক, এমত আশা কখনই করি নাই ও করিতেছিনা। আমি সুদূরভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করিয়াই আমার এ জীবনের ভেলা বাস্তব পক্ষে পরিচালনা করিয়াছি; এই জন্য আমার রচিত গ্রন্থগুলি বস্তা বান্ধিয়া এযাবৎ অন্ধকারে রাখিয়া দিয়াছি।

আমার গ্রন্থাদির প্রতিপত্তি ও আদর না হওয়ার সম্বন্ধে অনেক গুলি বিশেষ বিশেষ কারণ আছে, সে সমস্ত একে একে বলিতে গেলে, বাহুল্য হইয়া পড়ে, সংক্ষেপতঃ কয়েকটী প্রধান কারণ

—(ক) মোসল্মান সমাজের অবনতি ও অশিক্ষা

আমার স্বজাতি মোসলমান সমাজ আজি কালি শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব পশ্চাৎপদ !! তাহাতে বঙ্গভাষা বা সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই; অভ্যন্তরে তদ্‌প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অমনোযোগ, ঔদাসিন্য এবং অনভিজ্ঞতাই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। যদিও বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে কেহ কেহ মাথাতোলা দিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা

অতিশয় অল্প, এমনকি উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।' বিশেষতঃ তাঁহারাও আমার মত ভুক্ত ভোগী ও চির অনুতপ্ত। যেহেতু মোসল্‌মান সমাজে যে যে দোষ বদ্ধমূল, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। কোন বিষয়েরই উন্নতি সংকল্পে উক্ত সমাজ চেষ্টিত নহে, বরং পতনের দিকেই অধুনা দ্রুতগতিতে অগ্রসর। ভাল বিষয়ের উপদেষ্টা ও পথ প্রদর্শকগণ তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। বিশেষতঃ মোসলমান সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের শিক্ষার পথ একিবারে রুদ্ধ; তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মোসল্মানেই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন। কাব্য গ্রন্থাদির নাম লওয়াও যেন স্ত্রীলোকের পক্ষে মহা পাপ; ইহাতে সমাজের অর্দ্ধেক অঙ্গই বিকল।

(খ) মোসল্মান সমাজের জ্ঞাতি ও সজাতি হিংসা।

মোসলমান সমাজের আর একটী দোষ এই যে, তাঁহারা স্বজাতিয় কেহর উন্নতি সহ্য করিতে পারেন না। কোথায় একজনকে অন্য জনে নানারূপ সাহায্য, সহানুভূতি ও চেষ্টা যত্নের দ্বারা উপকৃত ও উন্নত করিবেন, কোথায় একজনকে অন্য দশজনে ধরিয়া তুলিয়া বড় করিয়া লইবেন, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে হয়তঃ সকলে তাহার নানা প্রকারে বিরুদ্ধাচারি হইয়া যে প্রকারে অধঃপতন ঘটে, ও কোন রূপ প্রতিপত্তি এবং প্রাধান্যতা তাঁহার না থাকে, তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে তাহাই করিবেন; এইরূপ অবস্থা দেশের পল্লিতে পল্লিতে, প্রত্যেক বাড়ীতে বাড়ীতেই দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং আমার অভিষ্ট সিদ্ধির আর আশা নাই!! অধিকন্তু, বঙ্গ-

ভাষার প্রকৃত জাতিয় ভাব, প্রকৃত মর্ম্ম, প্রকৃত মাধুর্য্য ইত্যাদি এবং উচ্চ দরের কাব্যিক ভাব, ও যথার্থ কবিত্ব, প্রতিভা, অসীম উন্নত অবস্থার তাৎপর্য্য ও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিত্রে, চরিত্রে প্রভৃতি গ্রহণ মনন ও অনুধাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করিবার উপযুক্ত লোক, আমার মোসল্মান সমাজে আজি কালি অতিশয় বিরল। বাস্তবিক উপরোক্ত বিষয় সকল বুঝিবার উপযুক্ত অধিক সংখ্যক লোক এ দেশী মোসল্মান সমাজে প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ একটী শতাব্দির দরকার দেখিতেছি।

[গ] মোসল্মানের প্রতি হিন্দু সমাজের অশুভ দৃষ্টি এবং সারত্ব বিহিনতা।

অন্যদিকে হিন্দু ভ্রাতাদিগের সমাজে ও সাহিত্য সংসারে অধুনা, অনেক সারবান বিষয় ও অনেক রত্ন সম্পত্তি সংগৃহিত হইয়াছে। সুতরাং আমার মত লোকের এ সকল গ্রন্থ অতি তুচ্ছ ও হেয় বিবেচনায় এদিকে হয়তঃ তাঁহারা ফিরিয়াও চাহিবেন না, অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিবেন সেত দূরের কথা !! তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকেই বঙ্গ সাহিত্য-জগতে রাজা, মহারাজার তুল্য হইয়াছেন। গরিব মোসল্মান বেচারাদের কিন্তু সেস্থলে ক্ষুদ্র চাটিটুকুও সম্বল নাই। সুতরাং এমন স্থলে হিন্দু ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমার গ্রন্থের আদর হওয়ার আশা করাও হাস্যাস্পদ ও বাতুলতার কার্য্য। পক্ষান্তরে আবার দেখিতে গেলে, সেই হিন্দু ভ্রাতা দিগের মধ্যেও প্রকৃত যে জাতিয় ভাব এবং বঙ্গভাষার উপর

তাঁহাদের জাতির প্রতিপত্তির যে একটা চিরস্থায়ী বিপুল স্বত্ব ছিল, তাহাও কাল মাহিত্ম্যে আজি কালি ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতেছে ; ক্রমে ক্রমেই যেন তাহারাও আশল জিনিষ হারা হইয়া, শূন্য খোলা হইয়া উঠিতেছেন। বাস্তবিক হিন্দু সমাজ যতই প্রকৃত জাতিয়তা হারা হইয়া সর্ব্ববিষয়ে পরকীয় ও পরদেশীয় নকলের দিকে অগ্রসর হইতেছেন. ততই গাম্ভির্য্য বিহিন, ও সারবত্বা বিহিন হইয়া সমাজ ক্রমেই পাত্‌লা ও চঞ্চল প্রকৃতির ভাব লইয়া দাঁড়াইতেছেন। যে স্থানে হাল্‌-কামী ও চাঞ্চল্য ও গাম্ভির্য্য বিহিনতা, সে স্থানে অভিনিবেশ এবং গুণ গ্রাহিতার অভাবের আশঙ্কা বিলক্ষণ বটে। সুতরাং আমার গ্রন্থ মধ্যে কোন গুণ ভাগ থাকিলে তাহা তাঁহারা দোষ ভাগের পরিবর্ত্তে যত্ন পুর্ব্বক গ্রহণ করিবেন কিনা, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে।

[ঘ] বঙ্গভাষার প্রতি রাজার অকৃপা।

রাজকীয় কাজ কর্ম্ম হইতে বঙ্গভাষার কারবার ক্রমেই উঠিয়া যাইতেছে। বঙ্গভাষার প্রতি রাজার তেমন শুভ দৃষ্টি নাই। বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির উপায় স্বরূপ নর্ম্মাল ও সংস্কৃত বিদ্যালয় সমুহ উঠিয়া গিয়াছে ; এবং যাহাও আছে তাহাও ক্রমে উঠিয়া যাইবেক। রাজ সরকার ও রাজ কার্য্যে বঙ্গভাষার সাহায্যে অর্থকরী কোন কার্য্যই আর সাধিত হইবার নহে। সুতরাং বঙ্গভাষার অনুশীলনে দেশীয়দের আর তেমন আগ্রহ যত্নও নাই। যেমন এ দেশে

পার্শী ও উর্দ্দু ভাষার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, বঙ্গভাষার সম্বন্ধেও প্রায় ঠিক সেই অবস্থা দেখা যাইতেছে। সাংসারিক ও পারিবারিক কাজ কর্ম্মের কথা বার্ত্তা পর্য্যন্তও এখন অনেক স্থলে ইংরেজিতে হইয়া থাকে। এমন কি, অনেক কুলের কুলবধূরাও বাঙ্গলার চর্চ্চা ঘৃণার সহিত ছাড়িয়া দিয়া, ও বঙ্গভাষার আলোচনা নিতান্ত অপমান ও নীচতা মনে করিয়া, ক্রমেই "কমোত" "ডারুইন" "মিল্‌টন্" "সেক্সীয়র" প্রভৃতির আলোচনায় অগ্রসর হইতেছেন। ফলতঃ ছোট কাল হইতেই যদি কোন ভাষার আলোচনা বিশেষ রকমে করিতে২ তাহার মায়া, মহব্বতে মন না মজে, যদি সেই ভাষার সঙ্গে২ চিত্ত মনের মেশামেশি ভাব না ঘটে, ও সেই ভাষা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া তাহার স্বকীয় প্রকৃত জাতিয় ভাবে আত্মায়২ তন্ময় না হওয়া যায়, তবে সেই ভাষার মধ্যে কি রস মাধুর্য্য, ও কি যে লালিত্ব বা অভাব রহিয়াছে তাহা কিছুমাত্র উপলব্ধি করা যাইতে পারে না! বঙ্গভাষার আশক্তিতে আত্মহারা ও তাহার প্রকৃত স্বকীয়ভাবে তন্ময় হওয়ার উপযুক্ত লোক আজি কালি অতিশয় বিরল সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষার মায়া মমতায় যাহার এক বিন্দু অশ্রুপাতও না হয়, ও বঙ্গভাষার প্রেমে বিগলিত হইয়া যে তাহাতে না মজে, সে কেমন করিয়া তাহার কাব্য সম্বন্ধীয় যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার, এবং কাব্যিক ভাবে তন্ময় হইবার, ও জাতিয়ভাব ও জাতিয় ভাবার আসল জিনিষ উৎপন্ন ও রক্ষা করিবার সক্ষম হইবে?? ঐ সকল উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত লোক ক্রমেই কম হইয়া

যাইতেছে। যাঁহার যে বিষয়ে অনুরাগ নাই, তিনি সে বিষয় ভাল না বাসিবারই কথা। সুতরাং বঙ্গভাষায় রচিত আমার এবম্বিধ গ্রন্থ গুলি বহুজনের অপ্রীতিকর হইবারই বিশেষ আশঙ্কা।

[ঙ] সাহিত্যের প্রতি এ দেশীয় লোকের অপ্রবৃত্তি।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে একটা নূতন বিজ্ঞানের যুগ যেন আরম্ভ হইয়াছে। কাব্য, কবিতা, দর্শন, সঙ্গীতের যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে। জীবন সংগ্রামের রৌদ্র রসে মাতোওয়ারা হইয়া দেশটা যেন ক্রমেই এক ব্যতিব্যস্ততা এবং অবসাদের ছায়ার চাপনে পড়িয়া একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবারও বিন্দু অবসর পাইতেছে না। ফলতঃ দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের দিকেই দৃষ্টি করিয়া দেখ দেখি, অমুন যে কচি ছেলে টুকু, তাহারও মনে যেন কি এক ব্যস্ততা, কি এক উৎকণ্ঠার ছায়া পতিত হইয়া তাহার বাহ্যিক মুখের সুন্দর দৃশ্য খানি কালিমা করিয়া ফেলিয়াছে; নধর নলিন, ননীর পুতুল সদৃশ একটী বালিকার মনোবৃত্তি পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, তাহারও অন্তরে কি যেন এক চঞ্চল কামনা, তরলতর সুতীব্র বাসনা প্রবেশ করিয়া তাহার অতি সুন্দর ছোট খাট বদন খানিকেও গম্ভীরভাবে গৃহিনীর চেহারায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছে। বাস্তবিক এদেশে সুখ শান্তি, এবং চিরস্থায়ী স্বাস্থ্য, আরাম, চইন যাহাকে বলে তাহা

প্রায় না থাকার মধ্যে হওয়ায়, কেহরই চিত্ত মন আর সুস্থির ও সরস নাই; কেহই আর রস, মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের দিকে অগ্রসর হইতে, ও সুগভীর জ্ঞান সমুদ্রের অতল তলে সুদীর্ঘ-কাল অন্বেষণের পর জ্ঞান-রত্ন তুলিতে আত্মোৎসর্গ করিবার অবসর পাইতেছেন না। সময় বা সুযোগ কেহর ভাগ্যে বাস্ত-বিক যুটিয়াও ওঠেনা !! কাব্য এবং কবিতা সর্ব্বদাই শান্তি সুখ খুঁজিয়া বেড়ায়; এবং শান্তি সুখের উপরই উহা নির্ভর করে। কিন্তু এদেশবাসীদের মনে, কাল মাহিত্মে তাহা যখন একিবারে "নাই" হইবার মধ্যে হইয়াছে, তখন প্রকৃত কাবতা দেবীও এদেশ হইতে ক্রমেই বিদায় লইয়া দূরে ২ চলিয়া যাইতেছেন! জানি না অতঃপর এ হতভাগ্য দেশের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে !!

যেখানে স্বয়ং কাব্য ও কবিতারই দুর্দ্দশা, সে স্থানে আবার আমার মত লোকের কাব্যিক গ্রন্থের আর আদর হইবেক কি? কাব্যের প্রতি এখন এদেশী লোকের বিতৃষ্ণা !! কবিতার দিকে লোকে এখন ফিরিয়াও চাহে না! সুতরাং কোন আশা নাই। বাস্তবিক কোন স্বার্থের আশা করিয়াও, আমি এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ণে লিখনী সঞ্চালন করি নাই। পুস্তক বিক্রয় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন, কি দশজনের নিকট প্রশংসা প্রাপ্তির বাসনা পরিপোষণ করিয়া আমি কোন গ্রন্থই লিখি নাই। গ্রন্থ লিখা আমার জীবনের বংশ পরম্পরাগত একটা সর্ব্ব প্রধান বাতুলতা; এবং কবিতা লিখা আমার বিধিদত্ত

সর্ব্ব প্রধান সাংঘাতিক রোগ। এ রোগের আর ঔষধি নাই; কর্ম্ম লিপি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমি অনর্থক কেন এই পোড়া খেয়ালে জীবন শেষ করিলাম; কেন এই নচ্ছার হীন তুচ্ছ বঙ্গভাষার মায়া-জালে মজিতে বসিলাম, তাহার কারণ অন্তর্য্যামী ভিন্ন অন্য কেহকে বুঝাইবার সাধ্য নাই।

নিজের ভাবে নিজে।

অন্যের মনপ্লুত ও চিত্ত রঞ্জক হইবে, এমন খেয়াল ও পছন্দ সই করিয়া আমি এ পুস্তক লিখি নাই। আমার নিজ মনের ভাবে নিজ পছন্দ সই করিয়াই যা কিছু লিখিয়া থাকি। কেহ আমার গ্রন্থ পড়িয়া তুষ্ট হইবেন, সে আশাও কখন করিনা; আর অসন্তুষ্ট হইয়া নিন্দা করিবেন সে ভয়ও কিছু রাখি না।

এ গ্রন্থ পাঠের জন্য যে রকম পড়ুয়া চাই।

যাঁহার কাব্য বা কোনরূপ কবিতা পড়ার শক নাই, পদ্যের প্রতি যাঁহার আশক্তি নাই, যিনি ভাবুক, প্রেমীক বা কবি নহেন; ভাব ও প্রেমের মর্ম্ম যিনি অবগত নহেন, রস জিনিষটা কি? তাহা যিনি বোঝেন না; প্রেম ভক্তিতে যাহার মন বিগলিত হয় না, ভাবের বিভোলে যাহাঁর চিত্ত প্রাণ মজে না; অধিকন্তু কোন বিষয়ের অন্তঃস্তলে তলাইয়া অভিনিবেশ পূর্ব্বক তদ্‌সমুদায় শিক্ষা করিতেও কখন যিনি রাজি নহেন; বিশেষতঃ সংসারে যাঁহার অনেক প্রকার অত্যাবশ্যকীয় কাজ কর্ম্মের নানা রকমের ভীর, ও যিনি জীবনের মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে সময়ের ঘোর অপব্যবহার মনে করেন, এবং যিনি মামলা মোকদ্দমা, বাদ বিসম্বাদ, ব্যবসায় বাণিজ্য ও ব্যবস্থা, বিচার প্রভৃতি বিশেষ ২

কর্ম্মে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত; অপিচ যাঁহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাহেবী ফেশনে প্রতিযোগিতা দ্বারা ভারত উদ্ধার ব্রতে একান্ত ব্রতী, এবং বিশেষ রকমে যাহাঁরা চক্ষু কর্ণের রক্ত বিন্দু দ্বারা ধর্ম্ম যুগের যুগান্তর ঘটাইতে অতীব প্রয়াসী; তদ্‌পর নির্দ্দিষ্ট রূপে যাঁহারা কেবল স্বীয় ২ পুত্র কলত্র পরিবার, এমন কি শুধু নিজের স্বার্থ সাধন, এবং উদর পরিপোষণে অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের চরণে বিনিত প্রার্থনা যে, আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা খানি যেন সেই প্রকার মহাত্মারা স্পর্শ করিয়া অনর্থক সময়ের অপব্যবহার ও হস্ত কলঙ্কিত না করেন, এবং তাঁহারা যেন ইহার নাম শুনিয়াও নাসিকা কুঞ্চনে বিরক্তি প্রকাশ না করেন। ফলতঃ আমার মত "ভব্‌ভুঁলে" "অকর্ম্মা" যে এক রকম "ভাব্‌পাগলা" লোক আছে, (যাহারা জগতে নিতান্ত অপুচ্ছ) সেই সকল ছিট গ্রস্থ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্যই এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছি। যদি তাহাতেও কেহর কোন প্রকার আপত্তি থাকে, তবে থাকুক; আমি লিখিয়া যাই!!

গ্রন্থ পাঠের প্রণালী।

এখানে আরও একটী কথা স্পষ্ট রূপে বলিয়া দেই যে, ঐ সকল উপরুক্ত ব্যক্তির মত যিনি কবিতা ও সঙ্গীত বিদ্যার নিয়মানুসারে, নানা প্রকার রাগ রাগিনী ও সুললিত স্বর-সমন্বয়ে রঙ্গ ঢঙ্গের সহিত কবিতা এবং সঙ্গীত সকল পাঠ করিতে ২, ঐসকলের জীবন্ত মাধুর্য্য, স্ফুটন্ত রস, ও মূর্ত্তিমন্ত ভাব রাশি, পরিস্ফুট রূপে হৃদয়ঙ্গম ও প্রকাশ করিতে সক্ষম নহেন, এবং যিনি আমার এই সকল কবিতা ও সঙ্গীতের পঠন প্রণালী অবগত নহেন, তিনিও যেন ইহার চর্ব্বিত চর্ব্বণে অনর্থক প্রয়াসী না হন। যথার্থ পক্ষে

কবিতা ও সঙ্গীতাদি পাঠের নিমিত্ত পৃথক ২ নিয়ম প্রণালী ও রাগ রাগিনী অবলম্বন করা সঙ্গত। সাদা সিধেভাবে সে সকল পাঠ করিলে কোনই রস উপলব্ধি হইবেক না। কেননা বীণ, বাঁশী, সারেং, এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সকলে, সোজাসোজি রকমে ঝঙ্কার বা ফুক দিলে তাহাতে ঝন্ ঝন্, কন্ কন্, ভে ভো, পে পো, ইত্যাদি অশ্রাব্য বিকট শব্দ সকলই উৎপন্ন হইবেক। কিন্তু সুদক্ষ বাদকের দ্বারা সেই সকল রীতিমত বাদিত ও নিনাদিত হইলে, অপূর্ব্ব মধুর ধ্বনি এবং মন মুগ্ধকরী ভাবেরই উদ্রেক হইয়া থাকে। ফলতঃ অনেক লোকেই কবিতা ও কাব্যিক বিষয় সকল রীতিমত পাঠ করিতে জানেন না, ও পারেনও না।

বীজের শাব ভাগ মধ্যে যেমন বৃক্ষের উৎপাদিকা শক্তি লুক্কাইত থাকে, কবিতা ও সঙ্গীতের ভাষার মধ্যে 'ভাব' তেমন মাত্র ছায়ার ন্যায় অতি ক্ষীণ ভাবে অবস্থিতি করে। সময়শিরে রাগ রাগিনী ও স্বর সমন্বয়ে সেইভাব পূর্ণ অবয়বে স্বীয় মূর্ত্তিতে জীবন্ত হইয়া অন্তর রাজ্যের উপর অতীব বিশালতা ও গাম্ভী-র্য্যতা ধারণ করে। কোন রাগ রাগিনী ও সুললিত স্বর সম্বলীত না হইলে, কবিতার সম্পূর্ণ ভাব ও রস মাধুর্য্য, কিছুই পরিস্ফুট হইয়া চিত্ত মন আকৃষ্ট করিতে পারে না। যিনি আমার সঙ্গীত ও করিতা সকল রীতিমত পাঠ করিতে সক্ষম না হইবেন, তিনি সুতরাং কোনই আস্বাদ উপভোগ করিতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে পড়া না পড়া দুইই প্রায় তুল্য হইবেক।

কবিতা পাঠের জন্য পৃথক অভ্যাস ও অন্য গুণ চাই।

কবিতা পড়ার জন্য যে পৃথক রকম অভ্যাস ও শিক্ষা চাই, এ কথাটা প্রায় পোনে ষোল আনা লোকেই বোঝেন না। অন্য ভাষার বিষয়ে হউক বা না হউক, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রকৃতি অনুসারে উহার কবিতা পাঠের প্রণালী লিপিবদ্ধ ও সর্ব্বসাধারণ সকলের অবগত থাকা উচিত। আর উহার সম্বন্ধে এদেশী লোকের অধুনা মনোযোগ দেওয়া এবং বিশেষ জানা শুনা কর্ত্তব্য।

বঙ্গভাষায় নূতন বিষয়।

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় পুস্তকান্তরে লিখিয়াছি। অধুনা অতি সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে, নানা কারণে এইক্ষণ বঙ্গভাষাতে বর্ণাদি উচ্চারণ ও শব্দাদি পরিশুদ্ধ রূপে পঠন প্রণালী নির্দ্ধারিত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় বিষয় হইয়াছে। বঙ্গভাষার উন্নতি সংকল্পে যাঁহারা চেষ্টিত তাঁহারা এ কথাটী বিবেচনা করিয়া তাহার উদ্যোগে ব্রতী হইবেন, এই বাসনা। আরবী পার্শী ভাষার বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ এবং বিষয় সকল পাঠ করিবার বিশেষ ২ প্রণালী বিষদরূপে নানা প্রকার পাণ্ডিত্ব ও শৃঙ্খলার সহিত প্রকাণ্ড ২ পুস্তকাকারে লিখিত আছে। সে একটা শাস্ত্রই পৃথক বটে। ঐরূপ প্রণালী বদ্ধ হওয়ার পর, সেই ২ ভাষার অত্যন্ত উন্নতি সাধিত হই-

য়াছে। এখন বঙ্গভাষাকে বেওয়ারিশ মনে করিয়া বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গভাষার কলেবর বৃদ্ধির উপায়।

ভাষাবিদ্ মাত্রেই জানেন যে, প্রাকৃতিক, হিন্দি এবং সংস্কৃত প্রভৃতি কতিপয় ভাষার সংমিশ্রণে বঙ্গভাষা গঠিত হইয়াছে; ও পার্শী উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষার বহুবিধ শব্দ তাহার অস্থি মজ্জায় জড়িত হইয়া অঙ্গপুষ্টি সাধন করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে আবার ইংরেজী শব্দ, ও ইংরেজী পদ্ধতি সকল উহার অন্তর্ প্রবিষ্ঠ হইয়া ক্রমেই কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। নানা ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব সংগ্রহ দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন করা আমি একান্ত অনুমোদন করি। যাঁহারা ঐমতের বিরুদ্ধ বাদী, তাঁহারা কখনই বঙ্গভাষার প্রকৃত হিতৈষী নহেন। যাহা হউক আমার ক্ষুদ্র বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া মনোগত ভাব সংক্ষেপে প্রকাশার্থ কতিপয় চিহ্ন ও কতিপয় নিয়ম প্রচার করিয়াছি। আরবী পার্শী উর্দ্দু ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা হইতেও সচরাচর ব্যবহৃত শব্দ রাশিও যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকি। আমি জানি, এইক্ষণ উপেক্ষিত হইলেও ভবিষ্যতে কিন্তু ঐ সকল বিশেষ ফল প্রদ হইবেক।

গ্রন্থের উদ্দশ্য।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটী অত্যুচ্চ বিষয় মূল ভিত্তি করিয়া, ভিন্ন২ ভাবে ও বিভিন্ন ২ প্রকারের বর্ণ বৈচিত্রে এই "উদাসী" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

অনেকদিন হয় রচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতা বিংশতি বৎসরেরও পূর্ব্বের লিখিত। সুতরাং এগ্রন্থে পুরাতন মরিচাধরা ভাবরাশির অভাব নাই। কিন্তু সেই পুরাতন ভাব বিশিষ্ট প্রবন্ধ সকল কেন আমি প্রকাশ করিতেছি, তাহার অনেক নিগুঢ় তাৎপর্য্য আছে। ভাঙ্গিয়া বলিতে গেলে বিস্তার হইয়া যায়। সংক্ষেপতঃ একটী কথা এইমাত্র প্রকাশ করিতেছি যে, অগ্রে পুরাতনের প্রতি ভক্তি যত্ন ও আদর না জন্মিলে, নূতনের মাহিত্ম ও মর্য্যাদা বুঝা যায় না; তুলনা করিয়া দেখিবার ক্ষমতাও জন্মে না। অগ্রে পুরাণে মজ, তৎপর দেখিয়া শুনিয়া নূতন ভজ। নূতনের বালাই অনেক। এ কিছু ভাঙ্গা নৌকা নয় যে, পুরানত্বের দোষে অকূল পাথারে ভরাডুবি হইবে। যাহা হউক বিংশতি বসৎর পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য ক্ষেত্রে কতিপয় পুরুস রত্ন—কবি চুড়ামনি দ্বারা যে শুভযুগ ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা অতীব স্মরণীয় বিষয় বটে। সেই জন্য ঐ যুগের মধ্যে যে প্রকার ভাব সকল বঙ্গভাষায় পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা তুচ্ছ করিবার জিনিস নহে। সেই হেতু সেই সময়ের ভাব বিশিষ্ট আমার স্বরচিত কবিতা সকল আমার প্রথম জীবনের ঘটনা ও স্মৃতি স্বরূপে ইহাতে নিবদ্ধ করা হইল। বিধাতা জানেন লোক সমাজে ইহা কৎদুর আদৃত ও অনুমোদিত হইবে।

সমালোচক সম্বন্ধে।

অধুনা ‘এই কবি সুলভ বঙ্গদেশে কাব্যেরও অভাব নাই, এবং কবিতা রচকেরও শেষ সংখ্যা নাই, সুতরাং

আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি সুস্পষ্ট ও সমুচিত ভাবে কেহর সুদৃষ্টি এবং মনোযোগের গোচারভূত হইবে কিনা, সে বিষয়ে বিঘোর সন্দেহ। যাহাই হউক কিন্তু আমার বেশ জানা আছে যে, পাঠক ও রচয়িতার সংখ্যা যত দেখা যায়; প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকৃত সুবিজ্ঞ পাঠক ও প্রকৃত সুবিজ্ঞ ভাবুক কবির সংখ্যা অতিশয় বিরল ভিন্ন, কদাচ যথেষ্ট নহে। সারা বঙ্গ দেশ সুদ্ধ গণ্ডা পাচ সাত তেমন লোক আছেন কিনা সন্দেহ স্থল। পরন্তু সুবিজ্ঞ লিখকের সংখ্যা অপেক্ষা, প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী উদার ভাবুক ও বহুদর্শী জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডিত্ব পূর্ণ, জ্ঞান সর্ব্বস্ব পাঠকের সংখ্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অতি অল্প। তেমন উচ্চদরের যথার্থ খাটি পাঠক পাওয়া বড়ই দুষ্কর। কালে কস্মিনে ঈশ্বর তেমন দুই একটীও পাঠকের হাতে যদি আমার এই "উদাসীকে" সমর্পণ করেন, তবেই জীবন সার্থক জ্ঞান করিব। যদি ঈশ্বর সুজ্ঞানী সুপণ্ডিত পাঠক কখনোও মিলাইয়া দেন, তবে তাঁহারাই নিজ হইতে এই গ্রন্থস্থিত ধরণী সদৃশ অতি বিস্তার, এবং আকাশ সদৃশ অতীব প্রসার ভাব রাজ্যের মধ্যে, অন্যান্য পাঠকগণকে সহজে প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তাঁহারাই ইহার শুক্তি আবরণ হইতে অসংখ্য ২ মুক্তাবলি বাহির করিয়া বঙ্গবাসীকে দেখাইবেন। সেই সৌভাগ্যশালী উন্নতমনা ব্যক্তিগণের উদ্যম এবং আভাসের নিকট আমার বক্তব্য ও মন্তব্য সকলও অতিশয় অকিঞ্চিৎকর হইবে, সন্দেহ নাই; তাই সুদীর্ঘ ভূমিকা দ্বারা জগৎকে

বুৰাইবার পণ্ড পরিশ্রম হইতে একেবারে ক্ষান্ত রহিলাম। ঈশ্বরে একান্ত নির্ভর করিয়া আমার উক্ত প্রকার উত্তরাধিকারী মহাত্মাগণের জন্ত ইহার দোষ গুণ রস মাধুর্য্য ইত্যাদি সমালোচনার ভারও অক্ষত ভাবে রাখিয়া দিলাম। অনভিজ্ঞ সাধারণ সমালোচকগণের ইহাতে দন্তস্ফুট করিবার আবশ্যকতা নাই। অনভিজ্ঞ অপরিপক্ক লোকের হস্তে ইহার সমালোচনা না হওয়াই ভাল। কেননা সমালোচনার কাজ বড়ই গুরুতর ব্যাপার! তন্মধ্যে ভাবুকদিগের হৃদয় উচ্ছসিত অস্ফুট ভাব সমন্বিত কবিতার সমালোচনা করিতে যাওয়া আরও সুকঠিন!! ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র না হইলে, এবং নানা বিষয়ে অসাধারণ গুণ গ্রাম না থাকিলে, তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বড়ই লজ্জা! এবং বড়ই বিড়ম্বনার বিষয়!! আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় যাঁহারা জাগতিক সমুদায় নিসর্গ ও সমুদায় স্বভাব অধ্যয়ণ করিতে পারদর্শী, এবং ভাবুক কবিদিগের অন্তরস্থিত প্রকৃতি রাজি বিশিষ্ট রূপে অনুশীলন করিতে সক্ষম, সেই মান্য গণ্য নমস্য ব্যক্তিগণই কবিতা সমালোচনার উপযুক্ত পাত্র। কবিতা সমালোচনা অপেক্ষা কবিদিগের হৃদয় স্থিত সুবিশাল ভাব রাজ্যের সমালোচনা অগ্রে করাই সুসঙ্গত। যাহারা কবিদিগের হৃদয় মন না জানেন ও তাঁহাদের উদ্দেশ্য না বোঝেন, তাঁহারা কখনই যেন যথার্থ কবিগণের কাব্য লইয়া যা ইচ্ছা তাই মতামত প্রকাশ করিতে উদ্যত না হন, এবং যা ইচ্ছা তাই মন্দ ছন্দ বলিয়া গালাগালি দিয়া বাহাদুরী জমকাইতে প্রয়াস না পান, এই প্রার্থনা।

ভুমিকা।

(বিশেষ মন্তব্য)

বিবেচনা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, জড় শক্তি ও দৈব সূক্ষ্ম শক্তি এই দুইটী শক্তি দ্বারাই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রাণী জগতের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। মানব সমাজের উপর উক্ত দুই শক্তির ক্ষমতা আরও অধিক প্রবল। তম্মধ্যে দৈব বা বৈদ্যুতিক সূক্ষ্ম শক্তি আত্মা, মন সম্বন্ধীয় অধ্যাত্মজগতের উপর অসাধারণ ক্ষমতা এবং অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পূর্ব্বক ঐশ্বরীক মাহাত্ম্য যে প্রকার চমৎকার ভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহা মানবীক ভাষায় কেহরই ব্যক্ত করিবার সাধ্য নাই। বাহ্য জগতের উপর এক্ এক্ বিভাগে যেমন এক্ এক্ শাসনকর্ত্তা, এই সুবিশাল পৃথিবী মণ্ডলের মধ্যে যেমন এক্এক রাজ্যে, এক্এক্ দেশে এক্এক্ জন রাজা বা মহারাজা, অধ্যাত্ম জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ সৃষ্টি বিভাগ, কার্য্য বিভাগ, এবং রাজ্য বিভাগ সম্পর্কে পৃথক ২ পরিচালক, পৃথক ২ সুশাসক ও পৃথক২ কার্য্য নির্ব্বাহক চিরকাল ব্যাপীয়া নিয়োজিত আছে, নিয়োজিত হইতেছে, এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত নিয়োজিত হইবে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, নীতি প্রবর্ত্তক এবং ভাব প্রবর্ত্তক কবিগণ, ধার্ম্মিকগণ, বক্তা ও লিখকগণ সেই অধ্যাত্ম জগতের পরিচালক ও অধীশ্বর বটেন। ফলতঃ ঐ সকল ব্যক্তিই প্রকৃত রাজা অধিরাজ এবং প্রকৃত মান্য মাননীয় নমস্য ও ভক্তি ভাজনীয় সন্দেহ নাই।

বাহ্য জগতের একজন সম্রাট অপেক্ষা একজন কবির সম্মান ও ক্ষমতা বা গৌরব কোনাংশেই কম নহে। বরং স্থল বিশেষে লক্ষ গুণেও শ্রেষ্ঠ! মানব সমাজে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের পদ গৌরব ও সম্মানই সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ট ও বরণীয়। তাহার পরই কবি, ভাবুক ও লিখক এবং বক্তাদিগের পদ গৌরব ও সম্মান অগ্রগণ্য। অন্য এক হিসাবে যিনিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তিনিই কবি, যিনিই ভাবুক, পণ্ডিত, নীতি প্রবর্ত্তক, তিনিই কবি; যিনিই বাগ্মীবর বা সুলিখক তিনিই কবি;—প্রকৃত প্রস্তাবে কবি না হইলে না ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক হওয়া যায়, না লিখা যায়, না বলা যায়, না নূতন কিছু করা যাইতে পারে! যিনিই নূতন কিছু জগতে উদ্ভাবন ও সৃষ্টি বা আবিষ্কার করিবেন, তিনিই কবি। কবি না হইলে অন্য কিছু হওয়া যায় না। তবে অন্তর্জ্জগতের বিভাগ অনুসারে এক্‌এক প্রকার সীমাবদ্ধ ভাবে পৃথক২ কার্য্যকলাপের প্রণালী অনুসারে কবি, ভাবুক, ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক, বৈজ্ঞানীক ইত্যাদি নামের বিভেদ মাত্র করা হইয়া থাকে। বাস্তবিক সকলেই এক জাতিয়, এক শ্রেণীর এবং একই রকম শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র।

অধুনা আমাদের এই হতভাগ্য ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া এই পতিত বঙ্গদেশে যে কয়জন কবি, বাগ্মী, লিখক, পণ্ডিত এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা ধর্ম্ম প্রচারক আছেন, ও ভবিষ্যতে হইবেন, তাঁহারাই দেশের প্রকৃত আশার স্থল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বরণীয়। কেননা তাঁহাদের কার্য্য অন্তর্জ্জগতের উপর বটে। সেই নিমিত্ত এই গ্রন্থের উদ্বোধন স্থলে তাঁহাদের কয়েক জনের

প্রতি বিশেষ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য ও কটাক্ষ্য করা হইয়াছে। কাব্যিক ভাবে বাহ্যিক শ্রবণে অন্যে তাহাতে অবশ্যই মন্দ বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই। কিন্তু মন্দ ভাব দূরে থাকুক বরং তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি ও সৌহৃদ্য সহানুভূতি থাকা দরুণই ঐ প্রকার লিখা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মা প্রাণের অত্যুষ্ণ রক্ত প্রবাহ মাখাইয়া, মর্ম্মস্থলের সুগভীর অতল স্পর্শি মুর্ম্মুর দাহনে প্রেমাশ্রু আহুতি দিয়া সহানুভূতি সুচক চরম আত্মীয়তার উৎসর্গ বলি প্রদানে, প্রীতি পুষ্প-অঞ্জলিদান সহকারে ঐ সকল সৌভাগ্য-শালী মহাত্মা গণের চরণ-রাজি বন্দনা করিয়াছি!

অশেষ পুণ্যফলে সৌভাগ্যের উচ্চ মুকুট ধারণ করিয়া মানব দেবতাক বিজন্ম পরিগ্রহ পূর্ব্বক হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ সৌরীন্দ্র মোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ, আমীর আলী, ও রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, আনন্দ মোহান বসু কালীচরণ বানার্জ্জি, W. C. বানার্জ্জি, কালী প্রসন্ন ঘোষ, লাল মোহন ঘোষ, মহেন্দ্র লাল সরকার, জগদীশ চন্দ্র বসু প্রভৃতি অসংখ্য মহাশয়গণ, ও ইণ্ডিয়ান মিরার অমৃত বাজার, বেঙ্গলী, বঙ্গবাসী, দৈনিক সঞ্জিবনী, সুধাকর, হিতবাদী প্রভৃতি পত্রিকা সমূহের সম্পাদক ও পরিচালক প্রভৃতি; এবং অন্যান্য বাগ্মী ও লিখক মহাত্মা গণ এই বঙ্গদেশ উজ্জল করিয়া-ছেন।: শত সহস্র তোপ কামান বেয়নেটের দ্বারা যে কার্য্য সাধিত না হইতে পারে, তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিখনী এবং

অতি মৃদু কোমল ভাষা দ্বারা তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক কার্য্য সংসাধিত হইবেক সন্দেহ নাই। ঐ সকল মহাত্মার অনেকেই ক্ষণ জন্মা পুরুষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবিগণ যেমন কাব্যিক কল্পনা লইয়া রত, তেমন যদি তাহার সঙ্গে ২ তাঁহারা দেশের ও দশের উপকারার্থে উন্নতি সংকল্পে, লোকের মন ফিরাইবার জন্য লিখনি ও বাক্য পরিচালনা করেন এবং রাজা ও রাজ পুরুষদিগের সহানুভূতি, অনুগ্রহ এবং সুশাসন লাভ করিতে তেমন চেষ্টা যত্ন করেন তবে অন্যের অপেক্ষা অতি অধিক পরিমাণে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমস্ত মহাশয় ব্যক্তি যাহা ২ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার আর কোনটারই তুলনা নাই। তথাপি তাঁহাদের নিকট আরও অধিক মাত্রায় আশা ভরসা করিয়া থাকি। যাঁহার নিকট একগুণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার নিকট আবার দশগুণে আশা করার প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধই হইয়া থাকে।

কবিবর হেম চন্দ্র বনার্জ্জি মহাশয় আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য রাজ্যের একজন পরাক্রান্ত সম্রাট। তাঁহার অচিন্তনীয় কল্পনা শক্তি, অভাবনীয় ভাবের প্রবর্ত্তনা, অসাধারণ শব্দ চাতুর্য্য, এবং সর্ব্বশেষে অসীম উদ্দীপনা ও উন্নত মনুষ্যত্বের তুলনা নাই!! মহাত্মা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধু সূদনের পর তিনি নূতন প্রণালী আবিষ্কার দ্বারা বঙ্গভাষাকে যেমন এক ধাক্কায় অসম্ভাবনীয় উচ্চ সোপানে উন্নিত

করিয়াছেন, তেমনই বঙ্গবাসী মাত্রকেই তদ্‌সঙ্গে ২ মানসীক তেজ বল প্রদান করিয়া এক অভিনব রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। ফলতঃ ভাষার সঙ্গে ২ জাতিয় ভাবেরও যে উৎকর্ষ বিধান হইয়াছে তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞ ও ভাষাবিদ এবং মানব চরিত্র সমালোক্‌ পণ্ডিতগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এহেন মহাত্মা অধুনা অন্ধ হইয়া কাশীধাম আশ্রয় করায় লিখকের অতীব দুঃখের ও পরিতাপের কারণ হইয়াছে।

কবিবর নবীন চন্দ্র সেন— হেম বাবুর শক্তি সঞ্চারে বৈদ্যুতিক তেজ ধারণ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে যে রাজত্ব বিস্তার ও পলাসির যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র রঙ্গমতি, প্রভৃতি কাব্য সকলে যে প্রকার অসাধারণ মানসীক বল ও অসামান্য গভীর পাণ্ডিত্ব প্রকাশ দ্বারা কোমলাঙ্গী বঙ্গভাষাকে সমুন্নত বীর ভাষায় বলীয়ান করিয়াছেন, তাহার আর তুলনা কোথায়? নবীন বাবু কেবল বীর ভাষার সৃষ্টি করেন নাই। ফলতঃ ভবিষ্যতে পতিত বাঙ্গালী জাতি হইতে যে সহৃদয় সমুন্নত বীর বংশের আবির্ভাব হইবেক, তিনি তাহারই সৃষ্টি পত্তন দিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের কারণ এই যে, নবীন বাবু ডিপ্টি ফাশ গলে লইয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের কোন কল্যাণ সাধন করিতে পারিতেছেন না।

কবিবর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়—দেশের অতি পুণ্য ফলে অতিশয় তরুণ বয়সে দেবতার ঘরে দেব জন্ম

পরিগ্রহ করিয়াছেন। জাতিয় সাহিত্য জগতের নন্দনকাননে বাস্তবিক তিনি বাসন্তি পিক! ভাবের বিভোলে বিহ্বল হইয়া যে সকল সঙ্গীত গাথা তিনি দিবা নিশি গাহিতেছেন, এবং যে সকল অমৃত লহরী অনবরত ঢালিয়া দিয়া বঙ্গের তাপিত প্রাণ শীতল করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন; তাহা হইতে বিদগ্ধ ভারতের ভাগ্যে কালে অমৃত ফল যে না ফলিবেক এমন নহে! ধন্য রবীন্দ্র নাথের লিখনি ধন্য হউক; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার কবিত্বের মধুরতা উৎসর্গীকৃত হইয়া দেশের অশেষ উপকার বিধান করুক। বড়ই সুখের বিষয় যে, রবীন্দ্র নাথ দেশের কল্যাণ কামনায় ব্রতী হইয়াছেন। স্বধু চুটকী চাটকি লইয়া আর সময় নষ্ট করিবেন না।

ভাগ্যবান রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়

অতি ক্ষণ জন্মা রাজনৈতিক মহাপুরুষ। ভারতে আর তেমন একটী নাই। তিনি কেবল রাজনৈতিক নহেন, লিখক, বক্তা এবং সহৃদয় কবিও বটেন। সুতরাং তাঁহার তুলনাই নাই। পরম সুখের বিষয় এইক্ষণ দেশের কল্যাণে অষ্টে পৃষ্ঠে লাগিয়াছেন। সুতরাং "দত্ত পদে মত্ত হৈল" পুরাতন কথাটা আর এখন খাটিতে চায় না।

অনারেবল আমির আলী সাহেবের—

পাণ্ডিত্ব ও বিজ্ঞতা এবং স্বজাতিয় হিত চিন্তার কথা নূতন আর কি বলিব? তাঁহার ন্যায় ইংরেজি সুলিখক ও ভাবুক এ দেশে অধিক আর আছে কোথায়? ইনি রাজ নৈতিক ক্ষেত্রে মহারথী

এবং বিশেষ চিন্তাশীল। "লাইফ অব মহাম্মদ" এবং "স্পিরিট অব্ ইস্লাম্" প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে অসাধারণ পাণ্ডিত্ব ও জাতিয় জ্বলন্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শতাব্দির পরও তেমন কেহ চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ স্থল। কিন্তু রাজ-কার্য্যে তিনি ব্রতী থাকায় দশের আশার উপযুক্ত কার্য্য বাধ্য হইয়া করিতে পরিতেছেন না ; তাই আক্ষেপ !

মাননীয় স্মুরেন্দ্র নাথ বানার্জ্জি মহাশয়—

ভারতের অদ্বিতীয় ব্যক্তি। ইহাঁর ন্যায় রাজনৈতিক দক্ষ পুরুষ শতাব্দির পর জন্মিবে কিনা সন্দেহ স্থল। রাজনৈতিক বিষয়ে ইনি এ দেশের যে প্রকার যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ করাও সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। ইহার ন্যায় ব্যক্তি যদি আর একজন থাকিত তবে আক্ষেপের কারণ ছিল না। দুঃখের বিষয় অনেকে ইহাঁর উদ্দেশ্য বুঝিতেছেন না।

মহাত্মা ছার সৈয়দ আহ্মদ সাহেবকে

ভারতবাসী শিক্ষিত মাত্রেই চিনেন। তাহার ন্যায়, বহুদর্শী রাজ নৈতিক জ্ঞানী এবং স্বজাতি হিতৈষী মোস্লেম্ অগ্রনী আর একটী এদেশে ছিল না ! তাহার অভাবের পরও তেমন একটী লোক বর্ত্তমানে প্রকাশিত হইবেন দূরে থাকুক, অর্দ্ধ শতাব্দির মধ্যেও জন্মেন কিনা সন্দেহ। সার সৈয়দের অভাবে এইক্ষণ ভারতীয় মোস্লেম্ সমাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি উচ্চ শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রভাবে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবার আশা আছে। রাজ-নৈতিক বিষয়ে তাঁহার পান্থা এবং উদ্দেশ্য অতিশয় প্রশংসার্হ ছিল। অনেকে তাহা বুঝিতে না পারায় বিষম দুঃখের ও দেশের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে দেখা যায় যে, নীতি ধর্ম্ম এবং জ্ঞান সুত্রের শিথিলতা দরুণই ভারতের প্রায় প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক দেশের পতন হইয়াছে। নিজেরা যদি নিজদের নীতি ধর্ম্ম স্থির রাখিতে নাপারি; এবং নিজে যদি নিজের অধঃপতনের পথ পরিষ্কার করি, তবে আর অন্যের দোষ কি? নিতি ধর্ম্ম হইতে স্খলিত পদ হওয়াতেই এদেশের যত কিছু দূরবস্থা ঘটিয়াছে; এবং অশান্তি অসুখের কারণ ব্যাপিত হইয়াছে।

নব অভ্যুত্থিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিও অনেক আশা ভরসা ছিল; কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই সে তেজ নির্ব্বাপিত হইয়া ভারতীয় বিশাল সমুদ্রের মধ্যে লীন হওয়ার মত হওয়ায়, আর তেমন আশা নাই। এখন একমাত্র ব্রিটিস্ রাজার মুখেরদিকে তাকাইয়া ঈশ্বরের কৃপা ভিকারী হওয়া ভিন্ন উন্নতির আর কোন উপকরণ বা গুণ গ্রাম আমাদের নিজের মধ্যে কিছু মাত্র নাই। এইক্ষণ যেরূপ শিক্ষা দীক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতেছে বিশেষ জ্ঞানের সহিত দেখিতে গেলে তত্তাবৎ ভবিষ্যতে দেশের মঙ্গল জনক নহে বলিয়াই অনু-মিত হইবেক। অলমতি বিস্তারেণ নিবেদন মিতি।

মোঃ চারাণ ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। ২২ শে শ্রাবণ।	বিনয়াবনত— আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী।

উদাসী।

A BROKEN HEARTED RETIRED TRAVALER'S.

LAMENTING SONG.

1

The sun is set, the day is past,
River flows on, swiftest run ;
Life as lighting, passing fast,
Drawn the fancie's, dreamy fun.

2

I am standing, on the bank,
Dusky sphere is, on my high ;
In the front deap, horrar tank,
My past had sunk, in sorrow's sigh !

3

I am alone, in my path,
Alone here oh ! have I came !
Alone shall take, parting bath,
None shall speak, my emty name !

4

I am going, I had came ;
Dusty body, shall be dust,
In the grave my joy and fame
Rest will ever, sleeping last !

5

The sun is set, my day is past
World became in darkish sein
Slowly slow is motion fast
Heart and minds are narrow mean !

6

Where are now my, hope and zeal ?
Where are strength and wish the same ?
Broke the fort of love and will
Flew way birds of joy and fame.

7

The sun is set, my day is past,
Birds now flying to their nest ;
Sole my crying, leave for last
All have going, But I rest !

8

All have going, all had gone !
Step by step they crossed on shore ;
Their that duties, they had done
I fell past for, sufferings more !

9

I am going, I shall start
Where shall reach ! but, not I know !
Where I go ? and, what in part ?
Never known I, man I though !!

10

Never know oh ! why I came ?
Why I live in darty earth ?
Who can tell me, Mystry same ?
"What is reason die and birth ?"

A WOLDLY MINI ED PROFESSIONER'S hopeless Song.

What is fault of God ?——
Are all of my Lot !
W hat is mistake of my duty ?
What is miss of thought ?
— Are all of my Lot !
What is fault of God ?
Life has parished in the air
Love is parished in the sigh ,
Hopes are spoiled here and there
My all are mingled on sky
— Are all of my Lot !
What is fault of God ?

Labouring all the night and day
Spending all the strenth and zeal
Made the hopeful fort and way
Waiting with a earnest will.

Travalling murmur whole this life
Whispering with that phantom's love
Gained that Charming Dava's wife
Kept her carefully heaven's above

Wasteing all my blood and flesh
Bleeding heavy sorrow's tear
Creating happie's garden fresh
Wished for fruits with hope and bear.

With tropic scheme, and Skillful art
Searching Sky earth's, dust and star
Serveying unever's inless part
Voyaged unfathamed oceon far ;

But all in vain ! all Waste at last !
Hope is dream oh ! Hope remain !
All have lost ! my all have past !
Trying crying all invain !!

Life has parished in the air
Love is parished in the sigh !
Hopes are spoiled here and there
My all are mingled on the sky

Are all of my lot !
What is fault of God ?

উদাসী।

উদ্বোধন।

হায় রে ! ভারতে আজ, কে করিবে হেন কাজ,
কে করিবে বংশীর বাদন ?!
কে আর জাগাবে হায় ! সঞ্জিবনী কবিতায়
চির মৃত ভারত জীবন ?!
করুণ কবিত্ব-রসে, ন্যায়, ধর্ম্ম, প্রেম বশে,
কে করিবে সাম্যতা বোধন।
অসম্মিল, হিংসা, দ্বেষ, সে দোষে মজিল দেশ
কে করে আর একতা বন্ধন ?,
দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ ঘোরে, ভারত গেলরে পুঁড়ে,
কে নিবারে সে ভীম দাহন !
এ মহা শ্মশানে আজ, সাজিয়ে যোগীর সাজ,
কে করিবে শবের সাধন।
কে করিবে সে সাধন, কে শিখাবে সে বোধন,
কে দেখাবে সে পথ রে আর ?!
পিতৃ-কুল-রত্নাগার, কে খুলিবে সে ভাণ্ডার,
কে খুজিয়ে লবে রত্ন তার।
করিয়ে কবিতা বৃষ্টি কে লভে সুরাজ দৃষ্টি,
রাজ তুষ্টি করি আকর্ষণ ;
জিত জেতা ভেদ-জ্ঞান, কে করাবে তিরোধান,
রাজ স্তুতি কে করে কীর্ত্তন ?

স্তুতি নতি সুমিনতি. করিয়ে ফিরাবে গতি,
হেন মতি কবে হবে কার ?
বাধা বিঘ্ন পদে দলি, দিবে আত্মোৎসর্গ বলি,
হেন জন নাহি দেখি আর !
স্বজাতি স্বধর্ম্ম তরে. দেশের দশের তরে,
অকাতরে কেবা দিবে প্রাণ ?!
জাগা'তে জাতিয়-ভাব, ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,
কেবা দিবে আত্ম-বলি দান ?!
হিমাদ্রি, সহ্যাদ্রি ধরি, উদয়াস্ত গিরি লাড়ি,
কে ভাঙ্গাবে ভ্রান্তি মোহ ঘুম ?
সে কাল নিদ্রার ভোরে, কে জাগাবে ভারতেরে,
কে বহাবে উৎসাহের ধুম ?!
হায় হৃদি ফে'টে যায় ! ডাকিয়া বা কহি কায় ?
ভারতে ত জন প্রাণী নাই !
সবি এযে শুন্যকার. ধূ ধূ ধূ শ্মশান সার,
স্তুপাকার শব ভস্ম ছাই !!
সকলিত মৃত প্রাণ, সকলিত হত জ্ঞান.
সংজ্ঞা হারা বিগত চেতন !
ভূত প্রেতে টানি খায়. পথে গড়া গড়ি যায়,
এক সঙ্গে সৈয়দ বামণ !
দুর্ম্মতি দুষ্কৃতি বশে. ভারত আপন দোষে,
মজিল সে দোষ দিবে কার ?
না বুঝি কালের মর্ম্ম, খোয়ায়ে চরিত্র ধর্ম্ম,
ডুবিল সে, কে করে উদ্ধার ?

"হেমের" হৈমন্তি-বাস, "নবীনের,, ডিপ্টী-কাঁশ,
"রবীণ" চুটুকি গায় ঘরে !
"দত্ত" পদে মত্ত হল, "আমীর" ওম্‌রাই নিল,
"সুরেণ,, সুধুই বকি মরে !
কোথা দম্ভ অভিমান ? কোথা গেল কুলমান ?
কোথা হারে গরিমা এখন ?
এবে আর কিছু নাই, পোড়া অহঙ্কারে ছাই,
ধিক্ তোরে হনুদ যবন !
কোথা সেই রাজ স্থান ? কোথা আজ তার মান ?
কোথা আজ পাঞ্জাব, কাশ্মীর ?
কোথা সিন্ধু, মালাবার, কোথা সে মারহাট্টা আর,
কই কোথা কচ্ছ, আজমীর ??
তুচ্ছ উদরের তরে, আজ তারা খে'টে মরে,
মুজুরীর শৃঙ্খল গলায় !
দাসত্বের অভিমান, পদাঘাতে সুখ জ্ঞান,
হেন মূঢ়, আছেরে কোথায় ?
কোথা সে দীল্লির পূরী ? আসিন্ধু পৃথিবী যুড়ি,
মূর্ত্তিমন্ত যার অভিমান !
কঠোর মুজুরী করি, সামান্য মুজুরী গিরী,
আজি তার জীবিকা প্রধান।
কহিতে বিষম দুঃখ ! দুঃখেতে বিদরে বুক !
নবাবীর অন্ত নাই যার ;
কোথা সে লক্ষ্ণৌয়ো আজ ?! কোথা "ইন্দ্র সভা" সাজ ?!
দপা চালে সর্ব্বস্বান্ত তার !!

কই সে মুর্‌শিদাবাদ ? কোথা সে খান্দন জাদ ?
কোথা হায় মৈসুরী দেমাগ ?
বিষম বিলাস ঘোরে, আজ সে ডুবিয়ে মরে,
হায় হায় ! গিয়াছে বেবাক !!
ব্যসন-বাসনা-রঙ্গে, হায়দরাবাদের জঙ্গে,
এস্‌লামের করিল পতন,
বিহারে বিহার-শক, ত্রিপুরে সাহেবী ঢক,
কি করিবে কৈশব সাধন ?
মুষ্টিমেয়, ব্রাহ্ম ভাই, তারা আজ ঠাই ঠাই,
ভারতের কি আর কল্যাণ ?
গভীর গৌরাঙ্গ-রাগে, আর না জাগেরে জাগে !
বৈষ্ণবী প্রেমে সে সমাধান !!
আদি সমাজের ট্রষ্টি, নিস্তেজ ঠাকুর গুষ্ঠি,
মহর্ষির বাঁচা হ'ল ভার !
কোরাণ, পুরাণ নাই, যাহা ইচ্ছা করে তাই,
সুনব্য সাহেবী অবতার।
"সাধারণী" সুধু বাক্, চক্ষু মুদি "মামা" ডাক্,
বৃথা গর্ব্ব সাম্য অভিমানী ;
জাতি গত হিংসা দ্বেষ, দ্বেষেতে মজিল দেশ,
মুর্গী, পাঠা ল'য়ে টানা টানি।
গো মাংসের নামে হায় ! পালে পালে কুদে ধায়,
যথা তথা ঘোর কাটা কাটি !
ক্ষিপ্ত পলাণ্ডুর বাসে, কিন্তু সাধ মদ মাসে,
চাকুরীর কালে আটা আটি।

গোলামী কামেতে দড়, দাসত্বের সাধ বড়,
ফাটে পিলা খেয়ে লাথি গুড়ি।
ভণ্ডামী ভাঁড়ামী যত, সেই কাজে সদা রত,
হোটেল খানায় হুড়া হুড়ি।
এই কি কপালে শেষ, না রাখিলি ধর্ম্ম লেশ,
খোয়াইলি সরম ভরম !!
না রাখিলি কুলমান, কুকার্য্যে দিলিরে প্রাণ,
ভেবে আজ বিদরে মরম !!
হায় রে! দুষ্কৃতি বশে, ভারত আপন দোষে,
মজিল সে দোষ দিবে কার ?
না বুঝি কালের মর্ম্ম, খোয়ায়ে চরিত্র ধর্ম্ম,
ডুবিল সে অকুল পাথার !
গভীর সমুদ্র জলে, বিঘোর পতন-তলে,
যে তলালো কে তুলিবে তারে।
বিধাতার অধিশাপে, ভারত মজিলো পাপে,
কার বাপে রক্ষিবারে পারে ?
পিতৃ-কুল-রত্নাগার, কে খুলিবে সে ভাণ্ডার,
কে খুজিয়ে লবে রত্ন তার ?
কে করিবে সে সাধন, কে শিখাবে সে বোধন,
কে দেখাবে সে পথরে আর ?
এ মহা শ্মশানে আজ, সাজিয়ে যোগীর সাজ,
কে করিবে শবের সাধন ?!
কে আর জাগাবে হায় ! সঞ্জীবনী কবিতায়,
চির মৃত ভারত জীবন ?!

"হেমের" হৈমন্তি-বাস, "নবীনের" ভিপ্টি-কাশ,
"রবীণ" চুটুকি গায় ঘরে।
"দত্ত" পদে মত্ত হ'ল, "আমীর" ওমরাই নিল,
সৈয়দ কান্দিয়ে গেলা ম'রে।
সকলিত মৃত প্রাণ, সকলিত হত জ্ঞান,
সংজ্ঞা হারা বিগত চেতন।
ভূত প্রেতে টানি খায়, পথে গড়াগড়ি যায়,
এক সঙ্গে সৈয়দ বামণ!
হায়রে বিধির ফন্দ, এই ছিল নিরবন্ধ,
লভিলাম ভারতে জনম!!
হায় শাপ দিল কেরে? না জানি কি পাপ ফেরে,
বিধির এ দারুন কলম।
ছাড়ি দেশ দেশান্তর, পর দেশে করি ঘর,
পরবাসে গেলরে জীবন!
না ফিরিনু দেশে আর, পরবাস হ'ল সার,
পর দাস ললাটে লিখন!!
এই কি কপালে ছিল, অস্থানেরে প্রাণ গেল,
বিপাকেতে হারানু জীবন!
না হেরিনু বাপ মায়, না দেখিনু আর হায়,
স্বদেশের সুখের বদন!
আরো দুঃখে ফাটে বুক, কহিতে বিষম দুঃখ,
কত দুঃখ ছিল এই ভালে?
যারে আগি মরিলাম, তারে নাহি পাইলাম,
এই খেদ র'ল কালে কালে!!

যার লাগি পরিজন,　　করিলাম বিসর্জ্জন,
উদাসীরে হইলাম হায়!
যার লাগি ঘর বাড়ী,　　ধন, জন, ত্যাজ্য করি,
মজিলাম না পেলেম তায়।
যার লাগি এ যৌবন,　　যার লাগি এ জীবন,
যার লাগি এদেহরে ছার!
করিলাম, মরিলাম,　　প্রাণ দিয়ে সাধিলাম,
না পেলেম দরশন তার!
কোথা হারে সে রতন?!　　কোথা সে জীবন ধন?!
কোথা মোর ভজন পূজন?!
কোথা গেল সে সাধন?　　বৃথা হ'ল সে ভজন,
বৃথা হায় গেলরে জীবন!
বৃথা কাজে কাল গেল,　　পরমায়ু ঘে'টে এ'ল,
না করিনু ধরম করম!
না চিন্তিনু সে চিন্তন,　　না ভাবিনু সে ভাবন,
খেদে হায় দহেরে মরম!!
পরিয়ে আশার ফাঁশ,　　এতনু করিনু নাশ,
নাশ করি সোণার জীবন।
জীবন ভেল্কীর বাজি,　　আশা কুহেলিকা সাজি,
দেখা'তেছে তবুরে স্বপন!
জানি আশা! তুমি সার,　　তুমিরে ভবের সার,
আশাতেই অশার সংসার।
তুমি যদি না থাকিতে,　　এ ব্রহ্মাণ্ড পাতে পাতে,
খসিতরে রেণুর আকার।
তাই হ্যাদে ওরে আশ!　　করি তোরে গলে ফাঁশ,
লয়ে তোরে উদাসীরে হই।
তাই হ্যাদে ওরে আশ!　　কাটি ভব মায়া পাশ,
আয় তোরে, লয়ে সুখে রই।

আর আশা। সুখে রই, ভারতে পড়ুক থই,
বহুক রে উৎসাহের ঝড়।
ভারতে পড়ুক ধুম, ভাঙুক বিষাদ-ঘুম,,
উঠ সবে! আশা করি ভর।
উঠ করি আশা ভর, সহি ভীম ঊর্ম্মি ঝড়,
হে'লে দেরে! সপ্ত সিন্ধু পাড়ি।
আশাতে বাঁধিয়ে বুক, সহিয়ে অনন্ত দুঃখ,
দেরে ডিঙ্গা পাথারেতে ছাড়ি।
জয় মা ভারতেশ্বরী, "সাম্য-নীতি" অধিশ্বরী,
হেন ভাগ্য ভবে হবে কার?
ধন্য "রুল ব্রিটনীয়া", জগতে অতুলনিয়া,
ধরাতে নাই সমুতুল যার!
ধর রে সে সাম্য নীতি, যদি চাহ সদ্‌গতি,
কায়োমনে কররে সাধন।
ঈশ্বরে সমর্পি প্রাণ, সাধ সে কঠোর ধ্যান,
সাম্যতার কর উদ্বোধন।
জাগায়ে জাতীয়-ভাব, ত্যাজি স্বার্থ ত্যাজি লাভ,
হেলে দেরে সপ্ত সিন্ধু পারি;
আশাতে বান্ধিয়ে বুক, সহিয়ে অনন্ত দুখ,
দেরে ডিঙ্গা পাথারেতে ছাড়ি।
ছাড় ডিঙ্গা মার ডঙ্কা, শমনের কিরে শঙ্কা,
যদি প্রাণ থাকে ছার দেহে।
যদি থাকে ছার প্রাণ, অবশ্য সাধিবে ধ্যান,
কেহে মূঢ়! নিরুৎসাহ কেহে?
কেহে মূঢ়! কিরে ভয়? "-বল জয়! বল জয়!!
জয়নাদে ফাটুক বিমান।
ফাটুকরে শূন্য ব্যোম, যাক্ ফে'টে সূর্য্য সোম,
স্বর্গ, মর্ত্ত, হ'ক কম্পমান।

সংসার-বিরাগী জিতেন্দ্রিয় * ঋষি।

—— ০:০ ——

বাড়ী নাই, ঘর নাই, নাই প্রতি বেশী,
ত্যাজেছি সংসার-মায়া, আমিরে উদাসী!
দুর্জ্জয় বাসনা কুল, রিপু আদি ছয়,
নির্জ্জন সাধনা-বলে, করিয়াছি জয়!
বনে থাকি, বনে খাই, তরুতলে বাস,
নাই লোভ, নাই ক্ষোভ, নাই কোন আশ!
নাই সাধ, নাই বাদ, নাই চিন্তা লেশ,
লৌকিক প্রেমের জ্বালা, ত্যাজেছি বিশেষ!

---

* বগ্দাদ নিবাসী মহাধনী, মহাপণ্ডিত ও মহাগুরু, আচার্য্যশ্রেষ্ঠ হজরত্ "জনিদ" ঈশ্বর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করিয়া বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালীয় বগ্দাদের অধিপতি ও অন্যান্য বহুদেশ-বাসী ভূপতিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠ জনিদ ঐ সমস্ত অধিপতির সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবার জন্য বিশেষ এক নির্জ্জন স্থান মনোনিত করিয়া তথায় ঈশ্বর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। বগ্দাদের উক্ত রাজচক্রবর্ত্তী সেই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় সাদর প্রার্থনা জ্ঞাপন কারায়, হজরত্ জনিদ তাহার উত্তরে এবম্প্রকা

বিশেষ ত্যজেছি আমি, প্রভুত্বের ভার,
আজি রে স্বাধীন আমি, অধীন সংসার!
উচ্চ চূড় গিরিরাজ,— হিমাচল অই,
এ মোর হৃদয় আজ, পারে গেরে কই?
অপার সমুদ্র ঘোর, দুস্তর পাথার,
সাক্ষাত মহিমা অই, সৃষ্টি বিধাতার!
আজ সে পারেরে কই, হেন পরিসর?
অনন্ত বিস্তার এবে, আমার অন্তর!!
বিপুল ধরণী, সিন্ধু, শূন্য নৈরেকার,
আজ রে সকলি তারা, অধীন আমার!
অধীন আমার আজ, নিজে বিশ্বপতি,
যক্ষ, রক্ষ, দেব, দৈত্য, করিছে প্রণতি!

এক খানি সারগর্ভ, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য পূর্ণ পত্র প্রেরণ করেন যে, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া, অতি ঘোরতর পাতকী ও অতিশয় সংসারাশক্ত প্রায় চল্লিশ হাজার লোক অতি অল্প দিনের মধ্যে পরম পবিত্র জীবন লাভ-করিয়া কৃতার্থ হন। তৎপর আরও শতসহস্র লোক তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া সংসারে উদাসীন ও জগতে অতুল দেবত্ব লাভ করিয়া ধন্য হইয়া গিয়াছেন। ফলতঃ কলুষিত ও পতিত দুর্ব্বল জীবনের পক্ষে অসাধারণ ধর্ম্মবল ও অসাধারণ বীরত্ব লাভ করতঃ মহাউন্নত হওয়ার জন্য তাপস-শ্রেষ্ট ঋষিদের উক্ত উপদেশ সূচক বাক্যাবলি জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য উপাদেয় জিনিষ বটে। সেই সকল মহাবাক্যের ছায়া অবলম্বন করিয়া কোরাণ পুরাণ, বেদ বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের সমালোচন-সম্মত এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি অধুনা প্রকটিত হইল।

ঈশ্বর প্রেম, ঈশ্বরানুগত্য এবং ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য ভাল পথ নাই। আর বিজ্ঞাপন বল, দর্শন বল, এবং কাব্য সঙ্গীত যা কিছু বলনা কেন? কিন্তু সে সব ছাড়া যোগ্য

বিশাল ধরণী-তল, বিস্তার আকাশ,
নহে তার মধ্যে সুধু, মম গৃহ বাস।
অসীম সাগর সিন্ধু, নদী সরোবর,
সুধু তাহে তৃপ্ত নহে, আমার অন্তর।
প্রোজ্জ্বল অনল দ্যুতি, উদ্দীপ্ত ভাস্কর,
নহে তাহে আলোকিত, মম চক্ষুবর।
দ্রুত গামী উল্কা, বায়ু, গ্রহ, তীর, তারা,
পারেকি আমার গতি, পরাজিতে তারা?
বিশ্ব-জয়ী শক্তি মোর, মহান গম্ভীর,
তুচ্ছরে সংগ্রাম-জয়ী, দেশ জয়ী বীর।
ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতারা, হিংসুকের শেষ,
তোপ তরবারে নষ্ট, করে, সৃষ্ট দেশ।
মহানিষ্ট স্পষ্ট তারা, পারে সাধিবার,
ধরাধর পারে তারা,* সিন্ধু করিবার।

সাধনার মত অতি মহান্ বিদ্যাও এজগতে দ্বিতীয় নাই। ঘোরতর পতিত বাঙ্গালীর নিকট অধুনা সেই যোগ সাধনার কথা স্বপ্নের ন্যায় প্রতিয়মান হইতেছে। ফলতঃ এই পতিত জাতির পক্ষে এবং বিশেষ রূপে, পথ ভ্রষ্ট, লক্ষ্য ভ্রষ্ট বিকার গ্রস্ত, চঞ্চল ও বাতুল মতি আধুনিক ভাবুক ও কবি সমাজের পক্ষে, যোগ সাধনা আশ্রয় করতঃ জীবনে অতুল ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবল এবং অসাধারণ বৈরাগ্যময় মহাবীরত্ব উপার্জ্জন করাও একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে! অন্য লোকের বিষয় যাহাই হউক, কিন্তু কবিগণ ও ভাবুকগণ স্বর্গীয় দেবত্ব লাভকরিয়া এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র হইয়াও যে অনেকে স্বকীয় নানা বিধ পাপাচারে অত্যন্ত কলুষিত ও জঘন্য দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, ইহাই অত্যাধিক পরিতাপ এবং দুঃখের বিষয় বটে। আমি একান্ত ভরসা করি যে, অতঃপর বঙ্গীয় ভাবুক ও কবিগণ জীবনে অসাধারণ

মন দিলে বিষে ভরে, ক্ষীরোদ সাগর,
সুধার সাগরে করে, বিষ-সরোবর।
মুহূর্ত্তে করিতে পারে, ধরাতল নাশ,
মুহূর্ত্তে করিতে পারে, প্রাণীর বিনাশ।
কিন্তু কিবা সাধ্য ধরে, করে বিন্দু দান,
শরীরের রক্ত দিয়া, সাধিতে কল্যাণ।
কি সাধ্য করিতে পারে, জগতের হীত,
কি আর সাধিবে বিনা, জীবের অহীত।
অহীত সাধিতে সদা, পারদর্শী সবে,
নিঃস্বার্থ কল্যান কেবা, সাধিবার ভবে?
কাহার হৃদয় হেন, বীরত্বের খণি,
পরের অহীত যেবা, করেনি কখনি?

ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিয়া জগতে প্রকৃত দেবত্ব প্রদর্শন করিবেন। কেননা তাহারাই দেশের আচার্য্য ও গুরু স্থানীয়; সুতরাং তাঁহাদের দেবত্ব লাভ কায়োমনে একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বাল্মিকী, বেদ-ব্যাস, বুদ্ধ, ভাস্কর, শুক, শারণ, ধন্বন্তরি, শুশ্রুত, কনাদ ও সেখ সাদী, হাফেজ, জামী, জাফর, লোক্‌মান, আবুহানিফা, শাফী, মালেক, গজালী, হাম্বলী এবং নানক, গৌরাঙ্গ, রাম প্রসাদ, বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাভাবুক মহাজ্ঞানী, ও মহা কবিগণ ইহারা সকলেই যোগ সাধনায় মহাতপা ছিলেন; ও হোমর, বর্জ্জিল, মিণ্টন, সেকস্পিয়ার, লংফেলো, ভবভূতি, কালিদাস, ফেরদৌসী, নিজামী আমীরখছরু প্রভৃতি এবং ভারত চন্দ্র, চণ্ডীদাস ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ; অধিকন্তু রাম মোহন, কেশব চন্দ্র, কার্ল্ লাইল্, টেনীসন, বেঞ্জামীন ফ্রাঙ্কলীন, অক্ষয় কুমার, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণ সকলেই মহাসাধু ও মহাকীর্ত্তিপরায়ণ পুন্যশালী ছিলেন। সেই জন্য তাঁহাদের জীবনের কার্য্যও তদ্রূপ উন্নত ও মহত্তর এবং লোকের আদরনীয় হইয়াছে। যিনি যে

কাহার হৃদয় হেন, মহান প্রধান,
পরে যদি মারে, তবু করে দয়া দান!
এমন হৃদয় কেবা, নরকুলে রাখে,
শত্রুর শানিত বর্শা, হর্ষে ধরে বুকে?
এমন হৃদয় খানি, নরকুলে কার?
শত্রুর সহিত করে, মিত্র ব্যবহার।
অবন্দে পরাণ দেয়, পরাণীর তরে,
রাখিতে পরের প্রাণ, নিজে প্রাণে মরে?
রাখিতে মানীর মান, প্রাণ করে দান,
জীবের মঙ্গল হেতু, তুচ্ছ ভাবে প্রাণ।
সবেই করিতে পারে, অনিষ্ট সাধন,
ভাল করিবার তরে, নহে কোন জন।

পরিমাণে সাধক ও পরমার্থ-প্রেমীক ও পুন্যাত্মা ছিলেন, তাহার কার্য্য এবং বিদ্যা বুদ্ধি ও রচনাদিও সেই পরিমাণে উন্নত ও গৌরবান্বিত এবং সম্মানিত হইয়াছে। অধুনাতন আমরা চটুল-মতি বালকগণ যদি সংসারের নানা বিধ ঘোরতর পাপ পঙ্কে নিমজ্জিত ও কলুষিত হইয়া ধর্ম্ম বিহিন, যোগ সাধনা বিহিন, নিতান্ত দরিদ্র দুর্ব্বল হৃদয়, মন লইয়া বাল্মিকী, বেদব্যাস, স'দী, ফেরদৌসীর সমতুল্য কিত্তাভিলাষী হই; এবং হাফেজ, রাম প্রসাদ, গৌরাঙ্গ, নানকের ন্যায় লোকের প্রিয় পাত্র হইতে ইচ্ছা করি; এবং রাম মোহন, কেশব চন্দ্র, বিদ্যা সাগর, অক্ষয় কুমার, বেঞ্জামীন, সার্ফিও প্রভৃতির ন্যায় ভাগ্যবান ও যশোস্বী হইবার কামনা করতঃ একটা কেষ্ট বেষ্ট হইয়াছি বলিয়া অহঙ্কারে ফুলিয়া আটখানা হই; তবে আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধ হত-ভাগ্য জীব এপৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। যাহার যে রূপ সাধনা তাহার কার্য্যও তদ্রূপ হইবেক সন্দেহ নাই। বড় সাধন না হইলে কিছুতেই বড় লোক হওয়া যায় না ইহা স্থির নিশ্চয় কথা।

সেই ধন্য বীর গণ্য, ভা'ল যেথা চায়,
আপনা পাসরি' যত্নে, বিশ্বের মায়ায়।
এমন সে উচ্চ হৃদি, আছে কত জন,
পর দুঃখে দুঃখী সদা, যাহাদের মন ?
যাহাদের হৃদিমন, নহে রিপু বশ,
শত্রুকে আশ্রয় দানে, লভে হর্ষ যশ।
সর্ব্ব ত্যাগী, মহা যোগী, নিষ্কামনা যেই,
ধন্য ধন্য বীর গণ্য, ধরা পূজ্য সেই।
হিংসা, লোভে, কাম, ক্রোধে, পূর্ণ যার মন,
তারে কি সম্ভবে কভু, কল্যাণ সাধন ?
দুরন্ত স্বার্থের বশ, যাদের অন্তর,
জীবের অহীত তারা, সাধে নিরন্তর।
পারেনা করিতে কভু, কল্যাণ সাধন,
মহা পাপে রত সদা, তাহাদের মন।
হ'ক মহা রাজ্যাধিপ, রাজ রাজেশ্বর,
হ'ক তারা ইন্দ্র, চন্দ্র, ধনের ঈশ্বর।
হ'ক হ'ক মান্য গণ্য, সমাজের পতি,
করুক জগত বাসী, করুক প্রণতি।
কিন্তু তারা কভু নহে, মহত্ত প্রধান,
পারেনা সাধিতে তারা ধরার কল্যান।
পারেনা পারেনা তারা, করিবারে হীত,
কেবলই সাধে তারা, জীবের অহীত।
নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ আর, নির্লিপ্ত না হ'লে,
পারে কি সাধিতে হীত, পারে কোন কালে ?
দুর্জ্জয় বাসনা বশ, যে করিতে নারে,
অন্যজন হীত সে কি, করিবারে পারে ?

করিতে পরের হিত, পর উপকার,
হরিতে ধরার তাপ, ধরণীর ভার,
সৃজিলা বিধাতা যারে, মানবী, মানব,
ধরার গৌরব ভরা, অতুল বিভব !
ধরার প্রধান সেই, নর আর নারী,
দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, যার আজ্ঞাকারী ।
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, বিদ্যুত, অনল,
যাহার গৌরব হেতু, সদা সমুজ্জ্বল,
আকাশ, পাতাল, সিন্ধু, ঘোর রসাতল,
যাহার গরীমা হেতু, মহীমার স্থল ।
অপার অনন্ত আর, আগম, নিগম,
যাহার গাম্ভীর্য্য ভরে, হ'য়েছে দুর্গম ।
নিশি, দিশি, দিক, রাশী, কুলিশ, পবন,
যাহার মহিমা জপে, হ'য়েছে সৃজন ।
তিথি, বার, ঋতু, আর, অয়ন, বৎসর,
যার তুষ্টি সৃষ্টি, ভবে, ঘোষে নিরন্তর ।
যার তুষ্টি হেতু সেই, আপনি বিধাতা,
সকল জীবের প্রতি, করে তারে ধাতা ।
যাহার আবাস-বাস, কোটি স্বর্গধাম,
নিজে সে বিধাতা বর্ণে, যার গুণ গ্রাম ।
যারে পূজি ধন্য ধন্য, দেবতা সমাজ,
যারে হেলি "আজাজিল" সয়তানের সাজ ।
যারে হেলি "আজাজিল" গেল রসাতল,
গলে অভিশাপ পাশ, ধর্ম্মে হিন বল ।
যাহার অন্তরে ভরা অনন্ত ভুবন,
আপনি বিধাতা যারে, আপনি মগন ।

না প্রবেশে চিন্তা যাহে, না প্রবেশে জ্ঞান,
সাক্ষাৎ বিরাট-মূর্ত্তি, সে স্বরূপ ধ্যান।
কে জানে বিস্তার তার ? কেবা জানে পার ?
হায় কি অদ্ভুত সেই, অন্ত নাই তার !!
সকল কল্পনা আর, সব বুদ্ধি বল,
যাহার চিন্তায় শেষে, যায় রসাতল।
হায় কি বিশাল ! সেই, মানবের মন,
না জানি কতই বড়, অচিন্ত্য কারণ !
না জানি কতবা উচ্চ, কতই মহান্ !
না জানি পবিত্র কত, সৃষ্টির প্রধান।
না জানি কি মধুরিমা ! মরি মধুময় !
কত বৈতরণী তরী, সুরধুনী বয় !
না জানি সে কত বল, কত শক্তি ধরে,
না জানি কতই তাহে, প্রলয় বিহরে ?!
কত ধ্বংস কত লয়, ক্ষণে হয় তায়,
ডুবে আছে বিশ্বরূপী, মহামায়া হায় !!
কে জানে বিস্তার তার, কেবা জানে পার ?
হায় কি ঘটনা সেই, অনন্ত পাথার !
কিন্তু সে মানব সেই, মানব হৃদয়,
অলস-কলুষ-বশে, এত নীচাশয় ?!
সেইরে মানব হায় ! সেই নর নারী,
ক্ষুদ্রাদপি, ক্ষুদ্র আজ, নরক বিহারী ?!
এতই জঘন্য সেই, এতই ন্যক্কার,
এতই সে নীচ হায় ! তুলা নাই যার ?
এখনো পামর সেই, মানবের সুত,
দুষ্ট, দানা, প্রেত, পাপ, সব পরাভূত !!

হায়রে এতই ক্ষুদ্র, সেইত হৃদয়,
ভস্ম-পরমাণু দৃপ্ত, অহঙ্কার ময়!
সেইরে মানব হায়! সেই নর নারী,
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এত, খেদে প্রাণে মরি!
সেইরে মানব শেষ, সেইত হৃদয়,
আপনা প্রাণের প্রতি, আপনি নির্দ্দয়!
আপনি ভুলিয়া সেই, আপনার জাত,
আপনা ভাইয়েরে করে, আপনি সংঘাত।
আপনা বিনাশ করে, আপনার হাতে,
বিপথে বিপদে পড়ে, সয়তানের সাতে।
আপনা স্বগনে করে, আপনি নিধন,
এমনি সে ক্রূরমতি, দুর্ম্মতি দুর্জ্জন।
হিংসা দ্বেষে, পাপ-বিষে, সদা জর জর,
ভীষণ নরক কিসে, বিশুদ্ধ অন্তর?
ভীষণ নরক সেরে, নরকের শেষ,
সাধে কি ছেড়েছি আমি, মা বাপের দেশ,
সাধে কি হ'য়েছি আমি, হেন দেশান্তরি,
সেজেছি সন্ন্যাসী সাজ, ছেড়ে ঘর বাড়ী!
হায় সে বিষম দুঃখ, সে বিষম তাপ!
কেনরে হৃদয়ে জাগে, সে পৈশাচি পাপ?
ভুলিয়াছি শত বার, ভুলুক হৃদয়,
কি কাজ সে কথা তুলি: কলুষ নিলয়?
কি কাজ আমার আজ, সে কথারে তুলি,
চতুর্দ্দশ বর্ষ যাহা, রহিয়াছি ভুলি।
সহজে সন্ন্যাসী আমি, তাহে বন বাসী,
চাহিনা সংসার, নহি ধনের প্রত্যাশী।

শিখাতে এসেছি আমি, শিখাইয়ে যাই,
সবারে সমান দয়া, হিংসা দ্বেষ নাই।
নিতে ত চাহিনা আমি, বিলাইতে চাই,
এ হৃদি কাহারে দিব, খুঁজে নাহি পাই।
স্বধু ত হৃদয় নহে, দিব প্রাণ মন,
এ'স হে ত্বরায় এ'সো, কে আছ এমন ?
হায় যে মানব হৃদি, প্রেমের ভাণ্ডার,
সামান্য দানেতে কিবা, ফুরাইবে তার ?
সামান্য দানেতে তার, কিবা হবে ক্ষয়,
সে উচ্চ হৃদয়-ভাণ্ড, বিশাল অক্ষয় !
ত্রিভুবন করে যদি, তার সুধা পান,
না ফুরাবে কদাচন, না পড়িবে টান।
নহিত সামান্য জীব, তরু তল বাসী,
বিঘোর তপস্বী আমি, যোগের সন্ন্যাসী।
বসিয়াছি পদে ঠাসি, ভব দুর্গ দ্বার,
বান্ধিবারে সপ্ততাল, যমের দুয়ার।
দেখাইতে নর-লোকে, করিয়াছি পণ,
কি লয়ে যু'ঝেছি ঘোর, সংসারের রণ।
সহি কত উর্ম্মি ঝড়, কত প্রভঞ্জন,
সাধিয়াছি যোগ বলে, অসাধ্য সাধন।
অসাধ্য সুসিদ্ধি করি, বসিয়াছি দ্বারে,
কার সাধ্য ত্রিভুবনে, আর মোরে নাড়ে ?
ত্রিভুবন জয়ী নর আমি, ডরি কায়,
যোগ বলে বান্ধিয়াছি, নিজে বিধাতায় !
বান্ধিয়াছি মহা বলে, এ তিন ভুবন,
সামান্য কি নর আমি ? ক্ষুদ্র কদাচন ?

হায় কি সামান্য এই, মানব জীবন,
তুচ্ছ ভাবে মরিবারে, হয়েছে সৃজন ?
তুচ্ছ কি হয়েছে ভাব, যোগ তপস্যার ?
মরেরে অমর করে, কিসে ভবে আর ?
কি বলে মানব লভে, দেবত্ব-আসন ?
কি হেতু সে করে জয়, এ তিন ভুবন ?
অতুল প্রতাপ মরি, অসীম ক্ষমতা,
যোগ তপস্যারে দিলা, আপনি সে ধাতা।
আপনি হইতে বদ্ধ, আপন মায়ায়,
আপনার হাতে নিরমিলা, তপস্যায়।
অতুল প্রতাপ দিলা, দিলা তারে বল,
অসাধ্য সাধিতে ভবে, করিলা প্রবল।
কিন্তু হা ! বিমূঢ় নর, না জানি সন্ধান,
ভীষণ নরক কুণ্ডে, বিসর্জ্জে রে প্রাণ !!
মরে সে ঘৃণিত হেয়, তুচ্ছ প্রাণী প্রায়,
এমন দারুণ দৃশ্য, সহা কিহে যায় ?
কোথা সে আকাশ তুল্য, প্রশস্ত হৃদয়,
কোথা আর ক্ষুদ্র গোরে, তাহার বিলয় ?
কোথা সে চন্দ্রমা সূর্য্য, নিন্দিত মানস,
আজি কিনা সেই তুচ্ছ, বাসনার বশ ?!
কি হেতু মানব আজ, এত নিরাশয়, ?!
তুচ্ছ ঘোর মোহে তারে, করিয়াছে ক্ষয় !!
কি হেতু হইল আজ, হেন দশা হায় ?!
কেবলি মজিয়ে তুচ্ছ, ভবের মায়ায় !!
অসার সংসার এই, সংসার অসার,
কেনরে বিমূঢ় নর, ভাবে তাহা সার ?

কেনরে বিমূঢ় নর, দারা সুতে বশ ?
ভুলিয়া পরম জনে, মায়াতে অবশ।
মায়াতে হইয়ে বন্দি, মায়াতে বিভোর ?
আমার আমার করি, করে সারা সোর ?
কেবা কার কে আমার ? কেবা আত্মপর,
গূঢ় না ভাবেরে কিছু, হারে মূর্খ নর ?
আমার আমার করি, মরে অকারণ,
কিসের সে দারা সুত, কিসের আপন !!
কিবা মাতা কিবা পিতা, কিবা বুন, ভাই ?
নিদানের তরে কেহ, সঙ্গে যেতে নাই !
কিবা সুত কিবা সুতা, কিবা বন্ধু, ভাই,
পাপ, তাপ, ভাগী হায় ! কেহ হবে নাই !
না নিবে পাপের বোঝা, না নিবে সে তাপ,
নিদানে পলাবে হারে, সাধের মা বাপ !
নিদানে পলাবে ফে'লে, দারা, সুত, ভাই,
হায়রে চরমে কেহ, সঙ্গে যে'তে নাই !!
কেবল সঙ্গের সাথি, নিজ কর্ম্ম ফল,
চিন্ত সেই চিন্তা তাহে, ফলা'তে সুফল !
নিজ কর্ম্ম তরে নর, নিজ কর্ম্মে মরে,
মাতা, পিতা, দারা সুতে, কিবা কাজ করে ?
ধন ধান্য পরিজন, সংসার কারণ;
সংসারের হেতু তারা, মায়ার বন্ধন।
সংসারের স্থূল তারা, সংসারের মূল,
তরনের তরী তারা, সংসার অকুল।
কিন্তুরে "সংসার" আর, "পরমার্থ ধন,,
"পরমাত্মা" "প্রাণ" আর, "মানস,, "জীবন,,।

ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবা, বিভিন্ন সকল,
সকলেব যোগে গড়া, দেহ তরী কল।
অসার সংসার ভাবে, পরমার্থ সার,
"পরমাত্মা" দেহ যোগে, অবলম্ব তার।
সংসার পাথারে ও'র, দেহ মাত্র তরী,
পরমার্থ তরে আত্মা, তাহে দেয় পাড়ি।
হেন পাড়ি দিতে যদি, আত্মা তাহে ডুবে,
এমন সংসারে ডুবি, কি কাজ হে তবে?
কি কাজ সংসারে তবে, কি কাজ মায়ায়,
কিবা কাজ পরিজন, ধনের আশায়?
ছাড়রে ছাড়রে মূঢ়! ছাড় মিথ্যা মায়া,
ছাড়রে মোহের ধান্ধা, ভাব মিথ্যা কায়া।
ভেবে দেখ ওরে নর! সব ফক্কার,
সকলি সে মায়া খেলা, মায়া ধন্দকার।
কাট হে ও ভোলা মন! হেন মায়া ফাঁশ,
একান্ত করহে যদি, পরমার্থ আশ।
কাটবে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,
একান্ত চাহরে যদি, সেই সারধন।
কি ভাব অবোধ আরে, "হামিদ বাউর
কাট দেখি ভব মায়া, চিন্তা কর দূর।
ধর'দেখি বীর বেশ, বীর অবতার!
দেখাও মনুষ্য নামে, গৌরব অপার।
দেখাও মনুষ্য এই, কত উচ্চতর,
তপস্যার বলে কত, উচ্চ হয় নর?
ত্রিভুবন কর জয়, তুমি ভয় কায়?
যোগ বলে বান্ধি ফেল, নিজে বিধাতায়।

আত্মজন প্রাণ ধন, বাঞ্ছি কর সার,
সর্ব্বস্ব ত্যাজরে নর! চরণেতে তাঁর।
কিবা ধন কিবা জন, কিসের সংসার,
কিসের রে সুত, সুতা, দারা পরিবার।
কিসের রে ভাই বন্ধু, কিসের জীবন, ?
নাহি যদি পাইলাম, সেই সার ধন,
নাহি যদি লভিলাম, পরমার্থ ধনে,
কিবা কাজ তবে রাজ্য, ধন পরিজনে ?
কি কাজ মনুষ্য নামে, কিবা কাজ জিয়া,
ভজরে তাহারে মন! প্রাণ দান দিয়া।
ভক্তকে প্রধানে সেই,—সেই সর্ব্ব মূল,
দেখো কভু নাহি হয়, ভুলে যেন ভুল।
যজ্ঞ ধর্ম্ম যত কর্ম্ম, সকলি অসার,
যদি ভক্তি প্রেমাশক্তি, নহে প্রতি তাঁর।
যদি ভক্তি প্রেম নাহি, থাকে তাঁর প্রতি,
তবে শুধু কি হইবে, ধর্ম্মে দিলে মতি ?
কি করিবে কোরকানে গো, কি করিবে বেদে,
কি করিবে যুক্তি তর্কে, নানা মত ভেদে, ?
কি করিবে বল তবে, বিজ্ঞান দর্শন ?
যদি নাহি হয় সত্য, পথ প্রদর্শন।
যদি নাহি হয় সত্য, পথ পরিষ্কার,
তবে বল কিবা ফল, যোগ সাধনার ?
কিবা ফল ধর্ম্ম দিয়া, তবে আরে মন,
যদি নাহি পাইলাম, পরমার্থ ধন।
যেবা যেই পথে যাও, লক্ষ্য রাখ স্থির,
ছাড় বৃথা বাড়াবাড়ি, ছাড় বৃথা ভিড়!

ছাড়রে ছাড়রে মন! ছাড় মিথ্যা মায়া,
ছাড়রে মোহের ধান্ধা, ভাব মিথ্যা কায়া।
ভে'বে দেখ ওরে মন! অনিত্য এ তনু,
"পরমার্থ" সাধিবারে, যেন পূর্ণ ধনু।
"পরমাত্মা" শর তাহে, "যোগ" তার গুণ,
টঙ্কার সে ব্রহ্ম নাদ,, ধানুকী নিপুন!
টঙ্কার রে ব্রহ্ম নাদ, ছাড়ি হুহুঙ্কার,
ভে'বে দেখ ওরে মন! সব ফ:ক্কার!!
ভে'বে দেখ ওরে মন! সংসার অসার।
সকলি সে মায়া খেলা, মায়া অন্ধকার!!
কাট হে ও ভোলা মন! হেন মায়া পাশ,
একান্ত করহে যদি, পরমার্থ আশ।
কাটরে কাটরে ভব, মায়ার বন্ধন,
একান্ত চাহরে যদি, সেই সার ধন।
কি ভাব অবোধ আরে, হামিদ বাউর!
কাট দেখি ভব মায়া, চিন্তা কর দূর।
চেয়ে দেখ, ঘোর অই, ভবিষ্য-পাথার
দিন গেল! গেল দিন!! কি ভাবিছ আর।

নবীন সন্ন্যাসী। *

(প্রস্থান।)

(১)

ছাড়ি দেশ গৃহ বাস, ছাড়ি ধন জন আশ,
ছাড়ি হায়! প্রিয় প্রাণেশ্বরী!
সাজিয়া যোগীর সাজ, প্রবাস-পাথারে আজ,
ছাড়িলাম, জীবনের তরী!
যদি ভাগ্যে নহে ভুল, তবে সে পাইব কূল,
অকূলে ডুবিব, নহে পড়ি!
করমের সার লেখা, এই বুঝি শেষ দেখা,
এই শেষ! —বাঁচি কিম্বা মরি!
হায়রে বিধির ফন্দ, এই ছিল নির্ব্বন্ধ,
জন্মশোধ মজিলাম হায়!
মজিলাম জন্মশোধ, হারানু রে জ্ঞান বোধ,
ফিরে আর না দেখিনু মায়!

---

* বোখারা, সমরকন্দ ও উত্তর পূর্ব্ব পারশ্য প্রভৃতি দেশের অধিপতি সম্রাট এব্রাহিম আধম মহা বৈরাগ্য ও মহা প্রেমে প্রনোদিত হইয়া গভীর নিশীথ সময়ে যখন একাকী মহা সন্ন্যাসে বহির্গত হন; তখনকার সেই গুরু গম্ভীর ঘোর ঔদাসীন্য ভাবের ছায়া অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধটী বিরচিত হইয়াছে। মহাত্মা এব্রাহিম আধমের প্রেম, বৈরাগ্য, এবং ত্যাগ স্বীকার এতদূর উন্নত, ও এতদূর পর্য্যন্ত উদার ছিল যে, শত বুদ্ধ দেব ও শত যুধিষ্ঠিরের জীবন একত্র হইলেও তাহার সেই একাকী জীবনের সমতুল্য হইতে পারেনা। যেহেতু তাহারা কেহই মহা প্রেমে উন্মত্ত ও আত্ম-হারা হইয়া ছিলেন না। কেবল বিষাদময়ী ভাবের বশে মাত্র সংসার-বিরাগী হইয়াছিলেন। যাহারা আত্মহত্যা

না শুনিনু "বাবা" বোল, না জুড়ানু সেহ কোল,
না দেখিনু সে বদন আর!
না ভজিনু সে চরণ, না পূজিনু কি কারণ?
না শুনিনু কেন বাণী তার?
আহা কি বুদ্ধির ভ্রম! হারে পুত্র প্রিয়তম!
কার কাছে তোরে দিয়ে যাই!!
কার কাছে দিয়ে যাই, অভাগা-কপালে ছাই,
"বাবা" বোল ভাগ্যে বুঝি নাই!
অমূল্য মাণিক ধরা, আমার সাধের ভরা,
ডোবে হায়! আজিরে পাথারে!
কে আর তুলিবে তায়, জন্ম শোধ ভেঙে যায়,
ঝাঁপ দিনু অকূল সাতারে!
থাকরে সুখের আশ! ও বাসনা! হরে নাশ,
নাশ করে এ পোড়া জীবন!

করে, তাহাদের মনেও কথকটা ঐ রূপ ভাবের অনুরূপহ বিতৃষ্ণ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। ফলতঃ অমৃতময়ী পবিত্র "প্রেম,, যে একটা হৃদয় আত্মা আত্রকরী জিনিষ, তাহা না বুদ্ধ পাণ্ডবের মধ্যে ছিল, না যাহারা আত্মহত্যা করে তাহাদের মধ্যেই থাকে। দেখিতে গেলে বুদ্ধের হৃদয় কঠোর ও অন্ধকার এবং লক্ষ্য বিহিন কর্কশ ছিল; তিনি স্বীয় কল্পিত কল্পনাতেই বিভোর ছিলেন। ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করিয়া তন্ময় হইতে পারিয়া ছিলেন না। আর এক কথা যে, তিনি জগতে প্রতিপত্তি শালী হইয়া গুরুগিরি ব্যবসা করিতেও প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু পক্ষান্তরে এত্রাহিম আদম জগতে প্রতিপত্তি করা দূরে থাকুক, গুরু হইবের আশা করা অধঃপাতে যাউক, প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের নিকট হইতে গোপন হইতে পারিলেই যেন বাচিতেন, অতিক্ষুদ্র ধূলীকনার ন্যায় নগণ্য হইতে পারিলেই যেন কৃতার্থ হইতেন। বিশেষতঃ ঈশ্বরে আসক্ত হইয়া

থাক ছত্র সিংহাসন, থাক কর্ম্য রাজ্য ধন,
থাক থাক বিলাস-ভূষণ !
থাকরে সোণার পুত্র ! থাক ঘুমে অভিভূত,
অভিভূত থাক মায়া ফাঁদে !
থাক শু'য়ে ঘুম-ঘোরে, আর না দেখিব তোরে,
প্রাণ ভরি বান্ধি স্নেহ-পাশে !
থাক রে ডাকিনী অরি ! প্রাণ শু'য়ে দেখে লই,
রে'খো ওই ধনে কোলে করি !
দে'খো ও যত্নের ধন, দে'খে ওর ও বদন,
কান্দিয়ে পোহা'য়ো বিভাবরী !
কা'ন্দিও আকুল স্বরে, বন্দি ওরে প্রাণেশ্বরে,
সে ঈশ্বরে করিও বরণ !

তাহাতে আপনাকে এমনই উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে, আপনার বলিয়া তাঁহার আর কিছু অবশিষ্ট ছিলনা। যোগ বল, সাধনা বল, আর বৈরাগ্য বল, কিন্তু প্রেমের নিকট ও সকল কোন কর্ম্মের বিষয়ই নহে; কেননা প্রেম অপেক্ষা জগতে আর শ্রেষ্ট বস্তু নাই। সেই প্রেম দুই রকমের; এক সাধারণ প্রেম, আর একটী মহাপ্রেম। মহাপ্রেম অতীব উচ্চ; উহা কেবল ঈশ্বরেই ব্যাপ্ত। সাধারণ প্রেম জাগতিক (ভৌতিক ও অভৌতিক নানা বিধ) বিষয়ের মধ্যে সংবদ্ধ। বিশ্ব-প্রেম, জাতির প্রেম, স্বদেশের প্রতি প্রেম, ধর্ম্ম-প্রেম, বৈবাহিক প্রেম, লৌকিক প্রেম ইত্যাদি সমুদয় ও সেই সাধারণ প্রেমের অন্তর্গত। উহাদের আসন স্থান মহাপ্রেমের নিম্নতটে বটে। বুদ্ধদেব বিশ্বপ্রেমিক হইলেও পরমার্থ প্রেমিক ছিলেন না। আর সাংসারিক ভোগ, ভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য সম্বন্ধেও তাঁহার অপেক্ষা এব্রাহিম আধম সহস্রগুণে শ্রেষ্ট ছিলেন। সেই সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া একেবারে অনন্ত প্রেম-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া সামান্য কার্য্য ও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

আজি এ জন্মের তরে, বিদায় কর রে মোরে,
অভাগারে ক'রোনা স্মরণ।
আমার কপালে ছাই, আমি তো তা'দারে যাই,
অকূল সাগরে আজ তোরে!
অনাথা করিয়ে যাই, আপনা রহিতে নাই,
কেবা সে তরিবে দুঃখ ঘোরে!!
কে চাহিবে ও বদন, কে শুনিবে সে ক্রন্দন,
কে বুঝিবে মরমের ব্যথা?
দাঁড়াবে কাহার কাছে, কেবা সে ব্যথিত আছে?
কারে কবে সে দুঃখের কথা?
মরমে দরদী নাই, ব্যথায় ব্যথিত নাই,
নাইরে জগতে কেহ তোর।
কোলে লয়ে বাছাধনে, চেয়ে ওর মুখ পানে,
দুঃখের যামিনী ক'রো ভোর!
আমিত চলিয়ে যাই, আর দেখা হবে নাই,
এইত বিদায় শেষ এই!!
এইত বিদায় আজ, ধরিব সন্ন্যাসী-সাজ,
এই তোরে শেষ দেখা দেই!!
থাক থাক প্রিয়ধন! শুয়ে থাক ফুল্ল মন,
আমিরে চলিয়ে যাই আজ!
শু'য়ে থাক ঘুম ঘোরে, আর না ডাকিব তোরে,
থাক শু'য়ে জে'গে কিবা কাজ!
হায়রে জননী মাগো! কোথায় রহিলে ওগো,
তব সনে দেখা আগো নাই!
কোথা পিতা পূজ্যজন, হৃদয়ের প্রিয়জন,
কোথা আজ হৃদয়ের ভাই?!

কোথারে প্রেমের ফুল ! কাঁদিয়ে হইবি খুন,
শু'নি মোর সন্যাসের বেশ,
শুনিয়ে আমার কথা, তুইত মরিবি সেথা,
ধূলায় লুটাবে এ'লো কেশ ॥
আমি হায় চলে যাব, এ জন্মে না দেখা দিব,
এইত বিদায় এই শেষ !
এইত বিদায় আজ, এইত সন্ন্যাসী সাজ,
ধ'রিলাম ভ্রমিবারে দেশ !
কোথারে প্রাণের বন্ধু, অপার প্রণয়-সিন্ধু,
প্রবোধেন্দু কে দিবে রে তোরে ?
কোথায় রহিলে আজ, এ সময়ে কিবা কাজ,
কিবা কাজ ভব মায়া ভোরে ?
এই যে এতই বাঁধা, বিষম মোহের ধাঁধা,
পরাণ আকুল মায়া বশে।
চরণ অচল হ'লো, সব বাঁধ ভেঙে গেল,
হৃদয় গলিল স্নেহ-রসে !
এই যে মায়ার বশে, বেণু বেণু হ'য়ে খসে,
দেহ মন ভস্ম হবি পারা !
এই যে মায়ার ছুরী, পায়েতে দিলরে বেড়ী,
নয়নে ছুটিছে স্নেহ ধারা !
হায়রে প্রতিজ্ঞা মম, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা সম,
এখন পালন বুঝি দায় !
এই যে মায়ার রসি, গলায় লে'গেছে ফাঁসি,
মহা কশি বান্ধিলরে পায় !
নড়িতে শকতি নাই, দাঁড়ায়েছি এক ঠাঁই,
হইয়াছি বুদ্ধি বল হারা !

এই যে পড়িনু দায়, বিষম সঙ্কটে তায়!
ক্ষণেকেই অচেতন পারা!
তথাপি পরাণ কেন? কিসেতে টানিছে যেন,
অকূল ব্যাকুল আন চান!
না জানি কিসের তরে, কে যেন টানিছে মোরে,
উদাস করিছে মনো প্রাণ!
কেমনে থাকিব ঘরে, পরাণ অস্থির করে,
এ দিকে যে সংসারের বান্ধ!
জলে গেলে জ'লে মরি, স্থলে অনলেতে পুড়ি!
বিধাতার একি পাতা ফান্দ!
দুই দিকে দুই টানে, আমি রই মধ্যখানে,
কোথা হারে বিবেক আমার?
কোথা'রে বৈরাগ্য মম? উদ্দীপ্ত ভাস্কর সম,
কোথা গেল সিন্ধু সে অপার?!
কোথা যোগ কোথা যাগ! হৃদয়ে জাগ রে জাগ,
হর আজ ঘরের বাহির!
কেমনে রহিব ঘরে, পরাণ অস্থির করে,
ক্ষণকাল নহি যে সুস্থির!
বিজনে বাজিল বাঁশী, কেমনে ঘরেতে বসি,
সে বাঁশীরে করিল উদাসী!
বাঁশী সেকি গুণ ধরে, পরাণ পাগল করে,
গলেতে দিয়াছে মোর ফাঁশি!
সে রবে ডুবিল প্রাণ, হরিলেক মনো প্রাণ,
কুলমান রহে আর কিসে?
গেল আজি প্রেম কুল, চল যমুনার কূল,
কুলের কলসি ভরি বিষে!

আজকে উদাস প্রাণ, হারাইনু সংজ্ঞা জ্ঞান,
না জানি কোথায় আমি যাই !
না জানি কি ভাবে মন, হয়েছে নিমগন,
আমাতে আমিত আর নাই !!
কে যেন ডাকিছে মোরে, মধুর মুরলী স্বরে,
হৃদয় জগতে সাড়া অই !
আরত সহিতে নারি, চল চল ত্বরা করি,
সঙ্গে আর কে যাবে গো সই !
না জানি কিসের তরে, কালা ডাকছেন মোরে,
উদাস করিল মনো প্রাণ !
থাক্ জাতি থাক্ কুল, লাজ ও চরণ ধূল,
থাকু মোর লোক লজ্জা মান !
আর না ঘরেতে রব, উদাসী হইয়ে যাব,
ভাঙ্গিয়াছে হৃদয়ের বাঁধ !
ভাঙ্গিছে হৃদয় খাঁচ, উড়িছে চিন্ময় বাচা,
"আয় আয়" ডাকে কালা চাঁদ।
সে চাঁদের তুলা নাই, এ চাঁদের মাঝে ছাই,
শুধু নাম রাধা কলঙ্কিনী !
মন্দ লোকে মন্দ ভাবে, শিব জয়া নিবে নিবে,
তবু উনা গন্ধ-সঙ্গিনী।

(২)

থাকরে সাধের পাখি ! কি কাজ তোমারে রাখি,
ভাঙ্গ ওরে সোণার পিঞ্জর।
চলরে উড়াল করি, যাও দেখি আগু সারি,
চল আজ যাই দেশান্তর।

নবীন সন্ন্যাসী।

ত্যজরে কুবেশ অস্ত্র, ভূষণের কিবা কাজ,
ধর সাজ বনবাসী বেশ।
ছিঁড়রে গলার মণি, ছিঁড়ে ফেল মায়া ফাঁসি,
চল আজ চলরে স্বদেশ।
কেমনে ভুলিছ তুমি, আপনার দেশ ভূমি,
কেন গলে নিলে হেন ফাঁস?
কিবা আশে হেন কাজে, কার আশে হেন সাজে,
শীত গ্রীষ্ম সহ বার মাস।
কেবা দিল হেন ফাঁশি, কে বান্ধিল হেন কসি,
হাতে পাশ কেবা দিল তোর?
তার কিরে দয়া নাই, তোরে বলি মায়া নাই,
দিল তাই গলে ফাঁস ডোর।
কেমন নিঠুর সেরে, কঠোর বান্ধিল তোরে,
ভুলাইয়ে মোহিনী মায়ায়?
কেবা সে যাদুর সেরা, দিয়াছে মায়ার বেড়া,
বিনা সূতে বান্ধিয়ে ঘুড়ায়।
কাটরে কাটরে ফাঁশ, ছাড় মালঞ্চের আশ,
বিজন বিপিনে করি বাস।
উদ্যানের কাজ নাই, সৌধে আর সাধ নাই,
বনে বনে মিটাইব আশ।
বনে খাব বন ফল, পিব নির্ঝরের জল,
কল কল গাবে কল্লোলিনী।
ছায়া হবে তরু তল, শয্যা হবে ধরাতল,
পুষ্ট দল নাগিণী বাঘিনী।
সঙ্গী করি তার পাল, সিংহে করি মেষ পাল,
সাথে চরাইব মৃগ ধেনু।

কাটিয়ে বনের বাঁশ, মিটায়ে মনের আশ,
বানায়ে আজ্ঞাব বাঁকা বেণু॥
গাব সুমধুর স্বরে, চড়ায়ে সপ্তম স্বরে,
ঝড় ঝড়ে ঝড়িবে শিশির।
সে গান শুনিয়ে শশি, সাগরে পড়িবে খসি,
উঠিবে রে প্রেমের তুফান!
উচ্চ বীচি রবে গাবে, অনিল পাগল হবে,
সুখে ছুটি উঠিবে বিমান।
আকাশের পটে পটে, সে গান উঠিবে ফু'টে,
পাগল হবেরে গ্রহ তারা!
সাগরে ঝম্পিত শশি, এ হৃদে উঠিবে ভাসি,
সুখেরে হইব আত্ম হারা!
মরিরে! সুখেতে হইব আত্ম হারা!!

(৩)

ও মোর সাধের পাখি, কি কাজ নিকুঞ্জে থাকি,
ভাঙ্গরে ভাঙ্গরে দেখি-বাস!
সোণার শিকলী পায়, কাটরে কাটরে তায়,
কাট রে কাট রে মায়া-পাশ।
কেনরে এমন হ'লে, হেন ভুলে কেন র'লে;
এত মায়া কিসের কারণ!
পিঞ্জরে থাকিতে সুখ, কুঞ্জেতে যাইতে দুঃখ!
কহ শুনি, তার বিবরণ।
কহরে যখন তুমি, ছাড়ি ইহ লোক ভূমি,
চলিবে ত জন্মের মতন।
যখন ছাড়িবে কায়া, জন্মের মতন মায়া,
তখন রে করিবে কেমন?

তপন কেমন করি, রহিবে প্রবোধ ধরি,
বলত বলত আরে পাখি!
ভাঙ্গিতে জড়তা বাঁধ, কারনা হয়রে সাধ,
কেন তবে হেন বাঁধে থাকি?
এ নহেত অন্য লোক, যথা যে'তে হবে শোক,
এ যাবেত এইত ধরণী।
এই ধরণীতে যাবে, এই সে ধরাতে রবে,
কেন ওরে পরাণ পুতলী!
কেন তবে ভাব বসি, হৃদয়ে পড়েছে মসি,
দিবা নিশী রত ভাবনায়।
শরীর হ'য়েছে ক্ষীণ, স্বর্ণ কান্তি বিমলিন,
দিন দিন দীনদশা হায়!
কেন তবে কেন পাখি, ঝোরে তব দুটী আঁখি,
থাকি থাকি চমকিত হও।
ভাবরে কাহার ভাব? সে ভাবেতে কিবা লাভ,
ভাবা ভাব ভাবি শিখে লও।
শিখরে বিরহ সৈতে, শিখরে কঠিন হৈতে,
শিখরে শিকলী কাটা ভাব।
শিখরে তপন তাও, শিখ কেবা বাপ মাও,
শিখরে শিখরে লাভালাভ।
শিখরে চরিতে বনে, উড়িতে আনন্দ মনে,
ধরিবারে সুমধুর তান।
উঠিতে আকাশ পথে, লুটিতে চাঁদের সাথে,
ছুটিতেরে গে'য়ে বিভুগান।
শিখরে সহিতে বাত, হিম শিলা বজ্রাঘাত,
বরষার বাদলের ধারা।

শিখ শিতে নদী জল, খে'তে বিটপীর ফল,
টৈতে ডালে বুল্ বুলার পারা।
উড়াল ছাড়িয়া এ'লে, পরদেশে ভুলে র'লে,
বন্দি হ'লে শিকারীর জালে।
শিকারী বেচিল ভোরে, ভিখারী ধাচিল ওরে,
মায়াবিনী শেষে পে'য়ে পালে।
পে'য়ে তথা জলভাত, ভুলিলে আপন জাত,
ভুলিলিরে ভামিনীর ভানে।
পরের খাচায় থাক, পর বুলি সদা ডাক,
সদা পর বানী শুন কাণে।
পর দেশে পর বাস, পর বাসে পর দাস,
পর বশে পরের অধীন।
পর পাত এ'টো খাও, পর পতি গুণ গাও,
ভুলি বোল আপন স্বাধীন।
ছিলে তুমি কোন্ দেশে, এ'লে পুনঃ কোন্ বেশে?
কোন্ মায়া বশে র'লে হায়!
যাবে পুনঃ কোন্ দেশে, কোন্ দেশে পরিশেষে,
সঙ্গী সাথী তোমার কোথায়?
না বোঝ সে পর কথা, না বোঝরে নিজ ব্যথা,
নিজ ব্যথা বুঝাইতে নার।
পরে, বলে পরে বোঝে, তুমি রৈলে মিছা বুঝে,
ওরে পাখি! ও বুঝরে ছাড়।
ছাড়রে ছাড়রে পাখি! ভেবে তুমি দেখ দেখি,
মিছে মায়া কেহ কিছু নয়।
মিছে মায়া মিছে কায়া, মিছে জীবনের ছায়া,
ভবের রে সব ফাকি ময়!

কেবা কার ? কে তোমার ? কার তরে হাহাকার,
অনিবার সহি এত দুঃখ ?
সহি অসহন জ্বালা, হৃদয় করয়ে কালা,
ঝালা পাড়া পোড়াইয়ে বুক ।
কারে তুমি ভাল বাসি, গলে ল'য়ে মায়া ফাঁসি,
দিবা নিশী বসিয়াছে পাশি ।
বল তুমি কার লাগি, হ'য়ে এত অনুরাগী,
নয়নের জলে ভাসে আঁখি ।
এই যে দেখিছ সব, সুখ স্বপ্ন অনুভব,
কোথা হারে রবে এ সকল ?
কোথা রবে ধন ধান, কোথা রবে এ উদ্যান,
কোথা রবে বাসনা চঞ্চল ?!
কোথা রবে ঠাট বাট, কোথা রবে নট নাট,
কোথা রাজ পাট রবে হায় !
কোথা রবে পরিজন, কোথা আহা ! প্রিয়জন,
লোক জন রবে রে কোথায় ?
যার যেবা ভাবে সেই, তোমার রে কেহ নেই,
ভাবীবার এ ভবের মাঝে ।
আপন বলিতে নাই, ব্যথার ব্যথিত নাই,
বৃথা তাই এ ভাব কি সাজে ?
যখন নিদান আসি, তোমারে ঘেরিবে বসি,
হাসি খুসি চলি যাবে সব ।
আপ্ত গুপ্ত যত দেখ, এর না থাকিবে এক,
শুধু তারা সুখেরি বান্ধব ।
সুখের সাথীরে সবে, বিপদে না কেহ রবে,
কেহ নহে তোমার আপন ।

থাক যেথা ভাবে সেই, পলাইয়ে সংগে সেই,
একা প্রাণ করিবে যাপন।
আপন বুঝিছ যারে, নিদানে না পাবে তারে,
হবে শুধু কর্ম্ম ফল সার !
কর্ম্ম বুঝি ধর্ম্ম ধর, ধর্ম্ম পূজে মর্ম্ম স্মর,
স্মররে স্মররে তুমি কার ?
তুমি কার কে তোমার? কার তরে হাহাকার ?
কেহ ত রে সঙ্গে যেতে নাই।
কেহ না যাইবে সাথে, একা যাবে খালি হাতে,
ভবের যে ভরসাতে ছাই !!
ভেবে দেখ পাখি ! সার, অসার সংসার ছার,
মিছে মায়া কেহ কিছু নয়।
মিছে মায়া মিছে কায়া, মিছে জীবনের ছায়া,
সকলিরে অন্ধকার ময়।
এই যে দেখিছ সব, সুখ স্বপ্ন অনুভব,
কোথা হায়রে রবে এ সকল।
কোথা রবে ধন জন, কোথা মায়া পরিজন,
কোথা রবে বাসনা চঞ্চল।
তাই হাদে ওরে পাখি ! চলরে চলরে দেখি,
ভব কারাগার থাকি যাই।
যাই সে নিকুঞ্জে চলি, যথায় গুঞ্জরে অলি
বসন্তের যথা নাশ নাই।
যথা না ঝড়েরে ফুল, না টলে না নড়ে মূল,
কোকিল আকুল স্বরে গায়।
না হিম না তাপ যথা, না থাকে প্রাণের ব্যথা,
প্রাণ মরি। যথারে জুড়ায়।

নবীন সন্ন্যাসী।

চলরে চলরে পাখি! কি কাজ পিঞ্জরে থাকি,
ভাঙ্গরে ভাঙ্গরে দেখি বাস!
সোণার শিকলি পায়, কাটরে কাটরে তায়,
কাট রে কাট রে মায়া পাশ।
চলরে উড়াল ভরি, চল হ'য়ে দেশান্তরি,
মনোহারী-বেশ ধরি যাই।
যাই চল মহা রঙ্গে, উচ্চ গিরি তুঙ্গ শৃঙ্গে,
তব সঙ্গে উড়ি উড়ি গাই।
যাই সাগরের পার, অপার সিন্ধুর ধার,
বারে বারে গাহিগে তথায়।
গাহিগে সপ্তম স্বরে, কেহনা রোধিবে মোরে,
শোক দুঃখ নাহিরে যথায়।
যথা না পরশে প্রাণ, নাই আশা নাই ত্রাপ,
নাই শোক-নাগের দংশন।
নাই সে কুটিল মতি, কুটিলা জটিলা গতি,
ক্রুরমতি খলের হিংসন।
যাইরে গহন বন, হ'য়ে হৃষ্ট ফুল্ল মন,
ডালে ডালে উড়ি উড়ি বসি।
যাই স্রোতস্বতী তীরে, ঝাপ দেই স্রোতনীরে,
ধীরে ধীরে পাতালেতে পশি।
যাই আকাশেতে উড়ি, চন্দ্রমারে ধরি ধরি,
ঘুরি ঘুরি সুধা করি পান।
যাই ও ছায়ার পথে, মিশিগে তারার সাথে,
পরাণ ভরিয়ে গাহি গান॥
যাই ও অনন্তে যা'রে, অনন্ত সাগরে না'রে,
অনন্ত তরঙ্গে রঙ্গে ভাসি।

তরঙ্গের কোলা কোলি, হিল্লোলে হিল্লোলে খেলি,
উথলি উঠুক রূপ রাশি।
উথলি উঠুক সিন্ধু, উছলি পড়ুক ইন্দু,
খল খল হাসুক বিমান।
হাসুক স্বরগ ধরা, ছুটুক প্রেমের ধারা,
ঢল ঢল ভাসুক পরাণ।

(৪)

চলরে সাধের* পাখি! কাজ কি উদ্যানে থাকি,
বিজন বিপিনে করি বাস।
খা'য়ে সুমধুর ফল, পি'য়ে সুশীতল জল,
পেয়ে বল ক্ষুধা করি নাশ।
স্বাধীন বনের ফল, স্বাধীন নির্ঝর জল,
স্বাধীন সে বাদল পবন।
স্বাধীন বৃক্ষের ছায়া, জুড়াবে আমার কায়া,
আলো দান করিবে তপন।
আকাশে চন্দ্রমা তারা, বাতি জেলে দিবে তারা,
খদ্যোতি জ্বালাবে হীরা ঝাড়।
ফণি দিবে মণি ঢালি, আলোয়া মশাল জ্বালি,
ঘুচাইবে নিশির আন্ধার।
শ্মশান মশান আদি, হইবে আমার বেদি,
সিংহাসন সরের যে খাট।
চন্দ্রাতপ নীলাকাশ, পেচক হইবে কাশ,
ধরাধর হবে রাজ পাট।
অনন্ত আকাশ সিন্ধু, অনন্ত ভাস্কর ইন্দু,
অনন্ত বনের হব রাজা।

নবীন সন্ন্যাসী ।

ভূত দানা দেও দৈত্য, হবেরে আমার ভৃত্য,
পশু পাখি হবে মোর প্রজা।
হবেরে আমার সব, আমারই সে বিভব;
আমারই একা অধিকার।
একাই ভুঞ্জিব আমি, নহে আর অন্যে স্বামী,
অন্য কেহ ভাগী নাহি তার !
নাইরে বিবাদী তার, প্রতি যোগী নাহি আর,
নাহি কেহ হিংসা করিবারে।
নাহি সৈন্য নাহি ঠাট, না লাগে অমাত্য পাট,
সে বিপুল রাজ্য শাসিবারে।
আমি তার কেন্দ্র স্থলে, বসিবরে কুতুহলে,
নয়ন মুদিয়ে যোগাসনে।
নিশ্চল অচল প্রায়, অটল রহিব তায়,
ধ্যানে ঘুমাইব এক মনে।
ঘুমায় পরাণ ভরি, স্বপনেরে দাসী করি,
বসাইব চরণের তলে।
লইয়ে প্রেমের স্মৃতি, বসন্ত শরত্ গাঁথি,
মালা দিব প্রাণনাথ গলে !!
তাহাতে ফুটিবে রূপ, উথলি প্রেমের কূপ;
ভুবন করিবে মাতওয়ারা।
এ বিশ্ব ভাসিবে তায়, আমি জানি কোথা হায় !
ডুবি তাহে হব আত্মহারা।

ভগ্নাশ-প্রবাসী।

সঙ্গী নাই, সাথী নাই. নাই মায়া লেশ,
অক্রুরত্ব পরবাস; দূরান্তর দেশ,
নাই লোক সমাগম, নাই সমাচার;
কোথা আমি? পরিজন, কোথারে আমার?
কোথা মোর ঘর বাড়ী, প্রিয় নিকেতন?
নিশীভোরে দেখিলাম, একি কুস্বপন।
অদৃষ্টের ভোগ মোর, না গেলাম দেশ,
আজন্ম পেটের দায়, খাটি রে বিদেশ।
আজন্ম করিনু আমি, দুঃখের কপাল,
গেলনা দাসত্ব মোর, গেল এত কাল!!
আর কি থাকিব হায়! করি আয়ু শেষ,
রবনা প্রবাসে আর, যাবরে স্বদেশ।
এই আজি এই সেই, সেই কালক্ষণে,
চলিলাম একেশ্বর, স্বদেশের পানে।
না জানি কি দশা সব, আছে কিনা আছে,
কে'কে, কে'কে, কেন মোর, পাও পড়ে পাছে?
কেন আজি গতি মোর, এত হ'ল ধীর
পরাণ করিছে কেন, অস্থির অস্থির!
এইত এলেম আমি, এই আছু দেশে,
আচম্বিতে কাঁপে কেন, প্রাণ সর্ব্ব দে'শে?
এইত এলেম বুঝি, এই আছু ঘরে,
আচম্বিতে কেন মোর, বাম বাহু নড়ে?

এবে দেখি শূন্য স্থান, সকলি উজাড়,
এই কি সে পল্লী খানি, বসতি আমার ?
শোকাচ্ছন্ন অন্ধকার, অলক্ষীর বাস,
এই কি সে পল্লী মোর, সুখের নিবাস ?
এই কি আমার সেই, প্রিয় নিকেতন ?
আকাশ পাতাল ঢেকা, বিষাদে মগন !!

দাঁড়াও পথিক হ্যাদে ! দাঁড়াও দাঁড়াও
হেরহে আমার এই, গৌরব-ভবন ;
হের এই জনকেরে, এই দেখে যাও,
এই দেখ ! মা আমার, নিদ্রায় মগন !!

এই দেখ ! ভাই বুন্, সারি সারি সব,
জন্মের মতন শু'য়ে, সুখে নিদ্রা যায় ;
এই হের ! রাখিয়াছি, প্রাণের বিভব—
হোথা প্রিয় পুত্র, হেথা প্রিয়া দুহিতায় !!

দাঁড়াও পাষাণ বুকে, চাপিয়া আবার
ধৈরজ ধরিয়ে প্রাণে, বালকের তরে;
হের এই এক পদ, সম্মুখেতে আর,
গাড়িয়াছি জন্ম শোধ, পত্নী ডাকিনীরে !!

উঠিবেনা জাগাইতে, জাগিবে না আর
জন্মের মতন সবে, দিয়েছে বিদায়,
ডাকিবে না এ জনমে, ডাকিব না আর
ঘুমাইছে জন্ম শোধ, গভীর নিদ্রায় !!

আবার আসিবে উষা, আবার হাসিবে,
তরুণ অরুণ রাগে, বিশ্ব মুগ্ধকর,
আবার শরত, হিম, বসন্ত আসিবে,
ঝঙ্কারিবে কুহু কুহু স্বরে পিকেশ্বর।

হায়রে! আবার উষা, আসিবে কি ফিরে?
আসিবে কি ফিরে হায়। প্রাণ ফিরে আর?
আরনা আসিবে আহা, যুগ যুগান্তরে,
হুহু করে দগ্ধ হবে, হৃদি অভাগার!!

কোথায় রহিলে মাগো! স্নেহ পারাবার
আসিছেনা মাগো তোর, পুত্র হত ভাগা
বল না কি দশা মাগো! হইবে তাহার,
কার কাছে দাঁড়াবে গো! এবে সে অভাগা?!

ওঠ গো জননি! মোর, ওঠ একবার
আছিল দারুন এই, কপালের লেখা!
স্নেহের বদন মাগো! দেখা গো আবার
এ জনম তরে আর, হইবেনা দেখা!!

কোথা গো। কোথা গো পিতঃ! আস একবার,
এই না ডাকিছে তব, স্নেহ পুত্র ধন,
এসো বাবা! কোলে লও, ঘুচুক আঁধার
এই সে পুত্রেরে স্নেহে, কর গো চুম্বন।

ওঠ গো! ওঠ গো মম, পরাণের ভাই,
ওঠ গো ভগিনী! হায়রে, উঠ পরিজন!

আরেক দেখিয়ে পোড়া, পরাণ জুড়াই
জনমের তরে দে গো। স্নেহ আলিঙ্গন।

হ্যাদেরে কোথায় বাছা। ওরে পুত্রধন!
ওরে মা তনয়া! কোথা? হায় যাদুমণি!
হায় কোথা? আমার সে অমূল্য রতন?
কোন্ চোরে হ'রে নিল, সে অতুল মণি?

হায় কোথা প্রতিবেশি! হায় 'বন্ধুগণ।
কোথায় পলালে ওগো? অভ'গারে ছাড়ি?
এই কি আমার সেই, সে সুখ ভবন?
এই কি আমার সেই, প্রিয় ঘড় বাড়ী?

আবাসের চিহ্ন নাই, নাই জন বাস।
সে সুখ সরেতে নাই, সাধের সরোজ—
সে শান্ত উদ্যান হায়! আজিরে উদাস,
আরনা গুঞ্জরে অলি, ফোটেনা পঙ্কজ!

আরনা ঝরেরে ফুল!, বকুলের তলে,
সাধের বাগান মোর, হ'য়েছে বিজন!
আমার সাধের সাধ, মৃত্তিকার তলে,
অনন্ত শয্যার শুয়ে, ঘুমায় এখন।

এখন কোথায় সব, পল্লী-বাসী গন?
সে প্রিয় বিহঙ্গ পাল, উড়েছে কোথায়?
কৃতান্তের অত্যাচার, করিয়ে দর্শন,
পলাইছে আচম্বিতে, ফেলি অভাগায়!!

এইত এখানে কত ফু'টে ছিল ফুল
কে জানে না মোহিতেক, এজগত তায় ?
এইত জন্মিয়ে ছিল, কত শিশু কুল,
কে জানে না হ'ত শত, কালীদাস হায় !

কে জানে বাল্মিকী তারা, হৈতনা কখন ?
কে জানে না হৈত শত, ভীম মহাবল ?
হায় এ মাটীর তলে, সে শক্তি পতন !
হায়রে ! গহনে বহে, সে ফুলের দল !!

কি জানি কি দোষে বিধি ! তুমি তব ঠাই,
জন্ম, কর্ম্ম, ফলাফল, তোমার লিখন !
কি হ'ল আমার দশা ? স্থির নাহি পাই !
দেখিতে দেখিতে কেন, নির্ম্মূল এমন !!

চঞ্চল চিকুর চলে, জলদের গায়,
চলেরে ধনুর তীর, বিদ্যুতের পারা
তরিতের গতি তবু, ধরা বুঝা যায়,
তার চেয়ে শীঘ্র মম, পরিবর্ত্ত সারা !!

দেখিতে দেখিতে কোথা লুকাইল সব !
দুঃখের দুখী সে আমি, একা এ ধরায়,
কৈ দারা, কৈ পুত্র ? কৈ সে বিভব ?
সন্ন্যাসী সাজিয়ে পুনঃ হইনু বিদায় !

থাক্‌রে, থাক্‌রে, পুত্র! থাক এইখানে
থাক্ মা! থাক গো! আমি, শুইয়ে ঘুমাও,
এই চাঁদনায় আমি, নির্জ্জন বিজনে,
অনন্ত নিদ্রায় সবে পরাণ জুড়াও!

শ্মশান সঙ্গীত (নৈশ নিস্তব্ধে।)

আজি একেশ্বর এ ভীম শ্মশানে,
গাই একে স্বর, কে দিবে উত্তর?
আমিরে একাকি, এঘোর শ্মশানে,
গাইরে বিষাদ! কে আছে দোসর!!

এ ঘোর বিজনে, এ ঘোর শ্মশানে
হ্যাদেরে পথিক! ক'য়ো এক দিন,
ক'য়ো এক দিন, ছিল এই খানে
পথের ভিকারী "এ অভাগা দীন,,

ক'য়ো এক দিন, ছিল এই খানে,
হ'ত ভাগ্য এক সন্তাপিত নর,
ক'য়ো এক দিন, যে থাক যেখানে
"এই খানে তার, ধ্বংশের কবর,,

কোথারে এখন চাঁদের বাজার?
অকস্মাৎ কোথা, লুকালো তারা?
কোথা গেল সেই, বসন্ত বাহার?
শূন্য দিক দিশ অন্ধকার ধরা!!

শূন্য করি এবে জননীর কোল,
পলাইয়ে আজ কোথারে গেল?
কে হরিল সব, কাড়ী নিল কেরে
এভীব ডাকাতী হায় কে দিল?

দুপুরে ডাকাতী কে দিলরে হায়!
কোন্ পাপে আজি, এ দশা হ'ল!
দেখিতে দেখিতে মাণিকের ভরা,
অকূল পাথারে ডুবিয়ে গেল!

আজি একেশ্বর এভীম শ্মশানে,
গাই একেশ্বর কে দিবে উত্তর!
আমিরে একাকী, এ ঘোর মশানে,
গাইত বিষাদ! কে আছে দোসর?

আমিরে একাকী এঘোর শ্মশানে,
যাইব একাকী, এ'সেছি একা
কে আছে কোথায়? আসরে এখানে
পরাণ ভরিয়ে করিগো দেখা!

কে আছ কোথায়? আস এক বার,
ওঠরে আমার পরাণের ভাই,
ওঠগো জননি—! ওঠমা! আমার
হায়রে আজিত কেহই নাই।

আজিত কেহই, নাহিরে আমার
বিজন শ্মশানে বসিয়ে একা,
কোথা সে আমার, সুখের সংসার,
চাঁদের বাজার হ'লনা দেখা।

কোথারে আমার সুখ-পরিজন
প্রাণের প্রতিমা, প্রিয়সী যায়া
কোথা সুতা হায়! কোথা পুত্র ধন?
কোথা র'ল সেই ভাই বুন্ তারা??

কোথা আজ হায়! প্রাণের বান্ধব,
শূন্য এ জীবন, যাহার তরে,
অনিত্য সংসারে, দুর্লভ বিভব,
এ জন্মে কি আর দেখিব তারে?

কোথা হে আমার, প্রেমবেশী গণ?
প্রাণের পরাণ কোথা তারা সব?
কই সে আমার, চির প্রিয় জন,
কই সে সুখের, সঙ্গীত—সুরব?

ভাঙ্গিয়াছে, বীন। ছিঁড়িয়াছে তার।
সাঙ্গ সে সঙ্গীত,—মিটে গিছে তান্।
শূন্য সে আগার, কোথা সে বাহার?
সুদূর স্বপন, সে সুখের গান!!

সুদূর স্বপন, সে সুখের গান।
বিষাদ হুঙ্কারে ধ্বনিছে আজ,
ধ্বনিছে পবন, বিগলিয়া প্রাণ।
ধরিছে প্রকৃতি, সে শোকের সাজ।

গভীর ভীষণ, ঘোর অন্ধকার।
বিষাদ বারিধী কালিমা ঢাকা;
হায়! জন্ম ভূমি—এইকি আমার?!
হায়, এ শ্মশানে আমিরে একা!

আমিরে একাকী—? এ ঘোর শ্মশানে?
যাইব একাকী, এ'সেছি একা।

কাঁদি আজি আমি আকুল পরাণে,
কারু সঙ্গে আর, না হ'ল দেখা ॥

ওঠগো ওঠগো, ও প্রাণের ভাই !
ওঠগো ভগিনি ! ওঠ মাথা খাও !
ওঠগো ও তাতঃ ' ধর্ম্মের দোহাই,
জন্ম শোধ ক্ষণ, দেখা দিয়ে যাও ।

ওঠ প্রিয়জন, ওঠ পরিজন !
এ'সগো আমার প্রতিবেশী সব !
এ'সগো ! এ'সগো ! হে হৃদি-রঞ্জন—
চির প্রিয়তম, সে সব বান্ধব !

কে আছ কোথায় ? দাও আজ দেখা,
এ ভবে ত কেউ নাহিরে আমার ।
বিজন শ্মশানে, ব'সে আছি একা ।
কোথা সে আমার চাঁদের বাজার !

আজি একেশ্বর এ ভীম শ্মশানে,
গাই একেশ্বর, কে দিবে উত্তর ।
আমিরে একাকী, এ ঘোর মশানে,
গাই ভ বিষাদ কে আছে দোসর ?

গভীর ভীষণ, ঘোর অন্ধকার ।
বিষাদ বারিধি কালিমা ঢাকা ।
হায় ! জন্ম ভূমি—এই কি আমার ?
হায় এ শ্মশানে, আমিরে একা !

উৎপীড়িত প্রেমিক।

হে মানব! বৃথা গর্ব্ব কর পরিহার,
লোকের আয়ত্ত নহে, হৃদয় আমার।
হে কৃতান্ত! বৃথা কেন, করিছ তর্জ্জন,
তোমার আয়ত্ত নহে, এই হৃদি মন।
হে দেবতা! হে গন্ধর্ব্ব! হে দানব গণ!
কি সাধ্য মানস মম, করিবে দমন?
কি সাধ্য করিতে মম, বাসনার জয়,
হোক্ সৃষ্টি ধ্বংশ কিম্বা, আমি হই লয়।
হোক্ সৃষ্টি ধ্বংশ, কিন্তু প্রতিজ্ঞা আমার,
দিয়েছি যে মন তাহা, ফিরাব না আর।
ফিরাবনা ফিরিবেনা, ফিরাবার নয়,
আত্ম দানে ত্রিভুবন, করিয়াছি জয়।
যাহারে দিয়েছি আমি, আত্ম বলিদান,
তাহারে দিয়েছি ডালি, এই দেহ প্রাণ।
আমার তরেতে নহি, আমি কিন্তু আর,
আমার উপরে তার, সর্ব্ব অধিকার।
যমের কি অধিকার? এ হৃদয় পরে,
আমি কি দমিব, তুচ্ছ মানবের ডরে?
হে মানব! বৃথা গর্ব্ব কর পরিহার?
তারে কি পারিবে কেহ, ছাড়াইতে আর?
তারে কি পারিবে আর, করিতে বিচ্ছেদ,
কলঙ্ক বাড়াও কেন, বাড়াইবে খেদ?

কলঙ্ক বাড়াও কেন, কেন কর পাপ ?
কেন বৃথা ভোগকর, ঘোর মনস্তাপ।
কেন্ কর অবিচার, সুবিচার রাখি,
লোকের আয়ত্ত নয়, মনরূপ পাখি।
বারেক উড়িলে তারে, ধরা বড় ভার,
বুঝিয়ে বোঝনা কেন, কর অবিচার ?
পলা'লো উড়াল ভরি, মানস আমার,
অজ্ঞাতে পড়িল ধরা, লীলা বিধাতার।
অজ্ঞাতে আছিল পাতা, বিধি তার ফান্দ,
নিয়তির নির্ব্বন্ধ, কঠিন সে বান্ধ।
ধ্যান ধরি দেখ দেখি, কিবা সেই ধন্দ,
কিবা সূক্ষ্ম হায়। সেই, বিধাতার ফন্দ।
আমারত দোষ নয়, দোষ নয় তার,
নিয়তি নির্ব্বন্ধ এই, লীলা বিধাতার!

দেখহ বিচার করি, করি সুবিচার,
কেনে কর হিংসা দ্বেষ, কেন অত্যাচার ?
কেন বৃথা ভোগকর, ঘোর মনস্তাপ,
কলঙ্ক বাড়াও কেন ? কেন কর পাপ ?
কেন কর অবিচার, সুবিচার রাখি,
লোকের আয়ত্ত নহে, মনরূপ পাখি।
মনেরে কি ধরা যায়, কভু করি বল,
মন ধরিবার শুধু, মনরূপী কল।
মন্ দাও মন্ পাবে, পাতিল প্রীতিরূপ,
সুখ দিলে সুখ মিলে, দুঃখে মিলে দুখ।
তুমি যদি দাও দুখ, দুখ পাবে তত,
দুঃখেতে হইবে দুখী, সুখ দিলে যত।

দেখহ বিচার করি, করি সুবিচার,
কেন কর হিংসা দ্বেষ, কেন অত্যাচার।

অস্থি, মাংস, রক্ত, মেদ, জড় পিণ্ড যত,
ঘটে তাহে ঘন ঘন, অত্যাচার তত।
সহে তাহে দিবানিশী, সৌরাগ্নের তাপ,
দিবা নিশি বৃদ্ধি করে, হিংসুকের পাপ।
কিন্তু রক্ত মাংস হীন, শূন্য মন যাহা,
কেমনে করিবে বল, সম্পাদন তাহা?
কেমনে করিবে বল, সংহার তাহার,
আগেই সংহার হয়ে, রয়েছে যাহার।
আপনি মিশেছে যেই, বাতাসের সনে,
স্থূল দেহ দিয়ে তারে, ধরিবে কেমনে?
অণু অণু মিল যেই, পরাণের রেণু,
মনে মনে মিল যায়, সূক্ষ্ম পরমাণু।
বিলয়ে প্রলয়ে তাহা, সব একাকার,
নাহি লয় নাহি ক্ষয়, বিকৃতি তাহার।
মরিয়া যাইব তবু, হবনা বিচ্ছেদ,
পূর্ণতাতে পূর্ণ হয়ে, রব অবিচ্ছেদ।
মরিয়ে যাইব কিন্তু; রবে চির নাম,
জীবনের আর কিবা, এর চেয়ে কাম?
সহিবার সহিয়াছি, সব আরো শত,
মাটির শরীরে আরো, দুঃখ দিবে কত?
কি হবে মাটির দেহে, মাটি যেই শেষ,
মনেরে বা আরো দিবা, কি কষ্ট বিশেষ।
সে মন তেমন নয়, জড় পিণ্ড প্রায়,
কি হবে তাহারে তুচ্ছ, শক্তিশেল বায়।

মার মার ইচ্ছা যত, মার শত বার,
মারিলে মরিব না তো, ইচ্ছা বিধাতার।
মারিলে মরণ নাই, বিধাতার বর,
যে জন প্রেমিক সত্য, সে জন অমর।
সত্য যদি প্রেম আমি, ক'রে থাকি পণ,
সত্য যদি করে থাকি, উৎসর্গ জীবন।
সত্য যদি কায়মনে, আমি তার হই,
মারিলে মরিব নাতো, মরিবার নই।
মারিলে মরিব নাতো, হবে মম জিত,
তোমাদেরি হবে আরো, হীতে বিপরিত।
শুনিয়াছ কোন্ কানে ? দেখিয়াছ কেবা ?
অমর না হ'ল সেই, সুপ্রেমিক যেবা।
সত্য যদি প্রেম আমি, ক'রে থাকি পণ,
সত্য যদি ক'রে থাকি, উৎসর্গ জীবন।
সত্য যদি কায়মনে, আমি হই তার,
মারিলে কখনি নাহি, মরণ আমার।
জড়া মৃত্যু অবশ্যই, বিধাতার হাত,
মানবের কিবা সাধ্য, করিতে নিপাত ?
তবু যেবা নাহি মানে, বিধির বিধান,
তাহারি উপরে বর্ষে, যত অকল্যাণ।
অকারণে করে যেই, যার অপকার,
উল্টা তারে মন্দ বলে, জগত সংসার।
প্রকৃত যে ভালবাসা, স্বর্গীয় তাহা,
নহে কভু দোষনীয়, স্বর্গীয় যাহা।

পরম সৌভাগ্য যার, সেই পায় প্রেম,
অভাগা কি পায় কভু, শুদ্ধ দগ্ধ হেম ?

অভাগা জনের ভাগ্যে, প্রেম কভু নাই,
প্রেম ধন অভাগারা, নাহি বোঝে তাই!
অভাগারা নাহি জানে, প্রেমিকের মান,
প্রেমিকের প্রেম সেটো, বিধাতার দান।
বিধাতার দত্ত দান, কে ফেলিবে? হায়!
অমূল্য পরশ মণি, কেবা ঠেলে পায়?
যে জন হেলাতে ফেলে, অঞ্চলের নিধি,
জগত তাহারে বাম, বাম তারে বিধি।
বিধাতার দত্ত দান, কে ফেলিবে হায়!
অমূল্য মাণিক মরি, কে ঠেলিবে পায়?
পাইয়াছি ভাগ্য ফলে, ছাড়িবার নই,
যদিও বা ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্র তবু কৈ?
দেব, দৈত্যে যাহা নাহি, পায় সাধনায়,
হেন ধন পে'য়ে কিহে, খোওয়াব হেলায়?
হেন ধন কভু নাহি, মিলে তপস্যায়,
বড় ভাগ্য বান যেই, সেই ধন পায়।
পাইয়াছি আমি তাই, হেন ক্ষুদ্র জনে,
নাজানি কি তপঃ ফলে, কিদৈব ঘটনে।
কোন্ পূণ্য করিয়াছি? কিবা নাম তার?
কোন্ গুণে দিলা বিধি, হেন পুরস্কার?
যদিওবা ক্ষুদ্র আমি, তবুভাগ্যবান,
প্রেমের লাগিয়া পণ, করিয়াছি প্রাণ।
প্রেমের লাগিয়া সহি, ঘোর অত্যাচার,
আমার প্রেমের বাদী, অখিল সংসার।
সহিতেছি মহা দুঃখ, প্রেমের কারণ,
ঠেকিয়ে প্রেমের দায়ে, খোওয়াব জীবন

অপঘাতে হইবেক, এ পরাণ ক্ষয়,
তবু হেন ভাগ্যবান, অন্য কেহ নয়।
ধন্য ধন্য ধরা ধামে, ধরা-ধন্য সেই,
প্রেমের লাগিয়া প্রাণ, পণ কৈল্য যেই।
যদিও সে ক্ষুদ্র তবু, বড় ভাগ্য তার,
প্রণত তাহার পদে, অখিল সংসার।
কোথা সে গোপিকা রাধা? গো-পালিকা সেই!—
রাখালের প্রেমে মজি, দেবী আজি তেই!
কোথা সে রাখাল রাজ, ধরা! চূড়া ধারী?
বিষ্ণু-প্রেমে মজি আজ, কৃষ্ণ নাম তাঁরি।
কৃষ্ণেতে মজিয়ে বিষ্ণু, জয়ী ত্রিভুবন,
হনুমান প্রেমিকের, খাঁটি নিদর্শন।
পশু হয়ে স্বর্গধরা, করে অধিকার—
অমর হইল, ধরা, মরা নাই তার।

যদিও তেমন ভাগ্য, এজীবনে নাই,
তথাপি সৌভাগ্য মানি, বিধাতার ঠাঁই।
শত দুঃখ শত কষ্ট হইয়াছে যাহা,
পাইয়ে প্রাণের প্রিয়া, ভুলিয়াছি তাহা।
দাও দুঃখ দাও কষ্ট, দাও শতবার,
সবি সবো যদি প্রিয়া, থাকে সে আমার।
যদি প্রিয়া থাকে মম, যদি থাকে মোর,
নিশ্চয় তরিব এই, ভব-সিন্ধু ঘোর।
নিকটে থাকিলে প্রিয়া, যমে নাহি ডরি,
স্বর্গ জ্ঞান হবে, যদি তার কাছে মরি।
আজন্ম এছিত যাহা, এহি আকিঞ্চন,
মৃত্যু কালে তার কোলে, করিব শয়ন।

অবশ্য হইবে কষ্ট, যদি তাহা হয়,
কিন্তু এ হৃদয় বটে, সে মূরতি ময়।
হৃদয়ে করিব ধ্যান, হৃদয়ের ধন,
বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, কেবা হেন জন?

থাক থাক সম্বরণ, কর ক্রোধ ভয়,
ওভয়ে দমিবে নাতো, এক্ষুদ্র হৃদয়।
বু'ঝে সু'ঝে, কর কাজ, বুঝিবার যাহা,
গুপ্ত কেন ব্যক্ত কর? বুঝনাতো তাহা।
আপনা কলঙ্ক কেন, আপনি বাড়াও?
বারুদের ঘরে কেন, অনল জ্বালাও?
জ্বালাও মশাল কেন, দেখাইতে মুখ?
কালামুখ দে'খে তোমা, লোকে দিবে থুক।
থাকুক থাকুক কেন, কলঙ্ক বাড়াও?
ছার ছার হিংসা দ্বেষ, ফিরে ঘরে যাও?
কেন কর অবিচার, সুবিচার রাখি,
লোকের আয়ত্ত নহে, মনরূপ পাখি।
আমার অজ্ঞাতে মন, তারে দিল ধরা,
তাহার হৃদয়ে পুনঃ, হ'ল জরা পড়া।
তাহার তো নহে দোষ, নহে ত আমার,
সময়েরি দোষ সব, ইচ্ছা বিধাতার।
অজ্ঞাতে আছিল পাতা, বিধাতার ফাঁদ,
নিয়তির নিরবন্ধ, কঠিন সে বাঁধ।
সে বান্ধে হইল বদ্ধ, ক্ষুদ্র দুটী প্রাণ,
কারবা সাধিনু বল, কিবা অকল্যান?
কারবা করিনু বল? অহিত সাধন?
অনর্থক কেন কর, বিদ্বেষ এমন?

কেনকর বৃথা ক্ষোভ, ঘোর মনস্তাপ?
কলঙ্ক বাড়াও কেন, কেন কর পাপ?
আমার তো দোষ নয়, দোষ নয় তার,
তোমাদেরি দোষ বটে, দোষ বুঝিবার।
বুঝিয়ে সুঝিয়ে কেন, না থাকিলে চুপ,
সহজে খুঁদিলে কেন, গরলের কূপ?
আপ্ত দোষ ব্যক্ত সব, করিলে তো নিজে,
করিলে বিঘোর পাপ, পাতকেতে মজে।
থাক্ থাক্ সম্বরণ, কর, এবে সব,
কর কর পুণ্য লাভ, স্বর্গীয় বিভব।
কেন কর অবিচার, সুবিচার রাখি,
লোকের আয়ত্ত নহে, মনরূপ পাখি।
সহিবার সহিয়াছি, সবো আরো শত,
মাটির শরীরে আরো, দুঃখ দিবে কত?
সত্য যদি প্রেম আমি, ক'রে থাকি পণ,
সত্য যদি ক'রে থাকি, উৎসর্গ জীবন।
সত্য যদি কারো মনে, আমি হই তার,
মারিলে কখনি নাই, মরণ আমার।

স্বর্গ ভ্রষ্ট দেব নর।

যে দেশে নাহিক দ্বেষ, হিংসা অহঙ্কার,
যে দেশে না ঘোষে দুষ্ট, নর অপকার।
যে দেশে কলহ নাই, নাই রে বিরহ,
সংসারের জ্বালা পোড়া, নাই অহোরহ।
নাই যথা পাপ তাপ, দুঃখ গম বেশ,
নাই শোক, রোগ নাই, জুরতার লেশ।
নাই যথা নির্দ্ধনের, ক্ষণ অধিষ্ঠান,
দুষ্টমতী শিষ্টঘাতী, নাহি পায় স্থান।
সে দেশে জনম মোর, সেই দেশে ঘর,
না জানি কি পাপে, আমি, হইয়াছি নর।

(২)

সে দেশে বরষা নাই, নাই হিম, শীত,
শরত, বসন্ত, যথা, চির বিরাজিত।
না ঝরে কুসুম যথা, না পড়ে মুকুল,
কোকিল অলিগ ভরি, ডাকিয়া আকুল।
যে দেশে মরুত সদা, মলয় পবন,
যে দেশেতে জল সিঞ্চে, সুধা প্রদান।
যে দেশে উথলে সদা, সুধার সাগর,
কল্পনা বাদল যথা, ঝরে ঝর্ ঝর।
সে দেশে জনম মোর, সেই দেশে ঘর,
না জানি কি পাপে আমি, হইয়াছি নর।

(৩)

যে দেশে কালিমা নাই, নাই নিশী ঘোর,
চাঁদের গ্রহণ নাই, ধনে নাই ওর।
কাননে কণ্টক নাই, সুখে নাই দুঃখ,
মরি রে! যে খানে প্রেমে, বিদরে না বুক।
অক্ষুণ্ণ প্রণয় যথা, স্থির অবিচল,
যে দেশের প্রেমে নাই, বিরহ গরল,
যে দেশের প্রেমে নাই, কলঙ্কের ভয়,
"সু পবিত্র ভাল বাসা" "পুনঃ" পরিচয়।
যে দেশের প্রেমিকের, দেবতার মান,
তুচ্ছ রাজপদ তুচ্ছ, ধরা, ধন, ধান,
সেই দেশবাসী আমি, সেই দেশে ঘর,
না জানি কি পাপে আমি, হইয়াছি নর।

(৪)

যে দেশে জরতা নাই, নাই মৃত্যু ভয়,
নবীন যৌবন স্থির, চির কান্তি ময়।
মানস প্রফুল্ল যথা, চির হর্ষ যুত,
সৌন্দর্য্যের শেষ যথা, পরম নিখুঁত।
বিধির সৌন্দর্য্য-শিল্পী, যেখানেতে শেষ,
পরম কবিত্বে মাখা, সদা যেই দেশ।
সেদেশে কবিতা গায়; বন পশু পাখি,
সৃষ্টির সৌরভ বহে, যে দেশেতে থাকি।
সে দেশে জনম মোর, সেই দেশে ঘর,
নাজানি কি পাপে আমি, হইয়াছি নর।

(৫)

থাকি বটে মর্ত্তে আমি, মর্ত্তবাসী নই,
জানিনা কি পাপে হেথা, বৃথা পড়ে রই।

না জানি বসতি কোথা, কোথা বাড়ী ঘর,
না জানি কি পাপে আমি, হইয়াছি নর।
হ'য়েছি মানব বটে, মানবের কায়,
সে উচ্চ হৃদয় আজ, রাখিব কোথায়?
পঙ্কিল পৃথিবী এই, ক্ষুদ্র আয়তন।
ইথে কি ধরিবে সেই, বিধিদত্ত ধন?
কি হেতু জানিনা মম, মানব জনম,
জানিনা কি হেতু এই, কষ্টের জীবন।
জানিনা কিসের তরে, এপাপ ধরায়,
এমন পবিত্র কায়া, কান্দিয়া গড়ায়।
সু পবিত্র হৃদি মোর, সু পবিত্র মন,
কলুষ সংসারে কেন? তাহার স্থাপন,
কোমল মানস মম, নবনীর প্রায়,
তাহার জনম কেন, কঠিন ধরায়?
হায়রে! বিধির কেন, স্থূলে হল ভুল,
দেহনা গড়িল কেন, হৃদি সমতুল।
ক্ষুদ্র দেহ ক্ষুদ্র প্রাণ, এক্ষুদ্র ধরায়,
বিশাল হৃদয় মন, ধরে কি তাহায়?
মানস, হৃদয় বটে, দেবতায় ন্যায়,
দেহ প্রাণ কেন গড়া, মানবের হায়!
কেনরে প্রোজ্জ্বল তাপ, হৃদয়ের মাঝ,
হায় কেন? কষ্ট মোরে, দেবতা সমাজ?
কেন এ জীবন ভার, দিবানিশী বই,
না জানি কি পাপে, হেন পাপ গ্রস্থ হই।

(৬)

দিবা নিশী ঘুরে মরি, না জানি কি চাই,
না জানি কি হারা আমি, কিসে মন শান্তি পাই।

(৮)

জগদীশের দয়া নাই, এ পাপ ধরায়,
নির্দয় মানব সব, জন্মে রে হেথায়।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর মন, মানবের মন,
পাষাণে হৃদয় গড়া, পাষাণ সমান।
বিমূঢ় অজ্ঞান তারা, অধর্ম্মের শেষ,
দেবতা দানবে ভেদ, বোঝেনা বিশেষ।
স্থূলকায় স্থূল দেহ, স্থূল বুদ্ধি সব,
অহঙ্কারে তুচ্ছ করে, স্বর্গীয় বিভব।
অহঙ্কারে পদে ঠেলে, স্বরগীয় মন,
দেবত্বের মান্য নষ্ট, হারে মূর্খ জন।
দেবত্বের আত্মা হ'য়ে, নর দেহ ধরে,
তাহারে না চিনে নর, ঘৃণা মাত্র করে।
আপনার হৃদিমন, কালিমা যেমন,
দেবতার হৃদিমন, বোঝে সে তেমন।
পশুর চরিত্র ঠিক, পশু ব্যবহার,
দেবতা দানবে ভেদ, কি বুঝিবে আর?
আপনি বুঝিতে নারে, আপনার দোষ,
কাজ কি সে পশু সনে, করি ঘোর রোষ।
আপনার ভাগ্য আমি, বুঝিতে না পারি,
কিবা যে রহস্য তার, বলি কাই হারি॥
ওহে নাথ! দীনবন্ধু, পতিত পাবন।
এ হেন ধরায় কেন, আমার জীবন?
এ হেন সমাজে কেন, আমার স্থাপন?
কোন্ পাপে হেন শাপ, ধরাতে যাপন?
কোন্ পাপে দিলে হেন, মানবের মাঝ,
এর চেয়ে ভাল ছিল, ব্যাঘ্রের সমাজ।"

এর চে'য়ে ভাল ছিল, শ্বাপদের দল,
নিরন্তর রক্তিজনা, মম অশ্রু জল।
এর চে'য়ে ভাল শত্রু, অরীর দংশন,
নিরন্তর নাহি তারা, করিত হিংসন।
নাহি তারা কাটিতেক, এমন প্রকার,
হায় কি! নির্দ্দয় হায়! মানব ব্যভার!!

(৯)

হায় কি অধণ্য এত, মানবের কাজ?
আপন জাতির বধে, নাহি ধরে লাজ!
নাহি লাজ নাহি দয়া, নাহি ধর্ম্ম ভয়,
এমন অধণ্য প্রাণী, আর না কি রয়?
কেন সে গড়িল ধাতা, এহেন মানব?
মানবের তরে নষ্ট, সৃষ্ট রাজি সব!
গড়িল মানব যদি, কেন দিল পাপ?
কুপ্রবৃত্তি জাগাইয়ে, বাড়াইতে তাপ।
হায় রে মানব এত, হিংস্রকের শেষ,
পিশাচ-প্রকৃতি-পশু, নাই মায়া লেশ।
আগে যদি জানি তারা, হেন দুরাচার,
কে করিত তাহাদেরে, সাধু ব্যবহার?
কে বরিত তবে সেই, পিশাচের তরে,
আপনা বলিয়ে কেবা, তুষিত অন্তরে?
নাখে'য়ে খাওয়াতো কেবা, না পরি পরাতো,
খাটিত ভুতের বোঝা, কেবা দিবা রাতো?
এত যে করিনু শেষ, তার পুরস্কার,—
দুঃখ ক্লেশ অন্তর্দাহ, অপমান সার!!
বিশেষ ভীষণ দুঃখ, মর্ম্ম জ্বালা তাপ,
বিস্মরি ভুলি সে কথা, বাড়াইয়ে পাপ!

থাক্ থাক্ লোকালয়, কাজ মোর নাই,
সন্ন্যাসী হ'য়েরে আজ, বনবাসে যাই।
থাক্ থাক্ বাড়ী ঘর, মানব ভবন,
বিজনে কাটাব আমি, উদাস জীবন,।
উদাস জীবন আজ, পরবাসে দিব,
সংসার ত্যজিয়ে হায়! সন্ন্যাসী হইব।
সহিতে পারিনা আর, পৃথিবীর পাপ
পাপেতে পাপের বৃদ্ধি, বৃদ্ধি করে তাপ।
প্রায়শ্চিত্ত তরে তার, যাব বন বাস,
ছাড়িনু সংসার মায়া, জীবনের আশ

(১০)

মানব সমাজে আমি, যত দুঃখ পাই,
সন্ন্যাসী হ'য়েরে তাহা, ভুলিবারে চাই।
যত দুঃখ দিল মোরে, জ্ঞাতি, বন্ধু জন,
দেশান্তরী হ'য়ে তাহা, হব বিস্মরণ।
যত দুঃখ দিল মোরে, ইষ্ট প্রতিবেশী,
সে দুঃখ ভুলিতে আমি, হব রে বিদেশী।
যতকষ্ট দিল মোরে, অনুগত জন,
সে দুঃখ ভুলিতে দিনু, সন্ন্যাসেতে মন।
যত দুঃখ দিল মোরে, গ্রাম গৃহবাসী,
সে দুঃখ ভুলিতে আজ, হই রে উদাসী।
নবীন সন্ন্যাসী আমি, নবীন জীবন,
বিশাল সমুদ্রে আজ, করিনু ক্ষেপণ।
যদি ভাগ্যে থাকে কূল, উঠিবে আবার,
নহে জন্ম শোধ এই, শেষ রে আমার!

দেখাবনা কালা মুখ, নর লোকে আর,
চলিনু জন্মের তরে, ছাড়িয়ে সংসার।
যদি ভাগ্য থাকে ফুল, উঠিবে আবার,
নতুবা জন্মের তরে, এই দেখা সার।
বিঘোর বিজন বনে, তরু তলে বসি,
বৃক্ষের বল্কল পরি, সাজিব সন্ন্যাসী।
সুদীর্ঘ জটার ভার, মস্তকে ধরিব,
বিভূতী ভূষণ অঙ্গে, ভস্মের করিব।
পশু পক্ষী স্বরে মোর, মিলা'য়ে ভারতী,
বিষম বিষাদে কান্দি, গাহিব আরতী।
অনাহারে অনিদ্রায়, করি তনু শেষ,
মিটাইব সংসারের, বাসনা বিশেষ।
মিটাইব প্রেমের সে, গভীর পিপাসা,
জন্মেনা করিব আর, ভালবাসা আশা !!
মিশিয়ে মৃত্তিকা সনে, ধুলীর মতন,
কেবলি তাঁহার নাম, করিব কীর্ত্তন।
কেবলি একটি মূর্ত্তি, করিব ধিয়ান,
যাবত রহিবে মোর, কণ্ঠেতে পরাণ
কেবল করিব এক, হৃদয়ের আশ,
যাবত বহিবে মম, নাসাতে নিশ্বাস।
মরিলেও পাব তাঁরে, এ আত্মার সনে,
তাইসে চলিনু আজ, গহন বিজনে।
তাইসে ছাড়িব দেশ, হইয়ে উদাসী,
চলিনু জন্মের তরে, নবীন সন্ন্যাসী।

শেষ সন্ধ্যা।

কিসের রে ঘর বাড়ী, কিসের সাধন,
কিসের লাগিয়া মোর, বিদেশে ভ্রমণ!
কিসের সে ভাবা গণা, কিসের চিন্তন,
কার তরে করি ক্ষয়, অমূল্য জীবন!
কার তরে কান্দি আমি, কেবা কান্দে হায়!
সাধের মানব জন্ম, বিফলে গোঙায়!
সাধের মানব জন্ম, সাধের জীবন,
সাধের সোণার তনু, সাধের যৌবন!
সাধের বাসনা হায়! মজিলরে সব,
ভাগ্যে না ঘটিল জন্মে, সৌভাগ্য বিভব!
জন্ম গেল কর্ম্ম ফলে, মর্ম্ম ভোগ-সার,
ধর্ম্ম গেল, সার হ'ল, দুঃখের পসার!!
করমের লেখা যাহা, কে খণ্ডাবে তার।
নিরাশ জীবন আজি, পরবাসে যায়।
কোথা মাতা কোথা পিতা, কোথা র'ল ভাই,
এ ঘোর নিদানে আজি, সঙ্গে কেহ নাই।
কোথা হায়! সুত সুতা, কোথা পরিজন!
এ ঘোর চরমে সঙ্গী, হবে কোনজন?
কেবল সঙ্গের সাথী, কর্ম্ম-ফল সার,
ধন, ধান্য, পরিজন, সকলি অসার!!
পাপ পুন্য যাহা কিছু, সঙ্গে যাবে তাই,
সোণার বদলে সোণা, ভস্মে মিলে ছাই!

হায় রে ! অবোধ আমি, একি করিলাম,
পাপের বাণিজ্যে তরী, শুধু ভরিলাম !
মজিয়ে বিষম মদে, হারা হ'য়ে দিশ,
সুধার বদলে আমি, কিনিলাম বিষ !
জাতী গেল ধর্ম্ম গেল, গেল কুল মান,
বিষম বিষাদে গেল, অস্থানে রে প্রাণ !
হায় ! হাঃ কি করিলাম ! মরিলাম শেষ ?!
আগে নাহি ভাবিলাম, এহেন বিশেষ ।
সংসার প্রবাস ঘোর, অনিত্য আবাসে,
কর্ম্ম ক্ষেত্রে বান্ধা নর, ঘোর মায়া পাশে !
ঘুরিয়া ঘুরিয়া চোরে, এ ঘর ও ঘর,
না বোঝে কর্ম্মের ফন্দি, হায়রে মূর্খ নর !
না বোঝে মায়ার খেলা, না বোঝে মরম,
নাহি চিনে কর্ম্ম কর্ত্তা, না জানে পরম !
না চিনে নিয়তি কভু, নিয়ন্তা না চিনে,
অন্যকর্ত্তা আছে নাহি, বোঝে নিজ বিনে !
নিজে বোঝে নিজ গুণ, নিজের শকতি,
পরম জনেরে বলি, নাহিক ভকতি !
ভাল মন্দ যত কিছু, নিয়ন্তা ঘটায়,
অবোধ মানব বলে, "আমি করি তায় !"
শুভা শুভ ফলাফল, নিয়ন্তার কাম,
অবোধ মানব ভাবে, "আমি করিলাম" ;
মহা গর্ব্ব ভরে নর, কর্ম্মক্ষেত্রে ধায়,
নিজের ক্ষমতা বলে, উদ্ধারিতে চায় ।
আপনার বলে চাহে, আপন কল্যাণ,
আপনা পাসরী ভোলে, পরমের ধ্যান !

আপনা আপনি চাহে, আপনার সুখ,
আত্ম-তত্ব বিহীনত্ব, বিষে ভরা বুক!
ধন ধান্য রাজ্য পাট, নিরন্তার মান,
"নিজ কৃত" বলি লোকে, করে অভিমান!
সুখ, দুখ, জন্ম, মৃত্যু, আত্ম-বশ নয়,
ভাগ্যে নাহি ঘটে যাহা, যত্নে কি তা হয়?
অবোধ মানব সেই, অসাধ্য সাধন,
সাধিতে সদাই করে, অশেষ যতন!
যতন করেনা শুধু, করে অহংকার,
"জরা, মরা, ধরা," যেন, আত্ম বশ তার!
ধরা খান সরা জ্ঞান, ভুলি প্রতিমার,
অহঙ্কারে কিছু ফিরে, কভু নাহি চায়!
মদ মত্ত সার তত্ব, অন্ধ ভ্রান্ত নর,
আপনার ঘর ছাড়ি, খোজে পর ঘর!
পর ঘর পর বিত্ত, পরের সম্পদ,
পর ভাবে ঈর্ষা ভাবী, ঘটায় আপদ।
পর সুখে দুঃখ বোধ, পর হিতে দ্বেষ,
পর ধনে লোভ ক্ষোভ, যন্ত্রনা অশেষ।
পরের দেখিয়া সুখ, সুখী হ'তে চায়,
প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিযোগী, ভাবে ক্ষোভে তায়।
কিন্তু সে অবোধ নয়, ভুলি পরিণাম,
হায় রে! সদাই করে, কত অপকাম!
আপনার ভাই বন্ধু, আপনার বাপ,
আপনা জননী জনে, দেয় কত তাপ!
আপনা প্রভুত্ব চায়, আপনার হাতে,
স্বগণ স্বজন বধি, দেয় রক্তে নিপাতে।

এমন যে প্রিয়তম, মায়েদের ভাই,
তাহার সনেতে করে, বিবাদ সদাই!
অপরের কথা যা'ক্, অপর ত পরে,
আপন মায়ের সাথে, শত্রুতা সে করে !!
সংসারের তরে হেন, ধর্ম্ম বিসর্জ্জন,
ধূলি মুষ্টি লোভে করে, মাণিক্য বর্জ্জন।
আহা রে! অধম আমি, অজ্ঞানের শেষ,
যেমন করিনু তেমনি, ভুগিনু অশেষ।
যেম্নি কর্ম্ম, তেম্নি ফল, তেম্নি অনুতাপ,
তেম্নি তার প্রায়শ্চিত্ত, যেম্নি মহা পাপ।
ভুলিয়ে বিভুর ভাব, ভুলিয়ে কপাল,
বৃথা ভোগে ভুগিলাম, হায় চিরকাল!
আপনি খাইনু বিষ, আপনার হাতে,
সংসারের কিছু এবে, যায়না ত সাথে।
কৈ কোথা মাতা পিতা ?! কৈ কোথা ভাই ?!
আপনার দোষে আজ, ভাগ্যে দেখা নাই!
কৈ কোথা ধন ধান, কৈ ঘর বাড়ী ?!
বিদেশে হ'তেছি আরো, দূর দেশান্তরী।
কই কোথা পরিজন ? কই মম বাড়ী ?!
এ ঘোর বিপাকে একা, পরবাশে মরি!
বিদেশ হইতে আরো, চলেছি বিদেশ,
বিদেশ কই সে আরো, বলিয়ে স্বদেশ ?
আহা রে! না জানি কত, সুখ নিজ দেশে,
এখন পেতেম যদি, রতেম সে দেশে।
নাপেলাম দেশে আর, নাপেলাম বাড়ী,
বিদেশে হ'তেছি আরো, দূর দেশান্তরী !!

দূর দূর মহা দূরে, চলেছি এখন,
চলেছি অনন্ত ধামে, অন্ধের মতন।
আরো না ফিরিব আমি, আরো নাহি আর,
আরো না ফিরিয়ে পুনঃ, স্বদেশেতে যাব।
নাজানি যাইব, কোথা কোথা সেইস্থান ?
অজানা অচিনা তায়! ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
কেহনা ফিরিল যেই, গেল সেই দেশে,
না দিল সম্বাদ কেহ, র'ল কিবা বেশে।
না দিল সম্বাদ কেহ. না ফিরিল আর,
দূর গত দূর সেই, দূর নদী পার।
না আসে চন্দ্রমা কভু নাহি ফোটে তারে,
কেমনে রহিব পুনঃ, সেই দূর দেশে ?!
বিদেশের বাসা মোর, বিদেশেই র'ল,
বিদেশে বসতি ভালে, সার মম হল।
চিরকাল করিলাম, বিদেশেতে ঘর,
চিরকাল দূর দেশে, রব অতঃপর।
হায়রে এদুঃখে মম, প্রাণ ফেটে যায়,
না দেখিনু বাছাধনে, না দেখিনু মায়।
সে বিষম দুঃখে মম, ফেটে যায় বুক,
যে সুখের আশে আসি, কোথা রে সে সুখ ?
মানবের সুখ আশা, মরিচিকা প্রায়,
দূর দূর দূর গত, ক্রমাগত হায়।
করিতে প্রভুত্ব আমি, পরিজন পরে,
পরিবার ছাড়িলাম, একমের তরে।
কিন্তু সেই সুখ আশা, কাঁদেছে কি আর ?
মানবের তর্ক আশা, সকলি অসার।

মিছে আশা মিছে ভাষা, মিছে লোক, বল,
মিছেতোর বুদ্ধি শুদ্ধি, ভ্রান্তি'ত সকল।
ধীক্ সে মানব তারে, ধীক্ শত বার,
বিধাতার পরে নাই, নির্ভর যাহার।
ধীক্ সে মনুষ্য নরে, ধীক্ শত ধীক্,
বিধাতার বিধানাদি, ভাবে যে অলীক।
ধীক্ সে অধম জনে, ধীক্ বার বার,
অদৃষ্টের প্রতি নাই, বিশ্বাস যাহার।
অন্ধ ভক্তি অন্ধ বুদ্ধি, যেই ল'য়ে মরে,
তার সম পাপী নাই, বিশ্ব চরাচরে।
জ্ঞান দিল মন দিল, বুদ্ধি দিল আর,
তবু সে বুঝিতে নারে, কৃপা বিধাতার।
নাক দিল কাণ দিল, চক্ষু দিল সেই,
দেখিয়ে শুনিয়ে নর, ভ্রান্ত আরো তেই।
তার চেয়ে হতভাগা, জগতে কি আছে?
আমি সেই হতভাগা, বুঝিলাম পাছে।
আগে না বুঝিনু হায়! মদে হ'য়ে ভোর,
এখন হয়েছে যত, দর্প আমি চুর।
কৈ সে গরিমা আজ? কই সে দেমাগ,
মাটীর শয্যার শেষ, মিটিয়ে বেবাক।
মানবের সুখ আশা, ঠিক তার মত,—
অনলে পতঙ্গ যেন, পোড়ে অবিরত।
অনলে পতঙ্গ সম, মজিলাম হায়!
আপনার কর্ম্ম-দোষে, আপনি সবায়।
বিধাতার দোষ কিবা, দোষ দিব কার?
কপালেরি দোষ কিবা? দোষ সে আমার!!

কপালের দোষ নয়, নয় বিধাতার,
আমারি কর্ম্মের দোষে, দোষ বুঝিবার!
ভ্রান্ত আমি নাহি বুঝি, বিধাতার ফন্দ,
কাটিবারে চাহি নিজে, নিয়তীর বন্ধ।
আপনি হইয়ে প্রভু, বিধাতার পরে,
বিধাতার ধরি দোষ, বিশ্ব চরাচরে।
বিধির বিধান ছাড়ি, বাড়াইনু হাত,
ভাগ্যের উপরে চেষ্টা, বুঝিনু নির্ঘাৎ।
অদৃষ্টের পরাক্রম, বুঝিতে না পারি,
সুখের আশায় হনু, চির দেশান্তরী।
সুখের আশায় আমি, ছাড়ি বাড়ী ঘর,
দেশে দেশে ভ্রমিলাম, নগরী নগর!
সুখের আশায় আমি, সাধের মা বাপ,
সাতাইনু কতমত, বাড়াইনু তাপ!
সুখের আশায় হায়! স্বজন স্বগণ,
কত না করিনু আহা! কত নির্য্যাতন।
কত না সাধিনু আমি, স্বজন অহীত,
কতই বিচ্ছেদ করি, বন্ধুর সহিত।
কি সুখের তরে আমি, ভুলি পরিণাম,
পাপের বানিজ্যে তরী, সুধু ভরিলাম।
মজিয়ে বিষয়-মদে, হারা হ'য়ে দিশ,
সুধার বদলে হায়! কিনিলাম বিষ!!
জীবনের সার যেই, অমূল্য রতন,
হেলায়ে হারানু তাই, নাকরি যতন!

নাচিনি পরম জনে, নাচিনি ঈশ্বর,
ঈশ্বরের পরে নাহি, করিনু নির্ভর!
অদৃষ্ট বলিয়ে কিছু, নাহি মানিলাম,
বিধির বিজ্ঞান গূঢ়, নাহি বুঝিলাম!
কঠিন বিজ্ঞান জড়, তাহে দিয়ে মন,
বিধির মহিমা নাহি, বুঝিনু কখন।
হায় কোথা দীননাথ! ভ্রান্তেরে চালাও,
তোমার করুণা বিন্দু, এ দীনে বিলাও।
এই যে শুইনু আমি, অনন্ত শয্যায়,
ঘুমাইব চির তরে, গভীর নিদ্রায়।
বিশাল ধরনী তলে, হবে মোর গোর,
যুগান্তেও ভাঙ্গিবেনা, সে নিদ্রার ঘোর।
জনমের তরে মোর, এ মহা শয়ান,
জনমের তরে মোর, এ মহা প্রস্থান।
বহিবে পবন ঝড়, এ মম বারতা,
স্বপন কহিবে মাকে, এ দুঃখের কথা।
অকস্মাৎ ঝরিবেক, অশ্রু ধারা তার,
প্রাণের বিদ্যুত-তারে, মারিবে ঝঙ্কার।
যখন শুনিবে মাগো! এ নিঠুর কথা,
পাষাণে আছাড়ি হায়; ভাঙ্গিবে গো মাথা!!
পাষাণে আছাড়ি হায়, পড়িবেক বাপ!
বৃথা পুত্র জ'ন্মেছিনু, বাড়াইতে পাপ!
হায় কোথা প্রিয়তমা? নাদেখিনু আর!
জনমের মত সাধ, ফুরাইল তার!!

না দেখিনু বাছাধনে, না লইনু কোলে!
হায় কোথা বন্ধু জন? খেদে প্রাণ স্বলে !!
কিন্তু আহা! এক সুখ, শুয়ে রব সুখে!—
কান্দিবনা আরো হায়, আশাময় দুঃখে!
কান্দিবনা কান্দাবনা, হাসিবনা আর,
ধূলীতে মিশিয়ে ধূলী, হব একাকার!
আমার মতন কত, কত পুত্র ধন,
শুয়েছে মাটীর তলে, মায়ের জীবন!
আমার মতন কত, মায়ের পরাণ,
প্রিয়তম বাছাধন, র'য়েছে শয়ান !!
প্রিয়সীর প্রিয়তম, কত না সুজন,
মাটীর শয্যায় এই, মু'দেছে নয়ন !!
কত না রোস্তম, শের, কতনা পিলতন,
কত না অর্জ্জুন, ভীম, ঘুমায় এখন।
কতশত সেকেন্দর, কত জাঁহাঙ্গীর,
এইত শয্যায় শু'য়ে, জুড়ায় শরীর!
হায়! কোথা বেদব্যাস, কবি কালী দাস?
এইখানে মিটেছেত, কবিত্বের আশ !!
এইখানে ভীষ্ম বীর, অয়ন পর্য্যায়,
শুয়েছেন মহা ঘুমে, অনন্ত শয্যায় !!
এইখানে ছোলেমান, এইখানে দারা,
এইখানে ইসা, মুসা, শু'য়েছেন তাঁরা !!
শুয়েছেন পৃথিবীর, রাজন্য সমাজ,
এইখানে ঘুমায়েছে, ফেরাউন আজ!

এইখানে ঘুমায়েছে, মাণী দুর্য্যোধন,—
একাদশ অক্ষৌহিণী, মু'দেছে নয়ন!
মু'দেছে নয়ন মহাকাঙ্খী, নেপলীন,
মাটীর শয্যায় আজ, সে আশা রে লীন!!
এই সে মাটীর শয্যা, এই শয্যা সেই;
হাছেনে, এজিদে যার, ভিন্ন ভাব নেই।
নাইত বিভিন্ন ভেদ, কাফের, মমিন,
একই শয্যায়ে শু'য়ে, ঘুমেতে মলিন!!
এই সে অনন্ত ধরা, মাটীর বিছান,
এইখানে পৃথিবীর, সমস্ত শয়ান!—
এই সে শেষের শয্যা, এই শান্তি-ধাম,
এইখানে কৃষ্ণ, জিষ্ণু, এইখানে রাম!
এইখানে ছোলেমান, এই খানে দারাঁ,
এইখানে ইসা, মুসা, শুয়েছেন তাঁরা!!
কোথা সে রাবণ আজ? কোথা লঙ্কা তার??
এইত মাটীর গর্ভে, হ'য়েছে আঁধার!!
কি হ'ল সে লঙ্কা জিনি, রামের বা আজ?
সাগরে বান্ধিয়ে সেতু, কিবা হ'ল কাজ?
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী, করি বিনির্ম্মূল,
পাইলেন যুধিষ্ঠির, কিবা সার মূল?
একই সে শেষ শয্যা, মাটীর এখন,
যেখানে শুইয়ে রাম, সেখানে রাবণ।
যেখানে লঙ্কার লয়, সেখানে কোশল,
সেইখানে ইন্দ্র প্রস্থ, হস্তীনাদি তল!!

সেই সে মাটির গর্ভে, কার্ব্বজের লয়,
গিরিয়া, মিশর সেই, মাটীতে বিলয়!
এই সে মাটির শয্যা, এই শেষ সার,
এইখানে মিটে সব, দর্প, অহঙ্কার।
এইখানে ঘু'চে যায়, হিংসা আদি দ্বেস,
এইখানে সকলেরি, আশা, বাসা, শেষ।
আজি সে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,
ঘুমাব পরাণ ভরি, গভীর নিদ্রায়।
আর না হইব শেষ, দুরাকাঙ্খা লোভে,
আর না মরিব হায়! প্রতিহিংসা ক্ষোভে।
আজি রে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,
শুনিবনা জন্মে আর, ডাকিলে আমায়!!
জাগিবনা জাগাইতে, ধরনীর পাপ,
ক্ষণেকে ঘুচাবে কাল, হরি সর্ব্ব তাপ!
আজি রে শুইব আমি, অনন্ত শয্যায়,
ঘুমাব জন্মের তরে, গভীর নিদ্রায়!!

——:——

উদ্‌ভ্রান্ত পাষণ্ড প্রেমিক।

—(:০:)—

কোথারে আমার মন! কোথা র'লে হায়!
মন নাই প্রাণ নাই, সুধুই ধরায়!!
মন হীন প্রাণ হীন, সুধু শূণ্য দেহ,-
এমন আশ্চর্য্য জীব দে'খেছ কি কেহ?
দে'খে যদি নাহি থাক, দেখ শত বার
জীবন্ত-নিদর্শ আমি, সাক্ষাতে সবার।
আয় প্রাণ! চলিওরে, আয় মন! ধে'য়ে,
হাসিরে কঠোর হাসি, দগ্ধ পোড়া হ'য়ে,
দগ্ধ না হইলে মন! সাধনা নাহবে,
প্রেমের সাধনা শুধু, দগ্ধ হওয়া ভবে।
দহিবে যে যত দূর, তত পাবে সেই,
অপূর্ব্ব বিধির লীলা! লীলা তার এই!
কেরে বলে প্রেম নহে, নিজে পোড়া প্রাণ?
বলুক যে বুদ্ধিহারা, অধম অজ্ঞান।
কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান?
মরুক সে, হায় হায়! বিমূঢ় পাষাণ!
আয় মন অভাগারে! আয় মোর পাশে,
আরো কিরে ধরা দেই চপলার ফাঁশে?
আরো কিরে দিব প্রাণ, আরো কিরে দিব?
ভালকরি জানি ওরে, ওপথে না যাব।

ভালকরি জানি ওরে, জানি ভাল ক'রে,
আরো কিরে মনো প্রাণ, দেই যারে তারে ?
আরো কিরে মনো প্রাণ করি সমর্পণ ?—
আগু পাছু কিছু নাহি, করি নিরীক্ষণ।
কিছু নাহি ভেদাভেদ, করি বিবেচনা,
নাহি বুঝি পাত্রাপাত্র, ছলনা বঞ্চনা।
নাহিবুঝি কালাকাল, জাতি কুল মান,
নাবুঝিয়ে অন্তরের নিগূঢ় সন্ধান।
নাহি জানি নাহি শুনি, বিনা পরীক্ষায়,
কেবল ভুলিয়ে বাহ্য মুখের ছটায়।
কেবলি রে " প্রাণাধিক ,, " প্রাণ ,, সম্বোধনে,
ভুলি আর দেই প্রাণ, দেই কোন জনে ?
নানা আমি শিখিয়াছি, শিখিয়াছি ভাল,
অসমানে অসমানে বিষম জঞ্জাল !
বিষম জঞ্জাল হায় ! অঙ্কুরেই নাশ,
বিষমে বিষমে যেই প্রেমের বিকাশ।
হায় হায় ওরে ভাল ! কেন্দে কিরে হবে,
যা হবার হইয়াছে সাবধান এবে !
সাবধান ! সাবধান !! এবে সাবধান !!!
কোটরে লুকারে হ্যাদে, ডানা-ভাঙ্গা প্রাণ !
পড়িয়ে দস্যুর করে, একে সারা পারা।
আবার নাজানি কবে, হবে কোন্ ধারা।

তাই বলি শুকোঠরে, থাকরে এমন।
পরের বাগানে উড়ি, যেয়োনা কখন।
যেয়োনা পরের হাতে, দিওনারে ধরা,
আও-লুকি হ'য়ে রও, জিতে প্রাণে মরা।
কাজ কি নিকুঞ্জ আশে? স্নিগ্ধ সমীরণে?
"জলদে, বলিয়ে ডাক্, আকাশের পানে।
অনন্ত আকাশে মরি। অনন্ত করুণা।
অনন্তই সার শেষ, অনন্ত বাসনা!
কাজ নাই অতি আশে "অতিতে, গরল,
আশায়ে আশায়ে শেষে "নিরাশা, কেবল।
দেখরে জগত জুরি, দেখ্ রাত দিন,
"অতিশয় বাড়া বাড়ী, পতনের চিন।
অতিশয় ভালবাসা "কান্দনের ঘড়,
"আপনি হইয়ে হারা, "হ'তে হয় পর!,,
"আপনাকে হারা হওয়া,, তাকে বলি প্রেম্,
উত্তমে উত্তম সেই, সোহাগাতে হেম।
হেম নহে সীসা কভু, হেমের হল্ করা,
স্বার্থের পিরীতি ভবে, তেজারতী করা!
তেজারতী ও পিরীতি! এই তোর কাজ?
নাবিকানু খাটি প্রেম, এই বড় লাজ!
নাকিনিনু খাটিপ্রেম, নাচিনিনু তায়,
সাচ্চা ভ্রমে ঝুটা বাছি, লইলাম হায়!
সাচ্চা ভ্রমে ঝুটা বাছি, যদিবা লইনু,
কেনরে এমন! তারে বিশ্বাষ না দিনু?

নাদিনু পরাণ কেন, তাহারে সঁপিয়ে,
কেনরে নাখেনু কেন, তাহাতে মিশিয়ে ?
কেনরে হইয়ে তার, কেন বা নাহনু ?
দিয়ে মন দিয়ে কেন, আবার নাদিনু ?
দিয়ে পুনঃ দেয়না যে, সেত বড় দায়,
না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায়।
না দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে,
বিশ্বাস ঘাতক সেই, দেয়না যে দিয়ে।
মনের ব্যবসা তাহে, বিষম কঠিন,
লওয়া দেওয়া ল'য়ে ভয় ! ভয় রাত দিন !!
হায় হায় ! ভয়ে প্রাণ, কাঁপে থর থর,
মনের বানিজ্য করা, মহা ভয়াঙ্কর !
দিলে আর পাওয়া নাই, যদিও বা মিলে,
কিন্তু ভাঙ্গা হ'য়ে আসে, আস্ত মাল দিলে।
সে ভাঙ্গা বিষম দাগ ! মর্ম্মে জরা হুল !!
লাভ করা দূরে থাক্, যায় লাভে মূল !
আসলে বিনাশ ভরা, সুধু ডিঙ্গা ভাসে,
অকূল ভবের নীরে, ঝট্‌কা বাতাসে।
ছেড়ে দিনু হাল ধরি, কাজ্ কিরে মন !
অতল কালের গর্ভে, হৌক নিমগন,
জন্মের মতন হায়, হৌক নিমগন,
হাসিরে দুঃখের হাসি, ফাটুক গগন।
রে মন ! দুঃখের হাসি, আয় ভালবাসি,
কিন্তু না হাসিব ওরে। সুতরল হাসি।

হাসিব কঠোর হাসি. দগ্ধ দগ্ধ হ'য়ে.
পুড়িব জনম ভরি. মহা তাপ স'য়ে!
দগ্ধ না হইলে মন! সাধনা না হবে.
প্রেমের সাধনা সুধু দগ্ধ হওয়া ভবে।
দহিবে যে যতদূর. তত পাবে সেই,
অপূর্ব্ব বিধির লীলা! লীলা তার এই!!
হায়রে! যে প্রেম-সুধা, স্বরগীয় ধন,
অস্থানে করিনু আমি, তাহার সাধন!
করিবার আগে কিছু, নাভাবিনু তার,
পরিতাপ বিনা এবে, কিবা আছে সার?!
কিবা সার আছেবল, অনিত্য প্রণয়ে,
(পূর্ণ যাহা নহে কভু, স্বর্গীয় বিনয়ে)
কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান,
হায়রে! মরুক সেই অধম অজ্ঞান।
মরুক সে,—নামরিয়ে, যদি করে বাদ,
করুক পিরীতি ভবে; দেখুক কি স্বাদ।
করুক পিরীতি ভবে. যে করিতে চায়,
কিন্তু যেন নাহি চিনে, প্রণয়ী তাহায়।
কিন্তু যেন প্রণয়ী না পারে. চিনিবারে,
কভু যেন ঋণ-ডোরে, বান্ধিতে না পারে।
বিশেষ অবলা-হৃদি, চপলতা ময়,
নাথাকে কখনো স্থির, নাথাকে প্রত্যয়।
দূরের সামগ্রী সেই, ভালবাসিবার,
নিকটে নাথাকে কভু, পবিত্রতা তার।

নিকটে আসিলে হয়, ছলা কলা ময়,
ললনা-জীবন শুধু, ছলনাতে রয়।
আপনার দোষ, ভ্রম, নাকরি শোধন,
পর-নিন্দা তরে যেন, যুবতী জীবন।
পর-নিন্দা পর-জেদ, গর্ব্ব অহঙ্কার,
অনর্থক বিসম্বাদ, ব্যর্থ মন ভার!
কথায় কথায় মান, কান্না অকারণ,
কেলেঙ্কারী তরে শুধু, যুবতী জীবন।
খুটি নাটি ল'য়ে ব্যগ্র, কর্ত্তব্যেতে হেলা,
ক্ষণে ক্ষণে ক্রোধ সদা, জেদে জেদে চলা।
কেলেঙ্কারী করিবারে, যুবতী জীবন,
ক'রেছে জগতে যেন, জনম গ্রহণ।
যুবতী জীবন সদা, গর্ব্বে গর্ব্বে বয়,
প্রণয়ী জনের কাছে, দেমাগেতে রয়।
তাহে কিছু শিক্ষা পেলে, হ'য়ে আটখান,
মহা বিজ্ঞা ব'লে করে, আপনাকে জ্ঞান।
পুরুষের চেয়ে নিজে, বড় ভাবে মনে,
দিদীমার চালে চলে, বয়স্যের সনে।
যে তাহাকে ভাল বাসা, আগেতে দেখায়,
হৃদয় শোণীত ক্ষয়ে, যতনে শিখায়।
যে তাহার করে আগে, মঙ্গল সাধন,
সেইই হয় আগে তার, তাচ্ছিল্য ভাজন।
আগেই তাহাকে দেয়, নিদারুণ ব্যথা,
যুবতীর যোগ ধ্যান, সকলই বৃথা!!

যুবতীর দয়া ময়া, চাঞ্চল্য কেবল,
চাঞ্চল্য বশতঃ নাই, মাহাত্ম্যের বল।

হায় রে যুবত-ফাঁশে ফাঁশাইয়ে হৃদি
খোওয়াইয়ে ধর্ম্মধন, ঝুরি নিরবধি!
পরশ পাথর সম, হৃদয় আমার,
পরশে হইত লোহা, সোণার আকার।
এখন কোথায়ে মম, সে পবিত্র মন,
হায় রে! সে দেব-হৃদি, কোথায়ে এখন।
ছিনু রে দেবতা আমি, দেবতার ন্যায়,
কোথা সে দেবত্ব মম? রহিল কোথায়?!
সে পবিত্র হৃদি খানি, সে পবিত্র মন,
কেবা রে করিল হেন, মলিন এখন!
আকাশের চন্দ্র যারে, দে'খে পেত লাজ,
এবে তারে ঘৃণা করে, শৃগাল সমাজ।
আকাশের সূর্য্য সম, যার পরাক্রম,
সে আমি হইনু এবে, অধের অধম।
হিমাচল সমতুল, স্থৈর্য্য ছিল যার,
চঞ্চল চপলা সম, সে হৃদি আমার!!
কেন হেন পরিবর্ত্ত, ঘটিল আমার?
কেনরে পাষণ্ড হনু? অধমের সার!
কৈ সে আমার কৈ, সেই ধর্ম্ম ভয়?
কৈ সে হৃদয় খানি, ভক্তি সুধাময়?!

তর্কের নিলয় এবে, তার্কিকের শেষ.
সে মন পাষাণ এবে, হইল বিশেষ।
গলেনা ধর্ম্মের নামে গলেনা দয়ায়,
গলেনা ভক্তির রসে দেবের মায়ায়!
হয়েছি তার্কিক-শেষ তর্ক-অবতার,
হায়! কে করিল হেন, অবস্থা আমার?!
পণ্ডিত হইয়ে আরো, হনু মূর্খ-শেষ
আপনি মজিনু আরো, মজাইনু দেশ।
বৃথা গুণ, বৃথা জ্ঞান, বৃথা সুশিক্ষায়!
গুণ হয়ে দোষ হল, অবশী বিদ্যায়!!
মণি-ধারী সর্প সম, মম শাস্ত্র-জ্ঞান,
শাস্ত্র পড়ি হনু আরো খলের প্রধান।
ভাল ছিল মূর্খ হ'লে, ভাল হ'ত শেষ,
পণ্ডিত হইয়ে আরো, মজাইনু দেশ!!
দেবতার সাধ্য কিবা, বুঝাইতে মোরে?
নিজের পাণ্ডিত্বে নিজে, পড়ি তর্ক-ঘোরে।
কার সাধ্য, হেন তর্ক-জাল কাটে হায়?
আরত ভোলে না মন, দেবের মায়ায়!

কি কাজ দেখায়ে মোরে, অদৃষ্টের ভয়,
চেষ্টার নিকটে ভাগ্য, মানে পরাজয়।
কুবুদ্ধি, কুসংস্কারি, অলস ভাজন
কর্ত্তব্য-বিমূঢ় ভবে, আছে যত জন।

জীবনের লক্ষ্য প্রতি, দৃষ্টি নাই যার,
"ভাগ্য-পিশাচিনী" পূজ্য, নিকটে তাহার।
অন্ধ ভক্তি, অন্ধ যুক্তি, অন্ধ জ্ঞান যার,
অদৃষ্টের নাম ভবে, সম্বল তাহার।
অদৃষ্টের নামে তরে, অলস অসার,—
অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপি, দোষ আপনার।
অদৃষ্ট ভাবিয়ে কাঁন্দে, অধমের দল,
অদৃষ্ট লইয়ে তুষ্ট, বিমূঢ় সকল।
অদৃষ্ট কথার সৃষ্টি, সুধু তুষিবার,
পৃথিবীতে আছে যত, অধম অসার।
অধম তুষিতে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের যোজনা,
অধমেই করে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অর্চনা।
অধমেই ভীত ধর্ম্ম, শাস্ত্রের ভয়েতে,
যাহা শুনে তাই মানে, ধর্ম্মের ভানেতে।
অধম অজ্ঞান যারা, চিত্র করে তারা,
পরত্রের মানচিত্র, কল্পনার ভরা।
পরত্রের ম্যাপ খানি, করে প্রকটন,
অলিক অসত্যে করি, সত্যের ঘটন।
পরকালে মিলে সুখ, কি বিশ্বাস তার,
পরকাল—ভবিষ্যৎ; সেতো অন্ধকার!!
পরকালে মিলে সুখ, এ হেন কথায়,
প্রত্যয় হইলে তবু, সন্দেহ কি যায়?
এখানে পাবনা সুখ, পরকালে পাব,
ইহাতে হইবে কিবা, বিধাতার লাভ?

পরকাল তক যদি, আমি নাহি যাই,
তবে বল পোড়া ভাগ্যে, সুখ কই পাই?
একালে পাবনা সুখ, পরকালে পাব,
এহেন আশ্বাসে বল, কেমনেতে রব?
হাতেতে পাইয়ে সুখ, ছে'ড়ে দিতে নারি,
তাইরে অভাগা আমি, পরম পাশরি।
ভুগিলাম ভোগ-সুখ, অভিলাষ যাহা,
বুঝিতে নারিনু মানা, বিধাতার তাহা।
বুঝিতে না পারি আমি, ইহ পরকাল,
শাস্ত্রের বিধানে আরো, ঘটা'ল জঞ্জাল।
মূঢ়েরাই করে স্বর্গ, নরক, সৃজন,
আশা, ভয়, নিরাশায়ে, তারাই মগন।
তারাই স্বরগ চায়, নরকেরে ডরে,
অন্ধ ভক্তি ল'য়ে ভয়, যায় তায় করে।
দুর্ব্বল হৃদয় অতি, ভক্তির নিলয়,
"অতি ভক্তি" অতি পাপ, জানিও নিশ্চয়।
দুর্ব্বল হৃদয়ে ভক্তি,—পাপ উপচয়,
দুর্ব্বলতা হ'তে ভয়, নৈরাশ্য উদয়।
নৈরাশ্যের কুল্ কিনারা,—করিতে যোটনা,'
'স্বর্গ, নরকের চিত্র, করিব কল্পনা।
কিকাজ আমার দিয়ে, সে ধর্ম্মেতে মন,
কঠোর নিগড়ে যাহা, বদ্ধ অনুক্ষণ।

একুট্ হেলিলে যার, স্বাধীনতা যায়,
হেন ধর্ম্ম দিয়ে মম, কি কাজ ধরায় ?
কি কাজ সে ধর্ম্মে যাহে, এক গুয়েঁ করে,
অনন্ত সঙ্কোচ করি, সম্প্রদায়ে ভরে ?
সম্প্রদায় চির বদ্ধ, খোওয়াড় যাহার,
অসংখ্য বিভাগ যেই, ধর্ম্মের ভাণ্ডার।
চাহি না সে ধর্ম্ম আমি, চাহি না কখন,
বু'ঝেছি ধর্ম্মের ভাব, বু'ঝেছি এখন।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধর্ম্ম, বিভিন্ন প্রকার.
যত মন তত ধর্ম্ম, বুঝিলাম সার।
বুঝিলাম তারি নাম, ধর্ম্ম আবির্ভাব,——
"সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ, এক গুয়েঁ ভাব।"
"সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ, এক গুয়েঁ ভাব।"
তারি নাম ধর্ম্ম ভবে, সেই ধর্ম্ম ভাব।
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, জানিও নিশ্চয়.
যেম্নি মন তেম্নি ধর্ম্ম, আর কিছু নয়।

সুনির্ম্মল স্বচ্ছতর দর্পণ উপরে,
আকৃতির অনুযায়ী, প্রতিবিম্ব পড়ে।
আকৃতির অনুযায়ী, চিত্রের গঠন,
চিত্রের ভঙ্গিতে ফোটে, জ্ঞান, বুদ্ধি, মন।
তৎপরে বিপদ ভে'বে, দেখ রে আবার,
কোন্ ধর্ম্ম কব ঠিক ? কোন্ ধর্ম্ম সার ?
সবেইত করে স্ব স্ব, ধর্ম্মের গরীমা,
সবেইত গায় নিজ, ধর্ম্মের মহিমা।

কি হবে ইছায়ী-গতি? মুছায়ী কি হবে?
বৌদ্ধের বা কিবা দশা, হইবেক ভবে?
হায় রে! চৈতন্য তবে, মরি রে গুমরী,
একা যদি নানক সে, স্বর্গ লন কাড়ি।
হায় রে! কি দশা হবে, পৌত্তলিক দলে,
কেশবের নব বিধি, স্বর্গ ছিনা নিলে?
অথবা কেশবি কোথা, দাঁড়াবেন আর,
সাধারণি করে যদি, স্বর্গ অধিকার?
কে করিবে ইহাদের, শালীশ এখন,
কে করিবে এই সব, বিবাদ ভঞ্জন?
ধরার মানব সুধু, সেতো স্বার্থপর,
সেই তো করিছে ধর্ম্ম, বিভাগ বিস্তর।
আর কোন প্রাণী নাহি, স্বার্থ পূজা করে,
মানবে মানব কিহে, ভোলাইতে পারে?
সেই তো মানব হ'তে, যে বারেক গেল,
পরলোক হ'তে সে তো, আর না ফিরিল।
আর না ফিরিল সে তো, আর না কহিল,
স্বর্গের বারতা ভবে, এই খেদ র'ল।
খেদ র'ল মনে এই, আমিও যাইব,
হায় রে! এবেশে আর, আর না ফিরিব।
আর না ফিরিব আমি, আর না আসিব,
পাষণ্ড প্রেমিক নামে, নাহি প্রকাশিব!

কিন্তু আমি যাব কোথা, স্থির নাই তার,
সুধু দেখি ভবিষ্যৎ, ঘোর অন্ধকার !!
কঠোর নৈরাশ্য ভাভা ! নাই অন্তপার,
কি জানি কি বিভীষিকা, সম্মুখে আমার !!
ভয়ঙ্কর সে ভাবনা ! ভয়ঙ্কর ভাব !!
চতুর্দ্দিকে দেখি সুধু, আমার অভাব !
ঘোরাল নৈরাশ্য ঘোর ! স্থির অন্ত হিন !
নাজানি সে পরকালে, রব কত দিন ?!
নাজানি গোয়াব কত, ভয়ঙ্কর গোরে,
হায় ! সে দুর্গম স্থানে, কে রক্ষিবে মোরে ?!
চারিদিকে ঠাসা, ঘোর মাটির চাপন,
আহা কি কঠিন স্থান ! ঘোরাল ভীষণ !!
না প্রবেশে ভানু-ভাতি, না বহে পবন
না আছে সঙ্গের সাথী, না আছে আপন।
কি হবে আমার দশা, সেস্থানেতে হায় !
চারিদিক অন্ধকার—না দেখি উপায় !!
সত্য সত্য যদি সত্য, হয় শাস্ত্র-বাণী
সত্য যদি পরকাল, ভুঞ্জে জীব, প্রাণী।
সত্য যদি পরকাল সত্য হয় ঠিক
প্রেরিত ধার্ম্মীক-বাক্য, না হয় অলীক
সত্য যদি আত্মা নামে, দেহে কিছু রয়
(মরণেও মৃত্যু নাই, নাই তার ক্ষয়)

সত্য যদি ঘটে পরে, আত্মার উত্থান
কি হবে আমার দশা? কিসে তার ত্রাণ?
কেমনে রহিব শু'য়ে, মৃত্তিকার তলে?
কেমনে পাইব ত্রাণ? কি ধনের বলে?
চিরকাল রহিলাম, আমিরে অজ্ঞান!
পাপের সমুদ্রে হায়! ডুবাইনু প্রাণ।

ডুবিনু অগাধ পাপে, না ভাবিয়ে শেষ
তুচ্ছ মানবীর প্রেমে, মজিনু বিশেষ।
তুচ্ছ এক হৃদয়ের, ভালবাসা তরে
ভুলিয়ে রহিনু আমি, জগত ঈশ্বরে!!

হায় হায়! কি হইবে মম পরিণাম?!
পরিণাম না ভাবিয়ে, কেনে মরিলাম?!
কেনে মরিলাম আমি, কেন মজিলাম?

দেবী ভ্রমে পিচাশিনী কেনে ভজিলাম?

হায় হায় গেল মোর, একাল সেকাল!!
দুই কূলে দিনু কালি, আহা কি জঞ্জাল!!
তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে
ভুলিয়ে রহিনু আমি, প্রভু প্রাণেশ্বরে!
আহা রে! যে প্রেম সুধা, স্বরগীয় ধন,
অস্থানে করিনু আমি, তাহার সাধন।

বেনা বনে মুক্তা ফল, ছড়াইনু হায়!
মাণিক্য হারানু আমি, ফেলিয়ে ধুলায়!!
করিবার আগে কিছু, না ভাবিনু তায়।
পরিতাপ বিনা এবে কিবা আছে সার!
কি হবে আমার দশা, স্থির নাহি পাই
বিধাতারো নাম নিতে, আতঙ্কে ডরাই!
ওহে বন্ধু দীননাথ! তুমি করতার!
ত্রাণ কর দিয়ে তরী, ভব তরিবায়।
এ কূলে সে কূলে তুমি, তুমি কর্ণধার,
কৃপা-তরী দিয়ে তর, মম পাপ ভার!

—:—

নিশিথ ভ্রমণ।

এই প্রবন্ধটীর ৯৫ পৃষ্ঠার “অদূরে পাদপ রাশি” লাইনটী হইতে ৯৮ পৃষ্ঠার ‘‘মুষ্টিক মৃত্তিকা বিনে” লাইনটী পর্য্যন্ত রচনা খানির অধিকাংশ রচনাই আমার প্রতিবেশী পরম আত্মীয় স্নেহাস্পদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীমন্ মহম্মদ রেয়াজ উদ্দীন মশাহেদার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের রচনা বটে। বিশেষ শক্তি না থাকিলে ১৪ বৎসর বয়সের কয়টী বালক এমন সুন্দর সরল মধুর উচ্চ শ্রেণীর কবিতা লিখিতে পারে তাহা উচ্চমনা সুবিজ্ঞ পাঠক গণই বিবেচনা করিয়া তাঁহার কবিত্বের পরিমাণ করিবেন। সংস্কৃত মূলক ব্যাকরণ সঙ্গত গভীর ভাব ব্যঞ্জক সুললিত উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালা গদ্য লিখার পক্ষে পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীনই এখন এ দেশে একজন শ্রেষ্ঠ লিখক। এই রেয়াজ উদ্দীন মশাহেদী এবং আমার স্বগ্রামবাসী অন্যতম আত্মীয় কবি ও বাগ্মীবর শ্রীমন্ নওয়াশের আলী খান ইউসফজয়ীকে উপলক্ষ করিয়া আমি অকুল সাহিত্য সাগরে ঝম্প প্রদানে একটা কিছু করিব পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বন্ধুদ্বয় কর্ত্তব্য অবহেলা পৃষ্ঠ ভঙ্গ পূর্ব্বক তীরে উঠিয়া অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য অট্ট হাসির সহিত তামাসা দেখা আরম্ভ করায় আমার ভাগ্যে লোনা জল পান করাই সার হইয়াছে। রত্ন উদ্ধার করিয়া এস্লাম জগতের শোভা বর্দ্ধন করিব যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা দূরে থাকুক সামান্য কঙ্করও লাভ হইলনা। বিশেষতঃ আমার স্বজাতি সমাজেরও দোষ কলঙ্ক প্রধান অন্তরায় বটে। এইক্ষণ করুণাময়ের কৃপা ভরসায় নিজের বাহুবলের উপরই অবশিষ্ট জীবন নির্ভর করিলাম।

নিশীথ-ভ্রমণ।

(দেশান্তরী পর্য্যটক)

——(:০:)——

'নিশীথ নীরব স্তব্ধ সকল সংসার;
রজত চন্দ্রিকাময় ভব-পারাবার;
বাসন্তি-পূর্ণিমা আহা! সুখের নিলয়,
চিন্তা-দগ্ধ সন্তাপির তাপ দূর হয়।
হেন নিশা সুগভীর, স্থিরতা সময়;
ভাবের ভরেতে অহো! ব্যাকুল হৃদয়।
স্বভাবের বিপর্য্যয়, হেন কিবা ভাব?
ধন্য রে কুচিন্তা! তোর, ধন্য আবির্ভাব।
মানস কুরঙ্গ দগ্ধ, অজানিত তাপে,
অবসন্ন মনো প্রাণ, অনুচিত পাপে।
চলিলাম ছাড়ি শয্যা, তরন্ত চলনে,
ভয়ে হেরি চারিদিক্, চকিত নয়নে!
অদূরে পাদপ রাশি, শির উচ্চ করি,
হেরিতেছে বিধাতার, সৃষ্টির মাধুরী!
অন্ধকারে পাতা গুলি, একাকার সব,
নিবিষ্ট মানস আহা! নাহি কোন রব।,
বহেনা মলয় হরি, কুসুম-যৌবন,
পাড়েনা সুপক্ক ফল, যুড়া'য়ে শ্রবণ।

"শর শর্" স্বর করি, আর পত্র কুল,
বন্দেনা স্বস্থান ছাড়ি, পাদপের মূল।
শিখরে নবীন পাতা, শশধর করে,
চক চকি হরি মন, কভু কভু নড়ে।
অদূরে দাঁড়ায়ে অই বৃক্ষ কুল-পতি—
পিপল, বিস্তারি বাহু, প্রশান্ত মূরতি।
ডরি যেন বায়ু দেব, বিক্রমে তাহার,
ক্ষণে ক্ষণে ব্যজনিছে, ক্ষণে নাই আর।
উপরে আকাশ নীল, নীচে মন্দাকিনী,
চলে'ছে সাগরোদ্দেশ্যে, যেন উন্মাদিনী।
সুনীল গগনে এক, চাঁদ শোভা পায়,
সহস্র জাহ্নবী জলে, পড়িয়া গড়ায়।
সুস্নিগ্ধ পুলিন ভূমি, প্রিয় প্রকৃতির,
আঘাতিছে ধীরে ধীরে, প্রবাহের নীর।
মনোহর "কল ধ্বনি" হরি, প্রাণ মন,
অনিলে হতেছে লীন, বিনোদি শ্রবণ।
মাঝে মাঝে ফল, পত্র, শিশিরের জল,—
টুব্‌টুবি পড়িতেছে,—মুক্তা নিরমল।
অদূরে ভগন গেহে, কোন নৃপতির,
দাঁড়াইয়ে সৌধ রাজি, উচ্চ করি শির।

চলিলাম চিন্তা-দগ্ধ, উন্মত্তের বেশে,
তর্জ্জিলা কঠোরে সবে, যেন অট্ট হে'সে।"
নানা ভাবে ব্যাকুলিত, বিষণ্ণ পরাণে,
হইলাম উপনিত, ফটক যেখানে।
তমাল, পিয়াল, শাল, নানা লতা কুল;
ঢে'কেছে সুবর্ণ শৃঙ্গ, ফটকের মূল।
স্থানে স্থানে ভাঙ্গাগত, চন্দ্রমার করে,
মরি কিবা চারি দিকে, চক্‌মক করে!
জন মানবের চিহ্ন, কিন্তু নাহি পাই,
মুখ মেলি কৃতান্ত, করিছে খাই খাই!
অয়স রচিত ভীম লোহার কবাট,
শোভে তার পরে এক, সুনির্ম্মল মাঠ!
বিমল চন্দ্রিমা করে, শ্যাম দুর্ব্বাদল,
পরিয়া মুক্তার মালা, করে ঝল মল্।
অদূরে লতার কুঞ্জ, লতার বিতান,
কালের পীড়নে হারে, কণ্ঠাগত প্রাণ!
দুধারে চন্দন বৃক্ষ, শোভে সারি সারি,
আহা কিবা শোভাময়! যাই বলিহারি!!
বেষ্টিয়াছে ঘন পাকে, কাঁটা লতা কুল।
দেখিলে ভাবুক তার, মনে বিঁধে শূল॥
অদূরে বারিক ভীম, গগন ভেদিয়া।
যুঝিছে কালের সনে, প্রাণ মন দিয়া॥

প্রথম দুয়ারে তার, উজ্জ্বল অক্ষরে,
খু'দেছিল এই বাক্য, কোন যোদ্ধা নরে॥
রক্ষিতে স্বদেশ মান, দি'য়ো প্রাণ দান;
কাপুরুষ যেই জন, বড় ভাবে প্রাণ।
চলিলাম তথা হ'তে, ব্যাকুল পরাণ!
সম্মুখে শোভিল দ্বার, নির্ম্মিত পাষাণ।
প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা, এই কথা তায়;—
প্রণত পথিক বর! তিষ্ঠ তব পায়।
শাণিত করাল করবাল লয়ে করে,
মহাবীর মহাদেশ, পদতল করে।
কিন্তু চরিতার্থ তাঁর, অতৃপ্ত বাসনা,
মুষ্টিক মৃত্তিকা বিনে, কখনি হয়না।
এড়াইয়ে দ্বার সেই, যাই অন্য দ্বারে,
অক্ষরে গ্রথিত নীতি, পাই দেখিবারে।
ছোট বড় ভেদাভেদ, বিধির ঘটন,
স্বকর্ত্তব্য সাধে যেই, সেই মহাজন।
ধিক্‌রে জনম তার, ধিক্ শত বার,
সুধিতে নারিল যেই, স্বদেশের ধার।
স্বজাতি, স্বদেশ আর, নিজ পরিবারে,
সম মায়া নাহি যার, ধিক বলি তারে।

তথা হ'তে চেয়ে দেখি, চতুর্থ দুয়ার,
শর শয্যাগত যেন, গঙ্গার কুমার !
পড়িয়াছে মহাকায়, তবু যেন স্থির,
স্বপ্রতিজ্ঞা সাধনার্থে, তবু উর্দ্ধ শির।
ভীষণ গর্ব্বেতে যেন, এই বাক্য কয়
"কেনরে নির্জ্জীব ক্ষুদ্র, মানব হৃদয় !
জন্মিলে মরণ আছে, খণ্ডিবার নয়;
তবে কেনে মরিবেরে ! হ'য়ে নীচাশয় ?
দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা ভরে, বান্ধিয়ে হৃদয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়া নর ! কালেরে কি ভয় ?
ধিক্‌রে জনম তার, ধিক্ শতবার,
রক্ষিতে নারিল যেই, প্রতিজ্ঞা তাহার।"
লঙ্ঘিয়া সে দ্বার পুনঃ, হই অগ্রসর,
আবার বারিক এক, ভীম কলেবর।
সমাধি করিয়ে যেন, নিজে মহা কাল,
মহা ধ্যানে নিমগন, মূরতি ভয়াল;
অথবা যোগেন্দ্র যেন, যোগে নিমগন,
ধবক্ ধবক্ ভালে বহ্নি, জ্বলে ত্রিনয়ন !
সেইরূপে শিরে তার, লেখা স্বর্ণাক্ষরে।
পড়িলে নির্জ্জীব দেহে, পরাণ সঞ্চারে।

ছাড়িয়ে সে দ্বারবর; দুর্গের প্রাঙ্গণে,
হইলাম উপনিত, সন্তাপিত মনে।
দুরন্ত বিক্রান্ত দুর্গ, অজয় অতুল।
প্রবেশি পাতাল পুরে, আছে তার মূল।
বিশাল মস্তক বর, ঠে'কেছে আকাশে,
হেরি যেন ক্ষুদ্র নরে, অট্ট অট্ট হাসে।
রক্ষা করে দ্বার যেন, কৃতান্ত আপনি,
অন্ধকার ময় গেহ, নাই কোন ধ্বনি।
চলিলাম মধ্যে তার, সঙ্কোচ হৃদয়,
ভূতের আশঙ্কা মনে, হইল উদয়।——
নিশ্বাস প্রশ্বাস পদ-সঞ্চালন-ধ্বনি,
হঠাৎ শুনিয়ে ভীত, ভয়েতে অমনি।
সুখাইল প্রাণ কণ্ঠ, সুকালো হৃদয়,
কোথা দিয়ে কোথা যাই, নাই রে নির্ণয়।
দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে যাই, উঠি আর পড়ি,
হায় রে! স্বপনে যেন আতঙ্কে শিহরি!!
কত মতে কত করি, তাহে রক্ষা পাই,
ছামনে অপূর্ব্ব শোভা, দেখিবারে পাই।
উন্নত, শোভিত, মনোহর, দেব পুরী,
এক দেহে নানাবিধ, মাধুর্য্য-লহরী।
কোথাও সুগন্ধি বৃক্ষ ওষধি বিস্তর,
সুদৃশ্য উদ্যান কোথা, কুসুম নিকর।

দুর্ব্বাদলে পূর্ণ মাঠ, বিমল শ্যামল,
মেলিয়াছে নব পীত, পল্লবের দল।
কোথাও বিক্রান্ত সৌধ, সুবর্ণ মন্দির,
ভেদিয়ে গগনে উঠায়েছে, ভীম শির।
মনোহর নাট্যশালা, দ্বিতল ত্রিতল,
বিস্তারি বিশাল বাহু, দাঁড়ায়ে সকল।
মনোরম ভীমতমঃ, দেবতা মূরতী
কেবল বঞ্চিত সবে, মধুর ভারতী!
কেবলি ভাবের ভরা, ভাবেতে লুটায়,
ভাবুক জনেরে হায়! পরাণে মজায়!
রোমাঞ্চ শরীর সর্ব্ব, স্তম্ভিত চরণ,
লভি সুগভীর তত্ত্ব-জ্ঞান-মুগ্ধ মন।
অদূরে বিশাল শোভে, মহেশ মোহিনী,
কর-কাঞ্চি, শির-পাণী, নৃমুণ্ড মানিনী।
পদতলে মৃগ রাজ, অস্ত্র দশ করে,
দানব বিনাশে ধরে, নির্ম্মি নিজ করে।
লোল জিহ্ব, বিষ দৃষ্টি, বিহ্বলা বরণী,
দেব কুল পরিবৃতা, ভৈরব-ভামিনী।
বিকট মুকুট শিরে, তাহে মুণ্ডমালা,
দানব দলনী—দুর্গা,—কপাল কুণ্ডলা!!
দুর্ব্বল বাঙ্গালী আমি, কাজ কিবা রণে?
হইল বিষম ভয়, উপজিল মনে।

স্তম্ভিত হইয়ে ধীরে, কম্পিত অন্তরে,
চলিনু এগুয়ে এক বিজন কান্তারে।
"কড় কড়ে" নিনাদিছে পেচক দুর্ব্বার,
কাঁপিছে প্রকৃতি দেবী নির্ঘোষে তাহার।
বিজ্ঞাপিছে নিশাচর 'জন শূণ্য পুরী,
হ'রেছি ইহার সেই, মানব-মাধুরী।
অভ্রভেদী উচ্চ শৃঙ্গ, মন্দির সকলে,
আনিবে কৃতান্ত শীঘ্র আপন কবলে।
নাই কিন্তু কেহ তার, প্রতিবাদকারী,
যদি থাকে আমি তারে, নিপাতিত করি।
চলিল উড়িয়ে পুনঃ উচ্চ করি শির,
প্রবীন পেচক রাজ, সুধীর সুস্থির।
কোথাও ভুতুম বসি; ভুত ভুত রবে,
কাপাইছে নীর-সুপ্ত দিবাচর সবে।
অমঙ্গলে কাক কোথা, ডাকিছে ভীষণে
কাঁদিতেছে শিবাগণ, অশিব নিস্বনে।
গৃধিনী শকুনী কুল, উদর পূরিয়া
দেশান্তর সমাগত আছে ঘুমাইয়া।
থে'কে থে'কে ঘাড় বেঁকে, চিচি ধনি করি,
উঠায়েছে কৃতান্তের, বাঁশীর লহরী!
গরজিছে মৃগা দন, মৃগকুল অরি,
কাঁপিছে কানন-বাসী মৃগ থর থরি।

ভীত হ'য়ে মহা বেগে চলিনু দৌড়িয়ে,
কাঁপিল চরণ দ্বয়, কৃতান্তের ভয়ে !!
সম্মুখে শ্মশান ভীম, ভুতের বাজার।
অধিকার আছে তথা, বেতাল রাজার।
ধ্বক ধ্বক্ জ্বলে বহ্নি, নিভে ধ্বপ্ করি,
বিষম ! বিষম ভয়ঙ্কর ! সব হেরি !!
দেশান্তরে মরা সব, আহরিয়ে আনি,
খাইছে পিশাচ সবে, করি টানাটানি।
ক্ষিতী টলমলি কেহ, যোঝে মল্লবেশে,
আতঙ্গে নেহারি, ভুমে পড়িনু আবেশে।
পড়িনু আছার খে'য়ে, বিগত চেতনা,
বিভোর স্বপনে ঘোচে, যতেক যাতনা।
কতক্ষণে, আখি-মেলি, পাই দেখিবারে,
তপ্ত হেম-ঘট-ভানু, পূরবের দ্বারে।
জ্বলিল, বিষয় চিন্তা ! জ্বলিল অমনি !!
দুরন্ত ভাবনা-শিখা; নিশ্চল ধমনী !!
আবার আসিল দিবা, আবার কি করি ?
হাঁয়রে রে ! কোথায় মোর, সুখের শর্ব্বরী ?!
কোথায় আমার সেই, বাসনা সকল ?!
হে নাথ ! তুমিই ভবে, যথার্থ কেবল।
কেবলি তুমিই নিত্য, তুমি নাথ সার !
ছায়াবাজি ! ছায়াবাজি ! ভবের বাজার !!

খর নিদাঘে।

—:o:—

স্বদেশ বিরহিত, বিকার গ্রস্ত,
শুষ্ক হৃদি, নিরাশ ভাবুক।
(শূনা মাঠে, তরুতলে
উপবিষ্ট)

—):o:(—

কৃতান্ত কিঙ্কর জ্যৈষ্ঠ, দিবা দ্বিপ্রহর,
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-বিভা, বিষম প্রখর।
উত্তপ্ত ধরণী বক্ষ, জ্বলন্ত অঙ্গার!
বহেনা অনীল বিন্দু, স্তম্ভিত সংসার।
বিমানে অনল শিখা, ভূতলে অনল;
ক্রোধান্ধ স্বভাব হায়! অস্থির সকল!!
প্রতাপে প্রস্তর কায়, করে ফাট ফাট!
বিজন শ্মশান ভাব, প্রান্তরাদি মাঠ!!
উচ্চ হর্ম্ম্য তরুমূল, কুটীর ভূধর,
সর্ব্বত্র দারুন জ্বালা, সর্ব্বত্র ফাফর!
তৃষায় আকুল জীব, ওষ্ঠাগত প্রাণ,
হাফানি, নির্গত জীভ। গ্রীষ্মে আন চান!
প্রচণ্ড নিদাঘ কোপ, সহা নাহি যায়,
শীতল শীতল প্রাণে, শীতলই চায়!.

বিস্তারিয়া পক্ষ পুট, পাখি শাখাসিন,
ভল্লুক, শার্দ্দুল আদি, গহ্বরে বিলীন।
নাহি ভৃঙ্গ গুঞ্জরন, পিক-কুহু ধ্বনি,
ঝিল্লীর ঝিঝিট স্বধু, বিমুর্চ্ছিত ফণি।
বিদগ্ধ চাতক দুঃখে, কান্দিয়া বেড়ায়!
ছট ফট চিত্ত সবে, ছায়া পানে ধায়!!
প্রমোদার প্রিয়তর, হেম অলঙ্কার
আদরে না কোমলাঙ্গে, আদরে না আর!!
বিলম্বিত বেণী গুচ্ছ, খর শর জাল,
নীলাম্বরী বিষধরী, ভাবে মহাকাল!!
নবনী সন্নিভ নব, প্রিয় পুত্র ধন,
বিচ্যুত প্রসূতি-অঙ্ক, ঘামে নিমগন!
ঘন দোলে তাল বৃন্ত, ধনী বালা করে,
আহা রে! দরিদ্রা দুঃখে, অঞ্চল সঞ্চারে!!
অবষণ্ণ তরুমূলে, চতুর রাখাল,
ঝারে ঝোড়ে ধে'য়ে যায়, যতেক গোপাল।
পরিশ্রান্ত কলেবর, প্রবল পিপাসা!
হল স্কন্ধে দ্রুত চলে, সন্তাপিত চাষা।
ঘর্ম্মাক্ত শরীর সর্ব্ব, উগ্র দুই আখি!
উগ্রে উগ্রে চলে ঘরে, প্রান্তরেতে থাকি!
কর্ষিত ধবল মূর্ত্তি, বিশাল পাথার!
দর্শণে নয়ন ধাঁধে, ভীষণ দুর্ব্বার!!

প্রতপ্ত ময়ূখ-মালা, করে ঝিকি মিক,
প্রমাদ ভাবেরে বসি, বিদেশী পথিক!
থাকুক সে অন্য দেশ, ভীম মরুস্থল,—
স্মরণে শিহরে অঙ্গ, ধমনী চঞ্চল!
নাহি বিন্দু বারি লেশ, উদ্ভিদের চিন,
ভূতলে নরক হায়! বিষম কঠিন!
উদ্দীপ্ত সিকতা রাজি, ধূধূ ধূধূ করে,
সাক্ষাত কৃতান্ত তাহে, সিরোকো সঞ্চরে।
পরশে বিনাশ প্রাণ! হা কি ভয়ঙ্কর!
জগতে তুরন্ত কিবা আছে অতঃপর?!
তাহে পুনঃ চণ্ডালিনী, বিশ্বাস ঘাতিনী,
কুহকী মরিচী ভিন্না, জীব নিসূদনী।
হেলায় খেলায় পাতি, কুহকের ফাঁশ
পরাণী নিকরে করে, পরাণে বিনাশ।
দর্শনে মোহন চ্ছবি, আশা প্রদায়িনী,
প্রতপ্ত প্রেতিনী আহা! প্রাণ বিঘাতিনী!
হেন চিন্তা বহির্ভূত, পদার্থ ভয়াল,
মানব-বিজ্ঞানে স্বধু, ভীষণ জঞ্জাল!
কিন্তু রে ভাবুক যেই, প্রেমিক প্রবর
তাহার নিকটে স্বধু, মঙ্গল আকর!
হায় রে! অভাগা আমি, অধমের সার
না বুঝি ভাবের মর্ম্ম, ভাবের ব্যভার

না চিনি ভাবুক বর, না চিনি সুজন
অরসিক পাছে বৃথা, কাটানু জীবন!
অরসিকে রসাভাস, কি বুঝিবে তার?
কাষ্ঠেতে ঠেলিলে কাষ্ঠ, ঠক ঠকি সার!
নিরস কর্কশ মরি! কঠোর এ মন,
ইথে কি রসের ভাব, উপজে কখন?!
নিরস কর্কশ আমি, শুষ্ক হৃদি কায়,
গলেনা ভক্তির রসে, গলেনা মায়ায়!!
পড়ে না প্রেমের ছায়া, এ হৃদয়ে আর,
বোঝে না বিধির লীলা, কি মহিমা তার!!
তাহারি মাহাত্ম্যে আমি, আমি জ্ঞান হিন,
হায় রে তাহারি শাপে, জ্বলি রাত্র দিন।
তাহারি মাহাত্ম্যে আমি, কঠিন এমন
পাষাণ ক'রেছে মরি! সেইত সৃজন!!
সেইত ক'রেছে পুনঃ সুধা পারাবার,
তাহারি সৃজিত ভবে, বসন্ত আবার!
তাহারি সৃজিত এই, নিদাঘ তপন,
সেইত সৃজিছে পুনঃ কুকিল-কুজন!
তাহারি মহিমা ঐ, গায় শুক শারী
জলদ গরজে শূন্যে, 'মহিমা তাহারি!
এই যে অনন্ত বিশ্ব, অনন্ত ভুবন
কে জানে কি ভাবে তার, কোনটি ঘটন?!

কেন যে সুধার সৃষ্টি? কেন জন্মে বিষ?
দিবা গতে নিশি কেন, ঢাকে দশ দিশ?
কেনরে সাধের বাগে, বিষাদ-কণ্টক?!
বিষ কীট দষ্ট কেন? সুখের কোড়ক?!
কেনরে সাধের গুড়ে, বালি পড়ে হায়!
কেন দেবে বঞ্চি মধু মধুমক্ষী খায়!
কেনরে কুকিলা ওরে এ কাল বরণ,
মাকালের লাল রঙ্গ, এ কার ঘঠন!!
ভাবুক বিহনে ভাব, বুঝিতে ত নারে।
রত্নকার বিনা রত্ন, কে চিনিতে পারে?
যার যোগ্য যাহা মরি, তারে শোভে তায়
পতঙ্গ হইয়ে আমি ডুবি দরিয়ায়!
পঙ্গু হয়ে লঙ্ঘি গিরি মনে আস্ফালন
গোষ্পদ ডিঙ্গিতে হায়! ভাঙ্গিল চরণ!!
আমিরে অজ্ঞান মূঢ়! নাজানি বিশেষ
না বুঝি প্রকৃতি ভাব, ভে'বে মরি শেষ।
দেশে দেশে ঘুরি আর, দেশে দেশে ফিরি,
সোণার সংসার ছাড়ি, হ'নু দেশান্তরী!!
সোণার সংসার ছাড়ি, "সোণা পাব" আশে,
সোণা দূরে! "রাঙ্গ" নাই, কপালের দোষে!!
অজ্ঞান হইয়ে আমি বাঞ্ছি তত্ত্ব-জ্ঞান
বুঝিতে নারিনু আহা! বিধির বিজ্ঞান!——

যার যোগ্য যে প্রকৃতি, তাহা দিলা তায়
বায়সের কিবা সাধ্য, সুধা পিতে পায় ?
চাতকের ভালে দিলা, নিদাঘ-দহন
চকোরেরে দিলা বিধি, সুধার বর্ষণ !!——
যার যোগ্য যাহা তার, ভাগ্যে মিলে তাই,
রাজ ভাগ্যে গজ মিলে, দুঃখ্যা ভাগ্যে ছাই !
দুরন্ত অলক্ষ্যা আমি লক্ষ্য মোর নাই !
আশাতে নিরাশ তাই, পথে পথে ঠাই !!
ঋষিত্ব পাইতে সাধ, পশুত্ব না যায়
মনের নীচত্ব পাশে, বেড়িছে সদায় !
না গেল অসূয়া, দ্বেস, পাশব ব্যভার !
না গেল মনের ধান্ধা ! না গেল বিকার !
না গেল হৃদয়-কালী, মনের গরল !
ভাবুক হইতে বাঞ্ছা, তথাপি কেবল।
নাজানি রসের ভাব, রসের আভাস
রসিক হইতে বাঞ্ছা, শিখিতে বিলাস।
পঙ্গু হ'য়ে লঙ্ঘী গিরি, মনে আস্ফালন,—
গোষ্পদ ডিঙ্গিতে হায় ! ভাঙ্গিল চরণ !
যার যোগ্য যাহা মরি ! তারে শোভে তায়,
পতঙ্গ হইয়ে আমি ডুবি, দরিয়ায় !
আমি যে অজ্ঞান মূঢ়, না বুঝি বিশেষ !
বুদ্ধির বিভ্রমে সুধু, ঘুরি দেশ দেশ !

দেশে দেশে ঘুরি আর, দেশে দেশে ফিরি,
সোণার সংসার ছাড়ি, হনু দেশান্তরী !!
কি ভাবে আইনু এবে, কিবা হ'ল গতি,
বুদ্ধির বিভ্রমে মোর, ঘটে অধঃ গতি !
কৈ সেই ভাব মোর ? কৈ সেই মন ?
সে কোমল হৃদি খানি, কর্কশ এখন !
কর্কশ নিদাঘ হেন, তাপে ঝালা পোড়া,
অনর্থক জন্ম ভর দহি আগা গোড়া !
অনর্থক দুঃখ কষ্টে, কাটাইনু কাল,
স্বদেশে বিদেশে মোর, সর্ব্বত্র জঞ্জাল !
এক দুঃখে ছাড়ি ঘর, আ'নু পরদেশ,
শত দুঃখে কান্দি এবে, অনাথের বেশ !!
এবে আমি কোথা যাই ? স্থির নাহি পাই !
দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাই ঠাই !
হায় রে ! অভাগা আমি নাগেলাম দেশে,
নাখাইনু পাকা আম, এ মধুর মাসে !!
না নিল জননী আর, দুগ্ধ ফোটা পাতে
আহা রে ! বাছারা বুঝি মৈলো ভাতে ২ !!
আহা রে ! প্রিয়সী সেই, আছে কিনা নাই !
কে আর স্থধাবে তারে ! বৈসে ভাবি তাই !

বৈসে ভাবি জীবনের কিবা পরিণাম
কি করিতে এ'সে, এবে কিবা করিলাম ?!
এবে আমি কোথা যাই ? স্থির নাহি পাই !
দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাহি ঠাই !!
ঘরেতে ধর্ম্মের খনি. জননী-চরণ
সে চরণ একবার, না করি ভজন।
জায়া অর্দ্ধ-কায়া যেই, ধর্ম্মের সঙ্গিনী
ছাড়িলাম তারে আমি, কিবা পুন্য গণি ?
সুত সুতা গণ মোর, অবলা অনাথ.
কোন পুন্য ভাবি আমি. নাহি দেই ভাত।
জনক জননী মোর, ঘরে প'ড়ে মরে
আমি ধর্ম্ম-ধ্বজা তুলি, দেশ দেশান্তরে !
আমার ঘরের নারী, দুঃখে দেয় প্রাণ !
ভারত উদ্ধারি আমি, সাধি ব্রহ্ম-জ্ঞান।
আমার রে পুত্র কন্যা, মরে অনাহারে
জীবেরে তরাই আমি. ভবসিন্ধু পারে।
আমার রে ভাই ভগ্নী, মাগে ঘরে ঘরে
পাতকী তরাই আমি. নগরে নগরে।
গৃহ বিনে মা আমার বৃক্ষ তলে মরে
আমি ফিরি লণ্ডনের টাউন্ হল্ তরে।

ঋণ দায়ে পিতৃ কুল-বাস্তু ভিটা যায়
কাটিতে পানামাখাল, ভেবে মরি হায়!
দৈন্যতা, দুর্ভিক্ষে মোর, মরে জ্ঞাতিগণ
ধ্বংশ ট্রয় উদ্ধারিতে, আমার যতন।
জল বিন্দু বিনে মোর, মরে প্রতিবেশী;
হলণ্ডে খুদিতে ডক্, আমি রে প্রয়াসী!
বস্ত্র বিনা লেংটা হোথা, ঘরে মোর নারী
কল্‌কাত্তা সহরে হেথা, আমি দৌড়াই গাড়ী!!
লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি, চশ্‌মা মোর চোখে
হোথা মোর গোষ্টিগোত্র, মরে তৃষ্ণা ভুকে।
হেথা মোর হাতে ছড়ি, চেইন, ঘড়ি বুকে
হোথা রে মায়ের মোর, ফেঁকো ওঠে মুখে।
হেথা চক্ষু মুদে বেশ "মামা মামা" ডাকি
হোথায় আইনু ঘরে, বাপে দিয়ে ফাকি!
হেথা হরি বোলে আমি সাধি ব্রহ্ম-জ্ঞান
হোথা পুলিসেরা মোর, করিছে সন্ধান।
হেথায়ে ফকির আমি, দর্বেশ দেওয়ানা
হোথায়ে স্বদেশে মোর ওয়ারেণ্ট পরওয়ানা।
প্রকাশ্যে বৈষ্ণব আমি, ভাগবত সন্ন্যাসী,
গুপ্তে কত কুল-কন্যা তরাই দিবা নিশি!!

কি করিব কূল্ কেনারা, এবে নাহি পাই
গৌরাঙ্গ প্রেমেতে তাই, ভাসিয়ে বেড়াই।
দুরন্ত ব্যাপক হায়! ঐ ইটাবন,
বুঝিনু এখানে ভরা, হইবে মগন!!
না গেলাম বাড়ী আর, না গেলাম দেশে,
দেশে গেলে নাজানি কি, ভাগ্যে আছে শেষে!
দেশে গেলে বুঝি মোর, দেশে নাই ঠাই!
কি করিব এবে কিছু, স্থির নাহি পাই।
হায় রে আমার মত, কত ভ্রষ্ট জন
এমনি না বিপাকেতে, করিছে যাপন।
এমনি না ধর্ম্ম-ধ্বজা তুলি, দেশ দেশ
শেষেতে মজা'লো হায়! স্বদেশ বিদেশ!
এমনি না শত শত, কত কুলাঙ্গার
মতি ভ্রষ্ট ইতোঃ নষ্ট! ত্যাজেছে সংসার!
ধিক্ সে পামড় গণে, ধিক্ শত বার,
ধিক্ ধিক্ এজীবনে, ধিক্ অনিবার।

সায়ং কালে নদী-তীরে।

———:✱০✱:———

(পরিজন বিরহিত, শোক-সন্তপ্ত, দূরদেশ গামী
অবসন্ন বৃদ্ধ সাধক।)

অস্তগত রবি লয়ে, বিষয় চিন্তন,
নির্জ্জন প্রদেশে মরি তটিনীর তটে;
আয় মন! ভাব কূপে, হইগে মগন,
আঁকিতে জীবনী অঙ্ক, মানসের পটে।

গত আহা! বর্ত্তমান, সুখের বাসনা,
গত ভবিষ্যত-আশা, চিরকাল তরে!——
নয়ন নিশ্চল, স্থির, অচল রসনা!
কেবলি জ্বলন্ত চিত্র! ভূতের মুকুরে!!

মরি! অই বাল্যকাল, সুখের সময়!——
জননী নিকটে সদা, স্নেহ স্বরূপিনী,
বাল-খেলা-সহচর, অইনা উদয়!
বিকসিত হৃদি-সরে, সুখ কুমুদিনী!

প্রফুল্ল হৃদয়, মন, কুসুমের মত,
করিতেছে ত্রিভুবন, প্রফুল্লতা ময়।
নিকটে রে বন্ধুগণ, থাকিত সতত;——
মরি কি সুখের খেলা! মানসে উদয়!!

একটী উদ্যানে যেন, গোলাপ চামেলী
সারি সারি সুশোভিত, মোহিত ভুবন!—
সহোদর সহোদরা, সকলেতে মিলি
কি সুখে ছিনু রে! এবে স্মরি কান্দে মন!!

এক বৃন্তে পুষ্প রাজি, যথা শোভা পায়—
ছিনু ত সকলে মিলি, এক পরিবারে;
হায় রে! দারুণ কাল, বিবাদী তাহায়!—
এক শুষ্ক পুষ্প শেষ!—গুচ্ছ একেবারে!!

গত বাল্যকাল পরে, যৌবন সময়,
বিদ্যা-রসে মত্ত মন, আশায় উন্মত্ত;
"রঞ্জিব সুন্দর ভাবী, পথ সমুদয়"—
হায় রে! অদৃষ্ট দোষে, সে আশা বিগত!—

কোথা মম সহোদর?! একক এখন!
ভ্রাতৃস্নেহ কোমলতা, লভিব কি আর?
অকালে কোরক কাল, ক'রেছে চয়ন!
বৃন্ত বাঁধা আছে শুধু হৃদে অভাগার!!

হায়! কোথা মা আমার?! না ডাকিতে হায়!
"মা" বলিয়ে মন সুখে, পরাণ ভরিয়া;
আমারে রাখিয়ে মাগো! গেলিহে কোথায়?
ভাবিতে মা! তোরে যায়, হৃদি বিদরিয়া!!

অই পুনঃ প্রিয়সীর, সুন্দর বদন,
সেই কোমলতা সেই, সুখের নিবাস;
যার জন্য ব্যাকুলিত, নিরন্তর মন!
সেই চিত্র দিবানিশি, মানসে প্রকাশ!!—

দেখিতে দেখিতে যেন, মিশিল অনীলে
ছায়া দরশন মনে, ছায়ার সমান!
পাপময় ধরা ভাবে, কোন্ পুণ্য ফলে
দেখিবে সে পুণ্য দেহ, ব্যাকুল পরাণ!!

কি কারণ বিধাতার, এমন বিচার?
সংযোগ করিয়ে পুনঃ ঘটালে বিয়োগ!
পরকালে মিলে সব, কি বিশ্বাস তার!?
অন্ধকার ভবিষ্যত, দুঃখ কিহে ভোগ?!

কোথা এবে বৎসলতা? হেথা মূর্ত্তিমতী;
কোথা আশা? কোথা সুখ? বিগত সকল!!
কাল গতি যথা হায়! চলে স্রোতস্বতী;
ভাসাইয়ে নিল সব, করিয়ে বিফল!!

এই ত সায়াহ্নে আমি, নদী তীর দেশে
নাজানি কি দেবলোকে, মম প্রিয়জন?!
স্নেহের বন্ধন মনে, দৃঢ়তর পাশে
ব্যথিত করিছে হেথা, মানস এখন!

সুকোমল যেই তনু, এবে সে কর্কশ,
নিত্য দেখি সন্ধ্যাকাল, নূতনতা নাই;
সরস মানস অহো! এবে রে বিরস!
সেও সন্ধ্যা গত হ'ল, দেখিতে না পাই!!

হে সন্ধ্যে! আশ্চর্য্য তব, কুহক বিস্তার!
কতমত ভাবে লোকে, তোমাকে নিরখে;—
বালক ক্রিড়ায় রত, মানসে তাহার
চিন্তা নাই, সূর্য্য অস্তে, নিদ্রা তার চখে!!

ব্যাকুল মানস নারে, সাধিতে তোমারে
ক্ষণকাল দ্রুতগতি, তোমার তখন।
প্রণয়-পিপাসু চিত্ত, ডাকে রজনীরে;
তার পাশে গতিহিনা, থাক অনুক্ষণ।

সাধু উপাসনা রত, কুলোক তস্কর
যাপে কাল, শান্তি হিন, আঁধার অন্বেষি;
ভাবুক ভাবের ভোরে, নির্বিষ্ট অন্তর;
হায় রে! অভাগা আমি! আসারেতে ভাসি!!

হতভাগ্য শুক্ল কেশ! আর কি দেখিবি,
এর পরে সৃষ্টি নাশ, সূর্য্যের পতন?
না ফুরাবে সন্ধ্যা ভোর, কত বা ভুগিবি?
জীবন-যাতনা আর, থাকি অনুক্ষণ!!

নিরাশ সঙ্গীত।

—:০:—

(ব্রহ্ম পুত্র তীর)

গভীর আঁধার !!
নিশি, গভীর আঁধার !!——
এই ব্রহ্মপুত্র তীরে, এই ব্রহ্মপুত্র নীরে,
এই সেই স্রোতে ফিরে, ভাসিনু আবার !
নিশি গভীর আঁধার !!
নিশি গভীর আঁধার !!

আঁধার ভীষণ রাতি, নাহি আলো নাহি ভাতি,
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, নিস্তব্ধ পাথার !
গভীর আঁধার !
নিশি গভীর আঁধার !!——

এই সেই অন্ধকার, এই ঘোর সে পাথার,
এই পুনঃ যুগ পরে, যুগান্তের পার !
আবার আবার !!
স্রোতে ভাসিনু আবার !!

এই সেই ব্রহ্মপুত, এই সেই কাল স্রোত,
এই স্রোতে ভাসায়েছি তরণী আমার !

ডে'সেছে জন্মের তরে, আর না আসিবে ফিরে,
ডু'বেছে সাধের ভরা তরণী সোণায় !!
আবার আবার !!——
স্রোতে ভাসিনু আবার !

আবার ভাসানু হায় ! সাধের এ বাসনায়,
সাধের এ আশা বাসা, পুনঃ দিনু ছাড়ি !
যদি ভাগ্যে নহে ভুল, তবে তো পাইবে কূল,
নতুবা অকূল ঘোরে, ডুবিবেক পড়ি !
ডুবিবে, ডু'বেছে হায় ! ভাসিয়াছে ভেসে যায় !
ভাসিবে কালের স্রোতে, যুগ যুগ ধরি !!

যুগ যুগ জন্মান্তর, ভাসিবেক নিরন্তর
নাজানি হাঃ ! এ অপারে কবে দিবে পারি ?!
নাজানি কতই আশা, কত কি অতৃপ্ত তৃষা,
কত ভালবাসা রৈল, বেলা ভূমে পড়ি !
কত সাধ পাছে পৈড়ে, কান্দে উচ্চৈঃ হাহা কৈরে !
হাহা কৈরে চৈলে গেল, জীবনের তরী ;—

উল্কা, তীর বেগ প্রায়, জীবন বহিয়ে যায়,
বহিয়ে যাইছে দ্রুত, কালের পাথার !

বহিতেছে অনিবার, ভবিষ্যত নৈরেকার,
ঘোর অন্ধকারে আজি, দিলাম সাঁতার !—
দিলাম সাঁতার ! আজি দিলাম সাতার !!

আবার আবার !—
স্রোতে ভাসিনু আবার !
ভাসিনু তৃণের প্রায়, চারিদিকে দেখি হায়,
চারিদিকে দেখি স্বধু, ধুধু নৈরেকার !
চারিদিক নৈরেকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,
হায় রে নাজানি দশা, কি হবে আমার ?!

দিলাম সাঁতার ! আজি দিলাম সাঁতার !!
কিজানি কপালে আছে, না ভাবিনু আগু পাছে,
আগু পাছ না ভাবিয়ে, ঝাপ দিনু জলে;
ঝাপ দিনু এ অপারে, ঝাপ দিনু এ পাথারে,
এই বুঝি জন্ম শোধ, ডুবি বা অতলে !
বাঁচি মরি আজি দিন, না দেখি আশার চিন্,
একটী আশার আলো, নাহি দেখি আর !—

আঁধার ! আঁধার !!
এযে বিষম আঁধার !!
কি অন্তর কি বাহির; এ জীবন পরিধির;
নাহিক একটী আলো, সব অন্ধকার !

আমার যে শুক্র তারা, ছিল হৃদি স্বর্গ যোড়া,
আছিল যে পূর্ণ শশী. সংসারের সার!
করি হৃদি অন্ধকার, নিভেছে সে দীপ্তহার,
নিভেছে জন্মের তরে, হ'য়েছে আঁধার!

আঁধার দিগন্ত বিশ্ব, আঁধার ভবিষ্য দৃশ্য,
উথলি উঠেছে শুধু. নৈরাশ্য পাথার!
জাগিছে নৈরাশ্য ঘোর, দিগন্ত বিষাদে ভোর,
বিষাদে নৈরাশ্য দূরে. করে হাহাকার!
কান্দে দূরে হাহাকারে, আছাড়ি আছাড়ি শিরে.
ফিকুড়ি ফিকুড়ি যেন, ঝাউয়ের মাঝার!

শুনি উঃ! হুতাস স্বর, ভয়ে শুষ্ক কলেবর!
আকাশ, পাতাল যেন, শ্মশান আকার!
বিষাদ কালীমা ঘোর, দুঃখেতে ধেরেছে ভোর,
চারি দিক ঢাকা মরি! নৈরাশ্য পাথার!
নাহি দেখি কূল্ কেনারা. আপনা হ'য়েছি হারা,
এহেন দুর্যোগে হায়! দিলাম সাঁতার!

বাঁচি মরি আজি দিন, না দেখি আশার চিন,
একটী আশার আলো, নাহি দেখি আর!
রি হৃদি অন্ধকার, নিভেছে সে দীপ্ত হার,
নিভেছে জন্মের তরে, হ'য়েছে আঁধার!!
আবার আবার,—স্রোতে দিলাম সাঁতার!

এই সেই ব্রহ্মপুত্র, এই সেই কাল স্রোত,
এই স্রোতে ভাসায়েছি, তরণী আমার!
ডুবিছে সাধের ভরা, এই দিনে হনু হারা,—
এই দিনে ডু'বেছে রে, জলধি মাঝার!!
কে সে প্রাণের ধন? এই দিনে বিসর্জ্জন,
এই খানে ডুবাছি রে, প্রতিমা সোণার!

সোণার প্রতিমা হায়, এদিনে ডুবাছি তায়,
এই সেই কাল নিশি, এই ত আবার!!
এই হায় এই দিন,—সেই ছিল এক দিন,
আজিরে ছু'টেছে পুনঃ স্মৃতির পাথার!
ছু'টেছে সে স্মৃতিধার, উথলিছে পারাবার,
আহারে! সাধের ভরা, কোথা সে আমার?!

অকূলে হ'য়েছে তল, গিছে আশা রসাতল,
বেলা ভূমে প'ড়ে কান্দে, ক্ষুদ্র কটা সাধ!
ক্ষুদ্র কটী সে বাসনা, করে দূরে আনাগণা,
আহারে! নিঠুর বিধি, সাধ্‌লো তাহে বাদ!!

বিধি কি নিঠুর মন গ! কঠোর তাঁহার পণ,
দূর্দ্দিন দূর্দ্দৈব পাকে, সে সব ভাসায়!
ভাসাইল আশা-বাস, ছিঁড়িল মায়ার পাশ,
ডুবাইল চিরতরে, ঘোর নিরাশায়!

নিরাশ জীবন-ভার, কত কাল সব আর ?
কত কাল সব উহুঃ! শোক স্মৃতি তার ?!
অসহ্য অসহ্য তাপ !! এ অকূলে দিনু ঝাপ।
ঝাপ দিনু, ভাগ্যে কিন্তু, নাহি বুঝি পার !
বুঝিবা অকূলে পড়ি, আজিরে ডুবিয়ে মরি,
কূল বুঝি নাহি মিলে, কপালে আমার !

কি হবে আমার দশা, কেবা দিবে সে ভরসা,
এ ঘোর পাথারে আমি, দিনু রে সাতার !!
ডুবিনু নিরাশ ভোরে, ঢাকিল বিষাদ ঘোরে,
কোথা যে ভাসিনু আমি, দিশা নাহি তার !
কোথা যে ভাসিয়ে যাই, লাগিব গে কোন্ ঠাই ?
কেবারে বলিতে পারে, যাব কোন পার ?!
যাব আমি কোন্ দেশ, নিরুদ্দেশ নিরুদ্দেশ !!
নিরুদ্দেশে ভাসাইনু, তরণী আমার !

ভাসানু জীবন-তরী, কোথা জানি ডু'বে মরি,
হায় ! সে দুস্তরে কেবা, করিবে নিস্তার ?!
কে যাবে সে সিন্ধুপার, সেতো ঘোর নৈরেকার,
অফুরন্ত দেশ সে তো, অচিন্ত পাথার !!
কে জানে তাহার তত্ত্ব, কে বুঝা'য়ে দিবে স্বত্ব,
সত্য তত্ত্ব আনি এনে, কে দিবে তাহার ?

গেল যে না এলো আর, সেতো দেশ চমৎকার!
বারেক না এলো ফিরে, গেল যে ওপার!
গেল যে সেই তো গেল, গেল বৈ না ফিরিল,
না বহিল উজানে রে, ও স্রোতের ধার!!

হায় রে! উজা'লো কৈ?" না বৈলো ভাইটানী বৈ,
ভে'টেতে ভে'টেতে গেল, সকলি আমার!
সকলি এ কাল স্রোতে, ভাসিলেক ওতঃ প্রোতে,
ভাসিতে ভাসিতে শেষে, হইল আঁধার!

হায় রে! উজা'লো কৈ? না বৈলো ভাইটানী বৈ,
ভে'টেতে ভে'টেতে গেল, সকলি আমার!!
সকলি একাল স্রোতে, ভাসিলেক ওতঃ প্রোতে,
ভাসিতে ভাসিতে শেষ, হইল আঁধার!
হায় রে! উজা'লো কৈ, না বৈলো ভাইটানী বৈ,
ভে'টেতে ভে'টেতে গেল, সকলি আমার!!

সকলি হইল শেষ, ঝাঁপ দিনু অবশেষ,
ঝাঁপ দিনু এ অকূলে, না জানি সাঁতার!
দূর দূর দূর গত, স্বপন কুহেলি মত,
পৈ'ড়ে রৈল পাছে যত, বাসনা অপার।
জীর্ণ কাশ-তুলি-তুল, কোথা জানি উ'ড়ে গেল,
উ'ড়ে গেল বাসনার স্তূপ স্তূপাকার!

ছিল যাহা মনোহর, এবে তাহা ভয়ঙ্কর,
সাধের নগরী এবে, বিজন কান্তার!

আছিল আনন্দ যথা, শূন্য এবে হেরি তথা,
সে শুক শারিকা কৈ? বসন্ত বাহার??
সে শুক শারিকা কৈ? সে বসন্ত গেল কৈ!
কুকিলা কুজন কৈ?' ভ্রমর ঝঙ্কার??
সে বসন্ত এবে গত! শারী শুক সব হত,
কুকিলা কি পুনঃ ফিরে, ডাকিবে আবার?
আবার কি নিশাকালে, শূন্য গগণের ভালে,
উদিবে সে সুখ-শশী, মোহিবে সংসার?
হায়রে সাধের আশা! সমূলে ভেঙ্গেছে বাসা,
ডু'বেছে কালের গর্ভে, হ'য়েছে সংহার!

আবার আবার! স্রোতে ভাসিনু আবার!!
জীবন কুহেলি ঘোর, বুঝিতে হইনু ভোর,
না চলে চিন্তার ভাতি, কেবলি আঁধার!
ও কাল স্রোতের ঘায়, জীর্ণ ভগ্ন দুর্গ প্রায়,
খ'শে খ'শে গিছে প'ড়ে, প্রাসাদ আশার!
খশি গিছে একে একে, পড়িয়াছে থেইকে থেইকে,
গ্রাসিয়াছে সব মোর, ও কাল পাথার!

এবে দেখি শূন্য সব, মিটেছে সঙ্গীত রব,
মিশিয়াছে অন্ধকারে আলোকের ঝার!

কোথা গেল সে নগরী ?! শোক-স্মৃতি রৈল পড়ি,
প'ড়ে রৈল দূরে দূরে, মর্ম্ম খশি তার !
যেখানে বসিত ভূপ, এবে তথা বালী স্তূপ,
এবে সেই নগরীর, চিহ্ন নাই আর !

ধূধূ করে বালুচর, স্তরের উপরে স্তর,
রাবণের পুরী এবে, বিজন পাথার !!
যেখানে চলিত গাড়ী, এবে তথা নৌকা সারী,
এবে তথা কুম্ভিরাদি, হাঙ্গর অপার !
কোথা গেল সে নগরী ?! শোক-স্মৃতি রৈল পড়ি,
প'ড়ে রৈল দূরে দূরে, মর্ম্ম খশি তার !!

অইত গগনে হায় ! রেখাটীও নাহি তায়,
একটী তারকা-চিহ্ন, নাহি কোথা আর !
আকাশের এক কোণে, বেড়িয়ে ঈষদ ঘনে,
ক্রমেতে ঢে'কেছে সব, অখিল সংসার !
ঢাকিয়াছে কাল মেঘ, ঘোর ঘটা অবিচ্ছেদ,
. যেই দিকে হেরি ঘোর, সেদিক আঁধার !!

ঝাঁপ দিনু এ আঁধারে, ঝাঁপ দিনু এ পাথারে,
কোথা হায় ! এ সময়ে, সে জন আমার ?
কোথা র'লো বাপ ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে ঠাই ঠাই,
কোথা হাঃ দরদী মাগো ! করুণা আধার ??

আজি মাগো এ দুস্তরে, ডাকি গো জন্মের তরে,
ডাকিয়া এ শেষ ডাক, শুনিবি কি আর?
আর কি শুনিবি মাগো! এ ভবে আসিব নাগো!
এই জনমের খেপ, সারা মা আমার!!

এই জনমের খেপ!—সুধু রৈল এ আক্ষেপ,
খোওয়াইনু পুঞ্জি পাট্টা, জীবনের সার!
খোয়ানু সম্বল কড়ি, জীর্ণ হ'ল দেহ-তরী;
পাপ তাপে ডুবু ডুবু, গতি নাই আর!
গতি নাই এ অকূলে, কেবা হায় নিবে কূলে, ?!
চারি দিকে দেখি এ যে, অসীম পাথার!
চতুর্দ্দিক একাকার, ভবিষ্যত অন্ধকার,
সুধু নৈরাশ্যের ধান্ধা ঘোর নৈরেকার!

চতুর্দ্দিক অন্ধকার! অন্ধকার দুর্ণিবার!
নাহিক একটি আর; আলোক আশার,
অসহ্য জীবন-ভার, কেমনে সহিব আর?
দূর ভবিষ্যত সেও;—ধুধুধু পাথার!!
ও পাথার অন্ধকারে, আজি এই দূরান্তরে,
আজি এই নিশি ঘোরে, নৈরাশ্য মাঝার,—
নৈরাশ্য বিষাদ ঘোরে, ঝাপ দিনু এ পাথারে,
ভাসা'য়ে জীবন তরী, দিলাম সাঁতার!
আবার আবার! স্রোতে ভাসিনু আবার!!

বিষাদ সঙ্গীত।

——(:✱:)——

(আত্মহারা সন্তপ্ত পথিক।)

(১)

এ দারুণ ভাঙ্গা হিয়া, গড়িব বা কার্ তা দিয়া (২)
কার প্রাণ বুকে দিয়া, যোড়া দিব মন ?!
কে কৈল্য এমন চুরি, কারে থু'য়ে কারে ধরি (২)
জীবন মরণ হ'ল সত্যই স্বপন!
যে নিছ মিনতি তারে, মোর মন দেহ মোরে, (২)
ফিরে দাও প্রাণ খান, দিনা দুই বাঁচি!
ফিরে দাও ভাঙ্গা প্রাণ, ফিরে কর দয়া দান, (২)
চে'য়ে দেখ দয়া করি, কি দুঃখেতে আছি!
চে'য়ে দেখ দয়া করি, পরাণের বোটা ধরি (২)
মরমের হৃদি চিরি, কেবা দিছে টান!
অন্তরের রক্ত মাস, কে শুষিছে বার মাস, (২)
কে কৈল্য হাড়েতে চুর্ণ, ডানা ভাঙ্গা প্রাণ !!
কে কৈল্য হাড়েতে গুড়া, পরাণেতে থুরা থুরা—
এ হৃদয় পাশ পাশ্, কে'টে ক'ল্য খুন!
ছোব্হানাল্লা! ছোব্হানাল্লা !! আস্তাগ্ফার্ আউজবেল্লা!
ছোব্হানাল্লা! ছোব্হানাল্লা! পু'ড়ে হনু চুন !!

(২)

এ দারুণ ভাঙ্গা হিয়া, গড়িব বা কার্ ভা দিয়া,
কার প্রাণ বুকে দিয়া, যোড়া দিব মন ?!
কে কৈল্য এমন চুরি, কারে থু'য়ে কারে ধরি,
জীবন মরণ হ'ল, সত্যই স্বপন !!
কে কৈল্য হাড়েতে গুড়া, পরাণেতে থুরা থুরা, (২)
এ হৃদয় পাশ্ পাশ, কে'টে কৈল্য খুন ,
ছোব্হানাল্লা ! ছোব্হাল্লা !! আস্তাগ্ফার্ আউজবেল্লা !
পু'ড়ে পু'ড়ে ছোবহানাল্লা !! পুড়ে হনু চুন !!
পু'ড়ে হনু ভস্ম ছাই, সে আমিত আমি নাই,
এ জানিরে চেঙ্গা কাঠ, কোন্ নরকের ?
কোন্ নরকের জানি, এ দগ্ধ শরীর খানি,
আমায় না চিনি আমি, ভু'লে গেছি ঢের !
কে মোকে চিনাবে মোরে ? এহেন ব্যথিত কেরে ?
ভুলে গেছি সে আমারে, ধরি বহু দিন ;
বহু দিন বর্ব ধরি, আমাকে তল্লাসি ফিরি,
তল্লাসি তল্লাসি বহু, নাই কোন চিন !
নাজানি সে কোন্ পথে, ভু'লে গেল কার সাথে,
নাজানি কে ভুলাইয়ে, নিল কোন্ ছলে ?
কে জানি গো নিল হায় ! না দেখিত সে আমায়,
সুধু উঃ ! সুরুঙ্গ রৈল, এ কলেজা তলে !!

মস্ত নস্ত পোড়া দুঃখ, ভেঙ্গে চু'ড়ে পোড়া বুক,
দিবা নিশি ঠেলে আসে, ও সুরুঙ্গ পথে!
ঠেলে আসে দিবা নিশ, আমি হায় হারা দিশ!
কৈ জানি হারায়ে গেছি, ভু'লে কার সাথে!!
কৈ জানি হারায়ে গেনু, খুঁজে আর না পাইনু,
শুনা বুকে প'ড়ে প'ড়ে, কান্দি শুনা পথে!
দিয়ে কার আঁখি-জল, ভিজাব এ হৃদি-তল (২)
কে মোরে কান্দিয়ে দিবে, বইসে বইসে সাথে!
কান্তে কান্তে কান্না নাই, ফুরায়েছে কর্জ্জ চাই,
কেবা গো এ দেশে বড়, কান্না-মহাজন?
বের কর কান্নার তোড়া, ভাঙ্গা হিয়া দিব যোড়া,
দিব সুদে মূলে শোধ, ওযে মহাধন!!
সুদে মূলে দিব শোধ, দিব দিব প্রতিশোধ,
অবশ্য অবশ্য যদি, ফিরে মোরে পাই।
যদি ফিরে পাই মোরে, যার যা তা দিব তারে,
কেন্দে দেগো! ২ কান্না কর্জ্জ চাই।
কান্তে কান্তে কান্না নাই, ধার মে'গে ফিরি তাই,
কেবা গো এদেশে আছ, কান্না-মহাজন?
বের কর কান্নার তোড়া, ভাঙ্গা হিয়া দিব যোড়া,
দিব শোধ সুদে মূলে, ওযে মহাধন!

কান্না চাই! কান্না চাই!! কান্দে সবে দেখি তাই,
কিন্তু সকলের কান্না, না ভিজায় মন!
না ভিজায় দগ্ধ প্রাণে, সকলে না কান্তে জানে,
যদি জানে তবে লক্ষ ক্রোড়ে একজন।
লক্ষ ক্রোড়ে একজন, যদি কান্দে কদাচন,
কান্দা'লে কান্দা'তে পারে, হয় অনুমান।
অনুমান হয় হেন, ভাঙ্গা হৃদি যোড়া যেন,
যোড়া যেন লাগ্‌তে পারে, এই ভাঙ্গা প্রাণ!!
ভাঙ্গা প্রাণ ভাঙ্গা হিয়া, গড়িব বা কার্‌তো দিয়া,
কার প্রাণ বুকে দিয়া, যোড়া দিব মন!
কে কৈল্য এমন চুরি, কারে থুয়ে কারে ধরি,
জীবন মরণ হ'ল, সত্যই স্বপন!!

(৩)

বেঁচে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই (২)
মনে নাই হায় আমি, আছি কোন্ দেশ!
কোন্ দেশ কোন্ লোকে, আছি কি নিশার ঝোকে,
নিরুদ্দেশ, নিরুদ্দেশ! সব নিরুদ্দেশ!!
কোথা থাকি কোথা যাই, কিছু তার স্থির নাই (২)
স্থির নাই কিছু মোর, সকলি তো ভুল।
ভুল হৈলো আগা গোড়া, এ জীবন হ'লো সারা (২)
সারা সব! কিন্তু দুঃখ র'য়ে গেলো স্থূল।

স্থূল স্থূল পোড়া দুঃখ, ভেঙ্গে চুঁড়ে পোড়া বুক;
দিবা নিশি দাপটিছে, যেমন অসুর !
মেলি মস্ত মস্ত পাখা, কালীমা বিষাদ ঢাকা,
জগত আন্ধার করি, ধ'রে আছে ভোর !
দে'খে রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস, এ পরাণ ত্রাশ ত্রাশ,
জগত উলটি যেন, ধ'রে খে'তে চায় !!
বেহোশ হয়েছি তাই; বুদ্ধি সজ্ঞা বোধ নাই (২)
ভু'লে ভু'লে ম'রে গেছি, কবে জানি হায়!
ম'রে গেছি কবে জানি, এবে সুধু টানা টানি,
নাই আর ! নাই আর !! জীবনের চিন।
বে'চে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই (২)
মনে নাই, ম'রেছি যে, হ'ল বহুদিন।
বহুদিন বর্ষ ধরি, ভু'লে আমি আছি মরি,
আছি যে তা সত্য নয়, কিন্তু সুধু ছায়া !
এ তনু ত তনু নয়, এত তার ছায়া ময়,
তাহাতেত পূর্ণ এবে, এ আমিত্ব, কায়া !!
আমাতে সে আমি নাই, আমি গিছে তার ঠাই, (২)
সেত পুনঃ পরিবর্ত্ত স্থলেতে আমার,
আমার স্থলেতে সে, এ ভেদ বুঝিবে কে ?
সুধু যেন ছায়া আমি, অপদেবতার !——

কোন্ বা দানব যেন, এ খেলা খেলিছে হেন (২)
চুরি করি মোরে হেতে, আমার আকার !!
আমারে করিতে চুরি, সে আমার মূর্ত্তিধরি (২)
ছলনা ছলিছে মরি, অখিল সংসার।
কে হেন যাদুর সেরা, দিয়ে মোরে মায়া বেড়া,
ভুলাইয়ে নিল মোরে, অজ্ঞাতে আমার
যে মোরে করেছে চুরি, ও জগত্! পায়ধরি (২)
পায়ধরি! বলে দাও, সন্ধান তাহার !!
পারিনা পারিনা আর! অসহ্য হ'য়েছে ভার !! (২)
ছোবহানাল্লা! ছোবহানাল্লা !! পু'ড়ে হনু চুন !!
ছোবহানাল্লা! ছোবহানাল্লা !! আস্তাগ্‌ফার্ আউজবেল্লা!
এ হৃদয় পাশ পাশ্! কে'টে কৈল্য খুন !!
কে'টে কৈল্য খুন তাই, সে আমিত আমি নাই,
এ জানিরে দগ্ধাঙ্গার কোন্ নরকের!
কোন্ নরকের জানি, এ দগ্ধ শরীর খানি,
আমারে না চিনি আমি, ভুলে গেছি ঢের !!
বে'চে আছি কিনা তাই, সে কথাত মনে নাই,
মনে নাই মরেছি যে হ'ল বহু দিন।
মরে গেছি কবে জানি, এবে শুধু টানা টানি,
নাই আর নাই আর! জীবনের চিন !!

(৪)

এ হৃদয় শূন্য ভিটা, নাহি বারি বিন্দু ছিটা,
ধুধু করে চারি দিকে, মরু নিরাশার !
প'ড়ে দুঃখ ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাটে,
হুতাশে প্রতপ্ত সেই, সমাধি আগার !
জীবন দুপুর বেলা, করে বিভীষিকা খেলা,
করাল কৃতান্ত যেন, ভয়াল আকার !!
বে'ড়ে যেন চারি ধার, করে যেন হাহাকার (২)
পড়িল শোকের বজ্র তাহাতে আবার।
দগ্ধ হ'ল আশা তরু, দহিল পরাণ-মরু,
প'ড়ে র'ল বিষাদের নিশুষ্ক পাথার !!
প'ড়ে র'ল ভস্মশেষ, ধাঙ্কাতে ধাঁধিত দেশ,
ভগ্ন হৃদয়ের স্তূপ, বিশুষ্ক বিথার !!
ভাঙ্গা হৃদি ভাঙ্গা প্রাণ, শত ভাঙ্গা খান খান,
প'ড়ে আছে ভস্মাকারে বজ্জর সমান।
চিত্তের বজ্জর হাড়, পুঁড়ে হৈ'ছে স্তূপাকার,
পুঁড়ে পুঁড়ে পোড়া শেষ, ভীষ্মের প্রমাণ।
জীবন দুপুর বেলা, করে বিভীষিকা খেলা,
করাল কৃতান্ত যেন, ভয়াল আকার !
নাজানি সায়াহ্নকালে, বেড়ে কি শঙ্কট জালে,
ও শূন্য পাথারে ঘটে, কিজানি আঁধার !!

এ হৃদয় শূন্য ভিটা, নাহি বারি বিন্দু ছিটা,
ধূধূ করে চারি দিকে, মরু নিরাশার!
প'ড়ে দুঃখ ঘোর মাঠে, বিষাদের খড় চাটে,
হুতাশ কৃতান্ত যেন করে হাহা কার!!

(৫)

আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরুপন,
নাহি সঙ্গে প্রাণ মন, একেলা সংসার!!
সংসার বিজন বাস, কান্দি দুঃখে বার মাস,
ধূধূ করে চারিধারে, মরু নিরাশার!
আমিরে উদাসী জন, নাহি পথ নিরুপন,
নাহি সঙ্গে প্রাণ মন, একেলা সংসার!!
একা কান্দি একা গাই, কারু সঙ্গে দেখা নাই,
সংসার যেনরে মোর কারার আগার;
ভাঙ্গা প্রাণ বুকে দিয়া, বুকে দিয়া ভাঙ্গা হিয়া,
দিবা নিশি সাধি, সুধু নয়ন আসার!
এ ভবেরে দেখ্‌তে পাই, অভাগার কেউ নাই,
কেউ নাই ত্রিসংসারে, বলিতে আমার!!—
যদি থাকে কদাচন, আছে বুঝি এক জন,
সে জন আমি কি সেই? বুঝিনা আবার!!

বুঝিনা কর্ম্মের ফের, বু'ঝেছিত কত ঢের,
বুঝিতেত নাপারিনু, এ ভাব আমার !
কি হ'লো আমার জানি, মূল ল'য়ে টানা টানি,
গোড়া কাটি আগে জল, এ লীলা কাহার ?!
যাহার এমন লীলা, যাহার এমন খেলা,
জানিও জানিও শেষ, আমিরে তাহার !!
সেত মোরে দিতে ফাকি, কিছুত রাখেনি বাকী,
বাকী নাই হরিয়াছে, সকলি আমার !
হরিয়ে ক'রেছে খুন, হায় ! সেকি নিদারুণ ?!
হায় ! সেকি পু'ড়ে পু'ড়ে, করিল অঙ্গার !!
ছোব্‌হানাল্লা ছোব্‌হানাল্লা, আস্তাগ্‌ফার্ আউজবেল্লা,
পু'ড়ে পু'ড়ে ছোব্‌হানাল্লা ! পুড়ে হনু খার !
পু'ড়ে হনু ভস্ম ছাই, সে আমিত আমি নাই,
তুমি বিনে ছোবহান ! কে করিবে পার ?

———

নিরাশ সাধক।

——(:*:)——

কোথা সে তুরন্ত আশা ?! ফলিল না আর !—
সুধু কি দেখিনু আমি, জাগ্রত স্বপন ?
নিরাশ তিমিরে ঘেরা, চৌদিক আমার !
সত্য কি আকাশে রাজ্য, করিনু স্থাপন ?!

সত্য কি নিরাশ ঘোরে, মরিলাম শেষ !
হা নাথ ! কোথায় তুমি, বাঞ্ছা অবতার ?
কোথা সে আমার উচ্চ, আকাঙ্খার দেশ ?
সে স্বর্গে গমন ভাগ্যে, হবে নাকি আর !

হায় ! কি তুরন্ত আশা, পুষিনু এ মনে,
নিশি দিন উদাসীন, ভ্রান্ত হ'য়ে তায় !
অন্তর্য্যামী ভিন্ন আর, কেহ নাহি জানে ;
আজন্ম শোণিত শুষ্ক, সে গুঢ় চিন্তায় !!

জীবনে কি পূরিবেনা, সে সাধ্য সাধন ?
সত্য কি কল্পনা গত, বাঞ্ছার পাথার ?
প্রাণের শোণিত দানে, করিনু তর্পণ,
তবু ত সাধনা সিদ্ধি, হ'ল না আমার !!

জানি আমি বাঞ্ছা-তরু, তুমি বাঞ্ছাময়!
তোমার প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ. নহে কদাচন।
কি পাপে জীবন এই, বৃথা হ'ল ক্ষয়?!
কি ফেরে দেখিয়েছিনু, সুখের স্বপন!!

দূর দূর দূরগত, বাসনা আমার,
কুহেলী আঁধারে মগ্ন, জীবন ভীষণ!
বুঝিবা অচিরে সব, হইবে আঁধার!
না জানি এ স্বপ্ন-লীলা, ফুরাবে কখন!

হব "রাজ রাজেশ্বর", মহা দিকপাল,
কিম্বা "বীর, বীরেশ্বর", পৌরষ ভাজন,
কিম্বা "ধর্ম্ম অবতার", বিক্রম বিশাল;
বিশ্বের নমস্য কিম্বা, "কবি" মহাজন।——

হুঙ্কারে শোষিবে মম, ভীষণ জলধি,
গৌরবে হইবে স্থির, প্রলয় দুর্ব্বার
প্রতাপে কম্পিত হবে. অনন্ত অবধি,
হব রে "অমর চির", বাঞ্ছা ছিল সার!!

কিন্তু সে কোথায় মম, কল্পনা-স্বপন?
গর্জ্জিছে চৌদিকে এবে, নৈরাশ্য পাথার!!——

এই ত আসিছে সন্ধ্যা; জীবন-তপন
হবে চির অস্তমিত, ঘেরিবে আঁধার !!

এই ত কালের গর্ভে, হইব মগন,
শুইব জন্মের তরে, মাটির সয্যায়,
এই আশা, এই নেশা, এ উচ্চ মনন,
ধূলার এ তনু সহ, মিশিবে ধূলায় !

কৈ সে ফলিল মম, অসাধ্য সাধন ?!
কৈ সে সুদূর গত, কল্পনা পাথার ?!
এই না আমার মত, কত শত জন,
এমনি নিরাশা ঘোরে, হ'য়েছে আঁধার !!

এমনি না কত ভীষ্ম, কত বেদব্যাস,
কত না অর্জ্জুন শু'য়ে, গভীর নিদ্রায় !
এই না আমার মত, কত কালিদাস,
অঙ্কুরে বিলীন হায় ! মাটির সয্যায় !!

এমনি কত না মার, প্রিয় পুত্র ধন ;
প্রিয়সীর প্রিয়তম, প্রেমিক উদার ;
এমনি না শত শত, অমূল্য রতন,
না হ'তে ভাস্বর হৈল, ভুগর্ভে আঁধার !!

না হৈতে বিকাশ আহা! দলিত মুকুল।
কোরকে পশিয়ে কীট, করিল বিনাশ।
না ফুটিতে শুকায়ে রে, ঝরিল সে ফুল,
বনের সম্পদ বনে, রৈল অপ্রকাশ!!

কে বলিতে পারে আজি, এই সেকেন্দর,-
এই যে রোস্তম আমি! এই নিউটন!!
সৌভাগ্য-প্রতাপে দলি, সূর্য্য, পুরন্দর,
উজ্জ্বল না করিতাম, এ তিন ভুবন!

কে বলিতে পারে আজ, এই ত রচন,
না হৈত বেদের ধ্বনি, অপূর্ব্ব বাখান?
না লঙ্ঘিত পারাবার, এ ক্ষুদ্র চরণ?
রাম রাবণের কীর্ত্তী, হৈত অন্তর্দ্ধান!!

হায়! সে সৌভাগ্য মম, অঙ্কুরে বিনাশ
ফলিল না সে বাসনা, বিধির ঘটন,—
এমনি সৃষ্টির গূঢ়, রৈল অপ্রকাশ।
স্বার্থপর বিধাতার, কি স্বার্থ তেমন!!

দূর দূর দূরগত, বাসনা আমার!
কুহেলী আঁধারে মগ্ন, জীবন ভীষণ!!
বুঝি বা অচিরে সব, হইবে আঁধার!
না জানি এ স্বপ্ন-লীলা, ফুরাবে কখন!!

জীবন প্রহেলিকা।

— (:০:) —

(১)

জীবন উষার ভাগে, দেখিনু কল্পনা রাগে,
বুঝিলাম এজীবন, প্রকৃত ঘটন;
কিন্তু ছ'তে ধূলা খেলা, দেখিনু সায়াহ্ন বেলা
দেখি এ য আগা গোড়া, সকলি স্বপন!!

ভেবেছি যা ঠিক নয়, যা দেখিনু তাতো নয়,
এযে দেখি এতো জানি, কি যেন কেমন!
কি যেন যাদুর মায়া, কি যে প্রহেলিকা-ছায়া,
জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, স্বপন যেমন!!

শু'য়ে যেন নিদ্রা ঘোরে, জে'গে পুনঃ মোহ ভোরে.
আচাম্বিতে হেরি যেন, তাজ্জব ঘটন,
হেরি যেন ভেলেছ্ মাত্, সবিস্ময়ে অকস্মাৎ
অকস্মাৎ হেরি যেন, ধান্ধার মতন!!

(২)

বাস্তব কহিবে কেটা, জীবন কি বস্তু এটা?
কে কহিবে? কে ভাঙ্গিবে, এ ভ্রমের ঘোর?

করিনু বিষম ভ্রম, হত পণ্ড পরিশ্রম
হায় রে ! কি নেশা ঘোরে, আমি র'নু ভোর !!

চ'লে গিয়ে সারা পথ, সম্মুখে হারানু পথ
চে'য়ে দেখি আ'নু কোথা ? এযে হারা দিশ !!
হয়ে হায় দিশ হারা, বিভ্রমে জীবন সারা ! (২)
না জানি র'য়েছে কোথা, পথের উদ্দিশ ?!

ভু'লে আ'নু কোন্ পথে ! বুঝি নাই আগে হৈতে
আগে হ'তে জানি নাই, চ'লে গেনু কৈ ?
মরি কি বিধির কাণ্ড, অপরূপ এ ব্রহ্মাণ্ড
কিবা আছে তেলেছ্মাত, এজীবন বই ?!

বাস্তব কহিবে কেটা, জীবন কি বস্তু এটা ?
কে কহিবে, কে ভাঙ্গিবে ? এভ্রমের ঘোর !!
ভ্রমে ভ্রমে জন্ম সারা, হইনু আপনা হারা
হারাইয়ে দিশ কূল, আমি যেন চোর !!

(৩)

কি যেন ক'রেছি চুরি, ডরে ভয়ে ভে'বে মরি
নিজের কাছেরে আমি, নিজে নামাকুল !
করিনু কি মহা ভ্রম, হত পণ্ড পরিশ্রম
হবে কি রে জন্ম ফিরে ? ভাঙ্গিবে ও ভুল ?

ও ভুল ভাঙ্গায় নয়, যা ভাবিনু তাতো নয়
ভে'বেছিনু ফলে কিন্তু, হারা হ'য়ে মূল!
ভেবেছিনু যে সময়, কৈ এবে "সে সময়?"
সময়েরি ফেরে ঘটে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম স্থূল।

সময়ে সংসারী করে, সময়ে ফকির করে
সময়ের গতি বিধি, বুঝা কিন্তু গোল।
সময় অমূল্য ধন, বুঝিতে নারিল মন
সময়েরি বিপর্য্যয়ে, স্থূলে হ'ল ভুল!!

(৪)

ভাবিনু যা ঠিক নয়, যা দেখিনু তাতো নয়
এযে দেখি এতো জানি, কি যেন কেমন?
কি যেন যাদুর মায়া, কি যে প্রহেলিকা-ছায়া
জাগ্রত তথাপি জ্ঞান, স্বপন যেমন!!—

জীবন উষার ভাগে, কৈশোর কল্পনা রাগে
বুঝিলাম এ জীবন, প্রকৃত ঘটন;
কিন্তু ছে'ড়ে ধূলা খেলা, দেখিনু সায়াহ্ন বেলা
দেখি এযে আগা গোড়া, সকলি স্বপন!!

———

(১৮)

উন্মাদ সঙ্গীত।

—)॥০॥(—

আছে এক দেশ, অপূর্ব্ব বাখান,
না জানি কোথা সে, কিসেতে নির্ম্মাণ,
না জানি দূরতা, জানিনা উদ্দেশ
জানিনা কিছুই, ঠিকানার লেশ,—
অনন্ত শুধু সে, চিন্তার পার!

না জানি সে দেশ, হবে রে কেমন!
হয় কি তথায়, অভাব পূরণ?
নাহিক ঔদাস্য, নাহিক নিরাশা;
পূর্ণ যথা সব ভালবাসা আশা,—
না জানি কি স্থান, আছে রে তার!!

এই যে যাতনা, এত দুঃখ ক্লেশ!
এত যে নিরাশা, সহিছি বিশেষ,
এত যে হতাশা, নাই যার শেষ!!
অনন্ত কাল কি, এমনি সব?

নিরাশ প্রণয়ে, কান্দি অনিবার,
নৈরাশ্য তুফানে, ঘুরি বার বার,
জীবন-সংগ্রামে, করি হাহাকার,
অনন্ত তরে কি এমনি রব!!

এই ত জনম, যদি এই শেষ
নাহি থাকে যদি, নির্ণয়, উদ্দেশ
যদি নাহি থাকে, স্থির পরিণাম,
তবে কেন করি, বৃথা এ সংগ্রাম ?
        কেন করি শুধু, দেহ প্রাণ ক্ষয় ?

কেন মরি তবে, প্রণয়ের তরে ?
কেন পোড়ে প্রাণ, এত হুহু ক'রে ?
কি জানি সে চায়, সকরুণ স্বরে !
        শেষে কিহে নাই, প্রেমের জয় ?!!

প্রেম কিহে শুধু, কবির কল্পনা ?
ভালবাসা কিসে, বাতুল-জল্পনা ?
স্বরগের কথা, বৃথা কি ছলনা ?
        জীবন কি ঘোর, কুহেলী ময় ?!,

এই যে এতই, করিয়েছি কামনা !
করিয়াছি কতই, অসাধ্য সাধনা !
সহিছি কতই, অশেষ যাতনা !!
        শেষে কি রে হায় ! কিছুই নয় ?!!

বৃথা কি জীবন ? বৃথা কি যৌবন ?
বৃথা কি হ'ল এ, মানব-জীবন ?

মানব-জীবন, কেন বা এমন ?
কেন বা এ ভবে, উদ্ভব হয় ?

কেন এ ধরণী, শোভে ফুল ফলে ?
কেন সূর্য্য তারা, বিশ্বধামে জ্বলে ?
কেন গ্রহ কেতু, ভ্রমে নভোঃস্থলে ?
কেন বা আবার, প্রলয়ে লয় ?

কেন প্রাণ মন, এত প্রিয় ধন ?
প্রিয় এত কেন, সুখ পরি জন ?
প্রাণ দানে কেন, যাঁচি প্রিয়জন ?
কেন সাধ মনে, পরি প্রেম হার ?

কেন রে বাৎসল্য, এত মধুময় ?!
মধুর কেন রে সাধের প্রণয় ?!
সাধে কেন সাধি, অপত্য নিচয় ?
কেন বহি সদা, স্নেহের ভার ?!

কে দিবে উত্তর, এসব কথার ?
কেবা সে করিবে, মীমাংসা তাহার ?
কেবা হা ! বুঝাবে, মরম ইহার ?
"সুখ সুখ" করি, কাঁদে কেন প্রাণ ?!

"সুখ সুখ সুখ !!" কোথা বা সে সুখ ?
যে সুখ সংগ্রামে, পাতিয়াছি বুক,
যে সুখের আসে, সহি এত দুঃখ !
কোথা মিলে তাহা ? কোথা তার স্থান ??

সুখের লাগিয়ে, যাঁচি প্রেম ধন,
সুখের লাগিয়ে, চাহি পরিজন,
সুখের তরে রে, সাধি প্রিয় জন,
যত কিছু সব, সুখের তরে।

সুখের লাগিয়ে, সদা কান্দে প্রাণ,
সুখ তরে মন, সদা আন চান,
চির সুখ তরে, জীবনের টান,
জীবন নির্ভর সুখের পরে !

সেই সুখ-স্থান, কোথারে আমার ?
সে কিহে কল্পনা, ধান্ধার পাথার ?
কিছু কিরে নাই, স্থিরতা তাহার ?
সুধু কিহে প্রাণ, "সুখ সুখ" করে ?

অথবা সে সুখ, কেমন কি ধন ?
যার তরে জীব, কান্দে অনুক্ষণ,
যার তরে ক্ষয়, করি দেহ মন,
সাধনে সাধেরে, অমর নরে !

"সুখ" নামে যদি, থাকে কোন ধন,
"সুখ" যদি থাকে, নিশ্চয় কখন,
"সুখ" যদি হয়, জীবের সাধন,
তবে আছে ঠিক আধার তার।

আছে তবে ঠিক, উদ্ভব তাহার,
আছে তবে ঠিক, আকর আধার,
নহে তবে তাহা, শুধু কল্পনার,
নহে সে "আকাস-কুসুম" সার।

কিন্তু সেই সুখ, কোথা রে আমার?
কোথা গেলে পাব, দর্শন তাহার?
কবে বা যাইব, সে অনন্ত পার?
এজন্মেতে হায়! পাব না কিরে?

এই যে এতই, সহি দুঃখ ক্লেশ,
এত যে হতাশা, নাই যার শেষ,
এত যে নিরাশা সহিছি বিশেস,
তবু কি সে সুখ, পাবনা ফিরে?

এই যে এতই, করিয়ে কামনা,
করিছি কতই, অসাধ্য সাধনা,
সহিছি কতই, অশেষ যাতনা,
শেসে কিরে হায়! কিছুই নয়?

"সুখ! সুখ!!" সেকি, কবির কল্পনা?
ভাল বাসা কিসে, বাতুল-জল্পনা?
স্বরগের কথা, বৃথা কি ছলনা?
জীবন কি ঘোর, কুহেলি ময়??

বৃথা কি জীবন? বৃথা কি যৌবন?
বৃথা কি হ'ল এ মানব জনম?
মানব জনম, কেন বা এমন?
কেন বা এ ভবে, উদ্ভব, লয়?!

———

নভোস্থল।

(৪৩)

(১)

হে নভো অনন্ত কায়া! আক এপ্রাণের ছায়া
তু'লে লও হৃদয়ের, দগ্ধ ফটোগ্রাফ্,
তুমি মহা কবিশ্বর, তুমি মহা চিত্রকর
হে দেব! তুলিয়ে লও, হৃদয়ের ছাপ!!
হে দেব! পারিনা আর, সহিতে এ হৃদি ভার (২)
পারিনা হে প্রকাশিতে, হৃদয়ের তাপ!
পারিনা সহিতে আর, অসহ্য হ'য়েছে ভার (২)
তু'লে লও বক্ষে দেব! এ হৃদির চাপ!
তু'লে লহ জরা ব্যাধি, ভুগিতেছি নিরবধি, (২)
ভুগিতেছি পদে পদে, কত শত দুঃখ,
কত ঊর্ম্মি কত ঝড়, সহিতেছি নিরন্তর
কতশ নৈরাশ্যে হায়, ভাঙ্গিয়াছে বুক!!
আহা, ভাঙ্গিয়াছে বুক!!

(২)

নমো ওহে নভোস্থল! নেইমে এ'স ধরাতল
এ পোড়া প্রাণের ছবি, তব অঙ্গে আঁকি
পরাণের পোড়া দাগ, হৃদয়ের দগ্ধ ভাগ (২)
দেখুক ব্রহ্মাণ্ডবাসী, দূরে চে'য়ে থাকি

দেখুক মর্ম্মের স্থল, দেখুক কি হলাহল——
দেখুক কি মহাবিষ, গিলিয়াছি হায়!
কি তীব্র অনল ধবক্, জ্বলে হৃদে ধবক ধবক্ (২)
কি দারুণ মহা জ্বালা, সদা জ্বলে তায়!!
আহা, সদা জ্বলে তায়!!
কি দারুণ মহা ঘায়, হৃদয় বিচ্ছিন্ন হায়!
কি দারুণ আঘাতে সে, ভাঙ্গিয়াছে প্রাণ!
ভাঙ্গিয়াছে মর্ম্মস্থল, ভাঙ্গিয়াছে বক্ষস্থল
ছিঁড়িছে প্রাণের বোটা, লে'গে হেছ্‌কা টান!!

(৩)

নমো দেব নভোস্থল! নেইমে এ'সো ধরাতল
এ পোড়া প্রাণের ছবি, লিখি তব গায়;
লিখি বিদ্যুতের আঁকে, যদি কেহ বে'চে থাকে
দেখিবে মরম ভেদী, চিত্র খানি হায়!
দেখিবে সে এক জন, যদি দেখে কদাচন,——
দেখিবে তাহার অশ্রু, মাখা আছে তায়!
দেখিবে তাহার কর্ম্ম, বুঝিবে তাহার মর্ম্ম
বুঝিবে চিত্রের ধর্ম্ম, সূক্ষ্ম শিল্পি প্রায়!
বুঝিবে মর্ম্মের কথা, দিয়েছে সে কি যে ব্যথা!
দিয়েছে সে কিসে দুঃখ!! এ জীবনে হায়!

তাহারি ত প্রতি দান, এ ভাঙ্গা হৃদয় খান (২)
তাহারি ত অবজ্ঞায়, হইয়াছি খুন !!
তাহারি তাচ্ছিল্য ছলে, পরাণ গিয়েছে জ'লে,
তাহারি ত বঞ্চনায়, পুড়ে হ'ছি চুন !
হায় পু'ড়ে হনু চুন !
এখনো দেখিলে সেই, যদিও বা মনে নেই (২)
চিনিলে চিনিতে পারে সেই হৃদি খান ;
সেই হৃদি সেই প্রাণ, সেই এক উগ্র টান,
সেই ত তাহারি তরে, সেই এক ধ্যান !!
সেই ত তাহারি তরে, সেজন কান্দিয়ে মরে,
মরি কি আশ্চর্য্য তারে ! সে বধিছে হায় !
মরমে হানিছে শূল, ভেদিছে হৃদয়-মূল,
তবু সে তাহারি তরে, কান্দে উভরায়,
আহা ! কান্দে উভরায় !!
তবু সে তাহারি তরে, পরাণ উৎসর্গ ক'রে,
শূন্য বুকে প'ড়ে আছে, অন্তিম সয্যায় !
প'ড়ে আছে শূন্য কায়া, বিগত ভবের মায়া,
দেখিবে এ মহা দৃশ্য, যদি কভু চায় !
যদি কভু দেখে সেই, যদিও বা মনে নেই,
তথাপি দেখিলে বুঝি, শিহরিবে ডরে !
শিহরিবে কলেবর, অন্তরে পাইবে ডর,

মর্ম্মভেদি দৃশ্যে বুঝি, অশ্রু তার ঝরে !
হায় ! অশ্রু তার ঝরে ।

(৪)

তুমি মহা মহাশয়, অনন্ত তোমাতে লয়,
তোমাতে সৃষ্টির সন্ধ্যা, তোমাতে প্রভাত।
আলো বিভা অন্ধকার, বিস্ফারিত সৃষ্টি ভার,
তোমাতে বিশ্বের ছবি, সবি প্রতিভাত !!
তুমি মহা করিবর, তুমি মহা কবীশ্বর,
তুমি মহা চিত্রকর, চরিত্রের সার !
তুমি গড় তুমি পড়, তুমি সর্ব্ব চিত্র কর,
তোমা হেন শিল্পকর, কেবা আছে আর ?
মরি ! কেবা আছে আর ?!

ভুলা'তে প্রাণের জ্বালা, কেবা জানে এত খেলা,
এত সব কারিকরী, এ বিশ্বেতে কার ?
এত সব চিত্র-রেখা, প্রকৃতির অঙ্গে লেখা,
কে লভিছে হে অনন্ত ! হেন বিশ্ব ঝার ?!
আহা ! হেন বিশ্ব ঝার ?!

হে দেব অসীম কায়া ! আক এ প্রাণের ছায়া,
তু'লে লও হৃদয়ের দগ্ধ ফটোগ্রাফ্ ;
তু'লে লও পাপ তাপ, আক এ মনের ভাব,
এ'সো দেব ! তুইলে লহ হৃদয়ের ছাপ !

(৫)

হে দেব ! পারিনা আর, সহিতে এ হৃদি ভার
পারিনা হে প্রকাশিতে, মরমের তাপ !
লিখিতে পারিনা আর, অসহ্য হ'য়েছে ভার——
তোমারি ও বক্ষে দেব ! তু'লে লহ চাপ !
তু'লে লহ জরা ব্যাধি, ভুগিতেছি নিরবধি,
ভুগিতেছি পদে পদে, কত শত দুঃখ।
কত ঊর্ম্মি কত ঝড়, সহিতেছি নিরন্তর,
কত শ নৈরাশ্যে হায় ! ভাঙ্গিয়াছে বুক !!
হায় ! ভাঙ্গিয়াছে বুক !!
এখন ত ও সকল, হোক্ চিত্র অবিকল,
হোক্ চিত্র বক্ষে তব, বজ্র রেখা প্রায়,
হোক্ চিত্র জ্বলন্তক, জ্বলুক অনল ধবক্,
দহুক জগত বিশ্ব, সে অনল তায় !!
দহুক স্বরগ ধরা, পুড়িয়ে হউক সারা,
পুড়ুক অনন্ত কক্ষে, নক্ষত্র ভাস্কর !
দেবতা দানব যত, পুড়িয়ে হউক হত,
পুড়ুক পুড়ুক তেজেঃ !! বিধির অন্তর !!

(৬)

নিঠুর সে বিধাতার, কঠোর হৃদয় যার,
কঠোর ! কঠোর মরি ! কি কঠিন হায় !!
পুড়ুক সে অন্তস্তল, হোক্ সৃষ্টি টল মল্,
টল মল পু'ড়ে হোক্, দগ্ধ ধাতু প্রায় !!

অথবা সে ক্রূড় হৃদি, কঠিন বজ্জর ভেদী,
কঠিন বজ্জরানলে, নাহি দহে যদি,
যদি নাহি দগ্ধ হয়, তথাপি অনল ময়,
অনল অক্ষরে পুড়ি, র'ক নিরবধি !
হায় ! র'ক নিরবধি !
র'ক জ্ব'লে তব গায়, হে অনন্ত মহাকায় !
হে অনন্ত ! জ্বলি যেন, তাম্র সূর্য্য-শিখা,
দেখুক সে বিধাতায়, দেখুক দেখুক হায় !
দেখুক ধিয়ানে ওযে, কার হস্ত লিখা !!—
দেখিয়ে পাউক ডর, কাপুক সে কলেবর,
কাপুক হৃদয় সেই, ঘোর মর্ম্ম ঘায়,
ফাটুক ফাটুক মর্ম্ম, দেখুক কি অপকর্ম্ম——
দেখিয়ে মরুক লাজে, পরিতাপে হায় !
(আহা ! পরিতাপে হায় !!)
পরিতাপে ঘোরতর, ফাটিবেক সে অন্তর,
ঘোর অপকর্ম্ম স্মরি, পাবে মনস্তাপ !
ঘোর মনস্তাপে শেষ, বুঝিবে বুঝিবে বে'শ,
এ হেন হৃদয় গড়ি, ক'রেছে কি পাপ !!
কি পাপ হাঃ ! কি কুমতি ! হয়েছিল কি দুর্ম্মতি,
কি দুর্ম্মতি বশে সেই, গড়ে এই মন ?
কি দুর্ম্মতি হ'ল তাঁকে, স্মরি অশ্রু আবে চোখে,
ও চিত্র দেখিয়ে বুঝি, ঝুরিবে নয়ন !!

ঝুরিবে বিধাতা তাই, তাড়া তাড়ি এঁকে যাই,
এইকে যাই হে নভো হে! হৃদয়ের দাগ.
এইকে দেই তাড়াতাড়ি, নাম দেব! দয়া করি,
তুলি হে প্রাণের ফটো, জ্বালা পোড়া ভাগ!
নাম দেব! নভোস্থল! নেইমে এঁনো ধরাতল,
এ পোড়া প্রাণের ছবি, লিখি তব গায়,
লিখি বিদ্যুতের আকে, যদি কেহ বেইচে থাকে,
দেখিবে মরম ভেদি, চিত্র খানি হায়!!

(৭)

হে নভো অনন্ত কায়া! আক এ প্রাণের ছায়া
তুলে লও হৃদয়ের, সুক্ষ্ম ফটোগ্রাফ্;
তুমি ত প্রকৃতি পট,—তুমি মহা লীলা ঘট
আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য মরি! তব মহা ভাব!!
না জানি তোমার তত্ত্ব. না বুঝি তোমার স্বত্ত্ব
না বুঝি না জানি কিন্তু, করি অনুমান!
করি অনুমান হেন, তোমার ও দেহে যেন,
এ সৃষ্টি রাজির চিত্র, আছে বিদ্যমান!
এ সৃষ্টি রাজির চিত্র, তব অঙ্গে বিচিত্রিত,
তব অঙ্গে প্রতিবিম্ব. সর্ব্ব প্রতিভাত,
প্রতিভাত সৃষ্টি ছায়া, বিম্বিত তোমার কায়া,
তোমার কায়াতে মরি! সর্ব্ব ছবি পাত!

মনে অনুমানি হেন, এ বিশ্বের সবি যেন,
সবি যেন চিত্রাকারে, পড়িয়াছে আঁক।
প'ড়েছে জীবন-ছায়া, এই হৃদি এই কায়া,
অঙ্কিত হ'য়েছে বুঝি, এ প্রাণের দাগ!
মনে অনুমানি হেন, কোন দিন কেহ যেন,
কেহ যেন দেখাইবে প্রকাশি বিজ্ঞান,
প্রকাশি বিজ্ঞান বল, দেখাইবে অন্তস্তল,
দেখাবে তোমার চিত্রে, চিন্তাতীত স্থান;
দেখাবে প্রাণের ছবি, দেখাবে মনের সবি,
দেখাইবে আপ্ত গুপ্ত, হৃদয়ের ভাব;
ভূত, ভবিষ্যত যত, দেখাবে দর্পণ মত,
দর্পণের মত তুলি, লবে ভঙ্গি হাব।

(৮)

হে দেব হে নভোস্থল! প্রকাশি বিজ্ঞান-বল,
বিজ্ঞান কৌশলে বুঝি, কেহ কোন দিন,
কোন দিন কোন কালে, ছাকিয়া বিজ্ঞান-জালে,
প্রকাশিবে কোটি কোটি, কত ফটো চিন!
কত কোটি নিগেটিভ্, কত ক্রোড় পজেটিভ,
কত শত ক্রোড় ক্রোড়, চিত্র রেখা মরি!
কত চিত্র বিচিত্র, হয়ে ক্রমে বিকশিত,
হে দেব! রঞ্জিবে তব, অঙ্গ শোভা করি!

হে দেব অনন্ত কায়! মনে দিবা নিশি গায়,
মনে বলে দূর দূর, ভবিষ্যত ভূত,
মনে বলে বর্ত্তমান, ত্রিকালের লীলা স্থান,
ত্রিকালের যত কিছু, তোমাতে মৌজুত!
তোমাতে অনন্ত কায়া! প'ড়েছে সবার ছায়া,
সকলি তোমার কক্ষে, হইয়াছে লীন;
সকলি তোমাতে লুপ্ত, সকলি তোমাতে সুপ্ত,
তোমাতে বিলীন সবে, তোমাতে মলিন!
তোমাতে সবার বীজ, রয়েছে লুকায়ে নিজ,
সকলি কালেতে পুনঃ, হবে প্রকাশিত।
প্রকাশ হইবে সব, হয়ে সব অভিনব,
অভিনব ছবি সব, হবে বিভাসিত!

(৯)

বিভাসিবে সত্য ত্রেতা, ভাসিবে দ্বাপর হেথা,
দেখিবে জগত পুনঃ, সে রাম, রাবণ;
সেই রাবণের চিতা, সে রামের সেই সীতা,
সেই লঙ্কা-কাণ্ড-চিত্র, বীরের ধাবন!
সেই কুরু পাণ্ডুগণ, সেই কুরু ক্ষেত্র রণ,
সেই আর্য্য, সেই বীর্য্য, সে পূর্ব্ব ঘটন;
সেই পূর্ব্ব অশ্বমেদ, সেই যাগ অবিচ্ছেদ,
সেই মহা ভারতের, অপূর্ব্ব রটন!

সেই পূর্ব্ব লীলা খেলা, সে পূর্ব্ব সায়াহ্ন বেলা,
সেই পথে দেখা দেখি, কৃষ্ণ রাধিকার ;
সেই কালিন্দীর তীরে, সেই কালিন্দীর নীরে
বাঁশি-স্বরে ফিরে স্রোত, উজানে আবার !
আবার আবার হায় ! গোপিকা পাগল প্রায়,
পথে পথে কে'ন্দে ফিরে, বিরহের দায় !
কে'ন্দে ফিরে পাগলিনী, কৈরে শ্যাম বিরহিনী
হায় কি নিঠুর প্রাণে ! বঞ্চিলেক তায় !!
সে দৃশ্য সে কাল হৃদি, দেখায়ে হৃদয়-ভেদী
ব্যথিত করিবে বিশ্ব, মরম ব্যথায় !
ব্যথিত করিবে বিশ্ব, দেখায়ে সে পূর্ব্ব দৃশ্য,
দেখাইয়ে কার্ব্বালার, অন্তিম শয্যায় !!
দেখাইবে পলাসির, রণ সজ্জা চাতুরীর !——
দেখাবে সে মোস্লেমের রবি অস্ত হায় !!
দেখাবে দেখাবে সেই, মে'রেছে কুঠাড় যেই !
মে'রেছে কুঠাড় মরি ! আপনার পায় !!—
হনুদ মোস্লেমে মিলে, নিজ বেড়ি নিজে নিলে,
নিজে দিলে কি শৃঙ্খল, তুলিয়ে গলায় !!
দেখাবে আবার খেলা, আবার প্রেমের মেলা !
আবার সে পোড়া হৃদি ! লাইলী জোলেখার !!

জোলেখার হৃদিতল, লাইলীর নয়ন জল
দেখাবে সে দগ্ধ হিয়া, মজ্‌নু অভাগার !!
দেখাবে দেখাবে পুনঃ, সতঃ রজঃ তমঃ গুণ
দেখাইবে হে অনন্ত ! হৃদি খানি তার !
হে অনন্ত নভোস্থল ! নেইমে এ'সো ধরাতল,
তু'লে লহ জীবনের পাপ তাপ ভার !!

—:—

সমুদ্র যাত্রি।

(সাগর সঙ্গমে)

(১)

উদার ! উদার !!
মরি ! অনন্ত পাথার !!——
নাহি বন্ধ নাহি বাধা, অফুরন্ত ধুধূ ধাঁধা !!
খু'লে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার ! (২)
উদার ! উদার !!——
মরি ! অনন্ত পাথার !!
খু'লে দে প্রাণের বেড়া; ভে'ঙ্গেদে মায়ার ঘেড়া,
ঢেইলে দেরে দেহ প্রাণ, ভাসিগে ওপার !!
উদার ! উদার !!——
মরি ! অনন্ত পাথার !!

মরিরে কি নৈরেকার! অসীম ও পারাবার!! (২)
মরি রে কি মহা দৃশ্য, মহিমা আধার!
মহিমা মাহিত্ম্য ভরা, মহান কি ভাব ধরা,
মহান্! মহান্ আহাঃ! মরি কি উদার!!——
হিংসা দ্বেষ ইর্ষা তাপ, কই রে সঙ্কীর্ণ ভাব?
বিশাল! বিশাল ঘটা!! কি মহা ব্যাপার!!

মরি রে কি নৈরেকার! অসীম ও পারাবার!!
মরি রে কি মহা ভাব! উদার উদার!!
খু'লে দে প্রাণের বান্ধ্, ভেঙ্গে দে মায়ার ফান্দ্ (২)
ঢে'লে দে তাপিত প্রাণ, ভাসিগে ওপার!!
খু'লে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার!!

(২)

উদার! উদার!!
মরি! অনন্ত পাথার!!
ও অনন্তে ভাসাইরে জীবন আমার!
(মরি! জীবন আমার!)

প'ড়ে থাক্ এ সংসার, প'ড়ে থাক্, পাপ ভার,
প'ড়ে থাক্ পাছে ঘোর, বাঞ্ছার পাথার!
প'ড়ে থাক্ জ্বরা ব্যাধি, শোক দুঃখ নিরবধি (২)
প'ড়ে থাক্ প'ড়ে থাক্, তীব্র হাহাকার!!

প'ড়ে থাক্ ভালবাসা, দূরে যাক্ সে পিপাসা,
জুড়াই প্রাণের জ্বালা, ভাসিয়ে অপার !!
অপারে ভাসিয়ে যাই, পরাণ ঢালিয়ে গাই,
ভিজুক অনন্ত স্রোতে, হৃদয় আমার।
ভাঙ্গুক জরতা বান্ধ্, ছিড়েদে মায়ার ফান্দ্
খু'লে দে প্রাণের বেড়া, দেইগে সাতার !
মরি ! দেই গে সাতার !!

সঙ্কীর্ণ ধরণীতল সঙ্কীর্ণ এ হৃদিস্থল
সঙ্কীর্ণ এ মনোপ্রাণ, চাহিনারে আর !
চাহিনা সংসার পোড়া, চাহিনা এ পোড়া ধরা
চাহিনা চাহিনা হায় ! ভালবাসা তার !
চাহিনা সে ক্ষুদ্র হৃদি, সে ক্ষুদ্রতা হৃদি-ভেদী,
ক্ষুদ্রতার রাজ্য ত্যজি, ডুবিব অপার !
থে'কে ক্ষুদ্র ধরাতলে, পরাণ গেলরে জ্ব'লে
কত বা সহিব হেলে, শোক দুঃখ ভার ?
জ্ব'লে পু'ড়ে হনু খুন ! পুড়ে হনু ভস্ম চুন !!
উহু রেঃ ! অসহ্য উহুঃ ! ধরায় ব্যভার !
কঠোর এ ধরাতল, নিঠুর হিংসার স্থল
হিংসা, দ্বেস, নিঠুরতা, কেবলি ইহার ;
এ ধরা তো ধরা নয়, এতো স্বধু দুঃখ ময়
কত কাল সব আর, তীব্র হাহাকার !!

সহেনা সহেনা আর! অসহ্য হ'য়েছে ভার!
ফাফর! ফাফর প্রাণ! পু'ড়ে ছারখার!!
পু'ড়ে হনু ভস্ম চুন, জ্ব'লে পু'ড়ে হনু খুন!!
ভে'ঙ্গে দে প্রাণের বেড়া, দেইরে সাঁতার!
ঝাপ দেই ও পাথারে, ঝাপ দেই নৈরেকারে
সহেনা সহেনা প্রাণে, এ যন্ত্রণা আর!!

(৩)

হ্যাদে ও সাগরাম্বুধি! দহিতেছি জন্মাবধি
জুরাও প্রাণের জ্বালা, আমি অভাগার!
জুরাও প্রাণের তাপ, তাপিতের মাও বাপ!
মিটাও দারুণ তৃষ্ণা, পোড়া আকাঙ্খার!!
হ্যাদে ও সাগরাম্বুধি! প্লাবিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদি
ঢেলে দাও জল রাশি, অকূল পাথার;
ঢেলে দাও জলরাশি, আনন্দ উচ্ছাসে ভাসি
উচ্ছসিত হো'ক প্রাণে, শান্তি পারাবার!
তব ও প্রশান্ত মূর্ত্তি, হৃদয়ে পাউক স্ফূর্ত্তি
তব মত হোক্ এই, হৃদয় প্রসার;
তব অই উদারতা, তব অই গাম্ভীর্য্যতা·
ঢাল হে! ঢাল হে দেব!! পরাণে আমার!!
পরাণ হউক তল, উথলি শান্তির জল
এ হৃদি ধুইয়ে হোক্, স্বর্গের দুয়ার!

ভে'ঙ্গে চু'রে হৃদি কায়, একাকার হোক্ হায়!
উচ্ছসিত হোক্ বিশ্বে, প্রেমের পাথার!
প্রেমের তুফান ছুটি, ত্রৈলোক্য পড়ুক লুটি
স্বর্গ মর্ত্ত ধরাতল, হোক্ একাধার।
হোক্ বিশ্ব সুখধাম, ঘু'চে যাকু দুঃখ নাম
ঘুচে যাক্ ঘু'চে যাক্, নৈরাশ্য আধার!!
নৈরাশ্য কালিমা ঢাকা, হিংসা দ্বেস বিষ মাখা
ভেসে যা'ক এ হৃদয়, প্লাবনে তোমার!!
হ্যাদে ও সাগরাম্বুধি! প্লাবিয়া এ ক্ষুদ্র হৃদি
ঢেলে দাও জল রাশি, অকূল পাথার!!
উদার! উদার!
মরি! অনন্ত পাথার!!——
ও অনন্তে ভাসাই রে! জীবন আমার!
খু'লে দে প্রাণের বান্ধ, ভেঙ্গে দে মায়ার ফান্দ,
ছে'ড়ে দে স্বর্গের দ্বার, দেইগে সাতার!
উদার! উদার!!——
মরি! অনন্ত পাথার!!

——:——

হিমাচল।

(বিজন প্রবাসী)

—:০:—

অয়ি, গিরি হিমাচল! পদে ঠাসি রসাতল (২)
যুগ যুগান্তর ধরি, কেন তুমি খাড়া ?
সম্মুখে সাগরাম্বুধি, নিরখিছ নিরবধি, (২)
নখাগ্রে গণিছ কিহে, আকাশের তারা ? (২)
অসীমে তুলিয়ে শির, দে'খেছ সিন্ধুর নীর,
উল্লম্ফে অপার কিহে, পার হবে লাফে ?
তাই অনুমানি হেন, কুদিয়ে উঠেছ যেন,
ও ভাব দেখিয়ে মরি! ত্রাসে প্রাণ কাঁপে !!
কুঝ্‌ঝটি কালিমা মাখা, আকাশ পাতাল ঢাকা!
প্রকাণ্ড প্রচণ্ড মূর্ত্তি! ভয়ঙ্কর কায়া !!
গহীন গম্ভীর ঘোর, নাজানি কি ভাবে ভোর,
বিলুপ্ত বিঘোর দেহে, স্তব্ধ নিজ ছায়া !!
দিগন্তর টলমল্‌, সিন্ধু ব্যোম রসাতল,
নিষ্পন্দ নিস্তব্ধ সব, ভয়ঙ্কর দাপে।
বিশ্বে যেন একি কায়া! ঘোর বিশ্বম্ভর ছায়া!
ও ভাব দেখিয়ে মরি! এ প্রাণ যে কাঁপে !!
ধরিয়ে গভীর ধ্যান, কাহারে ধিয়াও হেন,
দুরন্ত হিমানী গ্রী'ষ্ম, শীতে হ'য়ে সারা!

নিশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ. সমাধী যোগেতে শুদ্ধ.
কাহারে হৃদয়ে ধরি. আত্ম-জ্ঞান হারা !
বলহে কাহার লাগি, ঘোর যোগে ঘোর যোগী,
সপিয়ে দিয়াছ প্রাণ,——তুচ্ছ দেহ মায়া !
হাঃ কি ভীম দৃশ্য মরি ! শূণ্যে ও আকাশ ধরি !
ঊর্দ্ধমুখে হেরিতেছ, বিশ্ব পট ছায়া !
আমারে বলিয়ে দাও, গিরি ! তুমি কারে চাও,
এ হৃদি মিশায়ে লও, ও বিরাট ভাবে।
ক্ষুদ্র কীটাণুর প্রায়, ও দেহে মিলাই হায় !
ক্ষুদ্র সংসারেতে থাকি. কোন্ তুচ্ছ লোভে !
জ্বলন্ত আদর্শ তুমি, তরাইতে মর্ত্ত্য ভূমি.
বিষম তপেতে কিহে, স্বর্গে ল'য়ে যাবে ?
আমারে বলিয়ে দাও, গিরি ! তুমি কারে চাও,
এ হৃদি মিশায়ে লও, ও বিরাট ভাবে।
আমিরে উদাস গিরি ! বিষম জ্বালায় মরি !
সাপটি আমারে তুমি, ছায়া দানে ঢাক !
জুড়াও প্রাণের তাপ, তাপিতের মাও বাপ !
চরণের কোণে মোরে, লুকাইয়ে রাখ !
আরে——লুকাইয়ে রাখ !!

খর্জ্জুর বৃক্ষ।

(সত্তপ্ত যোগী)

——):০:(——

যোগে যেন যোগীজন, ধ্যানেতে দিয়াছ মন,
বিগলিত জটা জুট, ঊর্দ্ধমুখে খাড়া,
শিরে লম্ব জটা ভার, জীর্ণ দেহ শীর্ণাকার,
প্রকাণ্ড দীঘল বপু, হ'য়ে আত্ম হারা!
শীত, গ্রীষ্ম বজ্রতাপে, কঠোর যোগেতে যা'পে,
নিশ্চল অচল প্রায়, একিভাবে খাড়া।
কাহারে ধিয়াও হেন, ধ্যানে হ'য়ে নিমগন,
ঝঞ্ঝা ঝড় বর্ষা হিমে, হইলে যে সারা!!
হায় তব এই বেশ! তবু দয়া নাই শেষ,
জগতের উপকার রক্ত মাংস দিয়া!
আপন শরীর কাটি, দিছ সুধা পরিপাটি,
কাটিছে নির্দ্দয় লোক, হাতে ছুড়ি নিয়া!
যতই কাটিছে হায়! তত রস দিছ তায়,
দিতেছ ফলের ভোগ, মিষ্ট রসে ভরা
এমন তপস্বী জন, নিঃস্বার্থ সদয় মন,
মানব সমাজে কিহে, আছে এই ধরা?

ধন্য তুমি তরুবর! ধন্য তুমি কীর্ত্তিশ্বর!
ধন্য তব তপঃজপঃ, ধন্য তব দয়া !!
হ'য়ে তুমি গুরুজন, কর পথ প্রদর্শন,——
মজি ও তোমার ভাবে, ছে'ড়ে তুচ্ছ মায়া !
সত্য তব যোগ ধ্যান, সত্য তব দয়া দান,
নাহি ছল নাহি ভান, নাহি কারসাজি
নাহি ভাব ভোগ, মান, নাহি কষ্ট দুঃখ জ্ঞান,
নিঃস্বার্থ প্রকৃত যোগী, কোথা পাই আজি ?
কপট চাতুরী ভরা, স্বার্থে ভরিয়াছে ধরা,
সংসারেতে ভ্রুক্ষেপ, নাহি আছে কার ?
উপেক্ষিয়া ভোগ ভাগ্য, কে আছে যোগীর যোগ্য ?
তুমি বিনে তরুবর! সন্ন্যাসী কে আর ?
ধন্য তুমি তরুরাজ, তোমার অপূর্ব্ব কাজ !
ধন্য তব তপঃ জপঃ, ধন্য তব দয়া !
হ'য়ে তুমি গুরুজন, কর পথ প্রদর্শন,
মজি ও তোমার ভাবে, ছে'ড়ে তুচ্ছ মায়া !
আরে ! ছে'ড়ে তুচ্ছ মায়া !!

———

(প্রিয় বিরহী)

—:—

এইনা এইনা সেই, ঋতুর সঞ্চার,
এইনা সেদিন হায়। আসিছে আবার !
আবার না বহিতেছে, সেই সমিরণ,
করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কুজন।
ধরিতেছে ধরণীর, মনোহর বেশ,
বিচিত্র বরণ কত, অদ্ভুতের শেষ,
বিহারিছে নর নারী, কাতারে কাতার,
কতই না সুখে, খুলি মনের দুয়ার !
কেহ হাসে কেহ ভাষে, কেহ ভাবে গায়,
আহা ! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়ায় !!
মনের সন্তাপ হরে, চিন্তা করে দুর,
মরি কি সোহাগে মাখা, ভাবেতে বিভোর !!
নহেত অভাগা কেহ, আমার মতন,
অইনাহে সকলেরি, প্রফুল্ল বদন !
অইনা সবেই হেরি, ভাবে অপরূপ,
হায়রে কপাল্ ! তুই, কেবলি বিরূপ !
কেবলি তুইরে পোড়া, দুখের নিলয় !
আহা প্রাণ প্রিয়জন, কোথা এ সময় !!

কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দোসর,
এক মাত্র জীবনের, আশার সোসর,
কতইত মনে পড়ে. উছলে পাথার,
হায়রে কোথায় গেল, সেজন আমার!
জীবনের সার যেই, গেল সেই জন,
গেলনা কেবলি হায়, এ পোড়া জীবন!
কার পানে চাব আজ, যাব কার কাছে, !
ব্যথার ব্যথিত ভবে, কেবা আর আছে!
ব্যথার ব্যথিত মোর, কেবলি ঈশ্বর.
ছাড়িয়া ভবের আশা, তুষিতে অন্তর।
ভবের সাগরে নাথ, তুমিহে কাণ্ডার,
প'ড়েছি অকুলে আজ, কে করিবে পার?

সর্ব্বদা ধিয়াই যারে, আশা পক্ষ ভরে,
এখন সে প্রিয়জন, গেল কোথাকারে!
গেলে তুমি র'মু আমি, হেন কিবা পাপ?
কতই রে লেখা ভালে, দারুণ সন্তাপ!
কতই সহিব আর, শোকের দাহন,
সহেনাত আর হায়, সহেনা এখন!
বিদারি হৃদয় অহোঃ যাবে রে পরাণ!
যে'য়ে কেন যায়না ও, এ কোন বিধান?!
কঠিন পাষাণ! উহুঃ! কঠিন পাষাণ!!
নহিলে কি এতদিন, বাঁচে আর প্রাণ!

ধিক্‌রে জনম মোর, ধিক্‌রে জনম!
একান্ত অধম আমি, একান্ত অধম!
শুধিতে নারিনু ভবে, ভালবাসা ঋণ,
এই সে সন্তাপ অহো, র'লো চিরদিন!
পরিতাপ শক্তিশেল, বক্ষে গাথা যার,
জীবন মরণ ভবে, সমান তাহার!
কি কাজ বাঁচিয়ে তবে, কি কাজ জীবনে?
সদা দগ্ধ হ'তে হায়, চিন্তার দহনে!
আজি যদি থাকিতরে, আমার সে ধন!
আহা রে! নাজানি তবে, কি হ'ত ঘটন!
নাজানি কতই সুখ, উঠিত উথলি,
হায়রে সুখের চিন্তা! যারে তাহা ভুলি!
কি কাজ সুখের আশে, কিবা কাজ তার,
আশা মরিচিকা—ভাব, সদা ভবে যার!

হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয়, তব চিত্র পট,
যাহার দহনে প্রাণ, সদা ছটফট্‌!
র'য়েছ হৃদয়ে বটে—পাষাণের রেখা,
কিন্তু এ জনমে আর, পাবনাত দেখা!
আর কি হেরিব তব, সে চন্দ্র বদন,
আর কি জুড়াবে হায়! এ হৃদয় মন!

আর কি শুনিব সেই, ভালবাসা বোল,
আর কি আনন্দ ভোরে, হবরে আকুল!
আর কি মজায়ে মন, মজিবে কখন,
সে সুখের দিন হায়! কোথায়ে এখন!
গিয়েছে সেদিন মোর, গিয়েছে সেদিন,
সুখের সে সুখ রবি, হ'য়েছে বিলিন!!
নাইত এখন তার, কিছু নিদর্শন,
কিদিয়ে জুড়াব এবে, এ পোড়া জীবন!
আছে বটে প্রকৃতির, সেই সমুদয়,
কিন্তু কি কিছুতে তোষে, এ পোড়া হৃদয়?
আছেত এইনা সেই, সব ঠিক ঠাক্,
সেই পশু সেই পাখি, ফিরে ঝাকে ঝাক্,
সেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল,
সেই সে বিপিনে ভরা, প্রস্ফুটিত ফুল।
সেই ভাব সেই সব, দেখিবারে পাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই তুমি নাই!

জ্বলন্ত বিরহে জ্বলি, প্রীতির কৌশলে,
মূর্ত্তিমন্ত মূর্ত্তি তব, চিত্রি স্মৃতি-বলে।
ভূত-পূর্ব্ব কথা সেই; করিয়ে স্মরণ,
ধীরে ধীরে সংগোপনে, করিয়ে রোদন,

যখন যেদিকে হায়, ফিরাই নয়ন,
সেই পূর্ব্ব ভব-শোভা, করি দরশন!
সেই গিরী নদনদী, সেই সরোবর,
সেই সে আকাশে তারা, শোভে থরে থর।
সেই ঘর সেই দ্বার, সেই সব ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই,
কেবল তুমিই প্রাণ, ল'য়েছ বিদায়,
অকূল পাথারে ফেলি, অভাগারে হায়!

নাজানি কি দোষ, অহোঃ করিনু কখন,
তাই রোষ বশে ছাড়ি, গেলেহে এখন!
গেলে ছাড়ি আমি কিন্তু, ছাড়িবারে নারি,
কি কুহকে ভুলাইছ, বুঝিতে নাপারি,
কি ডোরে ক'রেছ আহা! মানস বন্ধন!
মুহূর্ত্ত ভুলিতে নারি, হই জ্বালাতন!
হেনত কেহই নহে, এই বসুধায়,
অইনা সবেই সুখে, ভাসিয়ে বেড়ায়!
অইনা সবারি মুখে, মধুমাখা হাস,
অইনা পূর্ব্বের সেই, প্রীতির আভাস!
অইনা সে পরিজন, সুখেতে মগন,
সেই পূর্ব্ব ধুমধাম, সেই আয়োজন!

সেই বৃক্ষরাজি, ফুল-ফলে অবনত,
সেই কল-কল্লোলিনী, বহে অবিরত,
সেই ঘাট সেই মাঠ, সেই সব ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই তুমি নাই!!
কেবল তুমিই প্রাণ! লয়েছ বিদায়,
কেবলি জ্বলন্ত চিতা, আমি বসুধায়!
জ্বলুক অনন্তকাল, তুমিরে জুড়াও,
শু'য়ে থাক প্রাণ ভরি, ঘুমাও ঘুমাও!
ঘুমাও রে প্রাণধন, রহ এইখানে,
দহুক এ অন্তর্দ্দাহ, জ্বলন্ত দহনে!
প্রতপ্ত প্রাণের হুহুঃ বজ্র-গরজন!!
দহুকরে ধূধূধূধূ! দগ্ধ হুতাসন!
শু'য়ে থাক জন্মশোধ, ঘুমাও রে সুখে,
আসিবেনা নিদ্রা আর, অভাগার চোখে!
আসিবেনা নিদ্রা আর, ঝড়িবেক বারি,
জীবন্ত সমাধী প্রাণ! আমি রে তোমারি!!!

(ভবসংসারে একা পথিক ।)

——):o:(——

জীবনের বেলাভূমি, ধূধূ স্বপ্ন গত ;
ভাবাগণা করি একা, টিটিপক্ষী মত !
অফুরন্ত কাল সিন্ধু, ঘোর নীরেকার ;
ফেণার উপরে ভাসি, তীরে বসি তার !
আকাশ পাতাল ঠেকা, অতৃপ্তি ভীষণ !—
হা করি রয়েছে মুখ, করিয়ে ব্যাদন !
সম্মুখে গর্জ্জিছে ঘোর, নৈরাশ্য দারুণ,
ভয়ে কাপি ক্ষণে বুঝি, গ্রাসী করে খুন !
এহেন শঙ্কট ঘোরে, আমি ক্ষুদ্র পাখি,
কাল ব্যাধ হানে যেন, কোন্ দণ্ডে থাকি !!
উড়ে গিছে বিহঙ্গম, মরালের কুল,
প'ড়ে আছে ধূধূ ভাভা, পুলিন বিপুল !
উ'ড়ে গিছে তোতা শ্যামা, বুলবুলার ঝাক,
উ'ড়ে গিছে চক্রবাকী, ছে'ড়ে চক্রবাক !
কোথারে সুখের সর ? সে সরসী কৈ ?!
সে মালঞ্চ শ্মশান রে ! পু'ড়ে পু'ড়ে ঐ !!

কৈ সেই সুধাস্রোত ? কোথা ক্ষীর-নদী ??
মরুভূ আজিরে তাহা ! শুষ্ক নিরবধি !!
ফোটেনা কমল তথা, ফোটেনা কুমুদ,
মিটেছে জন্মের তরে, সুখের প্রমোদ !
করেনা অপ্সরী-বালা, জল কেলি আর,
বিঘোর বিষাদ তথা, করে হাহাকার !!
সুখের অভাবে আজ, দুঃখ স্তুঞ্জ পড়ি,
হায় উঃ ! উদাস শোক, কান্দে রে আছাড়ি !!
হায় ! কোথা, জীবনের সে মধ্যাহ্ন বেলা ?
সন্ধ্যা নালাগিতে মরি ! ভাঙ্গি গেল মেলা !
খেলা দোলা ভাঙ্গি কোথা, গেল সঙ্গীগণ ?
আর কি করিবে কেলি, করি আগমন ?!
আর কি আসিবে কভু ? আর কিহে বসি ?
সুখের কলাপ গাবে, সুখ রসে রসি ?!
আর কি ঘটিবে ভাগ্যে, সে আনন্দ আর ?
আর কি ফুটিবে হেথা, কমল কহ্লার ?!
নাই সে সকল নাই ! মিটে গিছে সব
সুখের সঙ্গীত সেরে হ'য়েছে নীরব !!

উ’ড়ে গিছে বিহঙ্গম, মরালের কুল,
প’ড়ে আছে ধূধূ ভাভা! পুলিন বিপুল!!
উ’ড়ে গিছে তোতা, শ্যামা, বুল্‌বুলার ঝাক,
উ’ড়ে গিছে চক্রবাকী, ছে’ড়ে চক্রবাক!!
একা আমি বৈসে বৈসে, টিটিপক্ষী মত!
ভাবাগণা করি কত, ভুত ভবিষ্যত্‌।

কে না জানে "এ জীবন, কুহেলির ছায়া?"
কে না জানে "অনর্থ এ সংসারের মায়া?"
কে না জানে "একদিন, অবশ্য মরণ?"
তবু কেন পোড়া প্রাণ, মানেনা বারণ!
তবু কেন পোড়া মন ভালবাসা চায়?
ভালনা বাসিলে তারে, জ্ব’লে মরে হায়!
একা আসা একা যাওয়া, এই সার রীতি,
তবু কেন সঙ্গী মন, চাহে নিতি নিতি।
"আমি কার? কে আমার?" তবু কেন মন,
"আমার আমার" ভাবি, হয় উচাটন।
শুধু কিন্তু ভাবা নয়, জ্ব’লে পু’ড়ে মরে,
হায়! হেন দশা কোন্, দেবতার বরে?
মনে মনে নাজানি কি বিদ্যুতের তার,
না জানি কি মনে মনে, মারিছে ঝঙ্কার?

না জানি রে কত দূর, গিছে সেই ঘুড়ি
অবশ্য গিয়েছে বুঝি, পরলোক যুড়ি।
মানবের মনে মনে গাঁথা যেই তার,
মরিলেও থাকে বুঝি, টান তবু তার।
পরলোক তক বুঝি, তাহার বিস্তার,
নহিলে এহেন দশা, কেন রে আমার ?!
আজি হো'ক কালি হো'ক, কোনবা সুজন,
মনের সে "টেলিগ্রাম, করাবে দর্শন।
আজি হো'ক্ কালি হো'ক্ করিবে প্রচার,
অন্তরের "টেলিগ্রাম" করি আবিষ্কার।
আহা রে ! আমার ভাগ্যে, তাহা যদি হৈতো
কথেক এ ব্যথা তবে, কথেক তো যে'তো।
মনের সে টেলিগ্রামে, মারিয়ে ঝঙ্কার,
জানাতেম প্রিয়জনে, এ ব্যথা আমার !
জানাতেম এ দুঃখ রে, এ হৃদির তাপ,
জানাতেম অন্তরের হুতাশন দাপ !
বিঘোর বিষাদে এযে, কান্দাতেম তায়,
হুহুঙ্কারে দগ্ধ হৈতো, পরলোক হায়।
ভুলেও থাকিত যদি, যদি সেই জন,
তথাপি সম্বাদ দিয়ে দিতেম স্মরণ !
তথাপি জানায়ে তারে, করি জেদ, বাদ,
পাঠাতেম হায় ! তারে, এদুঃখ সংবাদ !!

এইযে বিষাদ ঘোরে, আছে এ জীবন,
এই যে একাকী ভাসি, পক্ষীটি মতন,
এই যে এতই দুঃখ! এত দীন হিন!
তবু রে তথাপি সুখ, হৈতো একদিন!——
এক দিন, এক দিন! বুঝিতেম্ হায়!
বুঝিতেম্ সেও ওরে, ছাড়েনি আমায়!
কিন্তু এবে কোথা সেই?—কোথা ভালবাসা ??
কোথা তার সে প্রেমের, অনন্ত পিপাসা?
কিছু নাই! কিছু নাই! নাই কিছু আর!
সুধু আমি দগ্ধ পোড়া "স্মৃতি চিহ্ন" তার!!
আমি গেলে মিটে যায়, যায় চিহ্ন সব;
মিটে যায় সে প্রেম রে, অনন্ত দুর্লভ!!
আহা! কি সে এই তরে, ভালবেসে ছিল?
না বাসিতে ভাল তারে, আগে চ'লে গেল!
আগেই নিভিয়ে গেল, অভাগার আশা!
সেই প্রেম—আজি কিনা, তার এই দশা!!
সৃষ্টি বিনিময়ে যেই, অতুলিত ধন,
জগত ঢুড়িলে যাহা, না হ'ত মিলন;
আজি কিনা সেই প্রেম!—সেই ভাল বাসা ?!
আজি কিনা সেই প্রেম—তার এই দশা!!
আজি কিনা সে প্রেমের চিহ্ন টুকু নাই;
আমি গেলে মি'টে আরো, যায় সে বালাই!!

এমনি না মিটে ২ যায় আরো কত ?
এমনি না মিটে গিছে, লাইলী শত শত ?
এমনি না মিটে গিছে জোলেখা ইউসফ্
মিটে গিছে শত শত ব্রজবালা সব !
এমনি না তার মত গিছে রাম সীতা
সুধু মাত্র ভেদ এক কবিতার গাঁথা !!
কবিতার ডোরে মাত্র গাঁথা আছে হার !
কিন্তু প্রেম কোথা কম ? আমায় প্রিয়ার ?
কিসে সেই হৃদ মন, কিসে হ'ল কম ?
হায় ! এই মত গেল আরো কত জন !!
এমনি না মিটে ২, গেল আরো কত ?
এমনি না মিটে গিছে, লাইলী শত শত !
এমনি না মিটে গিছে, জোলেখা ইউসফ্,
মিটে গিছে শত শত, ব্রজবালা সব !
এমনি না তার মত, গিছে রাম সীতা,
সুধু মাত্র ভেদ এক, কবিতার গাথা !!
কিন্তু সেই হৃদি মন, কিসে হল কম ?
হায় ! এইমত গেল, আরো কত জন !!
হায় ! এইমত কত, শত শত ফুল,
বিজনে পড়িল ঝরি, ছেয়ে তরুমূল !
বিজনে হইল লীন ! কে করে সন্ধান ?!
কেবা শোনে নির্জ্জনের বুলবুলার গান ?!

কে শোনে রে বুল্‌বুলার ক্রন্দনের রোল ?!
বনে মিটে বনে সেই, বন-পাখি বোল !!

বনে ফোটে বন ফুল, বনে পুনঃ ঝরে,
বনের বুল্‌বুলা হায় ! বনে কেন্দে মরে !!
নির্জ্জন সঙ্গীত মরি ! নির্জ্জনেতে মিশে,
বাতাসে মিশিয়ে যায় ! চিহ্ন রহে কিসে ?!

আমিও মিশিব ওরে ! কোন্ দণ্ডে জানি,
মিশিবে বিম্বের মত, ছায়া বাজি খানি !
এমনি এমনি মিশে, যায় আরো কত !
মিশে গেল অনীলের, সঙ্গে শত শত !
উ'ড়ে গেল বিহঙ্গম, মরালের কুল,
প'ড়ে র'লো ধূধূ ভাভা ! পুলিন বিপুল !!
উ'ড়ে গিছে তোতা, শ্যামা, বুলবুলার ঝাক !
উ'ড়ে গিছে চক্রবাকী, ছে'ড়ে চক্রবাক !!
একা আমি বৈসে ২, টিটিপক্ষী মত,
ভাবাগণা করি কত, ভূত ভবিষ্যত !!

—:—

দগ্ধ তরু ।

——) :(——

চারিদিকে ধূধূ ভাঙ্গা, সংসারের মরু !!
মধ্যখানে খাড়া আমি, শুষ্ক দগ্ধ তরু ।
শত ঝঞ্ঝা, শত ঝড়, শত বজ্রঘায়,
ভেঙ্গে গিছে ডাল পালা, দগ্ধ এবে কায় !
ভেঙ্গে গিছে আগা গোড়া, ভেঙ্গে গিছে মূল,
উড়ে গিছে প্রভঞ্জনে, কবে পাতা ফুল !!
উড়ে গিছে ঝঞ্ঝাবাতে, দেহের বল্কল
পুড়ে পুড়ে দাবদাহে, ভস্ম সে সকল ।
প'ড়ে আছে জর্জ্জরিত শুষ্ক সুধু কায়,
ভুজঙ্গ ক'রেছে বাসা, কোটরেতে হায় !
আপনি জ্ব'লেছে বহ্নি, আপনার তাপে,
ধিমি ঝিমি দহি শেষ, কবে জানি জাপে !!——
কবে জানি ভস্ম শেষ, কবে জানি হই !
হায় রে ! পূর্ব্বের সব, গেল মোর কৈ ?!
এক দিন এক দিন !! সেই এক দিন,
বসিতেক মোর তলে, কতশ নবীন !
করিতেক কেলি সুখে, কত প্রেমি জন,
কত শত রাজা প্রজা, হতো সম্মিলন ।
হৈতো কত অনুগত কত শত মোর,
নিতেক আশ্রয় কত, দুঃখে পড়ি ঘোর ।

করিতেক তপঃ জপ, কত সাধুজন;
করিতেক ফল ফুল, কত আস্বাদন !
করিতেক আনা গোণা সবে রাত্র দিন,
বসিতেক মোর তলে; কত দীন হিন !
বসিতেক মোর তলে, কত বা নবীন,
একদিন ছিল মোর, সেই এক দিন !!
করিতেম ছায়া দান, কত জীব নরে,
সেই তরু দহি আমি, তপনের করে !!
সেই তরু পুড়ি পুড়ি, এবে পু'ড়ে ছাই !
ছায়া পাব দূরে ! কারো দেখা ভাগ্যে নাই
সেই আমি উচ্চ শির, ছিনু যেই হায় !
ধরাসনে ধরাগত, এবে তারি কায় !!

আশয়েতে সমুন্নত, বিস্ময়েতে বড়,
বিক্রমে বিশাল মহা, ছিনু যেই দড় ;
গৌরবে উন্নত বাহু, মানে ঊর্দ্ধ শির
সৌন্দর্য্যে আছিনু যেই শোভা ধরণীর ।
সৌভাগ্যেতে ভাগ্যমন্ত, ধৈর্য্যে ছিনু ধীর
গুণে ছিনু গুণবন্ত, ধর্ম্মে ছিনু স্থির
অটল প্রতিজ্ঞাভরে, কর্ত্তব্যেতে বীর
আপন সামর্থে সদা, আছিনু গম্ভীর ।

গুণে ছিনু গুণবন্ত, ফলে ফলবান,
উচ্চতায় উচ্চ ছিনু, পর্ব্বত সমান;
কিন্তু আমি সেই তরু, সেই আমি হায়!
ধরাসনে ধরগত, আমারি সে কায়!!

নয়ন আনন্দ কর, শ্যামল সুন্দর
আহা কিবা পত্রচয়, চারু মনোহর!
পড়িয়ে শিশির বিন্দু, মুক্তা নিরমল,
বিভাসিত চন্দ্রালোকে, করি ঝলমল!!
বাদিত্র-বাদন জিনি, স্বর স্বন স্বন,
পবন-পরশে মরি! জুড়াতো শ্রবণ।
কাঁপায়ে কাঁপায়ে যেন, কাওলাতের সুরে,
বহিত সে সুধাধ্বনি, অনীল সুদূরে।
স্নেহমাখা অনুপম, স্নিগ্ধ দরশন,
আছিল অপূর্ব্ব কিবা, বিচিত্র বরণ!
কিন্তু এবে সেই মোর, সেই পত্রচয়
পবন তাড়নে ওড়ে, হয়ে ধূলীময়!
হায় এযে সেই আমি, সেই তরু হায়!
ধরাসনে ধরাগত, আমারি সে কায়!!

নবোদগত নবপীত, নবীন মুকুল
নয়ন রঞ্জিত মরি! মঞ্জুরী মঞ্জুল;
তরুণ অরুণ-ভাতি,—প্রভাতি কিরণ
পরশি করিত আহা! কি শোভা ধারণ!!

হিল্লোলে হিল্লোলে হেলি, কল্লোলিত বায়
ভুবন ভুলা'তো ভাবে, মরি কি শোভায় !!
মরি কি অপূর্ব্ব সেই, বাসন্তি বাহার
কুকিল কুহরে হৈত, মধুর ঝঙ্কার !!
কুজিত কলাপী কুল, কাকলি সুস্বর
ঝরিত অমৃত মরি ! লহরে লহর !!
বিললিত বিনোদিত, বিকচ পল্লল
কি শোভা ধরিত তাহে, শিশির উজ্জ্বল !
কিন্তু সেই শোভা কৈ ? কৈ সে বাহার ?!
কৈরে কোথায় গেল, সে দীন আমার ?
স্মানে মানে, সুশোভনে, ছিনু যেই হায় !
ধরাসনে ধরাগত, এবে তারি কায় !!
বিকশিত হ'তো যবে, রঙ্গ রঙ্গ ফুল
অপূর্ব্ব শোভায় সবে, করিত আকুল !
প্রস্ফুটিত কুসুমের সে মধুর বাস
ভুবন মাতায়ে যবে, করিত উদাস।
পরিমল লোভে তার, মত্ত অলি কুল,
গুণন গুঞ্জনে যবে, হইত ব্যাকুল ;
পাগল হইয়ে যবে, বুলবুলার ঝাক্
মধুর সুস্বরে গে'য়ে, লাগাইত তাক্,
মরিরে তখন কিবা ! কিবা সে বাহার !
দিগন্ত পুলক ভরে, হইত গোল্‌জার !

কিন্তু এবে কোথা সেই, সেই শোভা আর ?
কোথা সেই পরিমল ? কোথা সে বাহার ?
কোথা গেল ফল ফুল ? কোথা গেল অলি ?
সে সুখ বিহঙ্গ কুল, কোথা গেল চলি ?
কৈরে কোথায় গেল, সে দিন আমার ?
যায় তো সংসারে সবে, এমনি প্রকার।
যায় তো এমনি যায়, সংসারের যত
ঐশ্বর্য্য, গরিমা, জাঁক, সব শেষে গত !!
কোথা থাকে ধন মান, কোথা থাকে জাঁক্ ?
কোথা থাকে শক্তি বল ? কোথা ডাক্ হাক্ ?!
বুদ্ধি শুদ্ধি যত সব, যায় রসাতলে,
কেবা কার সঙ্গী সাথী, নিদানের কালে ?!
নিদানে পলায় ছেড়ে, ভাই বন্ধু সব
নিদানে যায় রে হায়! ঐশ্বর্য্য বিভব!
ধন বল জন বল, কিন্তু কিছু নয়,
সকলি নিষ্ফল হায়! নিদান সময় !!
কেহ কি খোজে রে আজ, সেই তরু বৈ'লে
এই তো এ ভগ্ন দেহ, এই যায় দৈলে!
এই তো এখন তারা, অন্য ছায়া আশে
সেই তো এখন তারা, যায় আশে পাশে।
সেই তো এখন সেই, বিহঙ্গম গণ——
হায় রে! আমার সেই, অনুগত জন !!

সেই তো এখন তারা, অন্যস্থানে যায়;
সেই আমি ব'লে ক্ষণে, আর কি সুধায় ?!
আর কি যাঁচেরে মোর, সেই ফল ফুল ?!
মধু নাই উ'ড়ে গিছে, যত অলি কুল!
স্বার্থের সংসার হারে! স্বার্থ সুধু চায়,
সম্পদের ভাই বন্ধু, নিদানে পলায়!
আহা! আমি রাত্রদিন সহি কত দুঃখ!
যাহাদিকে বিলায়েছি, কতশত সুখ,
যাহাদিকে করিয়াছি, শত শত দান,
তারা কিনা এবে মোর, করে অপমান!
উপকার করিয়াছি, যেই নারী নরে
তারাইত পু'ড়ে পু'ড়ে, এবে দগ্ধ করে!
মিষ্ট ফল ভার আমি, দিছি যেই জনে
সেই মোরে কুঠারেতে, কাটে এইক্ষণে
দিছি যারে ছায়া আমি, দিছি প্রাণ দান
এবে মোরে কে'টে সেই, করে খান খান!!
হায় রে সংসার হায়! স্বার্থের কেবল,
সম্পদের হাসি খুসি, নিদানে বিফল!
নিদানে কোথায় থাকে, ঐশ্বর্য্য বিভব?
নিদানে পলায় ছে'রে ভাই বন্ধু সব!!

(জীবনে প্রতারিত নির্জ্জন নিবাসী।)

—— :০: ——

বারম্বার পরীক্ষিয়া অদৃষ্ট আমার,
বুঝিয়াছি এ জীবনে দুঃখ মাত্র সার।
কি কাজ আশায় আর? কি কাজ ভাষায়?
প'ড়ে আছি এক কোণে, দশম দশায়;
প'ড়ে আছি সংসারের, ক্ষুদ্র এক কোণে
নাহি ভ্রূক্ষেপ কেহ, গণে কিনা গণে!
অই শুনি হৈ চৈ, ভীম তোল পাড়,
ভীম প্রভঞ্জনে যেন, দলে ত্রিসংসার।
উঠিয়াছে সংসারের, ঘোর কলরব,
দুর্দ্দম আশার বসে, ছুটিয়াছে সব,
কিন্তু সাধ যে'তে নাই, ওদিকেতে আর,
ও তুফানে সর্ব্বশ্বান্ত, হ'য়েছে আমার!
ও ভিড়েতে ভাঙ্গিয়াছে, হৃদয়ের হাড়,
ওখানে ঠ'কেছি যে'য়ে, ঠেকি বারম্বার!
ঠকিতে ঠকিতে আমি, ঠকি বহুবার,
চতুর হ'য়েছি শেষ, বিশেষ এবার।
ঠকি'য়ে খে'য়েছি মাটি, মনে আছে বে'শ,
ঠেকিতে ঠেকিতে ভাল, শিখিয়াছি শেষ,

মনে আছে সর্ব্ব কথা, চিনি সর্ব্ব জন,
অসময়ে নহে কেহ, কাহারো আপন!
বিশেষ যাহারা এই, দেবতার ন্যায়
দেখিয়াছি দানবের, শেষ তারা হায়!

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,
রূপেতে নয়ন ভুলে, গুনে ভুলে মন!!
রূপে ভুলিতাম যবে, আছিল যৌবন,
যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে ভুলে মন!

কতশত ভুগি সুখ, কত সুধা পিয়া,
আস্বাদিনু যৌবনের, রস নিঙ্গারিয়া।
নিষ্পেশিয়া সংসারের, ভোগ ভাগ্য যত,
পরীক্ষিনু একে একে, রূপ গুণ কত!
পরীক্ষিনু শক্তি, বল, ক্ষমতা বিস্তর,
কত শত রাজ্য, দেশ, মথি নিরন্তর!
কত রাজ, কত রাণী, কত অণিকিনা,
কত বা পণ্ডিত, বীর, ধর্ম্মের ধর্ম্মিনী,
কত দেব, কত দেবী, কত বিদ্যাধরী,
হেরিলাম কতইত, রূপের মাধুরী
কিন্তু কৈ পারিলাম, তোষাইতে মন?
রূপের অনলে আরো, দহিল যৌবন!
ভোগেতে ভাগেতে আরো, জাগিল বিকার,
জীবন যৌবন পুড়ি, হইল অঙ্গার!

পুড়িনু রূপের তাপে, পতঙ্গের প্রায়,
এহেন দুর্লভ জন্ম, বৃথা গেল হায়!

কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝিনু এখন
রূপেতে নয়ন ভোলে, গুণে ভোলে মন!

এক দিন! এক দিন! হায় এক দিন!
যেই কালে এ জীবন, আছিল নবীন——

বলের বিক্রম ছিল যৌবনের কালে,
বলে নাহি ভজি এবে গুণে মন ভোলে

বলের সম্মান ছিল, যখন যৌবন,
যৌবন গিয়েছে এবে গুণে মজে মন।
যৌবনের মদগত, জীবনের শেষ!——
ভাল মন্দ বুঝিতেছি, এবে সবিশেষ।
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন
বলেতে শরীর বদ্ধ, গুণে বদ্ধ মন।
"সুগুণ" স্বর্গীয় ধন, দেবত্বের প্রাণ,
"বল" আসুরিক ভাব, বিষের আধান।
বলে নহে কার্য্য সিদ্ধ, গুণে সিদ্ধ সব,
বিষ সত্ত্বে তাই পুনঃ, সুধার উদ্ভব।
হায়রে সে দিন নাই, এদিন এমন
শক্তির সে শাক্ত ভাব, না খাটে এখন।
পলিত হ'য়েছে দেহ, গলিত দশন
যৌবনের মদ গর্ব্ব, কোথাহে এখন?

কাঞ্চন চম্পক-চ্ছটা, ছিল যে বরণ,
বিকট আজিরে তাহা, কোটরে নয়ন!
ইন্দ্র, চন্দ্র যিনি যেই, রূপের বাহার
আজিরে প্রেতের মুর্ত্তি, বদন তাহার।
অই যে যুবক গুলা, দৈত্যদল প্রায়,
কতনা করিছে ঘৃণা, হেরিয়ে আমায়?
অই যে যৌবন-গর্ব্বী, প্রমত্তের দল,
আমার উপরে কত, করিতেছে বল;
আমার উপরে কত, করি অত্যাচার,
স্বার্থক বলিয়ে ভাবে, জন্ম আপনার
আমার উপরে করি, বিজ্ঞতা প্রকাশ,
অই যে বাচাল গুলা, করে উপহাস।
হা কপাল! হা কপাল! হায় একদিন!
আমিও ওদের চে'য়ে, ছিলাম নবীন!
আমিও ওদের চে'য়ে, ছিনু বাবু ভাই,
রূপের বাহারে কত, মুর্চ্ছা যেতো ঠাই
ওদের মতন কত শত, পঙ্গপাল,
পদে দলিতাম যেন, পিপিলী জাঙ্গাল
ওদের মতন কত, কোটি কোটি জন
দর্পে দলিতাম সদা, কীটানু যেমন।

ওদের মতন কত, শত বুদ্ধিমান
থুক্ দিয়ে উড়াতেম, করি তুচ্ছ জ্ঞান;
কত শত শক্তি, বল, কত পরাক্রম,
দিবানিশি দলিতাম, করি কত ক্রম।
দিবা নিশি দহিতাম, কত শত তেজ!
কত বা ক'রেছি খর্ব্ব, না সহিয়ে ব্যাজ;
কত রাজ্য কত জাতি, কত জন পদ,
কাঁপায়েছি মুহূর্ত্তেকে, আঘাতি এ পদ।
কিন্তু হায়! কিন্তু হায়! হায় সেই দিন
সে দিনত দিন নাই! আজি একদিন!!
একদিন একদিন, ছিনু একদিন,—
আমিও ওদের চে'য়ে ছিলাম নবীন!!
আমিও ওদের মত, ছিলাম প্রবল
ওরাও আমার মত, হইবে দুর্ব্বল।
ওরাও আমার মত, হবে কদাকার,
আমা চে'য়ে হবে আরো, কুৎসিত আকার।
আকাশের সূর্য্য সম, প্রতাপ আমার
আছিল, এখন তাহা, সবি অন্ধকার!
ছিলাম আমিরে যবে, কন্দর্প যেমন,
ও তুচ্ছ অধম গুলা, কৈ ছিল তখন?
কৈ ছিল অস্তিত্ব? আর, কৈ ছিল উদ্ভব?
দেখিলাম তৃণ সম, জন্মিতে ওসব!

ভৃগের মতন পুনঃ ছে'য়ে ধরাতল,
ওরাই করিছে পুনঃ, আসুরিক বল!'
হা কপাল! হা কপাল! এই হ'ল শে
কালস্য কুটিলা গতি, নাবুঝি বিশেষ।
না বুঝি, না বুঝিলাম, আমি মূঢ় মতি
কালের কি ধারা এই? এই কাল গতি?!
সে দিন ত দিন নাই, এদিন এমন!
বলে নাহি গলে প্রাণ, প্রেমে গলে মন।

বলে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তিভরে
গলি এবে যদি কেহ, পদ-সেবা করে।

প্রত্যয় না করি আরো, মুখের কথায়,
সোণা বিনিময়ে কাঁচ, না কিনি হেথায়।
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন
ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন।
বল আসুরিক ভাব, পশু ব্যবহার-
ছল্ সে জলের ছিটা, বিজুলি প্রকার।
কতক্ষণ থাকে বল, কতক্ষণ ছল??
ছল, বল, দুইই শেষ, যায় রসাতল!'
ছলে বলে কত কাল, ভুলে আর মন?
রূপে অবশ্যই কিন্তু, ভুলে কিছুক্ষণ।

রূপেতে নয়ন বদ্ধ, গুণে বদ্ধ মন,
রূপ ক্ষণকাল তরে, গুণ সর্ব্বক্ষণ।

রূপে ভুলিতাম যবে, আছিল যৌবন
যৌবন গিয়েছে এবে, গুণে মুগ্ধ মন।
গুণে ভুলি, কিন্তু নাই, রূপে আরো টান
দেখিতে দেখিতে রূপ হ'য়েছি পাষাণ।
পাষাণ হ'য়েছে আঁখি, রূপ সৈয়ে সৈয়ে,
পাগল হ'য়েছে মন, গুণ লৈয়ে লৈয়ে।
রূপে নাহি গলে প্রাণ, গলে ভক্তি ভরে,
এবে গলি যদি কেহ, পদ-সেবা করে।
প্রত্যয় না করি আর, মুখের কথায়,
সোণা বিনিময়ে কাঁচ, না কিনি হেথায়।
ঠকিয়ে ঠকিয়ে আমি, ঠকি বহুবার,
চতুর হ'য়েছি শেষ, বিশেষ এবার।
বারম্বার পরীক্ষিয়া, অদৃষ্ট আমার
বুঝিয়াছি এজীবনে, দুঃখ মাত্র সার !!
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,
ছলে বলে নাহি ভুলে, গুণে ভুলে মন।
ছলে বলে নাহি গলি, গলি ভক্তি ভরে,
গলি এবে যদি কেহ, পদ সেবা করে।
হায় ! কি প'ড়েছি দেখি, কলি মহা ঘোর !
চোর হ'ল সাধু যারা, সাধু হ'ল চোর !
দেশে থাকা হ'ল ভার, ঘরে থাকা দায়,
সোণা থু'য়ে রাঙ্গ কিনে, একি সহা যায় ?!

শিষ্টের আদর নাই, আদর দুষ্টের,
আদর হ'য়েছে সুধু, দুষ্টামী, নষ্টের,
আদর হ'য়েছে সুধু ছল বঞ্চনার,
কপট হ'য়েছে দেখি, ভরিয়ে সংসার।
এ ভবে কেবল দেখি, মুখের চটক,
ভুজঙ্গ ভেকের বর, কন্যার ঘটক,
ইন্দুরের সুরক্ষক, হ'য়েছে বিড়াল;
বাঙ্গি-বনে মোড়ল্ গিরী, লয়েছে শৃগাল।
ঝালিম্ ঝালিম্ ব্যাঘ্র গুলি, পালেরে ছাগল,
দেখিয়ে দেখিয়ে শেষ, হ'য়েছি পাগল!
দেখিলাম এইতক, আর্ কি জানি দেখি!
আর্ কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী!!
পরিতাপে মালা জপে, তপস্বী বিড়াল,
তীর্থে যে'য়ে গঙ্গা নে'য়ে, সাধু ফেরু-পাল;
গোবধের দায় কান্দে, ব্যাঘ্র মহাশয়,
মাছ্ খাবেনা মাছ্ খাবেনা, চিলা বকা কয়।
হাড়্গিলা রাখেরে রোজা, খেয়ে নিরামিস।
বাজ্‌বহড়া পাতে আর, লয়না আমিস!
কুক্কুর মুণ্ডা'লো মাথা, প্রায়শ্চিত্ত করি,
মাছের্ মায়ের্ পুত্র-শোকে, উদে মরে ঝুরি।
পর দ্রব্য আর্ ছোবেনা, শক্ত কিরা করি,
ইন্দুরেরা পাড়ায় পাড়ায়, সভা করে ঘুরি।

সভা করে দেশে দেশে, হুল্লুক ভল্লুক,
পশুপতি হাতে আর, থোবেনা মুল্লুক,
সভা করে ঘুড়ী ঘোড়া, সভা করে হাতী,
সভা করে ষাঁড়্, পাঠারা, হ'তে সাধু সভী।
হায়্ কি দেখি! হায়্ কি দেখি! আর্ কি জানি দেখি!!
আর কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী!!
নাবুঝিনু নাসুঝিনু, আমি মূঢ় মতি,
কালেরই ধারা এই! কালেরই গতি!!
কি দেখিনু! কি হইল!! আর্জানি কি দেখি!
আর্জানি কি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী!
সে দিনত দিন নাই! এদিন এমন!!—
সে দিনের সেই ভাব, কোথারে এখন?
দেখিলাম পূর্ব্বাপর, দেখিনু সকল,
যা দেখিনু তাতেইত হইনু পাগল!!
এই যে পাগল তবু, তবু নাহ স্থির
দেখিতে দেখিতে শেষ, হইনু অস্থির!——
দেখিলাম কত দেব, কত বিদ্যাধরী,
কতইত দেখিলাম রূপের মাধুরী!
কত সতী! কত সধবা, কত শুদ্ধ প্রাণ,
হেরিলাম কতইত মূর্ত্তিমতী ত্রাণ!
হেরিলাম কত বিবী, কত বুয়াজান্
হেরিলাম কতশত, পবিত্র পরাণ!

কতবা "ফাদার" আর, কতবা "মাদার"
কত বা "মাতাজি" আর, কত বা "সিস্‌টার"
"সিস্‌টার" "মিষ্টার" আর, কত "বেরাদর"
কত "সাধু" কত "সাধ্বী" ভাগবত-অন্তর।
কত বা "মুছুল্লি, মোল্লা" "হাফেজে কোরাণ"
কত বা "মোত্তাকি" "কাজি" "হাজী" "মওয়াজ্জান"!
কতইত হেরিলাম বিবী বুয়াজান!
কতই বা দেখিলাম পবিত্র পরাণ!!
কিন্তু কৈ পারিলাম, তোষাইতে মন?!
কৈ কোথা পাইলাম, শুদ্ধ খাটী ধন?!
পাইলাম কোথা আর, শুদ্ধ খাটী সোণা?
"আস্ত" ব'লে পাব সাধ, শেষে পানু "সোনা"।
কৈ আর পারিলাম, তোষাইতে মন?
কৈ কোথা? ভুলিলাম অসহ্য দহন!!
দহন দাহনে মরি! পুড়িনু বিশেষ,
ফাকি আর ফুকি আর, বুঝিলাম শেষ!!
বুঝিলাম ফাকি ফুকী, সংসারের ধারা,
বুঝিয়ে, বুঝিয়ে শেষ, বু'ঝে হনু সারা!!
যা বুঝিনু যা দেখিনু, তাতেই পাগল!—
পাগল হইয়ে শেষ আছি ত, কেবল।

হায়্ কি দেখি! হায়্ কি দেখি!! আর্ কি জানি দেখি!
আর্ কি জানি দেখিবারে, রহিয়াছে বাকী!
সে দিনত দিন নাই, এ দিন এমন!
কাঞ্চন কাচের ভেদ, বুঝেছি এখন,
বুঝেছি বুঝেছি ভাল, আমি মূঢ় মতি,
কালেরই ধারা এইই! কালেরই গতি!!

—:—

বিশ্ব কলঙ্কী।

—):(—

মুখে মাখি কালি চুন, করিয়াছি কালি
মাথায় লয়েছি তুলি, কলঙ্কের ডালি।
সবে মোরে চিনে ভাল, কলঙ্কী এ নাম,
এ'স কেবা সঙ্গে যাবে, এ'স রাজ-ধাম!
কাজ কিবা পাড়া পল্লী, কাজ কিবা গ্রামে?
সোজা সুজি চ'লে যাব, উচ্চ রাজ-ধামে।
পরিচয়ে কিবা কাজ? চিনে সর্ব্ব জন,—
কলঙ্কী বলিয়ে নাম, বিখ্যাত ভুবন!
মহিষ না শৃঙ্গী হ'ল, শৃঙ্গী হল "ভ্রীং" *
আমার মাথায় সুধু, গজায়েছে সিং!

* ভ্রীং=কোঁকড়া সিং বিশিষ্ট এক জাতির হরিণ।

সবেইত শ্যামে ভজে, শ্যাম্ ছাড়া নাই,
একা হ'ল বৃন্দাবনে, কলঙ্কিনী রাই!
ধন্য ধন্য জগতের, ধন্য সুবিচার!—
মোহন মূরত শ্যাম, কালা নাম তার!
অন্ন ছাড়ি সুরা পান, মিটেনাত ক্ষুধা,
বিষম গরল তারে, লোকে বলে সুধা!
আমি দহি দিবা নিশি, সংসারের তায়
পোড়া লোকে মন্দ ভাষি, অধিক জ্বালায়
আমি ঠেকি অহর্নিশি ঘোর দুঃখ দায়!
মন্দ লোকে নিন্দা করি, কিবা ফল পায়?
আমি সহি দিবা নিশি সংসারের দুঃখ-
লোকে মোরে নিন্দা করি, কিবা পায় সুখ?
একা করিয়াছি পাপ, একা সহি তাপ,
লোকে মোরে নিন্দা করি, কিবা পায় লাভ?
নাহি ছাড়ে জাতি ধর্ম্ম, উই, ইন্দুরের,
অনর্থক নষ্ট করে, দ্রব্য সংসারের।
নিন্দা করে সৈ'তে নারি, নিন্দিলে বিপদ,
কহিতে সহিতে হায়! উভয়ে শঙ্কট!——
আমি যদি করি নিন্দা, একে হয় আর
থে'তো বটী হয়ে উঠে, খর তরবার!

আমি যদি কহি কথা, জলে অগ্নি জ্বলে,
অপরের দোষ রাশি, গুণ সবে বলে।
তেইলের মাথায় তৈল, ঢালে সর্ব্বজন
রুক্ষ কেশে আমি পাই, ধূলি নিক্ষেপণ !!
ভাল যদি কহি আমি, মন্দ বলি রোষে,
গুণ হয়ে দোষ হল, কপালের দোষে !!

নিন্দে মোরে সৈ'তে নারি, নিন্দিলে বিপদ
কৈতে নারি, সৈ'তে নারি, উভয়ে শঙ্কট !—
কহিতে আপন দুঃখ, পর-গ্লানি হয়,
তবে কি কর্ত্তব্য করি, বলুন্ মহাশয় !

যখন অদৃষ্ট যার, হয়েন বৈমুখ,
সব্ চেয়ে ভাল তার, হয়ে থাকা চুপ।
বিপদে নীরব, ধৈর্য্য, মঙ্গলের কাজ,
বিপদে ধৈরজ ধরে, পণ্ডিত সমাজ !

ভাগ্যে যাহা নাহি ঘটে, চেষ্টাতে কি হয় ?
সকলি নিষ্ফল হায় ! হ'লে অসময় !
অসময়ে বিষ হয়, দিলে চিনি দুধ !
"মা" না বৈ'লে "মামী" বলে, উদরের পুত !!
সময় হইলে মন্দ, মধু লাগে ঝাল।
ছাগে চাটে দর্প ভরে, শার্দ্দূলের গাল।

অদৃষ্ট হইলে মন্দ, সব বিপরিত,
আম গাছে ফলে নিম, ঘটে অচরিত !
অদৃষ্ট হইলে বাদী, বাদী বিশ্বময় !
অন্যে দূরে থাকু তার, আপ্ত পর হয়।
অদৃষ্ট টলিলে ডোবে, শুক্‌নো ঘাটে নাও !
মাটি ফে'টে বে'র হয়, জ্যান্ত বাঘের ছাও।
অদৃষ্ট টলিলে কাটে, স্বপনের সাপে,
নিয়তি টুটিলে আর, রাখে কার বাপে ?

অদৃষ্ট হইলে ভাল, ভাল হয় সব ;
কাঠের পুতুল করে, মানিক্য প্রসব।
অদৃষ্ট ফিরিলে ফিরে, গাং ভাটা সোত
সেঁধে ডাকে "বাবা ডাক" অপরের পুত।
অসম্ভব যত কিছু, সম্ভব তা হয়,
সৌভাগ্যের কালে কিছু, অসম্ভব নয়।

হায় রে পড়েছি আমি, অদৃষ্টের পাকে !
কলঙ্কী বলিয়ে লোকে, তাই মোরে ডাকে !!
অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, নাজানি কি পাপ,
তাই রে কাটিল মোরে, আস্তিনের সাপ !
কারে দিব দোষ আমি; কার মন্দ ভাল ?——
আমারি কপাল সুধু, আমারি কপাল !!

কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,
কপালই মূল হায়! কপালই মূল!!
কপালই জাত ভাত, কপালই রূপ,
কপালে ভিকারী করে! কপালেই ভূপ,
কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,
কপালই মূল হায়! কপালই মূল!!

কারে দিব দোষ আমি? কার মন্দ ভাল?——
আমারি কপাল স্থধু, আমারি কপাল!!
কপালের দোষে মম, এ দশা রে আজ,
হিন লোকে তুচ্ছ ভাবে, কহিতেও লাজ!

ক্ষুদ্র লোকে তুচ্ছ করে, কৈত্তে অপমান
সৈ'তে পুনঃ মর্ম্মপীড়া, মৃত্যু সম জ্ঞান।
ক্ষুদ্র লোকে তুচ্ছ করে, বরং সহাযায়;
কিন্তু মহা দুঃখ হায়! জ্ঞাতীর নিন্দায়!
জ্ঞাতী হয়ে নিন্দা করে, বিষম সে দুঃখ!
অসহ্য জ্ঞাতীর স্পর্দ্ধা! দগ্ধ করে বুক!!
তীর, গোলা, বজ্র, শেল, সব্ স'তে পারি
গর্ব্বিত জ্ঞাতীর বাক্য কিন্তু স'তে নারি!

গর্ব্বিত জ্ঞাতীর বাক্য, সৈত্তে নারি হায়,
উদাসীন হনু তাই, ঠেকি ঘোর দায়।

গর্ব্বিত জ্ঞাতির বাক্য, সৈতে নাহি পারি,
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির, হৈলা দেশান্তরি!
জ্ঞাতির গর্ব্বিত বাক্য, সহ্য যদি যে'তো,
রাম ভক্ত বিভিষণ, কভু নাহি হৈত।
না হৈত লঙ্কার ক্ষয়, বানরের হাতে,
সোণার ভারত আজ, না যে'তো প্রপাতে।
জ্ঞাতির গর্ব্বিত বাক্য, অসহ্য দহন,
তাই লঙ্কা-কাণ্ড, তাই কুরুক্ষেত্র-রণ।
তাই সে আঠার পর্ব্বে, রচনা ভারত,
তাই সে পৃথুর চিতা, জ্বলে এ যাবত।
তাই ইন্দ্র প্রস্থ আজ, হস্তিনার ক্ষয়,
তাই আজ রাজ স্থান, রাজ্যের বিলয়!
তাই সে দহিছে আজ, কত মহা দেশ,
মোস্লেম রাজত্ব তাই, এ ভারতে শেষ।—
শকাঙ্কিত জঙ্গের যে, শোনিতের রাগ,
শত সিরাজের রক্তে, যাবে না সে দাগ।
হায় রে! জ্ঞাতির গর্ব্ব, কি কঠোর হায়!
প্রাণ যাবে তবু নাহি, সহ্য তাহা পায়!!
সহ্য হয় নরকের, অসহ্য দহন,
সহ্য হয় তীর গোলা, বজ্র নিক্ষেপণ।
সহ্য হয় জগতের, যত কিছু সব,
জ্ঞাতির গর্ব্বিত ভাব, সহ্য অসম্ভব!!

সেই সৈতে পারে যার, দেহে নাই প্রাণ,
কে সহিতে পারে যেই, সমানে সমান ?!
সমান শোনিত যার, সমান আশয়,
সমান বুনিয়াদ যার, সমান বিষয় ;
একই বংশেতে যার, সমান উদ্ভব,
সে সবে জ্ঞাতির গর্ব্ব, একি অসম্ভব !!
বিশেষ স্বাধীন যেবা, স্বাধীন অন্তর,
স্বাধীন মানস যার, তীক্ষ্ণ নিরন্তর !
অত্যুচ্চ হিমাদ্রি সম, যার উচ্চ মন,
গর্ব্বিতের গর্ব্ব সেকি, সহে কদাচন ?
সেকি কভু নত হয়, পাষণ্ডের কাছে ?
পাপিষ্ঠের পাপাচারে, সেকি প্রাণে বাঁচে ?
হো'ক ছোট, হো'ক ক্ষুদ্র, হো'ক হিন বল,
যদি থাকে হৃদে তার, যদি মহাবল !
যদি থাকে সত্য বল, যদি থাকে তেজ,
ধরিবে সে নিজ মূর্ত্তি, ধরিবে না ব্যাজ।
ধরিবে সে নিজ মূর্ত্তি, ধরিবে আপনি,
না সহিবে গর্ব্বিতের, তুচ্ছ গর্ব্ব বাণী।
স্বভাবের সিদ্ধ যাহা, কে খণ্ডাবে তায় ?
দুর্জ্জন জ্ঞাতির দ্বেস, দুরন্ত সে হায় !
দুরন্ত জ্ঞাতির দ্বেসে, এ দশা ত আজ,
প্রাণে মাত্র বেঁচে আছি, উদাসীন সাজ !!

সহিয়ে অসহ্য জ্বালা, হইয়াছি শেষ,
ছাড়ি জীবনের মায়া, ঘুরি দেশ দেশ!
ছাড়ি জীবনের মায়া, ছাড়ি প্রাণ আশ,
এ নব বয়সে করি, তরুতলে বাস!
হায় রে! আমার দিন, ফুরাবার নয়।
আমার কপালে বুঝি, নাই সু সময়!!
সুসময় অসময় ঘোরে, পালা প্রায়;
আমার কর্ম্মের ভোগ, কেন নাহি যায়?।
কবে যাবে এ দুর্গতি, কবে হবে ক্ষয়?
আহা রে! আমার ভাগ্য, রাহু গ্রস্থ ময়!
যেই আমি পরাক্রমে, তপনের প্রায়,
সেই আজি ধরাতলে, ধূলিতে লুটায়!
যেই আমি মহাবল, প্রলয়ের ন্যায়,
সেই আজি তুচ্ছভাবে, কান্দিয়া গড়ায়!
যেই আমি সমুন্নত, ছিনু এক দিন,
সেই আমি আজি হায়, অধের অধীন।
সেই আমি আজ হায়, পথের কাঙ্গাল,
সিংহেরে ঘেরিছে আজ, পিপীলি জাঙ্গাল।
চান্দেরে দলিছে আজ, পেচকের দল,
দেবের উপরে উহুঃ! দানব প্রবল!
কি সাধ্য বাচিবে সেই, বিধি মারে যাকে,
আহা রে! প'ড়েছি আমি, অদৃষ্টের পাকে!

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, তাই বাদী সব!
তাই হা! হইল মাটী, অনন্ত বিভব!!
কারে দিব দোষ আমি, কার মন্দ ভাল?
আমারি কপাল শুধু! আমারি কপাল!!
কপালের তুল্য নয়, রূপ গুণ কুল,
কপালই মূল হায়! কপালই মূল!!

———:০০:———

(প্রিয় বিরহী।)

——):(——

এইনা এইনা সেই, ঋতুর সঞ্চার,
এইনা সে দিন হায়! আসিছে আবার!
আবার না বহিতেছে, সেই সমিরণ,
করিতেছে বিহঙ্গম, মধুর কূজন।
ধরিতেছে ধরনীর, মনোহর বেশ,
বিচিত্র বরণ কত, অদ্ভুতের শেষ!
বিহারিছে নর নারী, কাতারে কাতার,
কতই না সুখে খুলি, মনের দুয়ার!
কেহ হাসে কেহ ভাষে, কেহ ভাবে গায়,
আহা! প্রিয়জন সঙ্গে, পরাণ জুড়ায়!!—
মনের সন্তাপ হরে, চিন্তা করে দূর,
মরি কি! সোহাগে মাখা, ভাবেতে বিভোর!!

নহেত অভাগা কেহ, আমার মতন,
অই নাহে সকলেরি, প্রফুল্ল বদন!
অইনা সবেই হেরি, ভাবে অপরূপ,
হায়রে কপাল! তুই, কেবলি বিরূপ!
কেবলি তুইরে পোড়া, দুঃখের নিলয়!
আহা প্রাণ প্রিয়জন, কোথা এসময়!!
কোথায় রহিল এবে, প্রাণের দোসর?
এক মাত্র জীবনের, আশার সোসর!
কতই না মনে পড়ে! উছলে পাথার!—
হায়রে কোথায় গেল, সে জন আমার?!
জীবনের সার যেই, গেল সেই জন,
গেলনা কেবলি হায়, এ পোড়া জীবন!!
কার পানে চাব আর, যাব কার কাছে?
ব্যথার ব্যথিত ভবে, কেবা আর আছে?!
ব্যথার ব্যথিত মোর, কেবলি ঈশ্বর,—
ছাড়িয়ে ভবের আশা, তুষিতে অন্তর!
ভবের সাগরে নাথ! তুমিহে কাণ্ডার,
প'ড়েছি অকূলে আজ, কে করিবে পার?
সর্ব্বদা ধিয়াই যারে, আশা-পক্ষ-ভরে,
এখন সে প্রিয়জন, গেল কোথাকারে!

গেলে তুমি রনু আমি, হেন কিবা পাপ?
কতই রে লেখা ভালে, দারুণ সন্তাপ!
কতই সহিব আর, শোকের দহন?
সহেনা ত আর হায়, সহেনা এখন!
বিদারি হৃদয় অহো, যারে রে পরাণ!
সেত গেল তুই র'লি, এ কোন বিধান?
কঠিন পাষান উহুঃ! কঠিণ পাষাণ!!
নহিলে কি এতদিন, বাঁচে অন্ধ প্রাণ?
ধিক্‌রে জনম মোর, ধিক্ এ জনম,
একান্ত অধম আমি, একান্ত অধম!
শুধিতে নারিনু ভবে, ভালবাসা-ঋণ,
এইতো সন্তাপ অহো, র'ল চিরদিন!
পরিতাপ-শক্তিশেল, বক্ষে গাথা যার,
জীবন মরণ ভবে, সম ভাব তার।
আজি যদি থাকিতরে, আমার সে ধন!
আমরি! নাজানি ভবে, কি হ'ত ঘটন!!
নাজানি কতই সুখ, উঠিত উথলি!
হায়রে সুখের চিন্তা! যারে তাহা ভুলি!
কি কাজ সুখের আশে, কিবা কাজ তার?
আশা-মরিচিকা-ভাব, সদা ভবে যার
কি কাজ বাচিয়ে তার? কিবা কাজ জিয়া?
চিন্তার দহনে যার, সদা দগ্ধ হিয়া!

হৃদয়ে অঙ্কিত প্রিয় ! তব চিত্র পট,
তাহারি দহনে প্রাণ, সদা ছট ফট্ !
র'য়েছ হৃদয়ে বটে—পাষাণের রেখা,
কিন্তু এ জনমে আর, পাবনাত দেখা !
আর কি হেরিব তব, সে চন্দ্র বদন,
আর কি জুড়াবে হারে ! এ হৃদয় মন !
আর কি শুনিব সেই, ভালবাসা-বোল ?
আর কি আনন্দ ভোরে, হবরে আকুল ?!
আর কি মজায়ে মন, মজিবে কখন ?
সে সুখের দিন হায় ! কোথা বা এখন ?!
গিয়েছে সে দিন মোর, গিয়েছে সে দিন !
সুখের সে সুখ-রবি, হ'য়েছে বিলীন !!
নাই'ত এখন তার, কিছু নিদর্শন !
কিদিয়ে জুড়াব এবে, এ পোড়া জীবন ?!
আছে বটে প্রকৃতির, সেই সমুদয়,
কিন্তু কি কিছুতে তোষে, এ পোড়া হৃদয় ?
আছেত এইনা সেই, সব ঠিক ঠাক্,
সেই পশু সেই পাখি, ফিরে ঝাকে ঝাক্
সেই রবি সেই শশি, সেই গ্রহ কুল;
সেই ও বিপিনে ভরা, প্রস্ফুটিত ফুল।
সেই ভাব সেই সব, দেখিবারে পাই,
কেবল তুমিই প্রাণ ! সেই তুমি নাই !!

—:—

জ্বলন্ত বিরহে জ্বলি, প্রীতির কৌশলে,
মূর্ত্তিমন্ত মূর্ত্তি তব, চিত্রি স্মৃতি-বলে।
ভূতপূর্ব্ব কথা যত, করিয়ে স্মরণ,
ধীরে ধীরে সংগোপনে, করিয়ে রোদন!
যখন যে দিকে মরি! ফিরাই নয়ন,
সেই পূর্ব্ব ভব-শোভা, করি দরশন!
সেই গিরি নদ নদী, সেই সরোবর,
সেই সে আকাশে তারা, শোভে থরেথর!
সেই ঘর সেই দ্বার, সেই সব ঠাঁই,
কেবলি তুমিই প্রাণ, সেই তুমি নাই!
কেবল তুমিই প্রাণ, ল'য়েছ বিদায়!
অকুল পাথারে ফেলি, অভাগারে হায়!

—:—

নাজানি কি দোষ, অহোঃ! করিনু কখন,
তাই রোষ বশে ছাড়ি, গেলেহে এখন!
গেলে ছাড়ি আমি কিন্তু, ছাড়িবারে নারি,
কি কুহকে ভুলাইছ, বুঝিতে না পারি!
কি জোরে করেছ আহা! মানস বন্ধন!
মুহূর্ত্ত ভুলিতে নারি, হই জ্বালাতন!
হেন ত কেহই নহে, এই বসুধায়!
অইনা সবেই সুখে, ভাসিয়ে বেড়ায়?!

অইনা সবারি মুখে, মধুমাখা হাস ?!
অইনা পূর্ব্বের সেই, প্রীতির আভাস!
অইনা সে পরিজন, সুখে নিমগন ?!
সেই পূর্ব্ব ধুমধাম্, সেই আয়োজন!
সেই বৃক্ষরাজি, ফুল-ফলে অবনত,
সেই কল-কল্লোলিনী, বহে অবিরত!
সেই ঘাট সেই মাঠ, সেই সব ঠাই,
কেবলি তুমিই প্রাণ! সেই তুমি নাই!
কেবল তুমিই প্রাণ! লয়েছ বিদায়!
কেবলি জ্বলন্ত চিতা, আমি বসুধায়!!
জ্বলুক অনন্ত কাল!!—তুমিরে জুড়াও,
শু'য়ে থাক প্রাণ ভরি, ঘুমাও ঘুমাও!!
ঘুমাওরে প্রাণধন! রহ অই খানে,
দহুক এ অন্তর্দ্দাহ, জ্বলন্ত দহনে!
প্রতপ্ত প্রাণের হুহু, বজ্র-গরজন!!
দহুক রে ধূধূ ধূধূ! দগ্ধ হুতাসন!
শু'য়ে থাক জন্মশোধ, ঘুমাওরে সুখে,
আসিবেনা নিদ্রা আর, অভাগার চোখে!
আসিবেনা নিদ্রা আর!—সার অশ্রু-বারি!
জীবন্ত সমাধি প্রাণ! আমি রে তোমারি!!!

——::——

কিরণ প্রভা

—— ০:——

(আভাস)

ভারত বর্ষ প্রেমের লীলা ক্ষেত্র, কৃষ্ণ রাধিকার স্থায় মূর্ত্তিমন্ত প্রেমের দেবতা, এবং শ্রীগৌরাঙ্গের স্থায় সাক্ষাৎ প্রেমের অবতার বাস্তবিকই তাহার উপযুক্ত ! জগৎ হইতে প্রেমও কখন ফুরাইবে না, রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনীও কখন আর পুরাতন হইবেক না। এই ভারত ভিন্ন আরব, পারস্য, মিসর, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্য সমূহও প্রেম সম্বন্ধে সামান্য সৌভাগ্য শালী নহে ; তত্তাবত দেশ প্রেমের চির কর্ষিত সুপ্রাসিদ্ধ উর্ব্বর ক্ষেত্র বটে। ইউসফ্ জোলেখা, লাইলা মজনু, শিরী খছরু প্রভৃতির উদ্দাম প্রেম-প্রবাহও সেই সকল দেশের সুবিশাল অমৃত পয়স্বিনা সদৃশ বহমান ; সমস্ত পৃথিবী পূর্ব্বাপর তাহার সুস্নিগ্ধ হিল্লোলে চির মুহ্যমান। সৌভাগ্যশালী কবিদিগের কবিতার অমৃত বর্ষণে সেই সমস্ত আরোও এক জীবন্ত মোহকরী ভাব ধারণ করিয়া জগতে অতীব বিস্ময় বিহ্বলতার আবছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই বিঘোর কলি যুগের মধ্যে আজি এই সামান্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা দ্বারা যে কয়েকটী প্রচ্ছন্ন প্রেমের জ্বলন্ত উৎস উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রিয় বঙ্গবাসী দিগকে উপহার প্রদান করিতেছি, ভরসা করি তাহার চির সুস্নিগ্ধ অমৃত ধারা পানে কথঞ্চিৎ তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন। হয়ত এক সময় ইহার প্রবল প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া এই বিদগ্ধ পোড়া প্রাণের ন্যায় কত বা উদ্ভ্রান্ত প্রাণ, আত্ম হারা তৃণবৎ

যুগান্তের তরে ভাসিয়া যাইবে; হয়ত ইহার ক্ষুদ্র স্রোতে কত শত জীবনের ভাঁটা মাটি পর্য্যন্ত উৎসন্ন হইয়া অকূল সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে। কিন্তু আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! যে, ভাষায় আমার তেমন বল নাই, কল্পনায় তেমন অধিকার নাই, কবিত্বের তেমন প্রবীনতা নাই; অধিকন্তু রীতিমত কাব্যাকারে গঠন করিবার জন্য এস্থলে ক্ষেত্রও তেমন প্রসারণ করা হয় নাই। যদি বঙ্গ দেশে কোন উদ্দমশীল প্রকৃত ভাবুকের দল থাকিয়া থাকেন, যদি বাস্তবিক কোন সিদ্ধ হস্ত কবি অতঃপর বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করেন, তবে আমার এই অভাব অবশ্যই পূর্ণ করিয়া দরিদ্র বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন, অবশ্যই প্রকৃত কাব্যাকারে ইহা সুসজ্জিত করিয়া জগৎকে বিমুগ্ধ করিবেন; এইটী আশা রহিল। ঈশ্বর ভাবিয়া ভবিষ্যৎ কবি সমাজ এবং প্রমত্ত ভাবুক বৃন্দের নিকট এইটী বিনিত প্রার্থনা থাকিল। আমার সময় অল্প, আমার জীবন সাহিত্য সংসারের অন্য কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত !!

বাঙ্গালীরা কবি হইতে জানেন, প্রেমিক হইতে পারেন; কিন্তু কবিতার ভাষা কি, তাহা জানেন না; প্রকৃত প্রেমের বিষয় কি, এবং মর্ম্মস্থলের কথা কি, তাহা বুঝিতে প্রয়াসী হন না। অনেকে নাটকে, নভেলে, এবং গদ্য প্রবন্ধে বেশ বাহাদূরী দেখাইতেছেন সত্য, কিন্তু বঙ্গভাষা কবিতা অংশে এতদূর দরিদ্র যে, তাহা ভাবিলে দুঃখে মর্ম্ম-পীড়িত হইতে হয়। "হিয়া দগদগি, পরাণো পোড়াণী ভাষা" দুই একটী লোকেই এদেশে কথঞ্চিৎ লিখিতে পারেন। পূর্ব্বকালে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি মহাত্মারা প্রেমের ভাষার গঙ্গা যমুনা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সে সেই এক কাল! ও সেই এক ভাষা ছিল। আধুনিক কবিদিগের

অধুনাতন পৃথক ভাষা, পৃথক রকমেরই বিচিত্র২ ভাব সকল বিদ্যমান বটে ; কিন্তু তাহাতে উন্মত্ত প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ-তাড়না নাই, প্রেম মদিরা-প্রমত্তকরা প্রাণ-ভরা উদ্দাম ভাব রাশি নাই। ফলতঃ এমন একটা পরিতৃপ্তি তাহাতে নাই, যাহা উপভোগ করিয়া প্রাণ মন শীতল হইতে পারে ; আর সেই মধুরতার মদিরা সুপানে বিশেষ একটা চিরস্থায়ী ভাব বিষম উত্তেজিত হইয়া অন্তর রাজ্যে চির জাগ্রত থাকিতে পারে। যে ভাষা প্রাণের মধ্যে বিদ্ধ হয়, এবং সুতীক্ষ্ণ রূপে অন্তরে বাজে ! তাহার নামই "মর্ম্মের ভাষা" তাহাকেই বলে "প্রেমের ভাষা।"

আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগের শ্রেষ্ঠ গুরু মান্যবর হেম চন্দ্র বনার্জ্জি বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে "মদন পারিজাত" এবং "চিন্তা তরঙ্গিনীতে" ভাবের ও প্রেমের ভাষার যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া যেরূপ ভাব ও যেরূপ প্রেমের বিচিত্র চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক পরিমার্জ্জিত সুরুচি সম্পন্ন শিক্ষিত দিগের নিকট তাহা নিতান্ত উপাদেয় উপভুগ্য বটে। হেম বাবুর "দয়িতের পত্র" কাব্য জগতের এক চমৎকার সৃষ্টি !! "পারিজাতের" করুণ বিলাপ প্রেম শাস্ত্রেরই প্রকৃত ভাষা ! দেহের জন্য যেমন আহার আছে প্রাণের পরিতৃপ্তির জন্যও তেমন খাদ্য সামগ্রী রহিয়াছে। কাব্য ও কবিতা এবং যোগ উপাসনা তাহার মধ্যে প্রধানতম। জাতি বিশেষ ও জীব বিশেষে সেই খাদ্য যেমন অনেক স্থলে নিদৃষ্ট হইয়াছে ; বাঙ্গালীর মনো প্রাণের জন্যও তেমন চির অভ্যস্ত বাঙ্গলার জিনিষ চাই। তাই কীর্ত্তিবাসী রামায়ণে "সীতাহারা রামের বিলাপ" কাশিদাসী মহাভারতে "পুত্র হারা গান্ধারীর রোদন" ও জ্ঞাতি হন্তা "যুধিষ্টিরের খেদ" এবং সীতার বনবাসে "সীতায় বিদায়" এবং অন্যান্য বাঙ্গালা

গ্রন্থসকলের বিষয় বিশেষ উপভোগ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয় মন যেপ্রকার প্রকৃত পরিতৃপ্তি লাভকরে, অন্য ভাষায় তেমন নহে। তাই বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী ভাবুকের পক্ষে "ঔদাস্য ভাব" ও "প্রেম-কাহিনী" শুনিতে হইলে হেম বাবুর ভাষা প্রাণের মধ্যে বড় লাগন লাগে !! অল্পেই যেন হৃদয় ভরিয়া উথলিয়া ওটে !! "ঈশান বাবুর" "যোগেশের" ভাষাও কম মর্ম্মস্পর্শি নহে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ প্রেমিক কবিদিগের এইরূপ সহজ উদার ভাষার প্রতি সুদৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। "কিরণ প্রভা" ও "অরুণ ভাতির" ভাষায় যদি তদ্‌সম্বন্ধে কেহকে বিন্দু মাত্রও সাহায্য করিতে পারে তবে এই তুচ্ছ জীবনকে চির কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

(পরিচয়।)

পুরাকালে এসিয়া মহাদেশের পশ্চিম ভাগস্থ সমুদ্র নিকটবর্ত্তী কোন সমৃদ্ধিশালী ভূমি খণ্ডে এক পরম পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ধন জন, জাতি কুল, রাজ্য, সম্ভ্রম, বুদ্ধি পরাক্রম এবং রূপ, গুণ, কীর্ত্তি যশে কিছুতেই কিছু তাঁহার অভাব ছিল না। কিন্তু একমাত্র সন্তান অভাবেই সেই সোণার সংসার বহুদিন ব্যাপী ঔদাস্য বিষাদের নিকেতন হইয়া উঠিয়াছিল। বহু সাধ্য সাধনা এবং দান ধ্যানের পর, সেই নরপতির একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মে। আনন্দ উল্লাসে তাহাতেই দেশ ভরিয়া যায় !!

সুখ সৌভাগ্য কাহারও চিরস্থায়ী নহে, "সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ" জগতেরই স্বাভাবিক নিয়ম। রাজ কন্যার সপ্তম বর্ষ বয়সের সময় তাঁহার গর্ভধারিণীর মৃত্যু ঘটে, ষোড়ষ বৎসরের সময় পিতাও ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তখনকার সেই দেশ প্রচলিত নিয়মানুসারে রাজকুমারীই রাজ্যেশ্বরী হইয়া রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। রাজ কন্যার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কিত ও পিতৃ-বংশ-সমুদ্ভূত একজন পরম রূপবান, পরম গুণবান, ও পরম নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মপরায়ণ রাজ কুমার, পূর্ব্ব হইতেই রাজ কন্যার এক পরিবার ভুক্ত, এবং রাজা ও রাজরাণী কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। রাজকন্যা যখন শিশু এই নবীন রাজ কুমার তখন ছোট বালক, রাজ কন্যা যখন বয়স্থা বালিকা, রাজকুমার তখন কৌমার্য্যের প্রথম সোপানে পদার্পণ করেন। আর রাজ বালা যখন রূপসী ষোড়ষী, তখন ইনি নব যৌবনের বাসন্তি জ্যোৎস্নায় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। রাজকান্যা যেমন ভুবন বিজয়ী অসামান্যা রূপ লাবন্যবতী ছিলেন, রাজ কুমারও তেমন শত কন্দর্প, সহস্র ইন্দ্র চন্দ্রকে রূপে গুণে পরাস্ত ও স্বর্গের শোভা বিধ্বস্ত করিয়া ধরাতলে সুশোভিত হইয়াছিলেন। কেবল রূপে নহে, কেবল বংশ-মর্য্যাদা ও জাত্যংশে নহে, বিদ্যা বুদ্ধি এবং অশেষ বিধ গুণ পরাক্রমেও এই রাজ কুমার তখন পৃথি-বীতে অদ্বিতীয় হইয়া ছিলেন। রূপে নয়ন ভোলে, গুণে মন ভোলে; সুতরাং রাজ কন্যা ও রাজকুমার পরস্পর পরস্পরের রূপে গুণে বাল্যকাল হইতেই প্রমুগ্ধ ছিলেন; কিন্তু পবিত্রতা ভিন্ন অপবিত্রতার লেশ মাত্রও তাহাতে স্পর্শিতে পারিয়াছিলনা।

শেষে রাজকন্যা যখন সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হন, রাজকুমারকে তিনি তখন সর্ব্ব প্রধান অমাত্য পদে বরণ করেন। রাজ কুমার অসাধারন পরিশ্রম, অসামান্য পরাক্রম, এবং অতুলনীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও অপূর্ব্ব শ্রুত দয়া, দাক্ষিন্য, স্নেহ, সৌজন্য প্রভৃতিতে অল্প কাল মধ্যেই সাম্রাজ্যের অশেষ বিধ শ্রীবৃদ্ধি সাধন, অসম্ভবপর পরিবর্দ্ধন ও অলৌকিক কল্যাণ বিধান করেন। তৎপর ইহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আত্ম সমর্পণ করতঃ উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া চির সুখী হইতে মনে২ সিদ্ধান্ত ও আভাসে২ প্রকাশ্যেও প্রকাশ করেন। চিরকালই এনিয়ম প্রচলিত আছে যে, একের ভাল অন্যে দেখিতে পারে না, একের উন্নতি অন্যের চক্ষু শূল!! সুতরাং তখনও তাহাই ঘটিল, তখনও সেই রাজ্যের বহুবিধ লোকে ঈর্ষানলে দগ্ধিভূত হইয়া রাজ কুমার ও রাজকুমারীর সুখের পথে কণ্টক বিছাইতে চেষ্টান্বিত হইল। রাজকুমারীর রূপলাবন্যও তখন এক প্রধান, শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। যেহেতু তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অনেকানেক রাজকুমার বিবাহের প্রস্তাব করিলে রাজকন্যা তাহা প্রত্যাখ্যান করেন; তাহাতে তাঁহারা মর্ম্ম-পীড়িত হইয়া অসন্তুষ্ট জন-সমাজের দল বল আরও বৃদ্ধি করেন। রাজকন্যার আত্মীয় স্বজন ও অপরাপর অমাত্যগণ স্বীয়২ অভিষ্ট সিদ্ধিতে অকৃতকার্য্য হইয়া, পরিশেষে সকল বিঘ্ন বিপত্তির হেতু মূল মন্ত্রী বর রাজ কুমারকেই রাজ্য হইতে অপসারিত করার চেষ্টান্বিত হন। প্রথমতঃ তাঁহারা রাজকন্যার নিকট রাজকুমারের বিরুদ্ধে নানা প্রকার বলিয়া কহিয়া কার্য্যোদ্ধারে অশক্ত হন। শেষ এক দিন তাঁহারা গোপনীয় ষড়যন্ত্রে, সকলের সমবেতে রাজপুরী

আক্রমণ পূর্ব্বক রাজ কন্যা সহ রাজ কুমারকে কঠোর ভাবে অবরোধ করিয়া তাঁহাকে রাজকুমারীর নিকট হইতে পাশবিক বল প্রয়োগে বিচ্ছিন্ন করতঃ পৃথক এক কারাগারে রুদ্ধ করেন। পরিশেষে উত্তাল তরঙ্গ-বেষ্টিত বিশাল সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী কোন এক দুর্গম দ্বীপের মধ্যে নির্ব্বাসন দেন। এদিকে রাজকন্যাকেও তাঁহারা কারারুদ্ধ করিয়া অশেষ যন্ত্রনা প্রদান করিতে থাকেন। তাহাতে তিনি অতি অল্পদিনেই মৃত্যু মুখে পতিতা হইয়া ঐশ্বরিক এক ঘটনা ক্রমে পুনর্জ্জীবিতা হন, এবং অলৌকিক ভাবে অলৌকিক জীবন লাভ করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক, রাজ-কুমারের শোকে উন্মত্তার ন্যায় দেশ দেশান্তর পরিভ্রমন করিতে করিতে দুঃখ লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার রাজ্য দেশ ছত্র দণ্ড সমস্তই সম্পূর্ণরূপে শত্রুকুলের হস্ত গত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের পক্ষে বিপদ যতদূর হইতে পারে তাহা রাজকন্যার ভাগ্যে ঘটিবার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ওদিকে কুমার ঘোরতর নির্ব্বাসন অবস্থায় রাজকুমারীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক আত্ম-জ্ঞান-হারা উন্মাদ হইয়া ওঠেন, এবং একদা গভীর নিশিথ যোগে দুর্দ্দান্ত প্রহরী গণের অজ্ঞাতসারে আত্ম ঘাত করিবার মানসে অকূল সমুদ্রে ঝাপাইয়া পড়েন। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গ-তাড়নে অল্প সময়ের মধ্যেই বহুদূর ভাসিয়া যান, এবং মৃতবৎ অবস্থায় কোন এক দেশস্থ একজন পোত বাহী বণিকের পোত-সংলগ্ন হন। সেই পোতাধ্যক্ষ বণিক বহু দূর-দর্শী জ্ঞানী ও বিদ্বান্ লোক ছিলেন, তিনি শবের অবয়ব সন্দর্শন করিয়া কোন সম্ভ্রান্ত লোকের দেহ বিবেচনায়, ও তাহাতে এখনও প্রাণের

সঞ্চার আছে অনুমানে, তাড়াতাড়ি উত্তোলন পূর্ব্বক সমুচিত প্রতিকার করিতে থাকেন। তাহাতে ঈশ্বরের অপূর্ব্ব মহিমায় রাজকুমার চেতনা লাভ করেন, এবং কথক দিন সেই বণিকের সহবাসে থাকিয়া বিশেষ স্নেহ মমতায় আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি তখনও উন্মনস্ক অবস্থাপন্ন থাকেন ও সম্পূর্ণ আত্ম-গোপন করিয়া পলায়নের সুযোগ অনুসন্ধান করেন। ইতিমধ্যে একদা ঘটনা ক্রমে প্রিয়তমা রাজকন্যার অঙ্গস্থিত একটী রত্নাভরণ সেই সওদাগরের হস্তে হটাৎ তিনি দেখিতে পাইয়া অতীব ব্যাকুল হইয়া ওঠেন! কিন্তু বহু চেষ্টাতে কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া তদ-সম্বন্ধে নানাবিধ জিজ্ঞাসা বাদ ও কথোপকথনের পর অবগত হন যে, বণিক বর উক্ত অলঙ্কারটী রাজকন্যার দেশস্থ কোন এক শবরের নিকট হইতে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন তাহার নাম ধামের ঠিকানা পর্য্যন্তও তিনি বর্ণনা করেন, এবং কুমারকে নিতান্ত উৎসুক দেখিয়া সেই আভরণটী বণিকবর তাঁহাকে দান করেন। বহুদিন পরে চির আরাধ্যা প্রিয়জনের নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া কুমারের মনে এক অলৌকিক ভাবের উদয় হয়, এবং অকস্মাৎ তাঁহার মনে২ কুমারীর মৃত্যু বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। তখন তিনি আর সুস্থির থাকিতে নাপারিয়া বণিকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও ছদ্মবেশ ধারণ করতঃ কিরাতের সাজ সজ্জায় সেই অলঙ্কার বিক্রেতা ব্যাধ সমীপে উপস্থিত হন। কয়েকদিনের ব্যবহারে তাহার সহিত কুমারের বেশ মিল মিশ ঘটে; কিন্তু তিনি এমন ভাব অবলম্বন করেন যে, শবর তাহাকে ঘুণাক্ষরেও চিনিতে

না পারিয়া কোন বিদেশীয় ব্যাধ-জাতি বলিয়াই বিশ্বাস করে। মাসাধিক কাল গত হইলে একদিন নির্জ্জনে নানা প্রসঙ্গে রাজ কুমার সেই শবরের নিকট রাজ কুমারীর প্রসঙ্গাদি উত্থাপন করেন, এবং রত্ন আভরণটী বাহির করিয়া তাহাকে দান করেন, ও "সেই আভরণটী সে কোন বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল কিনা ?" জিজ্ঞাসা করেন। এই ঘটনায় শবর বর অতীব চমৎকৃত হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অতী সংগোপনে, অতীব বান্ধব জ্ঞানে, ভাঙ্গিয়া বলে যে, "রাজকুমারীর প্রকৃত মৃত্যু ঘটে নাই, এখনও বোধ হয় তিনি বাচিয়া আছেন, এবং এখনও যদি স্বদেশে তিনি ফিরিয়া আইসেন, তবে পুনঃ রাজ সিংহাসন ও নির্ব্বাসিত প্রিয়পাত্র রাজ কুমারকে অবশ্যই পাইতে পারেন। যেহেতু তাঁহাদের বিপক্ষ গণের শাসন, ব্যবহারে দেশস্থ প্রজা পুঞ্জ সন্তুষ্ট নহে, তাহারা এইক্ষণ রাজকুমার ও রাজ কুমারীর জন্য বিশেষ রূপে লালায়ীত রহিয়াছে। এমন কি সেই শবর জাতিয় দস্যু বিশেষেরা রাজ কুমার এবং রাজ কুমারীর শত্রু দলকে সমূলে বিনাশ করিতে কৃত সংকল্পান্বিত হইয়া বিশেষ ব্রতে ব্রতী হইয়াছে। আর একথাও সে বলে যে, রাজ কুমারীর মৃত্যুর দিন তাঁহার পবিত্র দেহ গোরস্থানে গোর দিলে, তদ্‌সংলগ্ন অলঙ্কার ও মুল্যবান বস্ত্রাদির প্রলোভনে, তাহারা কথিপয় শবর জাতিয় দস্যু সন্মিলিত হইয়া, সেই গভীর নিশিথে সমাধি স্থান খনন পূর্ব্বক রাজ কন্যার দেহ উত্তোলন করতঃ বেশ ভূষা আদি সমস্ত অপহরণ করে ; এবং রাজকুমারের অঙ্গস্থিত বহির্ব্বাস একখণ্ড যাহা শত্রুগণ কর্ত্তৃক পরিত্যাক্ত হইয়াছিল, তাহা আহরণ করতঃ তদ্দারা সেই মৃত দেহ জড়াইয়া প্রান্তর সন্নিহিত বিঘোর অরণ্য-ধারে ফেলিয়া

রাখে। তাহার কয়েক দিন পর একদা রজনী শেষে, সে একাকী সেই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে ২ এক নির্জ্জন গিরি-কন্দরে ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র সমীপে রাজ কন্যাকে অসামান্য তেজঃপুঞ্জ বিমণ্ডিত স্বর্গীয়া দেবীরূপে দর্শন করিয়া বিস্ময় বিহ্বলে সজ্ঞাহিন হইয়া পড়ে। রাজকন্যাকে সে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা ও পূজিতা হইতে দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জড়-বৎ হয়, এবং এই কথা প্রকাশ করিলে বা তাহার ও রাজ কন্যার কোন অমঙ্গল ঘটে, সেই আশঙ্কায় তাহার প্রাণ মন সর্ব্বদা কম্পিত হইতে থাকে; এযাবৎ কাল সে কেহর নিকটই একথা প্রকাশ করে নাই, এবং পুনঃরায় সেই গিরি কন্দরে ফিরিয়াও যায় নাই। শবর বর রাজ কুমারীকে দেখিয়াছিল; কিন্তু রাজকন্যা কি সেই শার্দ্দুল বরের দৃষ্টিপথে সে পতিত হইয়াছিল না। গিরি কন্দরে কুমারীকে দেখার ২।৩ দিন পর আর এক দিন নিশিযোগে ব্যাঘ্র বাহনে এক প্রান্তর প্রান্তেও সে রাজকুমারীকে পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়াছিল। শবরবর সেও দিন দূর হইতে দেখিয়াই স্বীয় দোষ স্মরণ পূর্ব্বক মুচ্ছিতাবস্থায় ভূতলশায়ী হয়। ছদ্ম-বেশী কুমারের মনে পূর্ব্ব হইতেই নানা প্রকার সন্দেহ আনা-গণা করিতেছিল। শবরের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করায় সেই সকল সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইল, ও রাজ কুমারী জীবিতা আছেন বিশ্বাসে, এক অভাবনীয় নবীন আশার অঙ্কুর জন্মিল। কিন্তু মনের কথা বা নিজের পরিচয় সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরেও বাহিরে ব্যক্ত হইতে দিলেন না। পরিশেষে সেই গিরি-কন্দরে ও প্রান্তর বিপিনে যাইয়া সন্দর্শন করার বাসনা করিয়া, ব্যাধ বন্ধু সহ সেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং পুঙ্খানু পুঙ্খরূপে অনুসন্ধান

ও সন্দর্শন করিতে ২ রাজ কুমারীর আরো নিদর্শন সমূহ নিঃসন্দেহ রূপে প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে রাজ কুমারী জীবীতা আছেন, এইভাব কুমার পরিপোষণ করিয়াছিলেন। এইক্ষণ "নিশ্চয় তাহাঁকে পাইতে পারিবেন" এই সুদৃঢ় বিশ্বাসে নির্ভর করিলেন। রাজ কন্যা ও কুমারের উপর শবর জাতি ও অন্যান্য লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আছে দেখিয়া, কুমারীর অনুসন্ধানে তিনি যাইতেছেন, এমত তাহাদের নিকট গোপনে জানাইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, ও দেশ দেশান্তর প্রান্তর কানন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে২ রাজ কন্যাকে খুজিতে লাগিলেন। কথিপয় স্থানের ঘটনাবলি শ্রবণ করিয়াও রাজকন্যা জীবিতা আছেন, নিশ্চয় রূপে জানিতে পারিলেন। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত অশেষ বিধ অনুসন্ধান করিয়াও আর সাক্ষাৎ পাইলেন না। ইহার মধ্যে কুমার কতশত বিপদে, কত সহস্র ঘটনা রাজিতে সে নিপতিত হইলেন, তাহার সীমা সংখ্যা রহিল না। বিপদ যখন ঘণিভুত হয় তখন এই রূপই হইয়া থাকে! কুমার কখন ভিকারী, কখন সন্ন্যাসী, কখন উম্মাদ এবং কখন বা বিঘোর তপস্বী, এইরূপ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে২, শেষে ঘোরতর ক্ষেপার মত হইয়া উঠিলেন; এবং অষ্টাদশ বৎসরের পর, শেষ রাজ কন্যার আশায় নিরাশ হইয়া, সাগর-সঙ্গমে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে ধাবিতঃ হইলেন। ইহাঁর কিয়দ্দিন পূর্ব্ব হইতেই রাজকন্যা দৈববাণী দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কুমারের বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এইক্ষণ তাঁহার আত্ম-নাশের সংকল্পনার কথা স্বপ্নযোগে ও তপস্যা-বলে অবগত হইয়া, যে পথে কুমার সাগর সমুদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন, পাছে ২ অনুসরণ করিয়া সেই পথে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। যাইতে ২

অবশেষে কোন এক জনপদের অদূরবর্ত্তী স্থানে উন্মত্ত সন্ন্যাসীর বেশে, কুমারকে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন; এবং প্রথমে নিঃসন্দেহ রূপে চিনিতে নাপারিয়া, সন্দেহ অপনোদন জন্য নানাবিধ জিজ্ঞাসাবাদ ও কথোপকথনের পর স্বীয় প্রিয়তমের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রাজ কুমারী বিঘোর ব্রহ্মচারিণী ভৈরবিনীর বেশে ছদ্মভাবে থাকায়, কুমার তাঁহাকে যথার্থ রূপে চিনিতে নাপারিয়া অন্য একজন বলিয়া বুঝিলেন। প্রথমতঃ কুমারী কুমারকে পরীক্ষা করার জন্য আত্ম-গোপন করিয়া নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করেন, শেষ আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া, অষ্টাদশ বৎসরের সাধনার পর, প্রাণে ২ হৃদয়ে ২ সম্মিলিত হইলেন। স্বর্গের দ্বার তখন উন্মুক্ত হইল, দেব দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়া পবিত্র উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া দিল। উভয়ের আনন্দ এবং উভয়ের উল্লাসে সৃষ্টিময় সমস্ত ভুবন পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। অতঃপর তাঁহারা আর সংসারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা নাকরিয়া, এক প্রকাণ্ড বিজন বনে কুটির নির্ম্মাণ করতঃ, কিছুদিন অবস্থান করিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনই লীলা যে, দেখিতে ২ অতি অল্প দিন মধ্যেই সেই বিজন কান্তার এক জাগ্রত মহা তীর্থে অধিকন্ত সুবিশাল নগরী রূপে পরিনত হইয়া উঠিল, ও জন শ্রুতিতে সেই দেশের নরপতি আসিয়া তাঁহাদিগকে দেখা মাত্র পূর্ব্বকার বিশেষ পরিচয় ও বান্ধবতা থাকা হেতু চিনিয়া ফেলিলেন। তখন দম্পতিদ্বয় আর আত্ম গোপন করিতে পারিলেন না; ক্রমেই দেশ দেশান্তরে পরিচিত ও রাষ্ট্র হইয়া উঠিলেন। এই পূর্ব্ব বান্ধব নরপতি ও অন্যান্য দেশের

শত সহস্র উপকৃত এবং অনুগত শিষ্য বৃন্দ ও সম্ভ্রান্ত বর্গ কর্ত্তৃক দম্পতি দ্বয়ের অনুকূলে নানা প্রকার হিতানুষ্ঠান এবং যুদ্ধায়োজন হইতে লাগিল। এদিকে রাজ কন্যার স্বদেশ বাসী ভক্ত বৃন্দ, বিশেষতঃ সেই কৃত সংকল্পান্বিত শবর জাতির দল বল উত্তেজিত হইয়া শত্রু কুলের বিনাশ সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজন্য বর্গের সমবেত সৈন্য সমাবেশ, ও শবর জাতি প্রভৃতির কঠোর পরাক্রমে শত্রুকুলের কথক সমূলে বিধ্বস্ত হইল ও অবিশিষ্ট কথিপয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তৎপর বহু দেশের প্রজা বৃন্দ ও নৃপ কুল আসিয়া রাজ কুমার ও রাজ কুমারীকে যথারীতি অভিষেক করতঃ তাঁহাদের দেশে লইয়া গেলেন। তাঁহারা সুবিশাল রাজ্য, ছত্র প্রাপ্ত হইয়া যাহাকে যাহা দেওয়া উপযুক্ত তাহা প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট জীবন সুখ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া ধর্ম্মশীল ও কীর্ত্তিমন্ত সন্তান সন্ততি রাখিয়া পরিশেষ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই সুপবিত্র প্রেম-পিজুষের অমৃত ধারা জগতে এখনও রহিয়া গেল, এবং কাব্যকার দিগের কবিত্ব প্রসাদে তাহা চিরকালের জন্য স্থায়ী হইল। তাহার ঝিরি ঝিরি সুশীতল প্রবাহ যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া বিদগ্ধ প্রাণে অবশ্যই অমৃত সিঞ্চন করিবে!!

এই অমর প্রকৃতি প্রেমিক প্রেমিকা দ্বয়ের প্রকৃত নাম ধামের বিষয় এপর্য্যন্ত আমরা গোপন রাখিয়াছি এবং বঙ্গ ভাষার প্রকৃতি অনুসারে "কিরণ প্রভা" নামাকরণে প্রবন্ধের শির্ষস্থান রঞ্জিত করিয়াছি। যদি কোন ভাবুক থাকেন ত তিনি প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন, যদি কোন ব্যক্তি কবি হন ত তিনি প্রকৃত নাম ধাম রচনা করিয়া লইবেন। অলমিতি বিস্তারেন।

কিরণ প্রভা।

(প্রিয়া হারা দেশ ত্যাগী সন্ন্যাসী।)

ছাড়ি প্রিয় পরিজন, ছাড়ি ঘর বাড়ী,
দূর দূর দূরান্তরে, আমি দেশান্তরি !
না জানি আইনু কোথা ? না জানি এ দেশ
বিশেষ জানিনা আরো, প্রিয়ার উদ্দেশ।
নাহি লোক চলাচল, নাহি পরিচয়,
ভাল মন্দ কৈতে নাই, সঙ্গের দোসর।
কারে বা জিজ্ঞাসি আর, কারে আরো কই ?
সে কেমন আছে তাই, অবগত নই !
আমি র'নু এপ্রবাসে, সে রহিল দূরে,
আমি মরি ভে'বে ভে'বে, সে মরিছে পু'ড়ে !
আছে কিনা আছে কিন্তু. স্থির নাহি জানি,
আছে কি সে এত দিন, বে'চে একাকিনী ?
হায় রে বিরহে. তার প্রাণ ফে'টে যায় !
কেমন সে আছে তাই. সুধাইব কায় ?
তারে আমি বাসি ভাল, সেতো ভাল বাসে;
তাই বুঝি আছে বে'চে, আমার উদ্দেশে।
তাই বুঝি মম তরে, ধরি আছে প্রাণ,
সহিতেছে দুর্ব্বিসহ, বিরহের টান !
আমাকে দেখিতে বুঝি, অন্তিম সময়।
আছে তাই এত দিন, অনুমাণ হয়।

তাই আছি এতদিন, করি তার ধ্যান,
তার চিন্তা তার ভাবা, মম অন্ন পান।
তাহার বিহনে অন্য, কিছু নাহিজানি,
নাহি জানি কেমন সে, আছে বিরহিনী!
আছে কিনা আছে তাই, স্থির নাহি পাই।
সেইত বিষম ভয়ে, ঔদাস্যে বেড়াই!!
মনের মরম কথা, কারে আর কই?
দিবা নিশ খেয়ে বিষ, গুমড়িয়ে রই।
হৃদয়ের আপ্ত কথা, গুপ্ত বড় ধন।
সেই জানে কেবলি তা, সেই বুঝে মন!
সে বোঝে আমার ব্যথা, আমি বুঝি তার,
না বুঝি তাহার বিনে, অন্য কিছু আর।
আমি জানি তার ব্যথা, মোর ব্যথা সে,
মরম দরদী বিনে, মর্ম্ম বোঝে কে?
তার মনে তার ব্যথা, মোর মনে তাই,
হায় সে মরম ভেঙ্গে, কইতে পারি নাই!
সে মরে আমার লাগি, আমি তার তরে,
হায়রে, তা কইতে নারি, ভাঙ্গা ভাঙ্গি কৈ'রে!!
যার তরে এ পরাণ, কান্দে নিশি দিন।
যার তরে অনুক্ষণ, আমি উদাসীন।

তার কথা ভেঙ্গে কারে, কহিতে না পারি।
পরাণ খুলিয়ে কারে, জিজ্ঞাসিতে নারি!
আমি নারি সেও নারে, দু'য়েরি শঙ্কট।
বিষম হইল দুঃখ, হইতে কপট!!

গোপন পীরিতি দড়, বড় পরমাদ।
না পূরে মনের আশা, নাহি পূরে সাধ।
গুপত পীরিতি হায়! মরণের ঘর!
মন পোড়ে দেহ পোড়ে, পোড়েরে অন্তর!!
চাপি চুপি লুকা ছাপি, রাখা বড় দায়!
লুকাইয়ে পুড়ি পুড়ি, কত পোড়া যায়?
লুকা ছাপি ভাল বাসা, নাহি পূরে সাধ,
মনের বিকার আরো, বাড়ে পরমাদ।

ফেলিয়ে মনের দিধা, খুলি মনো প্রাণ,
হৃদয় কপাট খুলি, লইতে সন্ধান,
জানিতে শুনিতে সেই, পরাণের ভেদ,
প্রকাশ্যে পারিনা উহুঃ! তাই বড় খেদ!!
প্রকাশ্যে পারিনা হায়! এই বড় দায়!
স'ইতে নারি ক'ইতে নারি, প্রাণ ফেটে যায়!!!
তার কথা তার বার্ত্তা, তার সমুদয়,
আহারে! এ পোড়া প্রাণে, বড় মধুময়!

না চাই পুরাণ, বেদ, শুনিতে না চাই,
শুনি যদি তার কথা, স্বর্গ যেন পাই !!
মনে বলে প্রাণ ঢালি, শুনি অহর্নিশ।
শুনি আর, কাহ আর, হই হারা দিশ !

পরাণ খুলিয়ে হো'ক, স্বর্গের দুয়ার,
কিম্বা হো'ক্ অফুরন্ত, সুধা-পারাবার।
ডুবি তায় মজি তায়, হয়ে মত্ত ঘোর,
মনে বলে সেই তত্ত্বে, হৈয়ে থাকি ভোর।
মনে বলে সৃষ্টি হোক্, ভেঙ্গে খানচুর,
এ পরাণ ভেঙ্গে হো'ক, প্রেম-সমুদ্দুর।
ভেঙ্গে যাক্ বিধাতার, সৃষ্টি আবরণ।
ভেঙ্গে মরি ! দুই জনে, হই এক জন,
কিন্তু বিধি এক জনে, কৈল্য দুই জন।
দুই খানে দুই দেহ, কর্ম্মের লিখন !

হায় রে কহিবে কেবা, তার সুসংবাদ,
শুনিলে সে সুসংবাদ, স্বর্গ পাই হাত।
নাজানি এখন কিবা, আছে সে কেমন !
নাজানি তাহার মন, কিবা উচাটন !!
নাজানি খেলিছে কিবা, সে চঞ্চল প্রাণে !
অন্তর্য্যামী ভিন্ন তাহা, অন্যে নাহি জানে।

নাজানি বিরলে তার, কত অশ্রু ঝরে ?
কত জানি অন্তর্দাহে, কত দগ্ধ করে !
নাজানি কত কি ঘোর, নির্জ্জন শয্যায়,
ভিজাইয়ে উপাধান, অশ্রু ভেসে যায় !
নাজানি কত কি হেরি, বিঘোর স্বপণ।
নিদ্রাহার ত্যজি করে, নির্জ্জনে ক্রন্দন !
কতদিন হ'তে যেন, কত বিভাবরী।
নিদ্রাহার পরিহরি, আছে প্রাণেশ্বরী !
এইত জ্যৈষ্ঠিক মাসে, গাছে পাকা আম।
হায় রে ডাকিনী তার, না লইবে নাম !
এইত কাঠাল, কলা, খর্জ্জুর, ডালিম,
তাঁহার অন্তরে দিবে, যাতনা অসীম !
এইত শরত হিম, বসন্ত বাহার,
কত কি সামগ্রী যোটে, নাহি অন্ত পার !
কিন্তু কি আমাকে ছাড়া, দিবে তা সে মুখে ?
হায় রে স্মরিলে প্রাণ, ফে'টে যায় দুঃখে !!
ধিক্‌রে পামর প্রাণ, কেন র'লে তুই ?
কোন্ লাজে কোন্ দেহে, তোরে আমি থুই ?
কোন্ লাজে ধরি আমি, এ পোড়া জীবন,
কোন্ মুখে করি হেন, অশন বসন।
এখনো এ পোড়া প্রাণ, হইল না শেষ ?
এখনও অন্ন জল, খাইছি বিশেষ ?!

বিশেষ ভুঞ্জিছি কত, ভ্রমি দেশান্তর।
কত নদী কত গিরি, হেরি নিরন্তর।
কত চারু কত তরু, কত ফল ফুল।
কত বা হেরিনু মরি, রূপের অতুল!
কিন্তু হায় রাখি কেন, তার প্রেম ছবি;
এই পোড়া চক্ষে হেরি, চন্দ্র তারা রবি?
এই পাপ চক্ষে কেন, হেরি অন্য রূপ?
জগতে কি হ'তে পারে, তাঁহার স্বরূপ?
সেই সে তাঁহার তুলা, অন্য আর কৈ?
বিশ্বময় নহে অন্য, তাঁর ছবি বই!
সকল পাশরি কেন, তাঁরে নাহি সেবি,
এঘোর পঙ্কিল ভবে, একা সেত দেবী,
হায় এ পঙ্কিল ভবে, তাঁর অধিষ্ঠান!!
স্মরিয়ে না কান্দে কেন, বিধাতার প্রাণ?
ঝরিয়ে না পড়ে কেন, বিরিঞ্চীর পাত?
কেন বিধি করে হেন, পাতক নির্ম্মাণ?
এমন উজ্জ্বল দেবী! পবিত্র এমন!!
এ পাপ ধরায় কেন, তাহার জনম?
বিধির কি নহে দোষ?—দোষ এই তার,
পোড়া ভবে স্বজে কেন, প্রিয়ারে আমার?
নাজানি সাধিতে কিবা, বিধাতার বাদ,
যুক্তি করি লক্ষ কোটী, দেবতার সাত;

নাজানি সাধিতে কিবা, অসাধ্য সাধন,
কঠোর ধরায় তারে, করিল সৃজন।
অথবা হিংসিয়ে তারে, দেবতা সমাজ,
ডুবাইল চির দুঃখ–নির–নিধি মাঝ।
ডুবাইল চির ঘোর, অকুল পাথারে!
বিধাতা যাহারে বাম, কে নিস্তারে তারে?
কে চায় তাহার পানে? কেবা আছে তার!
মরম ব্যথিত কেবা, মর্ম্ম বোঝে আর?!
ভুকে কেবা অন্ন দিবে, রোগে দিবে বড়ী।
কেবা সে মর্ম্মের সাথি? কে তার প্রহরী?!
কে চায় মুখের পানে? দুঃখে ভাবে দুঃখ!
আপন বলিয়ে কেবা, চাহে তার সুখ?
আপন বলিতে তার, আছে বটে সব।
হায় রে আমার দোষে, নষ্ট সে বিভব!!
আমি রে হইনু সব, বিপত্তির মূল!
দুঃখের পাথারে তার, নাহি দেখি কূল!
আমার লাগিয়ে তার, এত বিড়ম্বন।
তথাপি আমার ধ্যানে, সদা নিমগন।
অনাহার অনিদ্রায়, করি তনু শেষ।
নাজানি ধরিছে কিবা, তপস্বিনী বেশ।

নাজানি হইছে কিবা, সে রূপের ডালি!
হায় রে! সোণার তনু, ভে'বে ভে'বে কালি!
অতুল যৌবন ধরা, সে সাধের ভরা,
সহিতে নারিছ কিগো? ওহে বসুন্ধরা!
সহিতে নারিলে কিগো? নিজে তুমি বিধি!
তাই তারে দহিতেছ, দুঃখে নিরবধি!
হায় রে ডাকিনি তুই! কি করিলি হায়!
রাজেশ্বরী হয়ে মৈলি, রাখালের দায়!!
উচ্চ কুলে জন্ম তব, উচ্চ অহঙ্কার!!
তুচ্ছ করি সে সকল, ঝুলি কল্যে সার?!
অবহেলে শিরে নিলে, বিপদের ডালি।
অবহেলে সুখ-আশা, দিলে জলাঞ্জলি।
জে'নে শু'নে দিলে ঝাপ, তপ্ত হুতাশনে।
জে'নে শু'নে খে'লে বিষ, আনন্দিত মনে।
জে'নে শু'নে দিলে ঝাপ, দুঃখের পাথারে।
না কল্যে প্রাণের মায়া, ক্ষণ পল তরে!
না ভাবিলে ক্ষণ পল, না করিলে আন!
না, ভাবিয়ে সঁ'পে দিলে, হৃদি কায়া প্রাণ।
মন দিলে, ধন দিলে, দিলে দেহ দান।
আপনা পাশরী মোরে, সপিলে পরাণ!
কিন্তুরে অভাগা আমি, প্রতি দান তার।
জন্মে না পারিনু দিতে, এই খেদ সার!

বরঞ্চ হইনু আমি, দুঃখের কারণ!
আমারিত লাগি তার, এ সব ঘটন!
মরি কি আশ্চর্য্য সেই, প্রেমের ভাণ্ডার !!
আহা কি সে অফুরন্ত, সুধা পারাবার!
হয় নাই হইবেনা, না হ'তেছে আর,
এমন উন্নত-মনা, দেবতার সার!
এমন অগাধ দয়া, কোথা আছে আর?
এখনও এক বিন্দু, কমিলনা তার !!
এখনও সেই হৃদি, সেই প্রাণ মন,
এখনও সেই মত, আছেত তেমন।
এখনও সেই প্রেম, আছেত বিশেষ।
হায়রে যদিও তার, দুর্দ্দশার শেষ!
কি কব দুঃখের কথা? প্রাণ ফেটে যায় !!
কি দোষে এমন দশা, বিধি কৈল্য তায়?
যার ক্ষুদ্র অনুগ্রহ, পাইবার তরে;
থাকিত সহস্র জন, যার দ্বারে পৈড়ে।
একটী মুখের বাক্য, শুনিবারে যার,
থাকিত সহস্র জন, হয়ে অগ্রসার!
আজ কিনা সে অভাগী, সে জন রে হায়!
সামান্য দয়ার আশে; কান্দিয়া বেড়ায়!
আজ কিনা সে অভাগী, করি প্রাণ পণ।
পে'ভেছেনা একটীও, মুখের বচন!

যার মানে, মানী সবে, যার ধনে ধনী।
কড়ার ভিকারী আজ, সেই অভাগিনী !!

হায়রে কঠোর ধরা, নিঠুরের শেষ,
আত্ম-স্বার্থী অবিশ্বাসী, কৃতঘ্ন বিশেষ।
ফেলিয়ে বিপাকে তারে, সবে হ'লে পার,
কেমনে করিলে বল, সর্ব্বনাশ তার ?!
তাঁর খেয়ে তাঁর পিয়ে, তাঁর লুঠী ধন,
অকূল সমুদ্রে শেষে, দিলে বিসর্জ্জন।
কেমনে ডুবালি হায়! সে সোণার ডালি !!
কোন্ প্রাণে মাণিকের, ভরা দিলি ঢালি ?
যার খেয়ে যার পিয়ে, হলি বিবর্দ্ধন।
তার সর্ব্বনাশ কিরে, সাধিলি এখন ?!
ধিক্ রে মানব তোরে, ধিক শত বার !
রে ধাতা ! তোমারি কিবা, কোথা সুবিচার !!
পাপীরে বাড়াও তুমি, ভক্তেরে তাড়াও,
যারে যাহা দিতে নাই, তাই তারে দাও।
সুকোমল হৃদি যার, সুকোমল মন,
তার বুকে তুইলে দাও, পর্ব্বত চাপন !!

কঠিন কণ্টক ময়, ত্রস্ত ডাঁটা কায়,
সে মৃণালে বান্ধে, বিধি কমলেরে হায় !

চান্দেরে কলঙ্ক দিলো, দে'খে ফ'টে প্রাণ,
এমন সুন্দর হেমে, নাহি দিলো ঘ্রাণ !!
সুবাস গোলাপে বটে, কীটে কাটে তায়
কুকিলার কাল রূপ, কোন্ পাপে হায় !

বিধি ! তব দোষ নয় ;—দোষ তবে কার ?
কার সৃষ্টি ধরাধামে, এত অবিচার ?
অবিচার তরে কিহে, সিরজিলে মোরে ?
সিরজিলে তারে কিগো ! দুঃখ সহিবারে ?
দুঃখে দুঃখে গেল কাল, দুঃখে হ'ল ক্ষয়।
মরিবার চাই পোড়া, মরণ নাহয় !

হায় রে প্রাণের প্রাণ ! এবে রৈলে কোথা ?
তুমি রৈলে দূরান্তরে, আমি রনু হেথা !
আজি যদি পাইতাম, এ নিকটে আজ !
হায় তুচ্ছ ভাবিতাম, দেবের সমাজ !
তুচ্ছ হায় ! ভাবিতাম, স্বর্গের গৌরব,
তোমা তরে তুচ্ছ ভাবি, স্বর্গের বিভব।
কিবা স্বর্গ কিবা মর্ত্ত, যেই খানে রই।
সর্ব্ব স্থানে উচাটন, আমি তোমা বই !!
সর্ব্ব স্থানে আমি হায়, পাগলের পারা !
নিখিল এ বিশ্বধাম, যেন মোর কারা !!
হায় হায় !! জুড়াইবে, কিসে আর মন ?
তোমার বিহনে প্রিয়ে ! যায়গো জীবন !!

যেই দিকে চাই তুমি, সেই দিকে নাই,
সেই প্রতি পলে আমি, মৈ'রে যেন যাই!
পলে পলে মরি হায়! পলে পলে বাঁচি।
তব নাম জপ-মন্ত্র, তাই বেঁচে আছি!!

অয়ি তরু! অয়ি গিরি! অয়ি জলধর!
বুঝিতে কি পার হায়! এ পোড়া অন্তর?
নিরন্তর তোমরাত, কত সুধা ঢাল,
তবু কেন পোড়া প্রাণ, পুঁড়ে হ'ল কাল।
তবু কেন পোড়া মন, পোড়ে অহর্নিশ।
সাগর মন্থনে যেন, ওঠে তীব্র বিষ!!
যত হেরি. তত আরো, বাড়ে শত দুঃখ,
দুঃখের পাথার ছোটে, ভেঙ্গে চু'রে বুক!
দুঃখের ভারেতে নাহি, চাহি ধরা পানে,
চক্ষু মু'দে থাকি যদি, তবু জ্বলে প্রাণে?
শু'য়ে যদি থাকি দেখি, বিকট স্বপণ,
মরণ মঙ্গল শেষ, বুঝিনু এখন!!

অয়ি তরু! অয়ি গিরি! ওহে দেব নর!
সাক্ষী থেকো ত্যজিব গো! আজ কলেবর!
কত দিন রব আর, কত কাল সব?
এ প্রাণ ত্যজিয়ে তাই, দুঃখ ঘুচাইব!
অকূল সাগর অই! দূর ব্যবধান——
জুরাইবে তাপিতের, এই পোড়া প্রাণ।

জুরাইব দিয়ে ঝাঁপ, অপার অকূলে,
থু'য়ে যাব বেশ, বাস, উচ্চ গিরি-মূলে !
থু'য়ে যাব সংসারের জ্বালা পোড়া যত,
লয়ে যাব দেব-প্রাণ, জনমের মত !
লিখে যাব ও কলঙ্ক, তুঙ্গ-শৃঙ্গ-গায়,
পাপ ধরণীর পাপ, দেখিবে ধরায় !!
লিখে যাব মর্ম্ম কথা, উচ্চ গিরি-শৃঙ্গে,
বিধির কলঙ্ক রাষ্ট, হবে রাঢ়ে, বঙ্গে।
রে'খে যাব পাষাণের, অঙ্গে নিদর্শন,
নিজ পাপে দগ্ধ হবে, এতিন ভুবন !

নিজ পাপ নিজে স্মরি, হবে অচেতন,
চল রে মন্ ! চল করি, শেষ-আয়োজন।
চল রে মন্ ! চল যাই, অপারের পারে,
ডুবাই এ তনু-তরী, প্রবাস পাথারে।

এই মৃত্যু সংকল্পনা স্থির করতঃ সাগর-সঙ্গমস্থ কোন এক তীর্থস্থান সমুদ্দেশ্যে ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া যাওয়া। তীর্থস্থান উদ্দেশ্যে গমনের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মঘাতি হওয়া দরুণ যদি কোন পাপ স্পর্শে, তবে সেই পুণ্য স্থানের দেব-মাহাত্মে তাহার কোনরূপ সদ্গতি হইতে পারে। অধিকন্তু কোন অপস্থানে মৃত্যু ঘটার চেয়ে পবিত্র স্থানে মৃত্যু হওয়া পৃথিবীস্থ সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই স্বাভাবিক ধর্ম্মের আস্থা।

এক আগুন্তুক ভৈরবিনী।

—————):o:(—————

(পথ প্রান্তে দাঁড়াইয়া।)

কোথা যাও? কোথা যাও? হ্যাদে ও সন্ন্যাসী!
ক'য়ে যাও, কেবা হও? কোন্ দেশবাসী?
ক'য়ে যাও, কয়ে যাও, একটী পরিচয়.
একটী কথা শুনে যাও, মনে যদি লয়।
কিবা নাম? কোথা ধাম? কোন্ মন্ত্রধারী?
কোন্ দেবতার বরে, হেন ব্রহ্মচারী?
কোথা হ'তে এলে? হবে, কোথা পদার্পণ?
কোন্ তীর্থ সমুদ্দেশ্যে, হেন পর্য্যটন?
অনুমাণে অনুমাণি, হবে সিদ্ধ জন.
উচ্চ কোন সাধানাতে, সমর্পিছ মন!
কয়ে যাও! কয়ে যাও! একটী সুবচন;
ব'লে যাও একটী কথা, যদি লয় মন
এই দেখ, এই তরু, এই খানে ছায়া
এই খানে বসি ক্ষণ, স্নিগ্ধ কর কায়া!
এই দেখ এই খানে, এই সরোবর,
পয় পিয়ে শান্ত কর, শ্রান্ত কলেবর।
অই হের সরোবর, এই হের ছায়া,
তপনের তপ্ত করে, কেন পোড় কায়া?

কেন পোড়, কারে ঢোঢ়? শুন্তে অভিলাষী,
নবান বয়সে কেন? নবীন সন্ন্যাসী?
বৈ'সে যাও ক্ষণকাল. এই তরু তলে,
বৈলে যাও কথা কটি, মনে যদি বলে।

সন্ন্যাসী।

—::—

হে দেবি! স্বর্গের শান্তি, ধরাতীত ধন,
আমারে কি সাজে দয়া?! আমি অভাজন!!
ধন্য তুমি ধরাতলে, ভাই উচ্চাশয়—
বারিদ বরষে বারি, সম ধরাময়।
জ্বিতে রও, যে'তে দাও, প্রাণে বাঞ্ছা নাই,
ডু'বে মরি, জ্ব'লে মরি! ক্ষমা চাহি ভাই।
হে দেবি! হে স্বর্গ-শান্তি! ধরাতীত ধন,
আমারে কি সাজে দয়া?! আমি অভাজন!!

ভৈরবিনী।

—— o: ——

হা কপাল! হা কপাল!! বিধি মোরে বাম!
কপালের দোষে মম, না কহিলে নাম?
তাড়াইতে চাহ তুমি, তাড়াইয়ে যাও,
মরিবার স্থান বুঝি, বিশ্বে নাহি পাও।
মরিবারে সাধ বুঝি, তীর্থ ঘাটে নে'য়ে,
তীর্থে যদি যাবে তবে, সঙ্গে যাহ লৈ'য়ে।
বুঝিলাম বুঝিলাম, তুমি সিদ্ধ জন,
উচ্চ কোন সাধনাতে, সমর্পিছ মন।
হা কপাল! হা কপাল!! বিধি মোরে বাম,
ও চরণ-রজঃ যদি, নাহি পাইলাম!!
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের অদান,
ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম সদা, পাতকীর ত্রাণ।
শিখিয়াছ কিবা ধর্ম্ম? কিবা ব্যবহার?
পাতকীরে দয়া নাই, এ কোন বিচার?!!

——————

সন্ন্যাসী।

—— :: ——

কি জঞ্জাল! কি জঞ্জাল!! একে ঘটে আর,
কণ্টক এড়া'তে চাহি, বাজে ক্ষুর ধার।

নহি আমি সিদ্ধ জন, নহি তীর্থ-বাসী,
(দুষ্কর্ম্মে পাতকী ঘোর, জীবনে উদাসী।)
বাঁচিবার সাধ নাই, নাই গৃহ বাস,
অকূলে ডুবিব তাই, মনে দৃঢ় আশ।
ভূষিত স্বর্গের দেবী, স্বর্গের বিভব,
তোমা উদ্ধারিব আমি, একি অসম্ভব !!
সাক্ষাত করুণা বুঝি, তুমি বিধাতার,
তোমারে ছলিলে লাভ, কিধর্ম্ম আমার ?
হায় কি কঠোর ভাব ! কি নিঠুর বাণী !
সুখের সংসার ছাড়ি, হ'বে সন্ন্যাসিনী !!
বিধির মনেতে কেন, এ নিঠুর কালি ?
সোণার প্রতিমা দিবে, হুতাশনে ঢালি ?!
এক দুঃখ সহ্য নয়, মরি আর দুঃখে,
উদাসিনী হবে তুমি, সব কোন্ বুকে ?
বিশেষ পুরুষ আমি, উন্মত্ত সুদীন,
বাঁচিবার সাধ নাই, আজিকার দিন।
এ আজিকা দিন মোর, যায় কিনা যায়,
আমার সঙ্গিনী হয়ে, কিবা লাভ হায় !
কুলের কুলিনা তুমি, বুঝিনু আশয়,
সন্ন্যাসিনী হবে হায় ! সম্ভব কি হয় ?
বিশেষ অচিনা আমি, তুমিত অজানা,
ক্ষমা কর ক্ষমা কর, করি শত মানা।

বিঘোর পাতকী আমি, পতিতের শেষ।
আপনা মজামু আর, মজাইনু দেশ,
আমার চরণ-ধূল, সাজে কি তোমায়?
ও চরণ-রজ দাও, লই এ মাথায়!
বুঝি বড় পুণ্য মোর, এ অন্তিমে তাই,
তোমা হেন দেবতায়, পথে দেখা পাই।
দিয়ে দাও পদধূলি, ক্ষমা কর যাই।
মরিব প্রেমের দায়ে, প্রাণে বাঞ্ছা নাই!
মরিব প্রেমের দায়, করিয়াছি পণ,
সেই এক তপস্যায় সঁপেছি জীবন!!
জীবনের ভার মোর, হায় গুরুতর!
অসহ্য!!—বাসনা তাই ত্যজি কলেবর।

ভৈরবিনী।

——):o:(——

কি কহিলে? কি কহিলে? কহ পুনরায়!
পরাণ ত্যজিবে তুমি, ঠেকি কিবা দায়?
কি দায়ে ঠেকেছ হেন? কি ক'রেছ পাপ?
কহিলেও যে'তেপারে, কথঞ্চিত তাপ।
কহিলে আপন দুঃখ কমে কথঞ্চিৎ।
কেন না প্রকাশি মোরে? কর়হে বঞ্চিৎ?

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আর একি অসম্ভব!!
যে প্রেমের নাম নিলে, সে কিবা বিভব?
"প্রেম" সে কি বস্তু কোন? কিম্বা কোন ধন?
কিম্বা কোন জন্তু প্রাণী! কিম্বা কোন জন?
"প্রেম" সে কি মর্ত্তে মিলে? কিম্বা স্বর্গে ফলে,
ধরাতে উদ্ভবে কিম্বা জনমে তা জলে?
কোন্ গুণ ধরে সেহ, কিবা ধর্ম্ম তার?
কার পক্ষে উপকার? অপকার কার?
অথবা সে প্রেম নাম, হয় কি কেহর?
কিম্বা কোন যোগ জাগ, সাধনা প্রখর?
অবশ্য তপস্বী তুমি, কর ঘোর তপ,
প্রেম নামে আছে কিহে, কোন মন্ত্র জপ?
সাধনার অঙ্গ সেকি? সে কি কোন ঘট?
কিম্বা কোন যোগ যাগ, কোন সিদ্ধ পট?
অবুঝ অবলা আমি, বুঝাইয়ে কও
মিথ্যা নাহি বল, যদি সত্যবাদী হও।
সত্যবাদী সত্য কভু, নাকরে গোপন,
না করে ছলনা কভু, দে'খে অকিঞ্চন।
অকিঞ্চন ভে'বে যদি, কিছু নাহি বল,
শুন্তে নাই অভিলাস, সঙ্গে যাই চল,
চল চল যথা তব, প্রয়োজন আছে;
তুমি চল আগে ভাগে, আমি যাই পাছে।

মানা নানা তাড়ায়োনা, না করিও ভয়,
ভাবিওনা এ জীবন ঘোর পাপ ময়।
ভাবিওনা এ হৃদয়, কলুষের বশ,
ভাবিওনা সঙ্গে গেলে, হবে অপযশ।
সন্ন্যাসিনী নহি কিন্তু, বটি উদাসিনী,
আপন বলিতে নাই, একা অভাগিনী।
কুলের কুলীনা বটি, কূল কিন্তু নাই!
স্রোতের শেয়ালা যেন, ভাসিয়ে বেড়াই !!
অকূল সমুদ্রে হায়! আমি যেন পানা,
এভবেতে কেহ নাই, বলিতে আপনা।
মাও নাই বাপ নাই, ছাও পোও নাই,
পতি নাই গতি নাই !! পথে পথে ঠাই;
পথে পথে চলি আর, পথে পথে ফিরি,
দাঁড়াবার লক্ষ মোর, তরু, বন, গিরি !!
অলক্ষীর লক্ষ নাই, লক্ষ নাহি চাই।
মনে বাঞ্ছা যাবে যথা, সেই খানে যাই।
মনে বাঞ্ছা হবে তুমি কোন সিদ্ধ জন
মনে বাঞ্ছা দিবে মোরে, কোন সিদ্ধ ধন!
মনে বাঞ্ছা শিখাইবে, রীতি তপস্যার,
তাই বাঞ্ছা যাইবারে, সঙ্গেতে তোমার।

কিন্তু যদি সেই বাঞ্ছা, না হ'ল পূরণ,
তথাপি যাইব তব, দেখিতে মরণ!
এমন সুন্দর তনু! এমন সুন্দর!!
কেমনে ত্যজিবে বল, হেন কলেবর।
নবীন বয়সে মরি! নবীন সন্ন্যাস,
কেমনে ত্যজিবে ইথে, এভবের আশ।
হায় রে! কেমন বাপ? কেমন সে মাও,
কোন্ প্রাণে ছাড়িয়াছে, এ ব্যথিত ছাও।
কেমনে ছাড়িছে আহা! ঘরের সে নারী,
কত রে কঠিন হিয়া, না জানি তাহারি!
কত রে কঠিন হায়! বিধাতার মন,
কোন্ প্রাণে দগ্ধ করে, অমূল্য রতন।
এমন সুন্দর ফুল, তাও দহে হায়!
একথা সুধাবে কেবা, পোড়া বিধাতায়?
এহেন জীবন তুমি, ত্যজিবে কেমনে?
বিস্ময় ভাবিছি শুনি, তাই মনে মনে।
বিস্ময় ভাবিছি তাই, কেন দিবে প্রাণ,
সম্পদে টানিয়ে কেন, আনিছ নিদান?
অকারণ কেন তুমি, ত্যজিবে পরাণ,
কি দিবে উত্তর হায়! বিধাতার স্থান?
ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! কর সন্দে দূর,
জীবনের প্রতি কেন, এতই নিঠুর?!

প্রাণের কি দোষ তব? দেহের কি দোষ?
বিধাতার দোষ কিবা? কিবা অসন্তোষ?
অসন্তোষ যদি তবে, অন্য মর্ত্তে যাও,
বিধাতার সৃষ্টি ছাড়া, অন্ন জল খাও।
ভে'বেছ কি পরকালে, নাহিক ঈশ্বর,
ভে'বেছ কি দুঃখ জ্বালা, নাহি অতঃপর?
মরিলে বাঁচিবে যদি, বিধাতার হাতে,
তবে অন্যস্থান খোজ, বিধি নাই যাতে।
যদি বিধাতার হাত, ছাড়াইতে নার,
তবে কেন বিধি-দত্ত, প্রাণে তুমি মার?
তাহার দানের প্রতি, কিবা অধিকার?
অধিকার কিবা আছে, জীবনে তোমার?
জীবনের প্রতি কেন, কর অত্যাচার?
অত্যাচার তরে কিহে, ও প্রাণ তোমার?
পরাণ ত্যজিলে যদি, নহে ধর্ম্ম-লাভ,
তবে কেন হেন কর্ম্মে, বাড়াইবে পাপ।
মরিলে যদ্যপি হয়, শত্রুতা সাধন,
তবে সেই শত্রু কেবা, বল তপোধন।
বল বল শত্রু সেকি? "প্রেম" নাম যার;
যার দায়ে প্রাণ দিতে, চাহিছ তোমার?
সত্যই কি প্রেম সেহ, বটে তব অরি,
বল কোথা থাকে সেহ! কোন্ দেশে বাড়ী?

বল বল মহাশয়! সত্য করি কও,
সত্য কথা বল যদি, সত্যবাদী হও !!
কোন্ ধর্ম্ম ধরিয়াছ? ক'রেছ কি পণ?
কি পণ ক'রেছ বল, তার বিবরণ।
পারি যদি সাধিবারে, কথঞ্চিত হিত,
সাধিব সাহায্য তব, যা কিছু বিহিত।
লোকের ধরম এই, চাহে লোক-হিত,
একের সাহায্য অন্যে, করে এই রীত।
যদিও অবলা আমি, যদিও না নারী,
তথাপি করিব চেষ্টা, যদি কিছু পারি!
পারি কিম্বা নাহি পারি, করিব যতন,
যতন মননে ঘটে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন।
সুযোগ পাইয়ে কেন, হেন ধর্ম্ম ছাড়ি,
এ ধর্ম্ম সাধিতে দাও, ওহে ব্রহ্মচারি!
ধর্ম্মে বাধা দিলে ঘটে, অধর্ম্ম সাধন,
ধর্ম্মহেতু সঙ্গে লহ, ওহে সাধুজন!
চল চল, যথা তব, প্রয়োজন আছে;
তুমি চল, আগে আগে, আমি চলি পাছে।

সন্ন্যাসী।

—— :: ——

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য একি! হে দেবি আমার!
সত্যই কি ভবে কেহ, নাহিক তোমার?
আপনা বলিতে কেহ, নাহি কি এমন?
কে না ধন্য হয় গণ্য, পূইজে ও চরণ?
সত্যই কি বিধাতার, ঘোর অবিচার?
বিষের সমুদ্রে স্থিত, ও সুধা ভাণ্ডার!!
এ পাপ কঠিন ধরা, নিঠুরের শেষ,
এত দিনে বুঝিলাম, বুঝিনু বিশেষ।
কেমনে এহেন নিধি, ঠেলি ফেলে পায়?!
অমূল্য মাণিক কেন, নাহি চিনে হায়?!

বুঝিলাম ফলাফল, বুঝি এত দিনে,
ভালর ভালাই নাই, বিধির বিধানে।
ভালর ভালাই নাই, বিধাতার ঠাই,
সেই ত বিষম দুঃখে, মরিবারে চাই।

দুঃখের উপরে আর, কত দিবে দুঃখ,
তাই দেখিবারে এই বাড়ায়েছি বুক!!
সাধে কি সাধিয়ে দেবি! মরিবারে চাই,
সাধে কিগো দেবি! মোর, বিশ্বে নাহি ঠাই।

পর্ব্বতের চূড়া হৈতে, যেবা দেয় ঝাঁপ,
কণ্টক বিন্ধিবে বৈলে, কিবা তার তাপ?
পাথারে ফেলেছি সয্যা, শিশিরে কি ভয়?
ভয় কি তৃণাগ্রে যেই, লঙ্ঘে গিরি চয়?
ভয় নহে পরিতাপ! আক্ষেপ ভীষণ!!
ভীষণ আক্ষেপে মৃত্যু, করিয়াছি পণ!
মৃত্যু করিয়াছি পণ, মৃত্যু কিন্তু নাই,
পোড়ার মরণ নাই, মরিবারে চাই।
আমি চলি পাছে পাছে, মৃত্যু চলে আগে,
দেখে দুঃখ পোড়া ভালে, মৃত্যু দূরে ভাগে
তুচ্ছ নাহি ভাবি কভু, এ মম জীবন,
বরঞ্চ জীবন ভাবি, অমূল্য রতন।
অমূল্য মহান মহা, জীবন আমার,
দুঃখ! তার প্রতি নাই, দৃষ্টি বিধাতার।
বিধাতার দৃষ্টি নাই, এই দুঃখে মরি,
এই অভিমানে ইচ্ছা, প্রাণ পরি হরি!
এই দেহ এই প্রাণ, এ ক্ষুদ্র জীবন,
যাহারে উৎসর্গ করি, করেছি অর্পণ,
আপন বলিতে যারে, ভিন্ন নাহি আর,
জীবনে মরণে যারে, করিয়াছি সার,

প্রতি ক্ষণে প্রতি পলে, যাহাকে নির্ভর,
আপদে বিপদে যেই, সঙ্গী নিরন্তর।
নিরন্তর জপি যারে, যারে করি আশ,
আশা করি করিয়াছি, যাহারে বিশ্বাস!
বিশ্বাসের স্থলে সেই, করে অবিশ্বাস,
আশার বদলে সেই, করে সর্ব্বনাশ!
দুঃখের উপরে দুঃখ, দেখ কিনা হয়?
দেখ কিনা, তার প্রতি, জনমে সংশয়?
যত যার ভালবাসা, যেবা প্রিয় যার,
তার প্রতি অভিমান, তত বাড়ে তার।
যারে যত ভালবাসা, যারে যত টান,
তার তরে তত দুঃখ, তত অভিমান।
অভিমান জে'নো এক, অপূর্ব্ব ধরণ,
যত আপ্ত তত তাহে, মানের কারণ।
যত আপ্ত তত জেদ্, তত অভিমান,
প্রীতিস্থলে হিংসা হৈলে, সে হিংসা প্রধান!
মিত্রতায় ঘটে যদি, শত্রুতার লেশ,
সে শত্রুতা সর্ব্বোপরি, অসহ্যের শেষ!
গরল গিলন যায়, যায় ডুবে মরা,
বজ্র বুকে ধরা যায়, অনলেতে পড়া।

গহিন সাগর মাঝে, দেওয়া যায় ঝাপ,
অসহ্য হলেও সহ্য, নরকের তাপ।
তীর গোলা উল্কা শেল, সব সহা য'য়,
মিত্রের শক্রুতা কিন্তু, সহা বড় দায়!
সামান্য হলেও তাহা, বিষম ভীষণ,
বিন্দু মাত্রে দগ্ধ যেন, করে ত্রিভুবন।
মিত্রের শক্রুতা বিন্দু, পর্ব্বতের তুলা,
তুচ্ছ কিন্তু পরের শক্রুতা, রাশি গুলা।
পরের শেলের ঘাও, তৃণ যেন মানি,
মিত্র হস্তে পুষ্পাঘাত, বজ্র হেন গণি।
যেমন বিধাতা মোর, তেমনি তার দান,
তেমনি এখনো তার, প্রতি অভিমান।
অভিমানে হায় হায়! মরিব গো শেষ!
অভিমান ভরে আজ, যাই নিরুদ্দেশ!
অভিমান ভরে আজ বলি, যাই তাই,
ফলে কিন্তু বিধাতারে, বলি সাধ্য নাই।
বিধাতারে বলি মন্দ, কি সাধ্য আমার,
সাধ্য স্বধু আছে তারে, ভাল বাসিবার!
বাসিয়াছি ভাল তাই, বল আছে তাই,
ভাল বে'শে ছিল বলি, এবে সে বড়াই

ভাল বে'শে ছিল বলি, তাই অভিমান,
তাই হ'ল মৃত্যু-শেল, জীবনের বাণ।
ভাল বে'শে ছিনু কভু, তাই হ'ল দোষ,
সেই দোষে ঘটাইল, ঘোর অসন্তোষ।
ভাল বে'শে ছিনু ভাই, তাই হ'ল কাল,
সেই বাণে পড়ি হায়, ঘটিল জঞ্জাল।
যার দান তারে দিব, অন্যেরে ত নয়;
অন্যেরে কি দিব তাই, হবে পাপ ভয়?
যার ধন তারে দিব, যাব তার কাছে,
কাছে যে'তে কাছে দিতে, পাপ কিবা আছে?
যাহার অমূল্য নিধি, এ প্রাণ জীবন,
তাহারি ভাণ্ডারে পুনঃ, করিব স্থাপন।
যাহার এ ধরাতল, দূর বহুদূর,
তাহারি ত কাছে যেয়ে, প্রেমে হব চুর!
অনিত্য এ ধরা ছাড়ি, নিত্য ধামে যাব,
ছাড়ি এ অনিত্য প্রেম, নিত্য প্রেম পাব!
নিত্য প্রেম নিত্য ধাম, করিতে মনন,
অন্যায় যে কিবা তার? না বুঝি কারণ!
বুঝিনা বুঝিনা দেবি! এভাব কেমন,
অনিত্য ছাড়িয়ে নিত্য, করিতে ভজন?
অনিত্য ভাবের ভোলে, নিত্য ঘু'রে মরি,
নিত্য ২ ঘু'রে ঘু'রে, পাপে আরো পড়ি!

তাই এ অনিত্য ছাড়ি, নিত্যে করি আশ,
ছাড় দেবি ! ছাড় খেদ, মিটাব পিয়াস।
বু'ঝে দেখ ভাল মন্দ, বু'ঝে দেখ সব,
বুঝে দেখ কিসে লাভ, কিসে পরাভব।
আহা কি পবিত্র তনু ! ও পবিত্র মন !!
হে দেবি ! ও হৃদি বুঝি, সুধা প্রস্রবন।
ও বুঝি স্বর্গের ধৌত, স্বর্গের রক্ষিত,
লাগে নাই সংসারের, দাগ কদাচিত।
সংসারের ভাল মন্দ, সংসারের ভাব,
ও হৃদয়ে নাই আহা, ক্ষুদ্রতা প্রভাব।
উদার ! উদার মরি ! উদারের শেষ,
সংসারের ভাব ভঙ্গী, না জান বিশেষ।
বিশেষ আশ্চর্য্য আরো, আশ্চর্য্য বিষম,
হে দেবি ! না জান কিবা, প্রেমের মরম।
প্রেম যে এমন ধন ! কেনা জানে তাহা,
আশ্চর্য্য ! না জান তুমি, সবে জানে যাহা।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, যার সুপ্রভাব,
একি অসম্ভব ! নাহি, জান তার ভাব।
কি কব প্রেমের বার্ত্তা, প্রেমের বাখান,
প্রেম সে স্বর্গের বেদ, অনন্ত পুরাণ।
অফুরন্ত বেদ সেহ, অফুরন্ত জ্ঞান,
না জানি কি সুধা রাশি, তাহে মূর্ত্তিমান।

নাজানি কি তৃপ্তি রাজি, তাহে ভর পুর;
অনন্ত অগাধ যেন, সুধা সমুদ্দুর।
শুনামাত্র ফোলে গাত্র, পড়ে প্রাণে টান,
হৃদি মন খুলি হয়, স্বর্গের উদ্যান।
"প্রেম" শব্দ মাত্রে ছোটে, তড়িত্ ঝনৎকার,
কি যেন কি হর্ষে ভরে, অখিল সংসার।
কি যেন আনন্দে প্রাণ, ওঠে উথলিয়া,
অনন্ত ভরিয়ে যেন, ফুলি ওঠে হিয়া।
কিবা মধু, কিবা সুধা, কি অমিয়া জানি,
মরিরে, কি মিষ্ট মাখা, প্রেম নাম ধ্বনি।
কত কি পবিত্র উহা, কতই নির্ম্মল,
মিটে রে অনন্ত তৃষা, পরাণ শীতল!
কত কি সুমিষ্ট সুধা, কত জানি আছে,
স্মরণেও ভরে মন, হর্ষে প্রাণ নাচে।
মরি কি মধুর বাক্য, আহা প্রেম নাম,
শুনামাত্র ক্ষণে যেন, যাই স্বর্গ-ধাম।
কিজানি পিজুষ মধু, কিবা ওতে আছে,
শুনা মাত্র প্রাণ মন, হর্ষে অম্নি নাচে।
প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্তা, ঐশ্বরিক ধন,
কি দিয়ে করিব ভবে, প্রেমের তুলন?
প্রেমের তুলনা দিতে, প্রেম ভিন্ন নাই;
প্রেমের তুলনা ছার, জগতে না পাই।

প্রেম এক ভিন্ন বিশ্ব, সৃষ্টি ভিন্নতর,
প্রেমের জগত ভিন্ন,—বিভিন্ন বিস্তর !!
সে বিশ্বের কাণ্ড ভিন্ন, ভিন্ন তার ঠাট,
ভিন্ন তার লীলা খেলা, ভিন্ন তার নাট।
সে বিশ্বের সঙ্গে নাই, এ বিশ্বের মিল,
সে বিশ্বে এ বিশ্বে হায়! সদাই অমিল।
সে বিশ্বের ভাব নাহি, বোঝে মর্ত্তবাসী,
সে বিশ্বের উল্টা সব, উল্টা গ্রহ-রাশি।
উল্টা তার চন্দ্র তারা, উল্টা তার ভানু ;
উল্টা তার গতি বিধি, সূক্ষ্মা সূক্ষ্ম অণু।

প্রেমের জগত ভিন্ন, ভিন্ন তার নাট,
প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন তার পাঠ।
প্রেমের পুরাণ ভিন্ন, ভিন্ন সে অধ্যায়,
সে বেদ সংহিতা খানি, অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় !

প্রেমের পঠন ভিন্ন, ভিন্ন পাঠাগার,
ভিন্ন ছাত্র, ভিন্ন মরি! পড়ুয়া তাহার!
ভিন্ন তার শ্রেণী এক, ভিন্ন অধ্যাপক,
ভিন্ন অধ্যাপণা সেই, ভিন্ন তার চক।

প্রেমের শাস্তর ভিন্ন, ভিন্ন সে আখ্যান।
প্রেমের মরম ভিন্ন, ভিন্ন সে ব্যাখ্যান।

কি দিয়ে বুঝাব ভবে, প্রেমের তুলন,
প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্বা, ঐশ্বরিক ধন।

প্রেম যে সে প্রেম শুধু, অন্য কিছু নয়,
প্রেম ভিন্ন নাহি ঘটে, প্রেম পরিচয়।
প্রেমেতে প্রেমেতে ঘটে, প্রেমের বিকাশ,
প্রেমিকে প্রেমিকে প্রীতি, ব্যক্ত প্রেমাভাস।
প্রেম বিনা, প্রেম বুঝা, না যায় কখন,
সে বোঝে প্রেমের মর্ম্ম, প্রেমিক যে জন।
অপ্রেমিকে কি বুঝিবে, প্রেমের বাখান,
সৃষ্টি তত্ত্বে শ্রেষ্ট নাই, প্রেমের সমান।
এই যে অখিল বিশ্ব, নিখিল সংসার,
এই যে এ সৃষ্টি রাজি, অনন্ত অপার।
সকলেরি স্থূল কিন্তু, সকলেরি স্থূল,
সকলেরি মূল প্রেম, প্রেম সর্ব্ব মূল।
বৃক্ষ রাজি মাঝে উচ্চ, দেবদারু, তাল,
ধরাধর মাঝে উচ্চ, হিমাদ্রি বিশাল।
আকাশের চেয়ে উচ্চ, জনক যে জন।
বিশ্বম্ভরা চেয়ে গুরু, জননী আপন,
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ট, গুরুর সম্মান,
প্রেম কিন্তু সৃষ্টি মাঝে, সবার প্রধান।
লোক চর্চ্চা মাঝে যথা, সত্যাচার সত্য,
ধর্ম্ম চর্চ্চা মাঝে যথা, পরমার্থ তত্ত্ব।

বিদ্যা চর্চ্চা মাঝে যথা, প্রধান সাহিত্য।
সৃষ্টি তত্ত্ব মাঝে তথা, প্রেমের মাহাত্ম্য।
প্রেমের মাহাত্ম্য সৃষ্টি মাঝে শ্রেষ্টতর,
প্রেমের শাসনাধীন, বিশ্ব চরাচর।
প্রেমের শাসন মাঝে, অনন্ত অপার,
প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, সৃষ্টি রাজি ঝার।
প্রেমের বন্ধনে বান্ধা, চন্দ্র তারা ভানু,
অণু অণু বান্ধা যত, সূক্ষ্ম পরমাণু।——
অণু অণু বান্ধা যত, প্রেমে লাগা টান,
প্রেম ডুরি ছিড়ে যদি, সৃষ্টি খান খান।
প্রেম আছে তাই সৃষ্টি, আছে স্থিরতর,
প্রেমের খাতিরে সৃজে, সৃষ্টি বিশ্বম্ভর।

প্রেম যে সে প্রেম সুধু, অন্য কিছু নয়;
প্রেম ঐশ্বরিক পূর্ণ, ঈশ্বরত্ব ময়।
শিব বল, শক্তি বল, বল নারায়ণ,
প্রেম মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন।
লক্ষ্মী, বাণী, কাত্যায়ণী, বিরিঞ্চি, বাসব,
প্রেমের বিভিন্ন চিত্র, জে'নো অই সব।
অঙ্গদ, পুরাণ, বেদ, মহাভাগবত্,
প্রেমের অধ্যায় বটে, ওসব তাবত্।

রামায়ণ, ইলিয়ড, ভারত পুরাণ,
প্রেমের কীর্ত্তন সব, প্রেমের বাখান।

শিব বল, দুর্গা বল, বল নারায়ণ,
প্রেম মূর্ত্তি ভিন্ন অন্য, নহে কদাচন।
মূর্ত্তি মন্ত প্রেম ভিন্ন, অন্য কিছু নয়,
প্রেম ঐশ্বরিক স্বত্বা, ঈশ্বরত্বময়।
স্তুতি, নতি, সেবা, রতি, শ্রুতি, দরশন,
স্মরণ, বরণ আর, আগ্রহ, মনন।
এ সকলে জন্মে প্রেম, প্রেমের সঞ্চার,
প্রেমেতে প্রেমেতে ছোটে, প্রেমের পাথার।
প্রেমেতে প্রেমেতে প্রেমে, পূর্ণতা বিকাশে,
স্বর্গ মর্ত্ত ফেলি ওঠে, অনন্ত আকাশে
অনন্ত আকাশ ছাড়ি, তার ঊর্দ্ধে ধায়,
তার ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধ স্তরে, অপারে মিশায়!
পূর্ণতাতে পূর্ণ শেষ, ধরি পূর্ণ কায়া,
এ ধরণী বিশ্ব রক্ষে, দিয়ে স্নিগ্ধ ছায়া।
সেবা হ'তে জন্মে প্রেম, প্রেম হ'তে ভক্তি,
ভক্তি হ'তে মুক্তি লাভ, লাভ মহা শক্তি।
প্রেম ভিন্ন মুক্তি পথ, ভবে নাহি আর,
প্রেমের সাধনা-সর্ব্ব, সাধনার সার।
যত দেখ তপ জপ, যত দেখ পথ,
প্রেম ভিন্ন নহে কভু, পূর্ণ মনোরথ।

প্রেম সে সাধনা-শ্রেষ্ঠ. সাধনার শেষ.
স্বর্গের সোপাণ প্রেম, বৈকুণ্ঠ বিশেষ।
প্রেমের সাধক বটি, নাহি জানি প্রেম,
গিল্টি করা কাচ "আমি" বিকাই বলি হেম।

প্রেমের লক্ষণ সুধু, আত্ম-বিসর্জ্জন,
প্রেমের ধরম পরে, আত্ম সমর্পণ।
অনলে জ্বলিয়ে ঠিক, তারে বলি হেম।
আপনা পরের করা, তারে বলি প্রেম।
আপনারে পর করা, পরেরে আপন,
প্রেমের সাধনা সেই, আত্ম-বিসর্জ্জন।

প্রেম ত নহেরে ধুলা, খেলার মতন,
প্রেম করা সর্প ধরা, দুই তুল্য পণ।
নাজানিয়ে প্রেম করা, যেন সর্প ধরা,
প্রেম করা ঠিক যেন, অগ্নি কুণ্ডে পড়া।
নাগিনী দংশিলে সুধু, জ্বলি উঠে বিষ,
প্রেমের দংশনে বিশ্ব, দহে অহর্নিশ।
নাগিনী দংশিলে সুধু, দেহ প্রাপ্ত কাল,
প্রেমের দংশনে মজে, একাল সেকাল।
কিন্তু কি মুহিনী শক্তি, প্রেম নামে হায়।
জগত সংসার লোটে, সে প্রেমের পায়!
জগত সংসার মাঝে, যত প্রাণী সাজে,
অনলে পতঙ্গ প্রায়, মজে প্রেম মাঝে।

কেহ মজে পরমার্থে, কেহ নারী পাছে,
কেহ বা ধনেতে মজে কেহ ধর্ম্ম কাছে।
কেহ পরিজনে মজে, কেহ ত স্বদেশে,
কেহ মজে যশঃ লাগি, কেহ বা বিদ্বেষে।
কেহবা তরিয়ে যায়, কেহ ডুইবে মরে,
তরিয়ে না তরে কেহ কূল ভাঙ্গি পড়ে।
যেহক সেহক কিন্তু, প্রেম পাওয়া দায় !!
ভাগ্য বশে যদি কেহ, কদাচিত পায়।
কেহ পায় পাই, ক্রান্তি, কেহ পায় ধূল,
আমি হায় ! হারায়েছি, সর্ব্ব শুদ্ধ মূল !!
"প্রেম ! প্রেম !" করি আজ, জন্ম হ'ল শেষ,
তবু না মিলিল সেই, প্রেমের উদ্দেশ।
তবু না মিটিল হায়, প্রেমের পিয়াস,
প্রেমের লাগিয়ে আজ, ছাড়ি প্রাণ আশ !
কি জানি সে নিশা এক, কি জানি কি ভাব,
কি জানি এ পোড়া প্রাণে, দারুণ প্রভাব !!
দেবতা দানবে যাহা, ধ্যানে নাহি পায়,
আমি গো অভাগা, তাহা ঢু'ড়ে মরি হায় !
অভাগা মানব আমি, অতি অকিঞ্চন,
আমারে কি মিলিবে সে, অমুল্য রতন ?
যদি বা মিলিল হায় ! ভাগ্যে কিন্তু নাই,
কপালে যে ছাই মোর, কপালে সে ছাই !!

প্রেম সে দীল্লির লাড্ডু, নাখেয়ে পস্তায়,
পু'ড়ে মরে অন্তর্দ্দাহে, পুনঃ যেই খায়।
আকাশ-কুসুম প্রেম, মর্ত্তে মিলে কৈ ?
মানবের ভাগ্যে কিবা, অন্তর্দ্দাহ বই ?
প্রেম কি সামান্য ধন ? সামান্যে কি মিলে!
প্রেম কি কখন মিলে, স্বর্গ দান দিলে ?
প্রেম সে দীল্লির লাড্ডু না খেয়ে পস্তায়,
পু'ড়ে মরে অন্তর্দ্দাহে, পুন যেই খায়।

হইল আমার দুইটি, পস্তানি সোস্তানি,
আমারি কপাল মন্দ ! মন্দ ভাল মানি !
আমারি কপাল দোষে, এদশা আমার,
নহেত অন্যের দোষ, দোষ বিধাতার।
বিধাতার দোষ কিবা ? আমারিত দোষ !
সেই দোষে নিন্দি সবে, হয়ে অসন্তোষ।
কেবা শত্রু কেবা মিত্র, আমি নাহি জানি,
আমারি কপাল শত্রু, এই অনুমানি।

শত্রু মিত্র ভেদাভেদ, স্বার্থের কারণ,
হিংসা, প্রীতি সুধু স্বার্থ, স্থান বিবর্ত্তন।
স্বার্থের লাগিয়ে হিংসা, স্বার্থতরে প্রীতি,
স্বার্থতরে ভেদাভেদ, সংসারের রীতি।

সংসার চাহিনা আমি, নহিত সংসারী,
কেবল একটী প্রাণী, তারি আশাধারী।
একটী পরাণী মাত্র, জঞ্জাল আমার,
হায়! নাদেখিনু তারে, র'ল দুঃখ ভার।
হায় হায়! দুঃখে প্রাণ ফেটে যায় যায়,
ক্ষমা কর, ক্ষমাকর, ধরি দেবি! পায়!
ক্ষমাকর! ক্ষমাকর!! আমি অকিঞ্চন,
কেমনে স্মরিবে তারে, এ কলুষ মন।
এ কলুষ মন হায়! এ কলুষ প্রাণ!
কেমনে করিবে তারে, এ হৃদয় দান।
হায় হায় প্রাণ যায়! বুক ফেটে যায়!
কেমনে ভুলিব তারে, জানিনা উপায়!!
উপায় জানিনা তাই, জলে দিব ঝাঁপ,
সাগরে ডুবিয়ে আজ, নিভাইব তাপ!
নিভাইব হৃদয়ের, উগ্র দাবানল,
ক্ষমাকর, ক্ষমাকর! হইনু বিকল!!
ক্ষমাকর ক্ষমাকর, হে দেবি গো! যাই,
দোহাই ধর্ম্মের যদি, তোমাকে ভাড়াই।
দোহাই ধর্ম্মের উহুঃ! প্রাণ ফেটে যায়।
অসহ্য অসহ্য জ্বালা, অন্তর্দ্দাহ তায়!
প্রেমের সাধনা আজি, করি উদ্‌যাপন,
প্রেমের লাগিয়ে দিব, আত্ম-বিসর্জ্জন।

দেখিব বিধির বিধি, সে বিধি কেমন,
দেখি আজ গলে কিনা, বিধাতার মন !
তাপিতেরে দয়া নাই, এ কোন বিচার ?
হায় ! প্রাণ ফেটে যায়, সহ্য নহে আর !

(মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

ভৈরবিনী ।

ওঠ ওঠ তপোধন ! ওঠ মতিমান !
ওঠি বস কেন হেন, হইলে অজ্ঞান ?
জ্ঞানবন্ত ধর্ম্মমন্ত, জিতেন্দ্রিয় জন,
তাহারে কি শোভে কভু, এহেন ঘটন ?
তুচ্ছ আশা তুচ্ছ নেশা, তুচ্ছ ভাবনায়,
এহেন বিকার, ভ্রম, শোভে কি তোমায় ?
ওঠ ওঠ তপোধন ! ওঠ মতিমান !!
ছিছি কেন তুচ্ছ ভাবে, হইলে অজ্ঞান ?
হে বিধাতঃ ! হে ঈশ্বর ! হে করুণাধার !
তোমার করুণা-বারি, বর্ষগো এবার ।
হে ঈশ্বর ! হে বিধাতঃ ! হে জগত পতি !
তুমি গো বিপদ হারি ! অগতির গতি ।

তুমি বিঘ্ন দূর কর, কর দয়া দান,
দয়াতে হউক এই, পথিকের ত্রাণ।
হউক হউক নাথ! প্রাণের সঞ্চার,
আমি গো তোমারি নাথ! আমি গো তোমার!
কায় মনো চিতে যদি, আমি হই সতী,
এখনি হউক জ্ঞান, হোক সুস্থ মতি।
উঠুক উঠুক নাথ! উঠিয়ে বসুক,
সেই পূর্ব্ব সুস্থ ভাবে, ক্ষণেকে জিউক!
ওঠ ওঠ তপোধন! ওঠ মতিমান!
উঠি বস কেন হেন, হইলে অজ্ঞান?

সন্ন্যাসী।

না না না, জাগালে কেনে? হে দেবি! আমার,
হেন সুখ নিদ্রা ভাঙ্গি, কি লাভ তোমার?
বিধির চাতুরী কিবা, বুঝিতে নাপাই,
দেবী কি মানবী তুমি, ভেঙ্গে বল তাই।
মানবীর কার্য্য নয়, নয় দানবীর,
মানবের হিত বাঞ্ছা, একার্য্য দেবীর।
যা হবার হলো তাই, ব'লে কাজ নাই।
বল দেবি! শান্তি বাণী, পরাণ জুড়াই।
বল বল! কিসে মোর, মুক্ত হবে পাপ?
বল বল! কোথা গেলে, জুড়াবে এ তাপ?

কোথা গেলে হায় ২! যাবে হৃদি-ভার ?
কেমনে সুধিব আহা! এ ঋণ তোমার ?
মরিলেও তব গুণ, গাব পরকালে,
মরিবার কালে দিয়ো, ও চরণ ভালে।
খণ্ডিবে পাতক মম, খণ্ডিবেক পাপ,
কিসে মুক্তি হব বল, কিসে যাবে তাপ ?

ভৈরবিনী।

শান্ত হও শান্ত হও, হও ক্ষণ স্থির,
সুধীর হইয়ে কেন, হইলে অধীর ?
বুঝিলাম বুঝিলাম, তুমি মহাজন,
প্রেমের সাধক তুমি, প্রেমিকা কারণ।
প্রেমের প্রেমীক তুমি, বুঝিনু এখন,
বুঝিনু যাহার তরে, মৃত্যু আকিঞ্চন।
সত্য বটে প্রেম তুমি, করিয়াছ পণ,
সত্য বটে করিয়াছ, প্রেম উদ্‌যাপন।
কিন্তু এক বাক্য মোর, বাক্য নিজে ধর,
নিজের বিভ্রমে কেন, নিজে ডুবি মর।
জানিয়ে শুনিয়ে কেন, বৃদ্ধি কর তাপ,
সাধু হয়ে ভ্রমে কেন, বৃদ্ধি কর পাপ।

সত্য সত্য প্রেম যদি, কৈরে থাক পণ,
সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেম উদ্‌যাপন।
সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেমের সাধন,
তবে কেন মনোবাঞ্ছা, না হবে পূরণ।
অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
অবশ্য অবশ্য কর, অসাধ্য সাধন।
অসাধ্য সুসিদ্ধ হবে, কটাক্ষের পলে,
কটাক্ষে স্বরগ হবে, ন্যস্ত কর তলে।

গোলোক, দ্যুলোক আদি, বৈকুণ্ঠ সুধাম,
ধরাতে লুণ্ঠিত শুনি, প্রেমীকের নাম।
আমিত্ব ভুলিয়ে যেবা, মজে প্রেম-মদে,
অনন্ত ভুবন মরি, লোটে তার পদে।

আকাশ পাতাল ধরা, অনন্ত ভুবন,
রেণু রেণু খশি আসে, ছিঁড়িয়ে বন্ধন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, পর্ব্বত কানন,
খশিয়ে খশিয়ে আসে, স্রোতের মতন।
সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেম উদ্‌যাপন,
সত্য যদি কৈরে থাক, প্রেমের সাধন।
বিদ্যুত, অনল, ভাতি, কুলিশ পবন,
আজ্ঞাতে লুটাবে ক্ষণে, প্রেমিক-চরণ।
হুঙ্কারে শুষিবে সিন্ধু, নিভিবে তপন,
ফুৎকারে উড়িবে গিরি, তৃণের মতন।

ফুৎকারে শুকাবে মরি, অপার বারিধি,
কাঁপিবে প্রেমের নামে, অনন্ত অবধি।
অনন্ত অবধি বিশ্বে, যে যেখানে আছে,
যে যেখানে আছে আবে, প্রেমাকের কাছে।
থাকুক অন্যের কথা, বিধাতা আপন,
প্রেমীর নিকটে বান্ধা, প্রেমে বদ্ধ মন।
কি কব, কি কব তবে, হে প্রেমাক ঋ.স,
কেন না হুঙ্কর নাম, প্রেম যোগে বসি।
প্রেম যোগ প্রেম যাগ, করি অবিশ্রাম,
কেন না সাধ হে সাধু! প্রেমের সে নাম।
অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
অবশ্য অবশ্য কর, প্রেমের বোধন।
অবশ্য হইবে সিদ্ধ, অসাধ্য সাধন,
অসাধ্য সুসিদ্ধ হবে, ধ্যানে দেহ মন।
ধ্যান ধরি, ধ্যান করি, দমে দেহ টান,
টানেতে ছিড়ুক বিশ্ব, হয়ে খান খান।
খান খান হ'ক ঐ, পর্ব্বত কানন,
ভূত ভাবী হ'ক তব, হস্তের দর্পণ।
দর্পণের মত দেখ, কে কোথায় আছে,
দেখহে প্রাণের প্রিয়া, দেখ পাবে কাছে।
অবশ্য যদ্যপি প্রেম, কৈরে থাক পণ,
অবশ্য অবশ্য সাধ, প্রেমের সাধন।

অবশ্য হইবে সিদ্ধ, অসাধ্য সাধন,
অসাধ্য সুসিদ্ধ হবে, ধ্যানে দেহ মন।
কেন বৃথা বাড়াবাড়ী? কেন বৃথা ভ্রম,
নিজের বিভ্রমে কেন, নিজে কর শ্রম।
ধর ধর মতিমান! ধর সুবচন,
কায়মনো চিত্তে কর, প্রেমের বোধন।

কায়মনো চিত্তে প্রেম, যে সাধিতে পারে,
থাকুক অন্যের কথা, যমে ডরে তারে।
মর হয়ে অমর সে, দেবের প্রধান,
দেবতা দানবে সাধে, তাহার কল্যান।

কায়মনো চিত্তে তুমি, ধর দেখি ধ্যান,
প্রেমের টানেতে বিশ্ব, হোক কম্পমান।
পাইবে প্রাণের প্রিয়া, এখনি এ কাছে,
এখনি যাইবে তাপ, যত কিছু আছে।
কায়মনো চিত্তে তুমি, ধর দেখি ধ্যান,
কায়মনো চিত্তে এবে, সাধহে কল্যান।
কায়মনো চিত্তে যদি, আমি হই সতী,
হউক আমার বরে, তব অব্যাহতি।

সন্ন্যাসী।

বটে বটে সত্য বটে, হে দেবি! আমার,
ও চরণ কোকনদে, শত নমস্কার।
বিষম বিভ্রমে সত্য, হয়েছি অজ্ঞান,
সত্যই পাইনু জ্ঞান সাধিতে সে ধ্যান।
সাধিতে প্রেমের ধ্যান এইত এখন,
এখনি বসিব ধ্যানে শুদ্ধ করি মন।
শুদ্ধ মন শুদ্ধ প্রাণ হয়ে শুদ্ধাচার,
সাধিব প্রেমের যোগ বিশেষ প্রকার।

যোগাসনে উপবেশন পূর্ব্বক
ধ্যান করিতে ২
স্বগতঃ।

আহা কি কলুষ মতি, আমি অভাজন!
সে পবিত্র নাম লব, কেমনে এখন?
কেমনে এ পাপ মুখে সেই পুন্য শ্লোক,
জপিব আনন্দে আজ, শোকে ফাটে বুক!
মরি কি নামের গুণ স্মরণেও সুখ,
স্বরগ ভাঙ্গিয়ে যেন, ভ'রে এলো বুক।
তোলপার করি যেন, আসে স্বর্গ-স্রোত,
পঞ্চপ্রাণের বিশ্ব যেন, হ'ল ওতঃ প্রোত।

তোলপার করি যেন, স্বর্গ স্রোত আসে,
পরাণ ভরিল যেন, অমিয় সুবাসে।
বুক ভরা ভাল বাসা মুখভরা নাম,
এখনি গেলাম বুঝি, আমি স্বর্গধাম !!

সহস্র স্বরগ যেন, ক্ষণে পানু হাত !
হে দেবি ! কি সুধা দিলে, এত মরি স্বাদ !!
মরি কি নামের গুণ ! স্মরণেও সুখ,
স্বরগ ভাঙ্গিয়ে যেন, ভৈরে এলো বুক !
বুক ভরা ভালবাসা, মুখ ভরা নাম,
এখনি গেলাম বুঝি, আমি স্বর্গধাম !!

(যাগাসনে ধ্যান করিতে ২ ও বলিতে ২
অকস্মাৎ লম্ফ প্রাদান পূর্ব্বক দেবীর
গলদেশে জড়াইয়া ধরা।)

ওকি ওকি !! এযে মোর, সে হারানো নিধি,
আচম্বিতে কোথা হতে, মিলাইল বিধি।
এযে এতো দেবি নয় ! নয় অন্য জন !
এযে মোর প্রাণ হরা, পরাণের ধন !!!
ওকি ওকি !! এযে মোর, সে হারানো নিধি,
আচম্বিতে কোথা হ'তে, মিলাইল বিধি !!
আচম্বিতে কোথা হতে, এলে প্রাণ আমার !!
থাকরে ও প্রাণ ! থাক্, হৃদয় মাঝার।

তোমার বিহনে হায়! সব অন্ধকার,
অন্ধকার হায় হায়! এদিন সংসার।
এযে ইনি দেবী নয়, নয় অন্য জন,
এযে মোর প্রাণ হরা, পরাণের ধন

(বলিতে ২ বিলাপ আরম্ভন এবং
হর্ষ পুলকে কম্পিত কলেবরে
পুনঃ অজ্ঞান অবস্থা।)

ভৈরবিনী।

প্রাণ নাথ! প্রাণ নাথ! হে পরাণ ধন !!
থাক থাক হৃদে থাক, হে ব্যথিত জন!
প্রাণ নাথ! প্রাণ নাথ! হে নয়ন-মণি!
তুমি রে আমার, আমি, তোমার অধিনী।
তুমি মোর! আমি তোর, আয় ভাল বাসি,
থাক থাক ওরে প্রাণ, এ হৃদয়ে মিশি!
হৃদয়ে থাকগো মোর, হৃদয়ের ধন,
এত দুঃখ এত জ্বালা, আমারি কারণ !!—
হায় হায় আমারি ত, লাগি এত দুঃখ,
সহিলিরে ওরে প্রাণ! বিদরিছে বক্ষ!

ভু'লে যা ভু'লে যা প্রাণ ! সে দারুণ কথা,
হৃদয়ের ধন থাক, হৃদয়েতে গাথা।
রহ রহ হ্যাদে প্রাণ ! হৃদয়ের মণি !
তুমি রে আমার আমি, সেই ত অধিনী।
সেই ত অধিনী আমি, বনে ২ ফিরি,
দেশে দেশে ফিরি তোমা, অন্বেষণ করি।
ধরিয়ে ভিকারী বেশ, পরি ছদ্মবাস,
বেচেছিরে এতদিন, করি তোর আশ।
আঠার বচ্ছর আজি, উদাসিনী বেশে,
খুজিতেছি ওরে প্রাণ ! তোরে দেশে দেশে।

হারায়েছি রাজ্য ধন, হারায়েছি সব,
তবু তোমা ভাবি একা, অনন্ত বিভব।

তুমিরে আমার প্রাণ ! নয়নের মণি,
তোমার চরণে মগ, পরাণ নিছনি।
তোমার আশায় হায় ! রয়েছে এ প্রাণ,
তোমার লাগিয়ে আমি, বাউরা প্রমাণ।
যখন নিঠুর গণ, রাখে মোরে ঘিরি,
কত দুঃখ দিল উহুঃ ! অত্যাচার করি !
যখন বান্ধিল মোরে, ঘোর কারাগারে,
তখন রে তোর লাগি, কান্দি হাহাকারে।
তখন তোমার বার্ত্তা, না পাইয়ে হায় !
কত রে কান্দিনু আমি, অসহ্য ব্যথায় !

নাই তুমি এজগতে, এই ভাবি শেষ,
মরণ সাধিনু আমি ঘুচাইতে ক্লেশ।
একেতে কারার কষ্ট, তাহে আরো দুঃখ,
অশেষ দুঃখেতে শেষে, ভাঙ্গিলেক বুক!
অনাহার অনিদ্রায়, ভাবি ভাবি মরি,
সংকল্প করিনু শেষ, প্রাণ পরিহরি।
সংকল্প করিয়ে শেষ, ছাড়ি অন্ন জল,
বিষম ব্যাধিতে পড়ি, হইনু বিকল।
অবশ হইল তনু, রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস,
রুদ্ধ হ'ল ইন্দ্রিয়াদি, নিশ্বাস প্রশ্বাস।
তখন নিঠুর গণ, মরা ভাবি মোরে,
তাড়াতাড়ি স্থানান্তরে, গাড়িলেক গোরে।
অলঙ্কার লোভে তথা, দস্যু কত জন,
নিশিথে আমার গোর, করিয়ে খনণ;
সিন্ধুক সহিত তুলি, নিয়ে ঘোর বন,
খোলা লাশ ফেলি গেল, লয়ে রত্ন ধন।
রত্ন ধন নিল হরি, নিলেক কাফন,
ভিন্ন বস্ত্রে রাখি গেল, করি আবরণ।
আহা! সে বস্ত্রের গুণ, কিবা গুণ তার!!—
আহা কি সে সঞ্জিবনী, সুধা চমৎকার!
আবরণ মাত্র দেহ, হ'ল রোমাঞ্চিৎ,
মৃদুল পরশে প্রাণ, হ'ল সঞ্জিবীত।

কে যেন কহিল মোরে,　স্বপনের ঘোরে,
তব-অঙ্গ-ঘ্রাণ যেন,　পাঁনু মোহ ভোরে।
নিশ্চয় বুঝিনু দৃঢ়,　বুঝিনু তখন,
তুমি যেন কল্যে মোরে,　বস্ত্রে আবরণ।
তুমি যেন শুরে প্রাণ,　কল্যে আশীর্ব্বাদ,
তুমি যেন দিলে প্রাণে,　তব সুসংবাদ।
তুমি যেন করিলে রে,　প্রেম আলিঙ্গন,
সরাইয়ে দিলে দূরে,　মৃত্যু-আবরণ।
ধীরে ধীরে খুলি যেন,　দিলে নেত্র-দ্বার,
ধীরে ধীরে মেলিলাম,　নয়ন আমার!
ধীরে ধীরে সে মুহূর্ত্তে করি নীরিক্ষণ,
সম্মুখে দেখিনু এক ব্যাঘ্র বিভীষণ।
কিন্তু তাহে ভীতি মাত্র না জন্মিল প্রাণে,
বরঞ্চ সাহস প্রীতি,　উপজিল মনে।
বরঞ্চ কি ভাব যেন,　নব উগ্রতর,
বিহ্বলিত করিলেক,　এ দেহ অন্তর।
বিহ্বলিত করিলেক,　আশাতে তোমার,
"সত্য" কি "স্বপন" কিন্তু,　স্থির নাহি তার।
সত্য কি স্বপন কিছু,　স্থির নাহি পাই,
বেচেছি কি মরিয়াছি,　জ্ঞান তাহা নাই।
কেবলি সে উগ্র এক,　ভাব মোহকর,—
শরীর অবশ সর্ব্ব,　রুদ্ধ কণ্ঠ স্বর।

কেবলি বহিল ধীরে, ক্ষীণ মৃদু শ্বাস,
দেখিয়ে সে ব্যাঘ্র যেন, পাইল আশ্বাস।
ঝটিত আনিয়ে মোর, মুখে দিল জল,
ঝটিত আনিয়ে মুখে, দিল সুধা ফল।
তোমার প্রেমের বার্ত্তা, যেন বারম্বার,
প্রকারে কহিল যেন, সম্বাদ তোমার।
তোমারে মিলাবে যেন, দিল সে আশ্বাস,
চির বন্ধু বলি তারে, জন্মিল বিশ্বাস।
তখন বসিনু উঠি, হয়ে সুস্থকায়,
ঘোর বনে চলিলাম, তোমার আশায়।
অগ্রে ২ ব্যাঘ্র চলে, পাছে পাছে আমি,
ঘোর বনে ঘোর দশা, ঘোরতর যামী।
নির্জ্জন কন্দরে এক, হল মোর বাস,
ব্যাঘ্র মোরে জানাইল, প্রবোধ আশ্বাস।
ব্যাঘ্র মোরে যোগাইতে, লাগে খাদ্য জল,
তোমার বিরহে তবু, রহিনু বিকল!
কিন্তু তব অঙ্গ-বাশ, হেরি মম গায়,
বিশ্বাসে আশ্বাস ভাবি, দেবের মায়ায়।
তোমার অঙ্গের ঘ্রাণ, করিয়ে সুঘ্রাণ,
সাহস বান্ধি রে বুকে, ধরিলাম প্রাণ।
তিন দিন তিন রাত্রি, করিনু রোদন,
কেবলি ঈশ্বরে চাহি, করি নিবেদন।

তদন্তে সে ব্যাঘ্র এক, শারী সঙ্গে করি,
আসি মোর পদ লেহি, দিল গড়াগড়ি।
আনন্দ জানায়ে কত, করিল উল্লাস,
মধুর বাক্যেতে শারী, করিল সম্ভাষ।
মধুর বাক্যেতে তোষে, ভুলাইতে ব্যথা,
ভুলিনু সত্যই তার, শুনি মিষ্ট কথা।
মানবার মত তারে, আপ্ত করি জ্ঞান,
কতরে কান্দিনু আমি, খুলি মনো প্রাণ।
মনো প্রাণ খুলি কত, করি অনুনয়,
আমার ক্রন্দনে কান্দে, পশু পক্ষী দ্বয়।
আমার ক্রন্দনে কান্দি, বন্য পশু পাখি,
প্রতিজ্ঞা করিল দোহে, ধর্ম্ম সাক্ষী রাখি।
প্রতিজ্ঞা করিল দোহে, করি প্রাণপণ,
আমার কল্যানে দিতে, দোহার জীবন।
প্রতিজ্ঞা করিয়ে শারী, বলে তদন্তর ;
"শুন ওগো রাজ্যেশ্বরী, শুনগো খবর।
আমরা দুজনা তব, পিতার পালিত,
রাজোদ্যানে শিশু হ'তে, হইনু লালিত।
শিশুকাল হ'তে তব, পিতার কৃপায়,
লালিত পালিত হ'নু, যতনে দোহায়!
তব জন্ম দিন পর্ব্বে, হ'ল মহোৎসব,
সেই দিনে মুক্তি রাজা, দিলা আমা সব।

পশু পক্ষী যত সবে, পেনু অব্যাহতি,
কিন্তু তার দয়া বশে, না ছাড়ি সংহতি।
সন্তানের মত থাকি, আশ পাশ ঠাই,
দেখা মাত্র ডাকা মাত্র, কাছে কাছে যাই।
তাহার অভাবে মোরা, আ'নু এই বন,
পূর্ব্বাবধি তোমাকে গো, চিনি বিলক্ষণ।
আমরা অধীন তব, সেবক অধম,
বিধি মিলাইলা হেন, বিপদে বিষম।
না ভে'বো না ভে'বো ভয়, না হও বিস্ময়,
পশু পক্ষী বটি কিন্তু, কার্য্য তাহা নয়।
পশু পক্ষী বটি কিন্তু, দেব আচরণ,
আমরা নহি গো তব, মানুষ মতন।

দেখনা মানুষে কিবা, করিতে নাপারে ?
যার খায় যার পরে, তারে আরো মারে।

নিমক হারাম নাই, মানুষ মতন,
আমরা নহিগো রাণি ! আমরা তেমন।
আর শুন তোমার সে, প্রিয়ের সংবাদ,
প্রাণে বে'চে আছে কিন্তু, ঘটেছে প্রমাদ !!
বোধ হয় অল্প দিনে, হবে মুক্তি তার,
জাহাজে চরায়ে নিছে, সমুদ্র ওপার,
সেদিন দেখিনু হায় ! যত দুষ্ট জন,
শৃঙ্খলে প্রিয়েরে তব, করিতে বন্ধন।

শৃঙ্খলে বান্ধিয়ে তারে, তুলিলেক পোতে,
নির্ব্বাসন দিতে নিল, বাহি ভাটি স্রোতে।
মরে নাই বেচে আছে, এখনো সে জন,
এখনও তব ধ্যানে, রয়েছে মগন।
মারিবেনা প্রাণে তারে, শুনেছি নিশ্চয়,
নিশ্চয় নির্ব্বাস তারে, দিবে দুষ্ট চয়।
অই তার পরিত্যক্ত, অই বাহির্ব্বাস,
দৈব ফেরে দস্যুগণ, আনে তব পাশ।
অই সে প্রেমের ধ্বজা, অই তব গায়,
বিশ্বজয়ী হবে তুমি, ধ্বজা গুণে হায়!
প'ড়েছ বিপদে কিন্তু, বিপদ এনয়,
পরম সম্পদ বিধি, দিবেন নিশ্চয়।
নিশ্চয় নিশ্চয় ধৈর্য্য, ধরহে প্রবোধ,
চলহ সতর্ক ভরে, লভি জ্ঞান বোধ।
পাছে পাছে শত্রু তব, পাছে পাছে আছে,
দূর নহে রাজ ধানী, বটে তব কাছে।
সন্ধান পাইলে শত্রু, আসিবে নিশ্চয়;
দূরে চল, হেথা আরো, থাকা যুক্তি নয়।"
এত শুনি কথঞ্চিৎ, হইলাম সুখী,
কিন্তু প্রাণ! তব দশা, ভাবি হনু দুখী।
তোমার বন্ধন বার্ত্তা, তব অসন্মান,
শুনা মাত্র বজ্রপাত, সম কৈন্ম্য জ্ঞান।

সহিতে নারিনু খেদে, হইনু মুর্চ্ছিত,
তুই দিন রনু পড়ি, হারায়ে সম্বিত।
শারী আর ব্যাঘ্র কত, করিল যতন,
যতনে আবার ফিরে, পাইনু চেতন।
তদন্তে পৃষ্টেতে মোরে, বহি সে শার্দ্দুল,
তোমার উদ্দেশে চলে, সাগরের কূল।
অগ্রে অগ্রে চলে শারী, পথ দেখাইয়ে,
নিশাকালে চলে তারা, শক্রগণ ভয়ে।
দিবসে গহনে মোরে, রাখে লুকাইয়া,
নিশাকালে লয়ে চলে, সাবধান হৈয়া।
উদ্দেশ্য লইয়ে যাবে, সাগর সে পার,
উদ্দেশ্য করাবে দেখা, তোমার আমার।
উদ্দেশ্য তোমারে প্রাণ ! করি মুক্তি দান,
করিবে রে সে শঙ্কটে, অধিনারে ত্রাণ।
হেন ভাবে মাসাধাক, চলি ফিরি যাই,
নিজ দেশ পরদেশ, কত বা এড়াই।
অগ্রে অগ্রে যায় শারী, পথ দেখাইয়ে,
সঙ্গে সঙ্গে যায় কত, শত চিনাইয়ে।
কতবা নগর নদী, কত গিরি বন,
কত বা দেউল দিঘা, উদ্যান শোভন।
কত বা সে পরিচয়, কত দিল শারী
তোমার বিরহে প্রাণ ! সবিরে পাসরি।

কেবলি তোমার ধ্যানে, কান্দি নিশি দিন,
খেদে আঁখি নাহি খুলি, ভে'বে ভে'বে ক্ষীণ।

তুমিরে আমার বিশ্বে, চন্দ্র তারা ভানু,
জগত হাতাড়ি আমি, একা তোমা পানু।
তুমি ভিন্ন এ ব্রহ্মাণ্ডে, অন্য কিছু নাই,
তোমা ভিন্ন এ জগতে, কিছু নাহি পাই।
তুমি একা এ ব্রহ্মাণ্ডে, কিম্বা বিশ্ব তুমি,
তোমা ভিন্ন অন্য বস্তু, নাহি জানি আমি।
তুমি আর আমি মিলি, জানি এক জন,
বিশ্ব মাত্র তব রূপে, প্রকৃতি সৃজন।
তুমি বিশ্ব রূপে, বিশ্ব তোমার স্বরূপ,
এ নয়নে নাহি হেরি, সৃষ্টি অন্য রূপ।
তুমিরে আমার বিশ্বে, চন্দ্র তারা ভানু,
জগত হাতাড়ি আমি, একা তোমা পানু।
এ নয়নে তোমা ভিন্ন, নাহি অন্য রূপ,
তুমি বিশ্ব রূপে বিশ্ব, তোমার স্বরূপ ॥

হেন ভাবে মাসাধিক, চলি ফিরি যাই,
নিজ দেশ পর দেশ, কত বা এড়াই।
শেষেতে সম্মুখে পেয়ে, সাগর ভীষণ,
দিবসে গহন বনে, হইনু গোপন।

প্রত্যুষে একাকী শারী, লইতে সন্ধান,
নাবিক-বন্দর-মুখে, করিল প্রয়াণ।
বেলা অবসান তবু, শারী নাহি ফিরে,
ব্যাঘ্রেরে তখন আমি, বলিনু অধীরে।
শার্দ্দূল কাতরে মোর, বুঝিয়ে আশয়,
ধীরে ধীরে বন ধারে, অগ্রসর হয়।
হঠাত দেখিল দুই, ব্যাধ দুষ্টাচার,
সাধের সে শারী হায়! তীরে গাথা তার!!
সেই সে প্রাণের শারী, হয়েছে নিধন।
দেখিয়ে অমনি ব্যাঘ্র, করিল গর্জ্জন;
গর্জ্জি অগ্রবর্ত্তী ব্যাধে, করিল হনন;
পাছে থে'কে বিষবাণ, হানে অন্য জন!
বাণ হানি পর [illegible]লা, সে লইয়ে পরাণ,
ব্যাঘ্র-বুকে ফোটে বাণ, বজ্রের সমান!!
তবু হত ব্যাধ শরে, গাথা শারী লয়ে,
মম পদে আসি ব্যাঘ্র, পড়িল লুটায়ে।
দেখিয়ে অমনি হায়! হইনু আকুল,
টানিয়ে নাহির বাণ, করিনু আমূল।
টানিয়ে দেখিনু হায়!. শারী মোর নাই,
হাহাকারে কান্দি আমি, পরিলাম ঠাই।
হাহাকারে কান্দি আমি, ব্যাঘ্রে লনু বুকে,
ব্যাঘ্র কান্দি মুদে আঁখি, চেয়ে মোর মুখে।
জনমের তরে আঁখি, মুদে জন্ম তরে,
ছাড়ি গেল দোঁহে মোরে, উদাসিনী কৈরে!!

সারা নিশি করিলাম, কত বিলাপন,
কত বা ঈশ্বরে ডাকি, করিনু রোদন।
প্রত্যুষে আসিল সেই, ব্যাধ পলাতক,
হস্তে ভীম শরাসন, লোহার কীলক।
অন্বেষণ করি ফিরে, সঙ্গী আরো বাঘ,
থাকি থাকি সঙ্গী নাম, ধরি ঘন ডাক।
হঠাত দেখিয়ে মোরে, হইয়ে বিস্ময়,
আমারে ধরিতে সাধ, করে দুরাশয়।
আমারে ধরিতে ব্যাধ, প্রশারিল হাত,
বিধির কল্যানে দুষ্ট, মজে অকস্মাৎ।
অকস্মাত ব্যাধ দেহ, হ'ল তরুতাল,
মুহূর্ত্তে ঘুচিল মোর, আপদ জঞ্জাল।
তখন সে মৃত-ব্যাধ--অঙ্গের বসন,
খুলিয়ে সাজিনু নিজে, পুরুষ সাজন।
ধরিয়ে পুরুষ বেশ, হইনু বাহির,
জাহাজে আরোহি যে'য়ে, সমুদ্রের তীর।
হায়রে! বিধির লীলা, কত কব আর?
তুফানে ডুবিল ডিঙ্গা, সমুদ্রে মাঝার।
আরোহি মরিল সব, সে দুর্য্যোগে পড়ি,
আমাকে কুম্ভির এক, রাখে পৃষ্ঠে করি।
অচেতন ভাবে আমি, কাষ্ঠ করি জ্ঞান,
সপ্ত দিবা ধরি তাহা, হনু পরিত্রাণ।
সপ্ত দিবা পরে কুর্ম্ম, তীরে মোরে নিল,
সমুদ্র-উদ্ভিদ ফল, মুখে মোর দিল।

সম্বিত পাইয়ে তাহে, করি বিলাপন,
কেবলি চৌদিকে দেখি, দুর্ব্বার বিজন।
কান্দি কান্দি তীরে তীরে, ফিরি অভাগিনী,
সে পাথারে বঞ্চি আমি, হায় একাকিনী!
কেবলি তোমার নাম, সম্বলে আমার,
কেবলি তোমার মূর্ত্তি সম্বলের সার!!
কেবলি কুম্ভীর সেই, প্রতিদিন আসি,
ফল পেতে দিয়ে যেতো, প্রাণে ভালবাসি।
কত দিনে দেখি তথা, আসে এক তরী।
সদাগর পুত্র এক, তার অধিকারী।
আমার দুর্দ্দশা দেখি, তুলি নিল নায়,*
পুরুষ ভাবিয়ে অগ্রে, ডাকিল আমায়।
কিন্তু পরে ভাবাভাবে, নারী করি স্থির,
আমারে পাইতে সাধু, হইলা অস্থির।
আশয় বুঝিয়ে তার, কান্দি উভরায়,
ঈশ্বর সাধুকে করে, পাষাণের কায়।
পাষাণ হইল সাধু, দেখি ভৃত্যগণ,
ভয়ে মোরে পূজিলেক, লুটায়ে চরণ।
কতদিনে লাগে তরী, সাধুর স্বদেশ,
কহে তার মাকে তারা, যে কিছু বিশেষ।
শুনি সে সাধুর মাতা, পড়ে মোর পায়,
দেবতা ভাবিয়ে মোরে, "পুত্র" বর চায়।
দেবতা ভাবিয়ে মোরে, করে অনুনয়,
পুত্ররে করিতে ভাল, করিল বিনয়।

তখন ঈশ্বরে চাহি, করি প্রণিপাত ;
কান্দিয়ে মাগিনু বর, যুড়ি দুই হাত।
দেখিতে দেখিতে ভাল, হ'ল সাধু-সুত,
দেখিতে দেখিতে ভরে, ভাণ্ডার অযুত।
স্বর্ণ অট্টালিকা হ'ল, স্বর্ণ সিংহাসন,
অদ্ভুত ভাণ্ডার হ'ল, সংখ্যাতীত ধন।
দেখিয়ে সবার মনে, জন্মিল বিস্ময় ;
নগর সহিত সর্ব্ব, ভক্ত মোর হয়।
সেখানে শুনিনু প্রাণ ! তোমার সম্বাদ,
নির্ব্বাসিত হৈয়ে তুমি, সহিছ বিষাদ।
কিন্তু কোথা আছ তুমি, স্থির নাহি তার,
তাই আমি দেশে দেশে, খুঁজিনু তোমার।
দেশে দেশে খুজি আর, দেশে দেশে ফিরি,
কত বন গিরি গুহা, নগর নগরী।
কত দেশ কত রাজ্য, করি প্রদক্ষিণ,
কতই সঙ্কটে হায়ে, পড়ি নিশি দিন।
কতবা সাগরে ডুবি, কতই বা মরি,
কতই রে বনে ২, দেশে দেশে ফিরি।
আঠার বচ্ছর আজি, উদাসিনী বেশ,—
ওরে প্রাণ ! তোরে আমি, খুজি দেশ দেশ !!
কিন্তু না পাইয়ে কোথা, তোমার উদ্দেশ,
পরাণ ত্যজিতে বাঞ্ছা, করিলাম শেষ।
কন্দরে জ্বালিনু আমি, ভীষণ অনল,
গিরি শৃঙ্গ হ'তে ঝাপি, পড়িনু ভূতলে।

কিন্তু কেরে নিভাইয়ে. দিল সে অনল !!
কে যেন টানিয়ে মোরে. নিল অন্য স্থল।
কে যেন গর্জ্জিয়ে মোরে, দিল উপদেশ.
কে যেন শিখায়ে দিল, তপস্যা বিশেষ !
তখন চঞ্চল মন, করি সংযমন.
প্রেমের সাধনা হায় ! সাধিনু তখন !
প্রেমের সাধনা মরি ! তব প্রেম নাম,
তব প্রেম-মুক্তি-যোগ, সার করিলাম।
সাধিতে ২ সিদ্ধ. ফোটে দিব্য জ্ঞান.
চরাচর হল যেন, দর্পণ সমান।
চরাচর হল যেন, করতল গত,
দেখিতে লাগিনু দিব্য. ভূত ভবিষ্যত।
দেখিতে লাগিনু প্রাণ ! আমিরে তোমায়,
দেখিনু তুমিরে প্রাণ ! আসিবে হেথায়।
দেখিনু তুমিরে প্রাণ ! নৈরাশ্যেতে মোর,
জীবন ত্যজিতে বাঞ্ছা, করিয়াছ ঘোর !
জীবন ত্যজিবে প্রাণ ! তুমি হায় হায় !!
তাই ভাবি অভাগীরে, আসিছে হেথায়।
তাই ভাবি অভাগিনী, দিতেরে প্রবোধ,—
তাই ভাড়াইনু মরি ! জাগাইতে বোধ।
তাই মনে মনে চাপি, মনের আগুণ,
জ্বালাইনু ওরে প্রাণ ! জ্বালানু দ্বিগুণ।
জ্বালাইনু, জ্বলিনুরে,—পুড়ে আয় মরি !
তুমিরে আমার আমি, তব সেই নারী !!

আঠার বচ্ছর আজি, আঠার বচ্ছর,
দোহে দোঁহাকারে ছাড়ি, হয়েছি অন্তর !
আঠার বচ্ছর আজি, আঠার বচ্ছর, !!
কেহ কারে নাহি জানি, কেহরি খবর !
আঠার বচ্ছর আজি, হয়ে উদাসিনী,
ওরে প্রাণ ! দেশে ২, ফিরি একাকিনী।
এ'স আরে প্রাণ ধন ! এবে হৃদে আয়,
হৃদয় জুরাকু তোরে, বুকে ধরি হায় !
রহ রহ হৃদে প্রাণ ! নয়নের মণি !!
তুমিরে আমার আমি, তব সে অধিনী।
যা হবার হইয়াছে, ভে'বে কাজ নাই,
স্বর্গ পাইলাম আজ, স্বর্গ এই ঠাই।
এ'স এ'স প্রাণ নাথ ! এসো মোর কাছে,
তব হেন প্রিয় ধন, স্বর্গে কিহে আছে ?
চাই না স্বর্গের সুখ, চাই নাহে ধন,
দোহে দোহাকার ভাবে, রব আজীবন।
দোহে দোহাকার ভাবে, দেব আর দেবা,
আমি দাসী, দাও করি, ওচরণ সেবা।
প্রাণ নাথ ! প্রাণ নাথ - হে পরাণ মণি !
তুমিরে আমার, আমি সেইত অধিনী।
ভু'লে যারে,—ভু'লে যারে, সে দারুণ কথা,
থাক প্রাণ থাক লয়ে, আমি থাকি হেথা।
স্বর্গ হোক্—স্বর্গ হোক্, এই ধরাতল,
হোক্ হেথা প্রস্রবণ, অমিয় বিমল।

বহুক বহুক বায়ু, অমৃতের বাসে,
থাক প্রাণ হৃদে থাক, নবীন উল্লাসে।

পরিশিষ্ট।

নবীন উল্লাসে ওঠে, শব্দ কল কল,
আনন্দে ভরিয়ে গেল, স্বর্গ ধরাতল।
ধরাতল ভরি গেল, স্বর্গের মাধুরী,
কিন্নরী অপ্সরী নাচে, নাচে বিদ্যাধরী !!
বেড়িয়ে বেড়িয়ে নাচে, যত দেবগণ,
জয় জয় রবে গায়, প্রেম সম্মিলন।
প্রেমিক প্রেমিকা আজ, মিলে হর্ষ চিতে,
উচ্ছাসে সংবাদ দ্রুত, ছোটে চারি ভিতে।
ছুটিল সংবাদ দ্রুত, দেশ দেশান্তর,
শ্রবণে কম্পিত যত, অরাতি অন্তর।
আনন্দে উন্মত্ত প্রায়, যত প্রজা গণ,
সত্বরে ভেটিল সুখে, দোহার চরণ।
বাজে শিঙ্গা, বাজে কাড়া, বাজে ঢাক ঢোল,
কোলাহলে ত্রিসংসার, তোল পাড় তোল।
আসিলেন রাজ লক্ষ্মী, পুনঃ রাজপুরে,
ভয়ে রাজ্য ছাড়ি অরি, পলাইল দূরে।
সুরা সুরে যক্ষ নরে, মিলি বসে সভা,
দক্ষিণে "কিরণ" বসে, বামে বসে "প্রভা"
জয় জয় বল সবে, পাঠক পাঠিকা,
এত দূরে সাঙ্গ হ'ল, প্রেমের নাটিকা।
রচিলা রসের গাথা, আব্দুল হামিদ,
আটীয়া, চন্নাপে ধাম, বঙ্গের বিদিত।

অরুণ ভাতি।

—— :o: ——

পরিচয়।

যখন মধ্য আসিয়ায় মোগল বংশীয় রাজা দিগের উন্নতি এবং পরাক্রম প্রারম্ভ হয়, তখন সেই বংশীয় তাতার দেশের বাদশা সোল্‌তান সোলেমানের কন্যা "হোস্‌নে আফ্‌রোজের, রূপ গুণ এবং বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সোল্‌-তানের সাত পুত্র এবং এক কন্যা ছিল, রূপে গুণে বিদ্যাতে, বুদ্ধিতে ও সাহস পরাক্রমে পুত্রগণ অপেক্ষা উক্ত কন্যারই অধিক প্রতিপত্তি সক্ষমতা এবং আধিপত্য জন্মায় স্বয়ং সোল্‌তান ও তাঁহার মহিষীগণ এবং দেশ দেশান্তরের ক্ষুদ্র মহৎ যাবতীয় লোকে রাজ-কন্যাকে প্রথমতঃ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং সসম্মানে ভয় করিতেন। হোস্‌নে আফ্‌রোজ একে স্বাধীন প্রকৃতির ছিলেন, তাহাতে আবার তৎকালে মোগল দিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের জন্য একালের ন্যায় বিশেষ পর্দ্দা পুশিদা এবং অবরোধ প্রথা প্রচলিত না থাকায় তিনি সৈন্য সামন্ত সহ অবাধে দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক দিগ্বিজয় ও প্রকাশ্য দরবারে রাজ-কার্য্য পরিচালনা করি-তেন। তিনি অধিকাংশ পুরুষ দিগের অপেক্ষাও সবলা, সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষমতাপন্না ও কার্য্য কুশলা হইয়া উঠায় নিজকে নিজে খুব গৌরবান্বিতা, স্বাধীন চেতা, মনে করিয়া পরিশেষে এক প্রকার অহঙ্কারিণী হইয়া পড়েন। চল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি বিবাহিতা হইয়া ছিলেন না। শত শত রাজপুত্র শত শত

বীর পুরুষ, এবং শতশত পণ্ডিত লোকে তাঁহার পাণিগ্রহণ লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া দেশ দেশান্তর হইতে ক্রমে ক্রমে সমাগত হইতে থাকেন; কিন্তু সকলেই তাঁহা কর্তৃক তর্কে, বলে, কৌশলে, বিচারে, এমন কি অনেক সময়ে ছলনা পূর্ণ চাতুরী জালে পরাজিত ও পরাভূত হইয়া কেহ দাসত্ব, কেহ বৈরাগ্য এবং কেহবা ভিক্ষুকের পথ অবলম্বন করেন; আবার কেহ কেহবা ক্রোধ ভরে বৈরনির্য্যাতন মানসে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইয়া বিনষ্ট হন। তিনি কিছুতেই পুরুষের বশীভূতা হইয়া স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে চাহেন না। বিবাহের প্রতি ক্রমে ২ তাঁহার যেন এক বিজাতিয় ঘৃণা এবং পুরুষ দিগের প্রতি নিদারুণ তাচ্ছিল্য ভাব জন্মে তাঁহার এই প্রকার ব্যবহারে তাঁহার পিতা মাতা, ভ্রাতা এবং দেশস্থ সকলেই পরিশেষে ব্যথিত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠায়, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া প্রবোধ দেন যে, "আমি আমার উপযুক্ত পাত্র পাওয়া মাত্রই বিবাহ করিব" কিন্তু সে কথা তাঁহার মৌখিক ছলনা ভিন্ন প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তরের নহে। রাজকার্য্যের উপর তাঁহার এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ছিল যে, সোলতান ও মন্ত্রীগণ নামে মাত্র রাজা ও উজির ছিলেন। ফলতঃ রাজকন্যা তাঁহাদিগকে যন্ত্র স্বরূপ করিয়া এমন ভাবেই রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে তাঁহাদের "চু" শব্দটী করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহাদের কোনই হাত ছিলনা। যুবতী স্ত্রীলোক হইয়াও যে পুরুষের প্রতি তাহার এমন তাচ্ছিল্য ভাব জন্মিয়াছিল, অনেক মহা মহা পণ্ডিত তাহার কোন কারণই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পরিশেষ উহা বিধাতার একটী লীলা বলিয়াই, তাঁহারা আশ্চার্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার

পঁচিশ বৎসর বয়স হয়, তখন তিনি মহা ঘটা ও সমারোহ করিয়া ইউরোপ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন, এবং রোম ও গ্রীস দেশে কিছু দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষা করেন। সেই হইতে তাঁহার মন আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠে।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময়ে মিশরের উন্নতি এবং প্রাধান্যের হ্রাস হইলেও বহুবিধ রাজ্য দেশ তাঁহার শাসনাধীনে ছিল, এবং মিশর রাজ্যের ন্যায় গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সম্রাট দিগের মধ্যে অতি অল্প পরিমাণেই ছিলেন। মিশর রাজ "অ'স্তাদ জেগেরের" অতুলনীয় রূপ গুণ সম্পন্ন একটী পুত্র-রত্ন ছিল, এই পুত্র ধনটী পাইয়া তিনি সর্ব্ব সুখে সুখী হইয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর অকালে কাল কবলে পতিত হওয়ায় সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞী উভয়ে ইঁহাকে সর্ব্বদা এত ভাল বাসিতেন যে, কোন ক্রমেই কাছ ছাড়া হইতে দিতেন না। এই যুবরাজের নাম "খোর্‌সেদ্ পাইকর্‌" ছিল। উপযুক্ত সময়ে কোন রাজ কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়া রাজ কার্য্যের পর্য্যালোচনা এবং পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের অশেষ বিধ সেবা শুশ্রূষা দ্বারা প্রকৃতি পুঞ্জের স্নেহ ভাজন হইয়া ছিলেন

যুবরাজ একদা একটী দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিমর্ষ হন, এবং সেই চিন্তা সেই আলোচনার নিমিত্ত উদ্যান-ভবনের কোন এক নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া ২ জ্যোতিষী গণনা দ্বারা স্বীয় ভাগ্যের ফলাফল দেখিতে থাকেন। মিশর দেশে তৎকালে জ্যোতিষী বিদ্যার এতদূর পর্য্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, জ্যোতিষী বিদ্যার অভাবনীয় বলে এমন সকল অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যকলাপ সুসম্পন্ন

হইত যে, সেসকল কথা এখন নিশ্চয় স্বপ্নবৎ প্রতিয়মান হইবেক। ফলতঃ এখন যেমন বিজ্ঞান-বলে কল্পনাতীত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইতেছে, পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্যারও তেমন প্রখর প্রভাব ছিল। সে যুগ এখন আর নাই। সুতরাং সে বিষয়ে এখনকার লোক ঘোরতর মূর্খ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে। যুবরাজ যত বারই গণনা করেন, তত বারই দেখেন যে, তাহার রাশি চক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে চিত্ত মন আরও চঞ্চল হইয়া উঠে, এবং চিন্তা ভাবনা হঠাৎ আসিয়া যুবরাজকে আক্রমণ করে। তিনি বসিয়া ২ ভাবিতেছেন, এমন সময় মনে ২ বুঝিতে পারিলেন যে, একজন আগন্তুক যেন কোন এক গুরুতর বিপদ-ভার লইয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে। সে যেন ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে। না—প্রকৃত প্রস্তাবেই দেখিতে২ ক্ষণ পরে হঠাৎ একজন ছবি বিক্রেতা কোথা হইতে যেন বিষম সাহসে সম্মুখিন হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিল "যুবরাজ! আপনি এক লক্ষ টাকা দিয়া এই ক্ষুদ্র ছবি খানি একবার ক্রয় করিয়া দেখুন,,। এই দেখুন, ছবিখানি কি সুন্দর কি মনোহর। আহা! আপনার ভাগ্যে এমন রত্ন মিলাই উচিত।" যুবরাজ অমনি চিত্রের দিগে নয়ন ফিরাইলেন। কিন্তু হায় সর্ব্বনাশ! নির্জ্জীব ছবি খানি, সজীব প্রাণের রক্ত শোষণ করিল!! চক্ষের পলকে চিত্রেতে চিত্ত মিশিইয়া গেল; প্রাণে যেন বাণ বিদ্ধ হইল, দৃষ্টি আর ফিরিল না!! অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে চিত্র পট খানি হৃদয়-পটে [illegible]ত হইয়া উঠিল, ধপ্ করিয়া মনের আগুণ প্রজ্বলিত হইল! [illegible] মোহ ঘটিল। যুবরাজ দুই চক্ষু হঠাৎ মুদ্রিত করিলেন!! [illegible] আবার চৈতন্য হইল। অন্তর রাজ্যে কি যেন একটা [illegible] গেল। কিন্তু যুবরাজ খুব সাবধানতার সহিত

বাহিরে সেই ভাব ফুটিতে না দিয়া প্রশ্ন করিলেন। ইহারই মূল্য কি এত ? এটী বল ত দেখি কাহার চিত্র ? উত্তর হইল, "হা ঠিক লক্ষ টাকা"। উত্তর হইল "কোন সুপ্রসিদ্ধ রাজ কন্যা"। যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিবার জন্য খাজাঞ্চির নামে চিঠি লিখিয়া দিলেন, রঙ্গের তুলিকা হাতে লইলেন, ছবিওয়ালার আনিত ছবির অনুরূপ অন্য একখানি ছবি এক দিনের মধ্যেই আঁকিয়া তুলিলেন। যুবরাজের অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া ছবিওয়ালা অবাক হইল! যুবরাজ তাহাকে এক লক্ষ টাকা সহ চিত্রখানি ফেরত দিলেন। তখন সে ছবিখানি হাতে লইয়া প্রস্থান করিল; কিন্তু যুবরাজের আস্ত মন আর ফিরাইয়া দিয়া গেলনা। যুবরাজ ভাঙ্গা মন যোড়া দিবার জন্য কয়েকদিন পর্য্যন্ত অশেষ বিশেষ চেষ্টা করিয়া পরিশেষে শয়ন খানায় কবাট বন্ধ করিলেন। আহার বিহার পরিত্যাগ করিলেন, শরীর মন ক্রমেই ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িল! দেশময় রাষ্ট্র হইল, যুবরাজের কি যেন কঠিন পীড়া হইয়াছে, আর বাচেন না। অনেক প্রকারের প্রতিকার হইল, অনেক চিকিৎসক আসিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, ক্রমেই পীড়া বাড়িয়া চলিল, রোগ নির্ণয় পর্য্যন্তও ঘটিল না। শরীর ক্রমেই শীর্ণ, বর্ণ ক্রমেই মলিন, বদনমণ্ডল ক্রমেই রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় হইল। যুবরাজের সহধর্ম্মিণী একদা আড়ালে থাকিয়া দেখেন যে, যুববাজ একখানি চিত্র পট বক্ষে ধারণ করিয়া অবসন্ন অবস্থায় শয়ান আছেন, এবং দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উপায় কি, ভাবিতেছেন; গণ্ডস্থল বাহিয়া অজস্র অশ্রুধারায় শিয়রের উপাধান ভিজিয়া যাইতেছে। রাজ-বধূ অমনি ধাইয়া চিত্র খানি কাড়িয়া লইলেন, রোগ নির্ণয় করিয়া ফেলিলেন, চিত্রেই যে চিত্ত কাড়িয়া

নিয়াছে বিষয়টী শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতিকে বুঝাইয়া বলিলেন; সকলেই কার্য্য কারণ বিশেষ রূপ বুঝিতে পারিলেন, আর মনের ধাক্কা গোপনে রহিল না। যুবরাজকে মাতায় বুঝাইলেন, পিতায় বুঝাইলেন, স্ত্রীও কতই করিয়া প্রবোধ দিলেন, কিন্তু কিছুতেই মন আর তাঁহার বান্ধিল না। কেহকে কিছু না বলিয়া শেষে এক রাত্র নিস্তব্ধ নিশীথ সময়ে কতকগুলি বহু মূল্যবান মণি মাণিক্য ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া ছদ্ম বেশে একাকী দেশ ত্যাগী হইয়া নানা দেশ দেশান্তর অন্বেষণ ও পর্য্যটণ করিতে করিতে একদা কোন এক স্থানে পুনঃ সেই ছবি বিক্রেতার সাক্ষাৎ পান; কিন্তু ছবি-বিক্রেতা যুবরাজকে সেই অবস্থায় ও সেই বেশ ভূষায় দেখিয়া কোন ক্রমেই চিনিতে পারেনা; বরং যুবরাজ যখন তাহার নিকট ক্রন্দন করিতে ২ উন্মাদের ন্যায় নানা প্রকার কথা বলেন, ও তাহাকে চির পরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করেন, তখনও সে কিছু মাত্র টের করিতে না পারিয়া, যুবরাজের কথার ভাবে অত্যন্ত চমৎকৃত হয়। পরিশেষে যুবরাজের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার ঈদৃশ দুরাবস্থা এবং রাজ কন্যার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ সন্দর্শন করিয়া, অধিকন্তু "সে স্বয়ং চিত্র পট প্রদর্শন করাতেই যে যুবরাজের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে, এবং তাহার মূলীভূত কারণ ও প্রাত্যুবায় ভাগী সে যে নিজে বটে" তাহা অনুধাবিয়া করিয়া ঐকান্তিক মর্ম্ম পীড়ায় শোকাভিভূত হয়। তখন যুবরাজের হিত কামনায় ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া, যুবরাজকে সুস্থ করিতে ও কার্য্য সিদ্ধির জন্য অনেক প্রকার চেষ্টা যত্ন এবং উপদেশ প্রদান করে। শেষে কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে যুবরাজকে বাধ্য করে। অনেক

দিন পর তাহার পরামর্শানুসারে এবং অসীম যত্ন প্রতিকারে যুবরাজ উন্মনস্ক-ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক; পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ হইয়া তৎসহকারে তাতার দেশের সন্নিকটে উপস্থিত হন। তথায় স্থল বণিক্যের বেশ ধারণ পূর্ব্বক বহুবিধ পণ্য দ্রব্য ও লোক জন সহকারে পরে রাজ-দরবারে উপনিত হন। প্রথমতঃ রাজ কন্যাকে দেখিয়া মনেঃ২ বিচলিত হইলেন; তৎপর ছবি বিক্রেতার উপদেশ মতে চিত্ত সংযম করতঃ রাজ কন্যাকে পরাজয়ের মানসে প্রস্তুত হইয়া, স্বায় বাসনা জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজকে দেখিয়া দেশময় সকলে বিমুগ্ধ হইল এবং তাঁহার জয় প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রকাশ্য সভাস্থলে কয়েক দিন পর্য্যন্ত নানাবিধ বিষয়ের পরীক্ষা হইল। সর্ব্ব বিষয়ে, সর্ব্ব ঘটনায় যুবরাজই জয় লাভ করিয়া হোস্‌নেআফ্‌রোজকে পরাস্ত করিলেন। গর্ব্বিনীর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, লজ্জায় মাথা হেট হইল; কিন্তু যুবরাজের বশীভূতা হইতে তাঁহার কিছুমাত্র ইচ্ছা জন্মিলনা। মনের কথা গোপন করিয়া প্রথমতঃ দায় ধরার মত রাজ কন্যা যুবরাজের সহিত মৌখিক আলাপ করিতে লাগিলেন, তৎপর কিছু মেসামেসী ভাব দেখাইয়া তাঁহাকেই অচিরে চিত্ত মন সমর্পণ করতঃ ধর্ম্ম-বিধি অনুসারে পরিণয় সম্পাদনের পর সঙ্গে যাইবেন এমত আশ্বাস দিলেন, এবং নিজে প্রস্তুত হইবার জন্য এক বৎসর সময় লইলেন। যুবরাজ রাজ কন্যার মনোগত চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সেই কথাতেই হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন, এবং ছবি বিক্রেতা ও সঙ্গীয় লোক জন পরিত্যাগ করিয়া রাজ কন্যার এক প্রমোদ ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। সোল্‌তান সোলেমান দেশময় মহা ধূম করিয়া তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্যার বিবাহের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; সময় ক্রমেই ঘনাইয়া আসিল; এদিকে কিন্তু রাজকন্যা

খোরসেদ আফরোজ একদা কপির সখিজনী সহ হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হইলেন !! রাজ পুরীতে হায় ২ শব্দ উঠিল, দেশ দেশান্তরে শোরগোল পড়িয়া গেল, যুবরাজ পুনঃরায় পাগল হইলেন !! তাহাতে আবার তাতার রাজের পক্ষপাতী অন্যায় বিচারে কঠোর কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। নানা দেশ দেশান্তরে রাজকন্যার অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান পাওয়া গেলনা। অনেকে অনুমান এবং বিশ্বাস করিল যে, তিনি গ্রীস দেশের রাজ পুত্রের প্রেমে প্রমুগ্ধ হইয়া তদ্‌সহ কোন নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া গিয়াছেন। ছবি বিক্রেতা এই আকস্মিক ঘটনার আনুপুর্ব্বিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া লোক সহ অগ্রে মিশর রাজ সমীপে প্রেরণ করে, তৎপর কৌশলে মিত্রবর রাজপুত্রের মুক্তির চেষ্টায় রত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের এমনই লীলা যে, তখন হঠাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে।

ওদিকে যুবরাজ খোরশেদ্‌ পাইকরের পলায়নের পর তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি শোকে অধীর হইয়া পড়েন, দেশ দেশান্তরে চর পাঠাইয়া দিলে, তাতার দেশে শেষে চর যাইয়া তথাকার সমস্ত অবস্থা অবগত হয়, এবং রাজ পুত্রকে কারাগারে পাইয়া মিশর রাজের নিকট তত্ত্ব দেয়। উহার পূর্ব্বেই চিত্রকরের প্রেরিত সংবাদে সবিশেষ অবগত হইয়া মিশরের রাজ-মহিষী স্বয়ং ছদ্মবেশে সাজী সাজিয়া পাত্র মিত্র ও সৈন্য সামন্ত সহ তাতার রাজের নিকট উপস্থিত হন ও যুবরাজের মুক্তি প্রার্থনা করেন। তদন্তর দৈন্যদশা হইতে যুবরাজকে বন্ধন মুক্ত করিয়া উন্মাদ অবস্থায় বাড়ীতে লইয়া আসিলেন। অনেক প্রতিকার করা হয়, তাহাতে কোন

বিশেষ উপকার দর্শেনা। ইহার কএক দিন পর যুবরাজ আবার পলায়ন করিয়া হোমূনে আফরোজের উদ্দেশ্যে বাহির হন। প্রাস দেশে যাইয়া জানেন যে, তথাকার রাজ পুত্রের সম্বন্ধে লোকে যাহা অনুমান ও বিশ্বাস করিয়াছে, সে কথা সত্য নহে। তৎপর অনেক অনুসন্ধান করিতে করিতে জর্ম্মানি দেশে যাইয়া যুবরাজ হোমূনে আফ্‌রোজকে প্রাপ্ত হন, এবং তাহার রাজকে তত্ব দেন। তখন হোমূনে আফ্‌রোজ যুবরাজের প্রতি প্রথমতঃ বিগ্রহ, তৎপর প্রকাশ্যেই নিদারুন তাচ্ছিল্য ভাব প্রদর্শন করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন, এবং পিতা মাতা ও মন্ত্রী গণকে যুবরাজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেন। যুবরাজ এখান হইতে বিষম মর্ম্মঘাতি ব্যাথা পাইয়া এমনই অবসাদ ও বিষাদ গ্রস্থ হন যে, জীবনের প্রতি আর কিছুমাত্রও মমতা রাখেন না; কোন রূপে মরিতে পারিলেই যেন বাচেন!! প্রাণ পরিত্যাগ করার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া ওঠেন। কিন্তু প্রণয়ের অজ্ঞানিত আকর্ষণে এবং প্রেমের এক বিজাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে তখন তিনি রাজকন্যার দেশে গমন পুর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন প্রতিজ্ঞায়, রাজকন্যার বাস-স্থানের অদূরবর্ত্তী তটিনীর তীরস্থিত উদ্যান প্রান্তে এক নিশীথ সময়ে উপস্থিত হইয়া আত্মঘাতী হইতে কৃত সংকল্পান্বিত হন। মৃত্যুর অব্যবহিত পুর্ব্বে যুবরাজ বহুবিধ বিষয়ে পরিতাপ ও পশ্চানুশোচনা করিতেং বিলাপ আরম্ভ করেন। পার্শ্ববর্ত্তী কোথাও লোকজন আছে বলিয়া তিনি টের করিতে পারেন না। ফলতঃ সেটি এমনই এক নির্জ্জন স্থান যে লোক জনের সমাগম হওয়া তখন অসম্ভব ছিল।

যুবরাজ যখন দ্বিতীয় বার পলায়ন করিয়া আইসেন, তখন তাঁহার বিবাহিতা সহধর্ম্মিনী মাহাজাবী সমুদ্রঃবেখান্ পরির বিরহে

অতীব অধীরা হইয়া উঠেন, এবং একটী শিশু পুত্র ও একটী নব প্রসুতা কন্যাকে ঘরে রাখিয়া গৃহসংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৈরবিনীর বেশে গোপনে পতির অনুসন্ধানে বাহির হইয়া তাতার দেশে চলিয়া আইসেন। সেই পরমারাধ্যা সতী দেবী পতির প্রতি এতদূর পর্য্যন্ত ভক্তিমতি ও আশক্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রাণ তুল্য পরম স্নেহের পুত্র কন্যার দিকেও স্নেহ মমতাতে আকৃষ্টা না হইয়া পতির উদ্দেশ্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য থাকে যে, তিনি কোন প্রকারে হোসৃঙ্গ আফ্রোজকে বাধ্য করিয়া পতির সঙ্গিনী করিবেন। প্রথমতঃ তিনি তথায় ছদ্মবেশে যাইয়া রাজ কন্যার সহিত পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহার সহিত সময়োচিত অনেক আলাপ প্রলাপ দ্বারা বান্ধবতা সংস্থাপন করেন। কিন্তু প্রকৃত পরিচয় প্রদান কি আসল কথার আভা ভাঙ্গি কিছুই না করিয়া রাজ কন্যার উক্ত উদ্যানের এক মালিনীর কুটিরে আশ্রয় লইয়া থাকেন। নিকটে আর কেহই নাই লোকজনের সারা শব্দটীও নাই; কেবল নিজের দুঃখের স্মৃতি এবং অন্তরে পতির মোহন মূর্ত্তিই সঙ্গীমাত্র। তিনি একদা ভাবিতে২ একাকিনী জাগরিতা আছেন, সেই অবস্থায় অল্পদূরে ঘোরতর নিশীথ কালে হঠাৎ করুণ কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিলেন, এবং অভাগা মানবের দুঃখের বিলাপের ন্যায় অনুভব করিয়া অতি ধীরে ধীরে সেইদিকে চলিয়া যাইয়া অতি নিকটে একটী বৃক্ষের আড়ালে উপবেশন করিলেন। ঈশ্বরের লীলা! ক্ষণকাল পরেই বিলাপের ভাবে স্বীয় প্রিয়তমকে চিনিতে পারিলেন, ক্ষণকালের মধ্যে অস্থির হইয়া উঠিলেন, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়ো২ অবস্থায় আবার সাবধান হইয়া পা বাড়াইলেন। যেমন পা বাড়াইলেন তেমনই কি জানি এক দৈব

শঙ্কিতে, কি যেন কি এক স্বর্গীয় ভাবে উত্তেজিত ও কেমনই যেন আত্ম বিস্মৃতা হইয়া পড়িলেন; ফলতঃ কি জানি এক স্বর্গীয় অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হইয়া স্বর্গীয় তেজ ধারণ করিলেন। ভৈরবিণীর যেমনই পা বাড়ানো, যেমনই অগ্রসর; তেমনি যুবরাজ হস্তস্থিত একখানি তীক্ষ্ণ ছুরিকা স্বীয় বক্ষে বসাইবার জন্য সেই বিদ্যুৎ বেগে উত্তোলন, অমনি বিদ্যুৎ বেগে ভৈরবিণী সেই মুহূর্ত্তে ছুটিয়া যাইয়া সেই উত্তোলিত ছোড়া কাড়িয়া ফেলিলেন। বিদ্যুৎ বেগে সেই মুহূর্ত্তেই, সেই শুভক্ষণেই, সেই গর্ব্বিনী তাতার রাজকন্যা রোসনে আফরোজ, ওদিকে একটী বিকট দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পালঙ্ক হইতে লাফাইয়া ভূতলে পতিতা হইলেন; এবং সেইক্ষণেই সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হায় ২ ধ্বনি করিতে২ উন্মাদিনীরবেশে, পাগলিনীর ন্যায় সেই বৃক্ষতল, সেই উদ্যান-প্রান্তর এবং সেই যুবরাজের দিকে ত্বরিদ্ গমনে একাকিনী ধাইয়া ছুটিলেন; তাঁহার লজ্জা রহিল না! হোস রহিল না! কোন্ দিক্ দিয়া যে, কোন্ স্থানে কি ভাবে কাহার সাহায্যে কোন্ যাদুবলে আসিয়া পড়িলেন, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিলেন না। স্বর্গীয় ভাবে, স্বর্গীয় আলোকে হঠাৎ আসিয়া, যুবরাজের সোজা সুজি রাস্তার উপর উপনীতা হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিতে ছিলেন "তাঁহার নিমিত্ত মিশর রাজ কুমার খোর্‌শেদ্‌-পাইকর্ উদ্যান প্রান্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন, সেই পাপে তাতার দেশের সর্ব্বনাশ ঘটিল!! মূর্ত্তিমন্ত নরক-কুণ্ড সহ মহাভীষণ মহা দৈত্যকুল তাঁহাকে ধৃত করিতে নিকটে দণ্ডায়মান।" এদিকে যুবরাজ যেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলন পূর্ব্বক বক্ষদেশে বিদ্ধ করিবেন, অমনি ভৈরবিণী সেই ছোড়া কাড়িয়া লওয়া মাত্র যুবরাজ অচেতন

অবস্থার ধরাশায়ী হইলেন, নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিলেন, কণ্ঠ শ্বাস আর বহিল না। ভৈরবিণী অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া চেতন করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই আর তাঁহার চৈতন্য জন্মিল না। শেষে ভৈরবিণী নিরুপায় হইয়া পাগলিনীর ন্যায় রাজ কন্যার সন্দেশে ধাবমানা হইলেন। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াই অকস্মাৎ রাজকন্যাকে সেই পথি মধ্যে "হায় হায় ধ্বনি" করিতেং অস্থির ভাবে একাকিনী দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া অতীব বিস্ময় বিহ্বলিত চিত্তে তাঁহার পদতলে বিলাপ করিয়া পতিতা হইলেন এবং "তাহার জন্য তদীয় প্রিয়তম পতির প্রাণ নিশ্চয় গেল" তখন সংক্ষেপে ভাঙ্গিয়া বলিলেন। ভৈরবিণীর বিলাপের ধ্বনি আকাশে উঠিল, আকাশ শোকভরে কাঁপিতে লাগিল, শোকে ধরণী টলমল্ করিতে আরম্ভ হইল, নদীর স্রোত উজানে বহিল, বৃক্ষের লতা পাতা পর্য্যন্তও যেন ঝরিয়া পড়িয়া বিশুষ্ক হইল।। স্থাবর জঙ্গম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এবং অতি কঠিন পাষাণও যেন জল হইয়া গেল। হায় মরি হায়!! সেই হোসনে আফরোজের আর সেই পূর্ব্বের অবস্থা আজ তেমন কোথায়? সে অবস্থা আজ হঠাৎ কোথায় কি হইল? ক্ষণ মূহুর্ত্তেই তাহার এরূপ অবস্থা কেন ঘটিল? হোসনে-আফরোজ আজ মুহুর্ত্তেই পাগলিনী, মুহুর্ত্তেই আজ বিজন বাসিনী। মুহুর্ত্তেই তাঁহার পরিবর্ত্তন।। ভৈরবিণীর মুখে শুনা মাত্র আর সহ্য হইল না, টিকিতে পারিলেন না; সহস্র দাবানল যেন বক্ষে জ্বলিয়া উঠিল!! হোসনে আফরোজ বিগলিত বেশে, বিমুক্ত কেশে, উচ্ছ্বসিত ভাবে, অতি দ্রুতপদে দৌড়িয়া আসিয়া যুবরাজকে জড়াইয়া ধরিলেন। "যুবরাজ! যুবরাজ!! প্রাণ নাথ! প্রাণ নাথ!!" বলিয়া

ডাকিতে ২ বিভোর হইলেন। দৌড়িয়া জল আনিয়া মুখে দিলেন, দুই জানু পাতিয়া ঈশ্বরের নিকট কাঁদিয়া প্রার্থনা করিলেন। প্রিয়সীর কোমল কর-পরশে, বিশেষতঃ প্রেমিকার কাতর প্রার্থনায়, স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, প্রেমোন্মত্ত প্রেমিকের মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটিল। হোস্নে আফ্রোজ যুবরাজকে বক্ষে ধারণ করতঃ উদ্যান-ভবনে প্রবেশ করিলেন; পিছে পিছে ভৈরবিণীও তথায় গমন করিলেন। দুঃখের নিশি অবসান হইল, সুখের দিন আবার দেখা দিল; অতি প্রত্যুষেই সোরগোল পড়িয়া গেল, প্রেমিক প্রেমিকা একত্র হইলেন। রাজা শুনিলেন, রাজরাণী শুনিলেন; তাঁহারা আনন্দ ভরে তৎক্ষণাৎ আগমন করিয়া কন্যাকে প্রেমিক বরের হস্তে ২ বিধিমত সমর্পণ করিলেন। সতী সমৃহ্রেহানেরও সম্মানের কিছু মাত্র ত্রুটী হইল না। দেশময় আনন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল, সপ্ত দিবা বিভাবরী আনন্দোৎসবে দেশ নিমগ্ন রহিল। এই সুখের সংবাদ তৎক্ষণাৎ মিশর রাজ্যে যাইতেও বাকি রহিল না।

রাজপুরী এবং নগর নগরীতে এইরূপ উৎসব ব্যাপার চলিতে লাগিল, একে একে সপ্তাহকাল গত হইল; ওদিকে দৈব-যবনিকার অন্তরাল হইতে আর একটী হৃদয় বিদারক অন্ধকার দৃশ্য হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবরাজ খোরশেদ্ পাইকর প্রিয়সী হোস্নে আফ্রোজ্‌কে লইয়া অপার সুখ সাগরে নিমগ্ন আছেন, তিনি দেবী সমৃহ্রেহানের কার্য্যতায় অতীব আপ্যায়িত হইয়া তাঁহার নিকটও আত্ম বিক্রিত হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু সমৃহ্রেহানের প্রগাঢ় মনের নিগূঢ় ভাব কি? সে দিকে কিছুই কেহ দৃক্পাত করেন নাই। বাহিরের হাসি খুসি, বাহিক সুখ সচ্ছন্দতা দেখি-

রাই কেহর মনে কোন প্রকার সন্দেহ ভাবের চিহ্ন মাত্রও ঘটে নাই। এই অবসরে একদিন গভীর নিশিথ সময়ে দেবী সমূহয়েগানু মনো দুঃখে অধীরা হইয়া একাকিনী প্রাসাদের বাহির হইলেন; গোপন ভাবে ধীরে ২ যাইতে ২ রাজপুরীর সন্নিহিত প্রবাহিনীর কিনারায় যাইয়া উপবেশন করিলেন। তৎপর কতক্ষণ ঈশ্বরের নিকট করুণ প্রার্থনা পূর্ব্বক মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুগ্রহ স্বরূপ একটী জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তী সেই স্থানে শূন্য দেশে আবির্ভূত হইয়া স্থিরভাবে রহিল, কতক্ষণ স্থির থাকিয়া আবার অন্তর্হত হইল। দেবী সেই অলৌকীক আলোক দর্শনে পুলক আবেশে একিবারে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। বিহ্বলাকুলিত চিত্তে আবার প্রার্থানার পর ঈশ্বরে আত্মোৎসর্গ করিয়া জন্মের তরে প্রবাহিনীর সেই সুগভীর প্রবল প্রবাহে ঝাপাইয়া পড়িলেন। পুণ্যের প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল, সোণার তরনী ভরা সুদ্ধ গরথ হইল, যে গেল আর উঠিল না !! পবন দেব ব্যাকুলে কান্দিয়া ছুটিল! আকাশ তখন "হায় হায়" শব্দ করিয়া উঠিল। নৈশ নিস্তব্ধতার গাঢ়তা আরো বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতি শোক-সাগরে নিমজ্জিতা হইলেন !!

পর দিন প্রাতঃকালে যুবরাজ খোর্‌শেদ্‌ পাইকর্ তত্ত্ব পাইলেন্, ব্যাকুলিত ভাবে বহির্গত হইলেন, পাছে পাছে স্বয়ং তাতার-রাজ এবং রাজধানীর সমস্ত অধীবাসী ধাইয়া ছুটিলেন। অনুসন্ধানের পর লক্ষ্মী প্রতিমা সেই দেবী মূর্ত্তী জল হইতে উত্তোলিত ও আনিতা হইলেন; যুবরাজ তাঁহার পদতলে ধূলায় লুটাইয়া অধীর ভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সে দৃশ্য দর্শন পূর্ব্বক তখন শোকভরে জর জর হইলেন। অনেকে

যুবরাজকে অনেক রকম বুঝ প্রবোধ দিলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সেই সতী-দেহ সঙ্গে লইয়া দূরবর্ত্তী এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন রাজকন্যা হোস্‌নে আফ্‌রোজ সংসারের লীলা খেলা স্বপ্ন-কুহেলিকা বিবেচনা করিয়া, এবং পোড়া সংসারের ছার মুখে জলাঞ্জলি দিয়া একাকিনী যোগিনীর বেশে পতির অনুশরণ করিলেন। শেষে যাইতে ২ পতির সঙ্গে একত্রিতা হইয়া এক নির্জ্জন গিরি কন্দর আশ্রয় করতঃ ঘোর তপস্যায় নিরতা রহিলেন। আজীবন কাল আর সংসারের স্পৃহা রাখিলেন না; সংসারকে যে ছাড়িবার, তাহা জন্মের তরেই ছাড়িয়া দিলেন।

তদনন্তর কন্যা, জামতা বিবেকী হইয়া যোগ তপস্যা দ্বারা অসীম পুন্য এবং অলৌকীক দৈব শক্তি লাভ করিলেন দেখিয়া, তাহার বাদ সোল্‌তান্ ছোলেমান্ সস্ত্রীক সেই তপোবনে উপনিত হইলেন এবং কন্যা জামতার আকর্ষণে সংসারের সমস্ত কাজ, সমস্ত আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্জ্জন সাধনা অবলম্বন করিলেন। সোল্‌তান সোলেমানের পর তদীয় পুত্রগণ রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্র অবলম্বন করতঃ মোগল বংশীয় অন্য একটী পরাক্রান্ত দল আসিয়া ছত্র সিংহাসন কাড়িয়া লইলেন। তখন রাজ পুত্রগণও ক্রমে ২ প্রেমিক তপস্বীর অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর আরাধনা দ্বারা পরম শান্তি সুখ উপার্জ্জন ও নির্জ্জনতা অবলম্বন করিলেন। এই রূপে বহুদেশের বহুতর রাজা প্রজা সংসার বিরাগী হইয়া ধর্ম্মাত্মা খোরশেদ্ পাইকর ও পুন্যবতী হোস্‌নে আফ্‌রোজের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিলেন; সহস্র ২ নর নারী দিন ২ তাঁহা-

নের অনুকরণ করিয়া সংসারের পাপ তাপ এবং অনিত্য প্রণয় বিরহ হইতে বিমুক্ত হইতে লাগিলেন।

এদিকে মিশর দেশে অগ্রে যুবরাজের শুভ পরিণয় বার্ত্তা, তৎপরেই আবার গভীর দুঃখের সংবাদ সমাগত হওয়ায় হর্ষ বিষাদে বৃদ্ধ মহারাজ আছাজেগের রোগ সয্যায় প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধা মহিষী নিদারুণ মর্ম্মাহত হইয়া পূর্ব্বেই জীবন্মৃতা বস্থায় দেশে ২ পুত্রের অন্বেষণে বিব্রতা ছিলেন, এইক্ষণ এই সকল নিদারুণ অবস্থায় আরো ম্রিয়মানা ও শোকাতুরা হইয়া সংসারের আশা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া তপোবন সার করিলেন, এবং উদ্দেশ্য করিতে ২ শেষে খোরশেদ্ পাইকরের নিকটে যাইয়া দেখা সাক্ষাতের পর হাতে যেন স্বর্গ পাইলেন। সেখানে প্রাণের সাক্ষাৎ জীবন্ত আরাম পুত্রধনকে প্রাপ্ত হইয়া, এবং শান্তি সুখ লাভ করিয়া, অবশিষ্ট জীবন ঈশ্বর আরাধনায় মহানন্দে অতি-বাহিত করিলেন। তাঁহার অনুসরণ করিয়া মিশরের আরো বহুতর প্রধান ২ ব্যক্তি গৃহ সংসার পরিত্যাগ করতঃ ধর্ম্মের দিগে অগ্রসর হইলেন।

যুবরাজ খোরশেদ্ পাইকরের মাতৃহারা সেই প্রিয় নন্দনটী এদিকে বয়ো বৃদ্ধির সহিত মিশরের রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া কথিপয় বৎসর মহা সমারোহে রাজত্ব করতঃ শেষে পিতা মাতা প্রভৃতির কথা স্মরণ পূর্ব্বক সংসারের অসারতা উপলব্ধি করিলেন, এবং ধর্ম্মই একমাত্র জীবনের অবলম্বন, ও ধর্ম্মই প্রাণের সর্ব্ববিধ আরাম স্থল বিবেচনা করিয়া, সহোদরা ভগ্নী ও ভগ্নীপতিকে রাজ্য সিংহাসন সমস্ত সমর্পণ পূর্ব্বক যৌবনাবস্থাতেই "বাণ প্রস্থ ধর্ম্ম"

অবলম্বন করিলেন। এই হইতে মিশর দেশে পূর্ব্বতন বংশীয়দের পরিবর্ত্তে আর এক বংশীয় লোক রাজত্ব করিতে লাগিলেন; এই হইতে মিশর ও ভারতের এই দুইটী অতি প্রধান প্রাচীন দেশের দুইটী সর্ব্ব প্রধান পরাক্রান্ত প্রাচীন রাজ-বংশ ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া সংসারে অপরিচিত হইলেন। ফলতঃ বিধাতার অসীম লীলা। ধর্ম্ম ও শান্তির রাজ্যে কিন্তু চিরকালের জন্য তাঁহাদের সিংহাসন সুদৃঢ় হইল! সেই সকল তাপস মণ্ডলীর মধ্য হইতে ক্রমে ২ অনেক ঋষি রাজর্ষি জন্ম গ্রহণ করতঃ প্রকৃত প্রেম ধর্ম্ম ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি জগতে বিতরণ পূর্ব্বক মর্ত্ত ভূমে স্বর্গের সুখ শান্তি আনয়ন করিতে লাগিলেন।

বিশেষ কথা।—

এইত গেল এই বিষয়ের উপরুক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এইক্ষণ সেই প্রাচীন কালের ঘটনারাজি কল্পনা করিয়া "অরুণ ভাতি" নামাকরণে ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছি। তাহা হইতে আবার এই উদাসী নামক পুস্তকের মর্ম্মানুসারে ঔদাস্য ভাবের যে ২ অংশ তাহাই ইহাতে মুদ্রিত করিলাম। অরুণ ভাতি সমগ্র গ্রন্থের বিস্তারিত কাব্যিক রচনা ঈশ্বর প্রসাদে স্বতন্ত্র ভাবে প্রকাশের বাসনা রহিল।

বাঙ্গালা ভাষা এবং বাঙ্গালীর প্রকৃতি অনুসারে "উষা" এবং "অরুণ ভাতি" ইত্যাদি নামের সৃষ্টি হইল। ফলতঃ কোন্ ব্যক্তির কি নাম রাখা হইল তাহা পাঠক পাঠিকাগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহজেই বাহির করিয়া লইতে পারিবেন।

যে ভাষায় যে কাব্য লিখিত হয়, সেই ভাষায় জাতির প্রকৃতি এবং লৌকিক স্বভাব ও মনোবৃত্তি অনুসারে সেই ভাষার সহজ প্রচলিত ও সেই জাতির সর্ব্ব সাধারণের সদা সর্ব্বক্ষণের সহজ ব্যবহার্য্য শব্দ এবং পদ নিচয় দ্বারা ওদ জাতির সামাজিক ভাব পরিস্ফুট করিতে হয়। নতুবা প্রকৃত মৌলিকত্ব প্রকাশ পায় না। ঐরূপ জাতির চিত্র এবং সামাজিক ভাব অঙ্কিত করিতে সহজ গ্রাম্য ভাষা বাহুল্য রূপে ব্যবহার করিতে হয়। আর ভাবের রাজ্যে মনের আই ঢাই ও চিত্তের আকাঙ্খা যে প্রকারে সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে, সাধ মিটাইয়া, লোকের মনের মতন করিয়া, সেই রূপ ভাবের সহজ ব্যাখ্যা ও সহজ বর্ণনা করিতে হয়। নতুবা কেবল পরিমার্জ্জিত সাধু ভাষার শব্দাম্বুধি, অভিধান, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন পূর্ব্বক পদ বিন্যাস করতঃ ঘোরতর পাণ্ডিত্ব পূর্ণ রচনা দ্বারা কাব্য লিখিতে গেলে ও তাহাতে অতি জাক জমক বিশিষ্ট রাজ রাজড়া অথবা অতি সুসভ্য সিভিলিয়ান গোছের বিদেশী সাহেসী ভাবের চিত্র সকল অঙ্কিত করিলে সকল লোকের মনের সহিত তাহার ভালমত আলাপ পরিচয় এবং অন্তঃকরণের মিল মিশ ঘটেনা এবং তাহাতে সকলের মনেরও পরিতৃপ্তি জন্মে না। কাব্য পাঠ মাত্র ও শব্দ উচ্চারণ মাত্রই মনে ২ প্রাণে ২ যে প্রকারে ভাবের সহিত অতি সহজে পরিচয় হইয়া নিতান্ত আত্মীয়ের ন্যায় চিত্তের একটা উদার মেশা মেশী হইয়া যায়, অর্থাৎ কোনই দিধা থাকেনা, এবং চিত্তের ক্ষুদ্র আকাঙ্খা পরিতৃপ্ত হইয়া মনো প্রাণ কখন বা উথলিয়া [illegible] কখন বা পরিতাপের মুর্ম্মুর দাহনে বিদগ্ধ হইয়া ছট্‌ফট [illegible] ও কখন বা ঘোরতর নৈরাশ্য, অভাবে আত্মহারা হইয়া

জগৎ সংসার অন্ধকার দেখে, এবং কখনও বা বিমল আশ্বাসে উত্তেজিত হইয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত উল্লসিত হয়, সেই রকম নানাবিধ ভাব ও অবস্থার অবতারণা করিয়া সরল গ্রাম্য ভাষা এবং পরিমার্জ্জিত সাধু ভাষার সংমিশ্রণে কাব্যাদি লিখিলেই বেশ উপাদেয় হইতে পারে এমত আমার বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাসেই ঐরূপ ভাবে "কিরণ প্রভা" ও "সন্ধ্যা ভ্রান্তি" প্রভৃতি প্রবন্ধের অবতারণা এই গ্রন্থে করিয়াছি।

চিত্তের বৈদ্যুতিক বেগ ও মর্ম্মের মুহুর্মুহু দহন, এবং মর্ম্মের দিকে অগ্রসর হওয়ার আকর্ষণী শক্তি ইহাতে প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি; কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছি কিনা, সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি না। কোন প্রকার অভিজ্ঞতা অথবা কোন প্রকার সারবত্তা যে কোন প্রবন্ধে ও যে কোন গ্রন্থে না থাকে তাহা পাঠের অযোগ্য বটে। এই সকল প্রবন্ধে তদসমুদায় কথঞ্চিৎ পরিমাণেও আছে কিনা তাহা সুবিজ্ঞ ভাবুক মণ্ডলীর বিবেচনাধীন।

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক এবং কবিগণ লোক সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা পূজিত কেন? যেহেতু বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ এ উভয় সৃষ্টির উপরই তাঁহাদের বিশেষ সু দৃষ্টি এবং প্রাধান্যতা। আবার বাহ্য জগত্ অপেক্ষা যাঁহার অন্তর্জ্জগতের দিকে অধিক আকর্ষণ ও অধিক কর্ত্তৃত্ব, তাঁহার সম্মান এবং গৌরব আরও বেশি। আমি এই সকল প্রবন্ধ বাহ্য জগৎ অপেক্ষা অন্তর্জ্জগতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মনোবৃত্তি সকলের অতি কোমল চিত্র এবং ভাবের আবছায়া ও বিশেষ ২ স্থলে মনের ফটোগ্রাফ্ অঙ্কনেরই প্রয়াসী হইয়াছি; প্রকৃত কবি ভিন্ন অপর লোকের চক্ষে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম চিত্র সহজে প্রদর্শিত হওয়া দুষ্কর। কিন্তু আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি,

ঈশ্বর জানেন। ফলতঃ দৈব শক্তি ও ঐশ্বরীক অনুগ্রহ ভিন্ন সেই সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া মনুষ্যের সাধ্য নহে। ঈশ্বরই আমার একমাত্র সহায়; গুরুজনের ও সর্ব্ব সাধারণের আশীর্ব্বাদই আমার প্রধান সাধন।

আধুনিক এবং ভবিষ্যৎ কবি সম্প্রদায়ের সমীপে বিনিত প্রার্থনা যে, তাঁহারা যেন বিজ্ঞান, দর্শন ও ন্যায় সাস্ত্রের সহিত ইহার বিশেষ ২ অংশ ঐক্য করিয়া এবং অধিকাংশ স্থল মনো বিজ্ঞান ও মানব-প্রকৃতির মর্ম্ম স্থলের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখিয়া পবিত্র মনে পবিত্র ভাবে বিবেচনা করেন।

অরুণ ভাতি।

(যুবরাজ দেশান্তরী হইবার উপক্রম
ও পলায়ন তৎপর হইয়া)

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গা বাসা, ভাঙ্গা কলেবর—
ভাঙ্গা মনে চলিলাম, দূর দেশান্তর!
মন গিছে বনবাসে, আত্মা গিছে উ'ড়ে,
শূন্য দেহে আছি প'ড়ে, এ ভব-পিঞ্জরে।

দারুণ সংসার হায়! যেন ঘোর কারা!
দারুণ সংসারে হারে! আমি আত্ম হারা!
কি জানি কোথায়ে গেলে, আমি যেন বাচি,
কি জানি বিষম বন্ধে, আমি বান্ধা আছি!
কি যেন প্রাণের মাঝে, বিন্ধেছে বিষম!
দেশান্তরী হ'লে যেন, হবে উপশম!
আবাসে থাকিলে যেন, রুদ্ধ কণ্ঠ শ্বাস,
বে'র হ'লে বাচি যেন, ফেলিয়ে নিশ্বাস!!
আহারে! পরাণে কিবা, বান্ধা সূক্ষ্ম ডুরি,
দিবা নিশি টানে টানে, মরি পুড়ি পুড়ি।
দিবা নিশি টানে মোরে, উহুঃ! তীব্র টান!
কেমনে রহিব ঘরে, অস্থির পরাণ!
অস্থির পরাণ হায়! সুস্থির নাহয়,
তাই রে ত্যজিব আজি, এ পোড়া নিলয়!

থাক রে সুখের আশা, থাক সুখ-বাসা,
জন্মের মতন থাক, যশের পিপাসা!
থাক থাক হুকুম দণ্ড! থাক ঘর বাড়ী!
থাকরে শুইয়ে থাক, ও ডাকিনী নারি!
থাক পিতঃ! থাক মাতঃ! থাক বন্ধুজন!
মাতৃ কোলে শুয়ে হারে, থাক পুত্র ধন!
শুয়ে থাক ওরে বাছা! জননীর কোলে,
আর না ডাকিও কেন্দে, "বাবা বাবা" বোলে!
আমিত চলিনু আজ ছেড়ে ঘর বাড়ী,
চলিনু প্রবাস ঘোরে, হয়ে দেশান্তরী।
ছয় মাস রনু আমি, ছয় মাস চেয়ে,
কিছুনা সুসার হ'ল, ভবে কারে দিয়ে।
ছয় মাস কান্দি আমি, কান্দি ছয় মাস,
মুখে মুখে রাখে সবে, দিয়ে বাক্য ভাষ।
ছয় মাস ভাড়াইল, মুখে মধু দিয়া,
কত আর রব আমি, কথাতে ভুলিয়া।
ছয় মাস রাখে মোকে, রাখে দিয়ে আশা,
পাড়া পড়শি আসি দিল, কত কি ভরসা।
মায় দিল ছাও ধরি, বাপে দিল চান্দ।
ডাকিনী রমণী দিল, পুত্র-মায়া-ফান্দ॥
চিনিলাম মাতা পিতা, চিনিলাম জায়া,
চিনিলাম ভাই বন্ধু, সংসারের মায়া।

অসার সংসার বৃথা, বৃথা পরিজন,
বৃথাই আপন ভাবি, কেবা সে আপন ॥
আপন বলিতে ভবে, কেহ মোর নাই,
নিদানের সঙ্গী সাথী, কেবলি গোসাঁই ।
চিনিয়াছি মাতা পিতা, চিনিয়াছি জায়া,
কত আর রব আমি, কথাতে ভুলিয়া ।
গ্রীষ্ম গেল বর্ষা গেল, গেলরে শরৎ,
না পূরিল মনো আশা, তবু এ যাবৎ ।
গ্রীষ্ম গেল, বর্ষা গেল, আসিল হেমন্ত,
অভাগা হৃদয়ে জাগে, বাসনা দুরন্ত ।
ঝরিল পদ্মের কলি, মজিল কুমুদ,
হিমানি চন্দ্রমা দিবে, কি আর প্রবোধ ?
মিশে গিছে নব ঘন, আকাশের গায়,
প্রমত্ত ময়ূর কিরে, নাচে ফিরে হায় !
ভাদ্দরের ভরা নদী, ভাঁটা আজ তায়,
বাসনা-কমল মম, মানসে শুকায় !
এই হেরি পয়স্বিনী, অই হেরি গিরি,
কে যেন করিছে ওরা, মম মন চুরি !
এই মর্ত্তে পুষ্প রাজি, অই শূন্যে তারা,
কাননে কাননে অই, তরু রাজি খাড়া ।

কেবা উঁহু! করিল ওরা, মম মন চুরি,
অস্থিরে সদাই খুজি, মরি পুড়ি পুড়ি!
খুজিয়ে খুজিয়ে মরি, স্থির নাহি পাই,
[illegible] দণ্ড ছে'ড়ে হব, দেশান্তরী তাই।
থাক থাক পরিজন, থাক রাজ্য পাট!
"খুলেছে মনের দ্বার, না লাগে কবাট!"
এই ত নিশিথ ঘোর, এই ত সময়,
এই ত ঘুমের ঘোরে, পুরী মোহ ময়।
কেবলি একাকী আমি, পক্ষিটীর ন্যায়,
গবাক্ষে গবাক্ষে খুজি, পাগলের প্রায়,

কেবল একাকী আমি, একা ছদ্ম বেশ,
এই ত বিদায় আজি! বিদায় রে শেষ!!
এই ত ঘরের বার, এই হইলাম,
সাক্ষী থেকো দেব ধর্ম্ম! এই চলিলাম।
এই চলিলাম এই, চলিনু এখন——
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা, শরীর পতন"
চলিনু পুরীর পার, খুলি খেকি দ্বার,
কেয়ালি বাহন অশ্ব, ঘোড়সর আমার।
হেদেরে তুরঙ্গ বর! হেঁদে চলি যাও!
উড়রে পবন ভরে, চল মাথা খাও।

ছুটিয়ে ছুটিয়ে যাও, শোনিতাক্ত দেহে,
ঘরে ঘরে খুঁজে যাও, সে প্রিয়ার গেহে ।
ঘরে ঘরে যেঁয়ো ওরে, নগরে নগর,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ঢুইর, প্রিয়ার বাসর ।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ফিরি, প্রতি ঘরে ঘরে,
শোণিত দেখায়ে বৈল, বৈল্ বারে বারে ।
বৈলরে দেখায়ে তারে, অই নিদর্শন,
"চক্ষেনা দেখিয়ে তারে, মৈল অভাজন !"
মরণ বাচন দুই, বিধাতার হাত,
মরি যদি এই স্মৃতি—কৈর অশ্রুপাত ।
মার বা বাচাও আজি, নিশি ব'য়ে যায়,
আধাঁরে ঢাকিয়ে চল, মিশি চল বায় ।
চলরে ত্বরিত চল, প্রিয়সীর দেশে,
নিজ হস্তে সুধা তোমা, দিব নিশি শেষে ।
সুবর্ণে বান্ধিয়ে দিব, পদ চারি খানি,
লোমে লোমে জড়াইব, পান্না মুক্তা মণি ।
হিরাতে গড়ায়ে দিব, আখি পাট দুটি,
চলরে ত্বরিত-বেগে, চল ত্বরা ছুটি ।
এই ত চলিল অশ্ব, নামে মনোরথ,
"ছয় দণ্ডে উত্তরিল ছয় দিন পথ ।"
এইত চলিনু আমি, এই দেশ ছাড়ি,
কোথা রৈল পরিজন ? কোথা ঘর বাড়ী ।

ঐইত দক্ষিণে হেরি, দক্ষিণেতে বন,
অই ত সম্মুখে অই! পর্ব্বত ভীষণ!!
অই ত বামেতে ঐ! জলধি দুর্ব্বার,
ও পথে গেলে বা হারে! কে করিবে পার?
অইত ও দেখি কিবা, দে'খে লাগে ত্রাস,
দুরন্ত মরুভূ ওযে! দর্শনে হুতাশ!!
অই ত রহিল অই! নাজানি কি পাছে,
যাব এই সোজা বাব, যা কপালে আছে।
অজানা অচিনা আমি, নাহি চিনি পথ,
কেমনে চালাব বেগে, অশ্ব মনোরথ।
হ্যাদেরে ভূধর! হ্যাদে, মাথা কর হেট,
এই পথে যাই আমি, উদাসীর ভেট।
হ্যাদেরে ভূধর! হ্যাদে, নিচু কর মাথা,
যাই আমি বৈলনারে! কারে মোর কথা।
বৈল নারে হেইর নারে! দেইখো নারে চোখে,
লজ্জা ভরে অধমেরে, ছাড় আঁখি ঢেকে।
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,
কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার?
দেখেছ ত ভূধর! দেখেছ ত তুমি,
দেখেছ ত যুগে যুগে, এ মিশর ভূমি।
দেখেছ ত কত লয়, কত বা বিপ্লব,
দেখেছ ত কত কীর্ত্তি, কতই বৈভব।

দেখিয়াছ ধরাধর! দেখেছত কত,
কতশ রাজর্ষি, কত নৃপ শত শত।
কিন্তু কি দেখেছ হায়! অধম এমন,
দেখেছ কি মূঢ় অন্য, আমার মতন?
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার!
কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার?
এই ত সে পথ এই, এইত সে দেশ,
এই পথে হেরিয়াছ, কত সজ্জা বেশ।
হেরিয়াছ এই পথে, মম পিতৃগণ,
বীর দর্পে কৈরেছেন, কত না শোভন!
কৈরেছেন কত রণ, কত দিগ্বিজয়,
কৈরেছেন তব অঙ্গ, কত লীলাময়!
রেখেছেন কত কীর্ত্তি, কত নিদর্শন,
কতই সুকীর্ত্তি তারা, করেছে স্থাপন।
আমি তার বিনিময়ে, আমি কিন্তু হায়,
ওরে গিরি! পলাতেছি, রমনীর দায়।
আমি তার বিনিময়ে, আমি অভাজন,
এই পথে করিতেছি, কলঙ্ক লেপন।
যেই পথে বৈরেছেন, মহাভাগ গণ,
সেই পথে ভাগ্যে আজ, আমার পতন!
স্থানের মাহাত্ম্য নয়, ভাগ্যে সব করে,
স্বর্গ ভ্রষ্ট আদি নর, অদৃষ্টের ফেরে।

অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, তাই বাদী সব,
তাই হেন কীর্ত্তি-ধামে, মম পরাভব।
ওরে গিরি! ধরাধর! ছাদে মাথা খাও,
মাথা হেট করি রহ, এদিকে না চাও।
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,
কেমনে হেরিবে বল, বদন আমার?
ছাড় ছাড় গিরিবর! পথ খামি ছাড়,
কন্দরে লুকায়ে লয়ে, এ কলঙ্ক সার।
দেশের কলঙ্ক আমি, বংশে কুলাঙ্গার,
কেমনে হেরিবে বল! এমুখ আমার?
হ্যাদে অই পিরামিড্! হ্যাদে উচ্চ শির!
তোমরা ত উচ্চ সাক্ষী, এ দেব-ভূমির!
হ্যাদে অই পিরামিড! কীর্ত্তি স্তম্ভ গুলি!
রয়েছ ত মম বংশ, কীর্ত্তি-ধ্বজা তুলি।
রয়েছ ত মহা দর্পে, ফুলাইয়ে বুক,
কেমনে হেরিবে বল, এ কলঙ্ক মুখ?
কেমনে বা তোমাদিগে, দিব আমি দেখা,
কেন পথ আগুলিলে? কর্ম্মে একি লেখা!
পরাণ বিদরে ওরে, মরি লাজ ভরে,
পথ ছাড়ি স'রে যাও, যেতে দাও মোরে!
ছিছি হ্যাদে ঢাক মুখ, ঢাক উচ্চ শির!
যেতে দাও এ কলঙ্ক, মিশর ভূমির।

যেতে দাও কলঙ্কীরে,—আমি কুলাঙ্গার,
যেতে দাও রাতা রাতি, হ'য়ে দেশ পার।
হ্যাদে কেবা সম্মুখে ও? হ্যাদে পুনঃ কেবা?
কেবা ও অনন্ত ধূধূ! ফুবন্ত ভাঁভা॥
আকাশ পাতাল ধূধূ, সব একাকার,
ও কিবা ভীষণ বপু, সম্মুখে আমার!
আঁধার আঁধার মরি! কুজ্ঝটিকা ময়,
ঘোরন্ত ঘোরাল ওকি, হায় এ সময়?!
একি ঘোর পদে পদে?। একি পুনঃ বাধা?।
ও কিবা ভীষণ অহো! দর্শনেতে ধাঁধা।
হ্যাদে ও সাগরাম্বুধি! হ্যাদে পারাবার,
হেন কালে হেন ভাব, সাজে কি তোমার?
কেনহে সম্মুখে তুমি? কেন আড়ি দিয়ে,
ডুবাবে কি জন্মশোধ, কলঙ্কী বলিযে!
অধম বলিয়ে যদি, ক'রে থাক রোষ,
প্লাবহে উচ্ছাসে প্লাব, ক্ষমা কর দোষ।
ঢালহে বারিধি! ঢাল, ঢাল বারি ভার,
প্লাবনে শীতল কর, হৃদি অভাগার!
হৃদয় আমার হায়! উগ্র মরুতর,
শীতল! শীতল!! কর, বারিধি দুস্তর!
ঢেলে দাও জল রাশি, ভাসি যাই সুখে,
অনন্তে ভাসায়ে লও, ঢেকে লও বুকে!

তুমিহে বারিধি! ভবে, হর ভূমি-ভার,
হর হে দেশের এই, কলঙ্ক অপার!
ডুবাও জন্মের তরে, এই অভাগায়,
জুরাকু জন্মের তরে, দগ্ধ হৃদি হায়!!
নতুবা দুস্তর তুমি, হে সিন্ধু দুর্ব্বার!
তুমি কেন পথে বাধা, দিতেছ আমার?
তুমি বাধা দিবে হেন, পূর্ব্বে নাহি জানি,
অধমে সদয় হয়ে দাও কূল খানি,
নতুবা দুস্তর তুমি, হে সিন্দু দুর্ব্বার!
তুমি কেন পথে বাধা, দিতেছ আমার?
ও কিবা দক্ষিণে ওকি!! ওকি নীল নদ?
হে দেব প্রবাহ পতি! পূর মনোরথ।
হে দেব! তরঙ্গ-পতি! তাপিতেরে তর,
তরঙ্গ তাড়নে ত্বরা, তীরে তুলি ধর।
তরাইলে তীরে তুমি, এব্রাইলা যত,
তরাইছ সুতৃষ্ণিত, আরো কতশত।
তরাও তরাও তীরে, তুমি তরগতি!
তাড়াতাড়ি তোল তীরে, হে তরঙ্গ পতি!
ডুবাও ডুবাও নহে, হয়ে ক্রোধ মতি,
কর গো মুহূর্ত্তে নহে, ফেরোয়া সংহতি।
তুমিহে তরঙ্গ পতি! হ্যাদে কথা ধর,
প্রণয়ের ধর্ম্ম কিবা, ভবে ব্যক্ত কর।
প্রণয়ের ধারা কিবা, জান সে আখ্যান,
বল দেব! কারুন্দেশ্যে, করেছ প্রয়াণ?

বল কিবা নদ বর। কিবা শিক্ষা দাও?
কুলু কুলু কুলুস্বনে, কিবা সদা গাও?
গুণু গুণু গুণু গাও, সদা প্রেম গান,
সদা প্রিয় সমুদ্দেশ্যে, করিছ প্রয়াণ।
তুমিহে প্রণয়ী বর! প্রেম শিক্ষা দাও;
প্রেমের পথিকে তর, হ্যাদে মাথা খাও!
মাথা খাও কূল দাও, হে কূলেশ পতি।
অকূলে প'ড়েছি কূলে, লহ শীঘ্র গতি।
হে নিশি! তামসি! আসি, কেন শেস ভাগ?
কলঙ্কী বলিয়ে কিহে, তুমিও বিরাগ।
ঢাক ঢাক কালা মুখ, এ কলঙ্ক ঢাক।
যেয়োনা বারেক নিশি! স্থির হয়ে থাক।
যে'য়োনা তামসি মরি! যেয়োনাহে আজ,
ধর না পূর্ব্বের সেই, সংহারিণী সাজ।
ধর সেই মুছায়ীর, গাঢ় অন্ধকার,
ধর গো চল্লিশ দিবা, সে মূর্ত্তি আবার।
এই না সে লীলা ক্ষেত্র! এইনা সে তুমি,
এই ত পাতকী আমি, মিশর এ ভূমি!
যেয়োনা তামসি! হ্যাদে যেয়োনাগো হায়!
তুমি যে যাইলে প্রাণ, রাখা হবে দায়।
তুমি যে যাইলে নিশি! প্রাণ মোর যায়,
প্রভাত হৈয়োনা মরি! ধরি দুটী পায়।—
প্রভাত হয়োনা বিভাবরি!!

(৪০)

কু প্রভাত।

(বিয়োগ সঙ্গীত)

আজ পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হলি ?
কুক্ষণে প্রভাত, হলো কাল নিশি,
ডুবিল রে আজ দেশের ও সৌভাগ্য শশি ;
কেবলি জাগিল বিষাদ রাশি !!
(হায়) পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হলি ?!

উঠিল রোল. উঠিল গোল,
ঘন নগর বাসী, বলে ঘন বোল !
কি হ'ল ! কি হ'ল !! নাই !—নাই !! নাই !!!
নিশি বলে নাই ! দিশি বলে নাই !
প্রভাতও বলে, হায় ! সেত নাই।
হায় ! আজি নিশি কেনরে এলি !?

এ'লে কি বিষাদ জাগাতে ভবে ?
এ দুঃখের দিন আরো কি যাবে ?
সে সুখ-চন্দ্রমা আরো কি উদিবে ?
নাজানি রে কত রহিয়ে জ্বলি।

রহি রহি রহি দহি নিরবধি
নিরবধি দহি, শেষ নহে যদি
তখনি স্মরিব সে গুণের নিধি
নদীয়ার চান্দে কোথারে পাই ?!

পাখি-স্বরে বলে নাই নাই নাই !!
পবন স্বননে বল্লে নাই নাই !
কান্দে চরাচর বলি নাই নাই !!
হায় ! সে কোথায় গেলরে চলি ?
আজ, পোড়া নিশি ! কেনে প্রভাত হলি ?

(যুবরাজ অরুণ দেবের পলায়নে দেশময় হাহাকার এবং ঘোরতর দুর্দ্দশা)

পোহাইল কাল নিশি, জাগে পুরবাসী,
বিষাদ কালিমা পুনঃ, ঢাকে সর্ব্ব গ্রাসি।
রজনীর অন্ধকার না যাইতে হায় !
ঢাকিল মিশর চির, দুঃখ কালিমায়,
না হতে প্রভাত, নাহি উদিতে অরুণ
অরুণ বিহনে ওঠে, ক্রন্দন করুণ।
তন্ন তন্ন করি ঢোরে, যত অনুচর
একেরে বলিতে ছোটে, সহস্র সত্বর।
একেরে বলিতে খোজে, সহস্রেক ঠাই,
কিন্তু বৃথা অন্বেষণ, যে নাই সে নাই !!
খুজিতে খুজিতে দেশ, হল তোলপার,
রাজ্য ছাড়ি রাজ্যান্তরে, বহে সমাচার।

আগে ওঠে কাণাকাণি, শেষে ঘোর রোল,
হাহাকার শব্দে পুরী, তোল্‌পার ভোল্।
হাহাকার শব্দে পুরী কান্দে উভরায়,
ধূলায়ে লুটায়ে কান্দে অভাগিনী মায়!
মায় কান্দে লুট পুটে, নারী হাহাকারে,
আহারে দর্দ্দের বাপ কান্দেন আছারে!
আছারে পিছারে কান্দে, নাহি বান্ধে বুক্,
পাড়া পর্শি শোকে কান্দে, কান্দে ছাড়ি কুক্।
শোকের সমুদ্র হায়! উঠিল উথলি
সোণার সংসার যেন, ঘোর মরু স্থলি!
অকস্মাৎ রাহু যেন, গ্রাসে পূর্ণ শশি
ঘেরিল নিদান ঘোর, বিষাদ তামসী!
ঘরে ঘরে হাহাকার, প্রবোধ না বান্ধে,
যেখানে সেখানে পড়ি, প্রজাকুল কান্দে।
কার রাজ্য কেবা করে, কেবা ছত্র ধরে?!
শ্মশান মশান ভাব, নগরে নগরে!
রণ চণ গৃহ বাস, রণ চণ দেশ;
দেশ শুদ্ধ সর্ব্ব স্থান, লক্ষ্মী ছাড়া বেশ।
রণ চণ গৃহ বাস, রণ চণ পুরী,
পিঞ্জরে বসিয়ে কান্দে, শুক শ্যামা শারী!
ডালে ডালে বসি পাখি; কান্দে রে নিঝুম;
নিঝুমে নিঝোরে ছাড়ি; নীরাহার ঘুম!

বনে কান্দে বনপাখি, জলে কান্দে মিন,
(হারে) জঙ্গলে ফুকারি কান্দে, হরিণী হরিণ।
বনে কান্দে বনবাসী, জলে জলচর,
স্বরগ বৈকুণ্ঠে কান্দে, অমরী অমর।
পাতালে বাসুকী কান্দে, শূন্যে কান্দে পরী,
ছত্র দণ্ড প'ড়ে হায়! যায় গড়া গড়ি!
আহারে সাধের সজ্জা, ধূলাতে লুটায়,
খাট্ পালং পড়িয়ে র'লো, কেবা সোবে তায়?
খাট্ পালং পড়িয়ে র'লো, প'ড়ে রলো রাশ—
ছেলা ঘরে প'ড়ে কান্দে, খেলার ধনু বাশ
প'ড়ে রলো রণ-সজ্জা, প'ড়ে রলো যোড়া,
আস্তাবলে পড়ে মৈলো, থানে বান্ধা ঘোড়া!
প'ড়ে মলো উট গাধা, প'ড়ে মলো হাতী,
পথের পথিক কান্দে, ছেড়ে সঙ্গী সাথি!
উথলে চৌদিকে হারে, শোকের পাথার!
অরুণ বিহনে দেশ, সব অন্ধকার!
দেশে দেশে ধায় চর, দেশে দেশে ফিরে,
অরুণের সমাচার, দিতে কেহ নারে।
সপ্ত দিবা সপ্ত নিশা, জননী ডোকরে,
রজনী প্রভাত হলে, দ্বিগুণ ফুকরে।
রজনী প্রভাতে যবে, কুকা বলে কুক্,
"পুত্ পুত্" বলিয়ে অম্নি, কান্দে মায়ের বুক্।

রজনী প্রভাতে যবে, পাখি করে স্বর,
অমনি ভুকরি ওঠে, মায়ের অন্তর।
রজনী প্রভাতে যবে, প্রকাশে অরুণ,
অরুণে স্মরিয়ে মায়, কান্দেন করুণ !!
উদাসে ডাকেরে কাক, ডাকে "কাকা ডাক"
ডাকিনী ডোকরে অগ্নি, ছাড়ি "পুত্র" হাক !!
কিবা দিবা কিবা নিশা, ঝোরে মার আখি,
মায়ের ক্রন্দনে কান্দে, বন্য পশু পাখি !
মায়ের বিলাপে ঝরে, বিরিক্ষীর পাত,
নিশি ভোরে কুস্বপন, দে'খে মুর্চ্ছা যাত।
বারেক চেতনা হারা, বারেক চেতন,
যখনি চৈতন্য হায় ! তখনি রোদন !!

জননীর বিলাপ ও সঙ্গা হারাবস্থায় প্রলাপ।

—):o:(—

হায় কোথা বাছাধন ! হা অরুণ কৈ ?
জগত আন্ধার মোর, বাছা তোরে বই !!
হায় কোথা প্রাণ ধন ! হা নয়ন মণি !
প্রাণের ব্যথিত আয় ! ওরে যাদুমণি !!

আয় আয় যাদুধন ! আও বৎস আও !
মা বলিয়ে দিয়ে ডাক ! পরান জুড়াও।
হায় কোথা বাছাধন ! হারে পুত্র কৈ ?
জগত আন্ধার মোর, বাছা তোরে বই !!
কোথা রে অন্ধের লড়ি ! কোথা বাপ ধন !
কোথারে লুকালি পুত ! মায়ের জীবন !
কোথারে দুক্ষ্যার ধন ! কেবা নিলো হ'রে.
অঞ্চলের নিধি মোর, নিলা কোন্ চোরে ?
কোন্ চোরে নিলে হ'য়ে ! কেবা দিলে ডাকা,
কে নিলা উড়ায়ে হায় ! দিয়ে উড়া পাখা ?!
এমন অভাগীর্ ধন, নিলা কেবা হায়,
জীবন দহিয়ে গেল ! প্রাণ পু'ড়ে যায় !
পুড়ে যায়, দ'হে যায়, হয়ে যায় খাক !
বল আর্ কেবা দিবে "মা" বলিয়ে ডাক।
কে ডাকিবে অভাগীরে, কে বসিবে কোলে,
হায় ! মোর মৃত্যু নাই, হৃদি গেল জ'লে।
কোন্ পথে গেলা বাপ ! গেলা কোন্ পথে,
ডাকে অভাগিনী মায়, লয়ে যারে সাথে।
তুমি গেলে আমি রনু, এবা কোন পাপ,
রহিনু ডাকিনী শুধু, সহিবারে তাপ।
কি পাপ করিনু হেন, বুঝিতে না পারি,
কারে শেপেছিনু বলে, পুত্রশোকী ড়াড়ী।

কার্‌বা বুকের ধন, আমি করি ছাড়া,
সেই পাপে আজি হায়! আমি পুত্র হারা।
কার শাপে হারালেম, হেন পুত্র ধন,
পড়ায়ে পণ্ডিত বাছা, বুদ্ধের ভাজন।
দেশের প্রধান বাছা, বংশে মোর ভানু,
জগতে উজালা হায়রে, ব্রজে মোর কানু।
কোথা রে দুক্ষ্যার ধন! গেলা কোন্ পথে?
অভাগিনী ডাকে আয়! লয়ে যারে সাথে!!
কি পড়া পড়িলি বাপ! কি শিক্ষা শিখিলি,
মায়েরে সাথা'তে বাছা! দুঃখ না ভাবিলি?
এত শিখি এত পড়ি, হলে রে পণ্ডিত,
মায়েরে সাথালি বাছা! একি অচরিত!!
এত শিখি এত পড়ি, হ'লে জ্ঞানবান্,
কি পুন্য ভাবিয়ে বধ, জননীর প্রাণ।
কি পুন্য ভাবিয়ে ছাড়, ঘরের রে নারী,
কিবা পুন্য লাভে গেলে, পুত্র ধনে ছাড়ি।
কিবা ধর্ম্ম শিখেছিলে, কিবা ধর্ম্ম নিলে,
কেমন ডাকাত পাশে, কি মন্ত্র শিখিলে।
কেমন ডাকাতে হারে, দিল কুমন্ত্রণা,
কি দোষে ছাড়িলি বাছা! বধূ পতি প্রাণা।
ঘরে বধূ উষা মোর, আগুণের ডালি,
কোন্ প্রাণে সে আগুণ, দেখিরে সাম্মালি!

ঘরে বৌ উষা মোর, ভরা স্বর্ণ তরী,
সংসার সায়র সে হাঃ ! কেম্নে দিবে পারি।
রূপের মিছনি মোর, গুণে নাই তুলা,
কেমনে তাহার জ্বালা, দে'খে যাবে ভুলা ?!
কেমনে বলিব তারে, প্রবোধ বচন।
কেমনে থাকিব ঘরে, দে'খে সে বদন !!
রাজার নন্দিনী বাছা, রাজার ঘরনী,
কেনরে করিলি বিধি ! তাহারে দুখিনী।
এক দুঃখ সৈতে নারি, আরো দুঃখে মরি,
দুঃখের উপরে দুঃখ, বিধি হলো বৈরি !
দুঃখের উপরে দুঃখ, কৈতে ফাটে বুক,
প্রাণ ফেটে যায় আরো, দে'খে বুড়ার দুখ।
এক পুত্র নিল যমে, আর নিল পরে,
ইহাতে বাচিবে বুড়া, সহি কেম্নি ক'রে।
বড় সাধ ছিল মনে, ছিল বড় সাধ,
পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর, ঘুচ্‌বে বিষস্বাদ।
পুত্র হবে রাজ্যেশ্বর, নিজে হবে রাজা,
বড় সাধ ছিল পাল্‌বে, সুখে যত প্রজা।
বড় সাধ ছিল মনে, পাল্‌বে রাজ্য দেশ,
সে রাজ্য দেখিয়ে মর্ত্ত্য, মর্ত্ত্যে হ'ল শেষ !!
বড় সাধ ছিল মনে, দে'খে পুত্র-মুখ,
মরণের কালে বুড়া, ভুল্‌বে সর্ব্ব দুখ।

মরণের কালে তারে. কেবা ডাক্‌বে বাপ ?
মরণ নিকট তার, হৃদে র'ল তাপ !
তাপে তনু দগ্ধ হ'লো, দগ্ধ হ'ল প্রাণ !
এহেন শঙ্কটে হারে ! কেবা করে ত্রাণ !
আরে বাছা ! যাদু আয়রে ! আয় রে নীলমণি !
তুমিরে দুঃখ্যার ধন, আমি সে দুঃখিনী !
করিলি দুঃখিনী বাপ্‌ রে ! বুকে রৈলো কালী.
কোথা গেলি ক'রে বাছা ! মা ডাকের্‌ কাঙ্গালী !
না শুনি আর্‌ "মামা" বোল্‌রে, না শুনি চান্দ মুখে.
মা ব'লে না ডে'কে গেলি, শেল রৈল বুকে !!
"মা বোল্" "মা বোল" না শুনিরে অরুণের মুখে,
দিবস যামিনী হায়্‌ রে ! মরি ঐ না দুখে !
দশমাস দশ দিন, ধরিশু উদ্দরে.
বড় সাধ ছিল মনে. মা ডাকিবা মোরে !
দশ মাস দশ দিন, ধরি গর্ভবাসে.
কতনা কষ্টরে সৈনু. মা ডাক্‌ শুন্‌বার্‌ আশে !
কেনেরে ডাকিলি বাছা ! কেনে মামা বৈলে ?
হয়ে কেনে না মর্‌ছিলা; না লইতাম্‌ কোলে ।
হৈয়া কেনে না মরিলা, না শুনিতাম্‌ কথা,
মা ডেকে দিলিরে হায় ! শেষে দারুণ ব্যথা ।

কি সুধা আছেরে যেন, ঐ না "মামা" ডাকে,
কি জানি মধুরে ক্ষরে, পুত্রের "মামা" হাঁকে !!

কি জানি মদিরা ঐরে, মধুর "মামা" বোল্,
সাক্ষাত স্বরগ মায়ের্, পুত্র ভরা কোল !
পতি পাশ্বে বস্লে নারী, পুত্র কোলে নিয়া
এ বিশ্ব ভরেরে মরি ! সে হৃদি ফুলিয়া !
যখনি বসেরে মায়, পুত্র লয়ে কোলে,
তখনি জন্মের দুঃখ, অমি হারে ভোলে !!

যখনি দেখেরে মায়, পুত্রের্ চান্দ মুখ,
তখনি পাশরে মরি ! জনমের দুখ ।
কি জানি হরষে মরি । ভরে সেহ প্রাণ,
কি জানি মোহেরে হই. মা ডাকে অজ্ঞান ।
কোন্ স্বর্গে যায় যেন মা, পুত্রে লয়ে কোলে,
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিবে. "মা" ডাক বিভোলে ॥
কি জানি অমিয়া ভরা, মা ডাকেরে আছে.
কোটি স্বর্গ সুখ নগরে, সে সুখের কাছে ।
কি সুধা আছেরে যেন, ঐনা মামা ডাকে,
কি যেন মধুরে করে, পুত্রের "মামা" হাকে !
সন্তানের ভাঙ্গা ভাঙ্গা. আধ তোত্‌লা বাক্,
স্বর্গ ঢালা সুধা তাহে. সাধের্ "মামা" ডাক ।
কি জানি অমিয়া ভরা. মা ডাকেরে আছে,
কোটি, স্বর্গ-সুখ নয়রে, সে সুখের কাছে ।
হায় রে ! কি মধু জানি, কি জানি কি সুধা !
মা ডাকে দু'খেরে আছে. এ বিশ্ব বসুধা ॥

মরিরে মা ডাকে জানি, আছে কিবা নিশা,
কি জানি ও ডাক শু'নে, হই হারা দিশা।
মা ডাক শুনিলে মার, দেহে বাড়ে বল,
কি জানি হইরে কেন, মা ডাকে পাগল !!
কি জানি কেনরে হই, মা ডাকে বেহোশ,
পুত্রে ডাক্‌লে "মামা" ব'লে, খণ্ডে সর্ব্ব রোষ।
"মাগো মা" বলিয়ে পুত্র, যবে ডাকে মায়,
সর্ব্ব দুঃখ সর্ব্ব তাপ, অমনি দূরে যায়।
সন্তানের মামা ডাকে, বিশ্ব-মায়া-ফান্দ,
মা ডাকে পাইরে যেন, আকাশের চান্দ !!
মা ডাকে পাইরে যেন, হাতে স্বর্গ নিধি,
আহা কি অমূল্য ধন, "মা ডাক্‌" কর্‌ছে বিধি !!

সোণা চাইনা রূপা চাইনা, চাইনা টাকা কড়ি;
মা বোল্‌ মা বোল্‌ বল্‌রে যাদু, মা ডাক্‌ শু'নে মরি !
ধন চাইনা, জন চাইনা, চাইনারে বেশাতি,
পুত্রের্‌ আগে মর্‌ত্তে চাইরে, রে'খে বংশের বাতি।
কামাই চাইনা; অর্জ্জন্‌ চাইনা; চাইনা উপার্জ্জন্‌।
পরাণ্‌ ভইরে শুন্তে সাধ, মামা ডাক ধন্‌।

খে'তে চাইনা, পর্‌ত্যে চাইনা, নাহি করি
আশা,
কেবলি রাখিরে চিত্তে, মা ডাকের্ ভরসা!
খে'তে চায়না পর্ত্যে চায়না, নাহি পাবার্
আশা,
সুধু মায়ে চাহে পুত্রের্, সরল মধুর্ ভাষা।
সুধু চাহে মাতা পিতা, সরল মধুর্ ভাব,
সরল ভক্তি চাহে সুধু, চায়না অন্য লাভ।
সুধু চাহে মাতা পিতা, সরল ব্যবহার,
প্রাণ ভরা সরল ভক্তি, আনুগত্য আর।
সরল ভাব, সরল ভক্তি, সরল মধুর্ বোল,
সুধু চাহে মায়ে দিতে, পরাণ ভরা কোল।
নিতে নাহি চাহে কিছু, দিতে পার্ল্যে বাচে,
সন্তানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাচে।
সন্তানেরে দিলে যেন, স্বর্গে ওঠে প্রাণ,
প্রাণ খু'লে হয় যেন, স্বর্গের উদ্যান।

সন্তানে খাওয়ালে যেন, প্রাণ মন ভরে,
মিটা'তে সন্তানের সাধ, সদা মায়ে মরে।
সন্তানে বিলাতে মার, হর্ষে প্রাণ নাচে,
নিতে নাহি চাহে কিছু, দিতে পার্ল্যে বাচে!!

দিতে চাহে সর্ব্ব সুখ, সর্ব্ব স্বর্গধাম,
প্রাণ দিতে লভে যেন, পরম আরাম !!
আহা ! কি উন্মত্ত ভাব, সন্তানের মায়া ;
সন্তানের আশে ভবে, জীব ধরে কায়া।
সন্তানের সাধে হারে, সন্তানের আশে,
কতনা সহেরে জীব, ভব কারা বাসে।
সদাই নৈরাশ্যে দহে, সংসারের মরু,
সন্তান সে মরুভূমে, উচ্চ আশা-তরু।
সংসার সায়রে ধর্ম্ম, তরনী কেবল,
সন্তান সে পারাবারে, আলোক উজ্জ্বল !
দেখিয়ে সন্তান মুখ, সুখে জীব মরে,
সন্তানে দেখিয়ে তরে, এভব সায়রে।
আশাতে আলম থাটে, আশাতে সংসার,
সন্তান বটেরে সেই, আশার সুসার।
আশা না থাকিলে জীব, নৈরাশ্যের ঘোরে,
অবশ্য হইত নষ্ট, অন্ধকারে পৈড়ে।
সেই আশা ন্যস্ত করি, সন্তানের তরে,
সুখে জীব অন্তিমেরে, মৃত্যু-গ্রাসে পড়ে।
এক অংশ আশা লয়ে, পরকালে যায়,
আর সর্ব্ব আশা জীব, সন্তানে বিলায়।
আশা বাসা যত কিছু, সন্তানেরে দিয়ে,
সুখেতে মানব যায়, অন্তিমে চলিয়ে।

হায় রে! অরুণ কৈ? দুখিনীর ধন!
আয় মুখ দে'খে মরি, সুখের মরণ!
না দেখিয়ে ও বদন, ফে'টে যায় রে বুক,
মরণের কালে বাছা! দে'খে মরি মুখ!
স্বর্গে আছে সুরধূনী, মর্ত্তে নাই তার পারা,
সুধার সমুদ্র মর্ত্তে, মায়ের দুগ্ধ ধারা।
এক ধারা মায়ের দুগ্ধ, লক্ষ টাকা মূল,
সহস্র ধারার মূল্য, জগতে অতুল।
না শোধিলা অরুণরে! সেহ দুধের ধার,
মামা ডে'কে তৈরে যারে, সে ঋণ-পাথার।
কি দিবি জওয়াব আরে! বিধাতার কাছে।
না বুঝিলি ভবে তোর, মায়ের কেবা আছে?
তুই বিনে লক্ষ্যে নাই, অভাগিনী মার!
কেনেরে বাড়ায়ে গেলি, শোকের পাথার?!
এত যে করিনু কিছু, না করিলি মনে,
অভাগী মায়েরে বাছা! ভুলিলি কেমনে?
এজন্মে না করি পুণ্য, কোন জন্মে জানি,
সেই পুণ্যে হয়েছিনু, পুত্রের জননী।
কিন্তু রে করম দোষে, বিধি মোরে বাম,
নাজানি কি পাপে হ'ল, পুত্র-শোকী নাম।
"পুত!" "পুত!!" বলিয়ে হায়রে! কান্দে সদা হিয়া,
থে'কে থে'কে জ্ব'লে ওঠে, রহিয়া রহিয়া!!

থে'কে থে'কে জ্বলে প্রাণ, যেন অগ্নি শিখা,
দারুণ পুত্রের শোক, কর্ম্মে ছিল লিখা ॥
দারুণ পুত্রের শোকে, দগ্ধ হযরে প্রাণ।
এক পুত্র বিনে আমার, সংসার বিরাণ ॥
এক পুত্র বিনে আমার, জগৎ অন্ধকার,
অন্ধকার করিলি বাছা! জগত সংসার!
এজগতে পুত্রধন, সুধা সমুদ্দুর,
যার্ আছে পুত্রধন তার্, সর্ব্ব ভর পূর ॥
যার আছে পুত্রধন তার্, জগত উজালা,
পুত্রে ডাক্‌লে "মামা" বৈলে, ঘুচে সর্ব্ব জ্বালা ॥
এজন্মে না করি পুন্য, কোন জন্মে জানি।
সেই পুন্যে হয়েছিনু, পুত্রের জননী।
দারুণ পাপিষ্টা আমি, পাপ মোর ভারি,
হ'যে পুত্র না হইল, অভিশাপে তারি।
হয়ে পুত্র ম'রেছিল, মনে মহা তাপ,
কতনা সাধিনু আমি, খণ্ডা'তে সে পাপ।
কতনা করিনু তপ, কত করি জপ
কতবা বিলা'নু দীনে, অনন্ত বিভব।
কতবা পূজিনু দেব, কত পূজি দেবা,
আরে বাছা! পেইনু তোরে কৈরে কত সেবা।
কত সেবা আরাধনা! কৈরে তোরে পাইনু,
কতই দুঃখেরে তোরে, মানুষ করিনু ॥

কতবা সহিনু দুখ, কত সহি ক্লেশ,
মানুষ করিনু বাছা! তোরে অবশেষ।
এক অঙ্গ গিছে মোর, গ্রীষ্ম আর শীতে,
আরো অঙ্গ গিছে বাছা! তোরে বুকে নিতে।
এক অঙ্গ গিছে মোর, যোগ আর যাগে,
আর অঙ্গ গিছে বাছা! তোর ভোগ ভাগে।
এক জন্ম দিছি বাছা! তব তপস্যায়,
আর জন্ম গোয়াইনুরে তব শুশ্রুষায়!
কত করি, কত সে'ধে পা'নু তোমা ধন,
এখনে লুকা'লি কোথা, সে হেন রতন।
কেবা হা! নিলেক হরি, অঞ্চলের নিধি,
কারে দিয়ে চোরাইলি, হারে পোড়া বিধি!
হারে রে! দুঃখ্যার ধন্, নিলা কোন চোরে?
দেবে কি দানবে নিলা, নিলা নিশি ঘোরে!
কেমন পাষাণী সেরে কেমন পাষাণ!!
মা বলিয়ে না ভাবিল সে পাষাণ প্রাণ!
না ভাবিল মার দুঃখ, না ভাবিল শোক,
কেমন জননী তার কেমি তার বুক?!
কেমন সাহস তার, কেমন্ বুকের্ পাটা!
অকলঙ্ক কুলে আমার, দিল কালীর ফোটা!
কেমন হৃদয় তার? কেমন রে হিয়া?
কেমনে রাখিল পুত্রে, মারে ছাড়াইয়া।

কেমন বিধাতা তার, গড়িল হৃদয়,
এমনি কঠিন কিসে পাষাণ নিদয় ?!
এমনি কঠিন সেকি ? এমনি কঠিন !!
মায়েরে বৈলে কি নাই, তিল দুঃখ চিন।
দেব হও দৈত্য হও, যেবা হও তুমি,
আকাশে পাতালে থাক, থাক বা অবনী !
দেব হও দৈত্য হও, হও যেবা জন,
অচলে নিচলে থাক, থাক বা গহন।
যেখানে থাকনা কেন, থাকনা যেখানে,
যে দিছ দারুণ জ্বালা, অভাগীর প্রাণে।
সে দিছ দারুণ জ্বালা, পাবে তার ফল,
শাপিনু অবলা আমি, হবেনা বিফল।
হবেনা বিফল মোর, হবেনা এ বাণী,
বে'চে থাক অরুণ রে ! মায়ের নিছনি !
বে'চে থাক অরুণ রে ! অভাগীর পুত,—
যেখানে থাকনা কেনে, থাকরে নিক্ষুত।
সত্য যদি সতী আমি, সত্য হই সতী,
সত্য যদি পূ'জে থাকি, পূ'জে থাকি পতি,
সত্য তবে বাণী মোর, বাণী সত্য হোক্,
যেখানে অভাগীর্ পুত, সেখানে জীউক।
যেখানে থাকরে বাছা ! যেখানে না থাক,
আমার অরুণে বিধি ! বিধি তুমি রাখ।

বেঁচে থাক অরুণরে, অভাগীর পুত্!
যেখানে থাকুক বাছা! সেখানে জিতুক।
আমি ফিরি বনে বনে, আমি ভ্রমি দেশ,
আমি ভালাসিব বাছা, ধ'রে যুগী বেশ।
আমি যাব দেশান্তরে, যাব বনবাস,
থাকু প'ড়ে রাজ্য ধন, থাকু গৃহবাস।
থাক থাক লোক জন! থাক পরিজন!!
আজ্ঞা দেহ প্রাণ পতি! যাইগো এখন।
আজ্ঞা দেহ হে রাজন্! আজ্ঞা দেহ তুমি,
আনিগে প্রাণের ধনে, ভালাসিয়ে আমি।

অতঃপর ছদ্মভাবে পুরুষের বেশ ধারণ পূর্ব্বক পাত্র মিত্র ও লোক জন সহ যুবরাজের অনুসন্ধানে রাণীর বহির্গমন এবং দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ।

যুবরাজ উন্মত্তাবস্থায় প্রথম যাত্রা তাতার দেশ অভিমুখে যাইতে ২ পথি মধ্যে দুঃখ ক্লেশে জর্জ্জরীভূত হইয়া।

—):o:(—

ভাঙ্গা আশা, ভাঙ্গা বাসা, ভাঙ্গা কলেবর,
ভাঙ্গা মনে চলিলাম, দূর দেশান্তর!

বিদেশী পথিক আমি, সঙ্গে কেহ নাই ;
কেবলি সে মূর্ত্তি খানি, হৃদয়ে ধিয়াই !
কেবলি সে মূর্ত্তি খানি, সঙ্গের দোসর
অন্তরে অঙ্কিত সদা, না হয় অন্তর !
চলেছি কাহার ধ্যানে, নাহি ভাবি শেষ,
না ভাবি যাইব কোথা ? পাগলের বেশ !

উন্মত্ত ভাবের ভোরে, কোথা যেন যাই ;
কোথা দুখ, কোথা সুখ, কিছু মনে নাই।
কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কোথা পরিজন ?!
কোথা বা আছিনু আমি, কোথারে এখন !
হতাশ নিশ্বাস বহে, দেহ খানি ক্ষীণ
মলিন চিবর বাস, মূর্ত্তি খানি দীন।
বক্ষ বাহি অশ্রু ধারা, শিরে রুক্ষ কেশ,
নয়ন কোটর গত, উন্মত্তের বেশ।
বিষম দুর্ব্বল দেহ, বিকট বরণ.
মুখে বাক্য নাহি সরে, বিষণ্ন বদন।
দুরন্ত চিন্তার দাহে, ভগ্ন কলেবর
চরণ শকতি হিন, গমন মন্থর !
আজি সে কোথায় মোর, সোণার বরণ ?
হায়রে ! হইল মাটি, সাধের যৌবন !!
যৌবন জীবন গেল, প্রাণ যাবে শেষ
কপালের লেখা সার, "মরিব বিদেশ,,

কপালের লেখা সার "আমিরে উদাসী
মরিব প্রেমের দায়ে, গলে লয়ে ফাশী"
কত কাল সব আর, এ ভার জীবন.
কত আর সব হায়, অসহ দহন।
উঠিছে চিন্তার দাহ. নাই ক্ষণ পল
নাই শান্তি. নাই ভ্রান্তি, পরাণ বিকল
উহুরে! বক্ষের মাঝে তপ্ত গোলা প্রায়,
বিষম বিন্ধিছে প্রাণ, খশেনাকো হায়!
খশেনা পরাণ শুধু, করে আই ঢাই
আফর ফাফর সদা, অস্থিরে বেড়াই!
কি যেন অন্তরে গাথা, তাড়িতের তার
দিবা নিশি স্বর্গ মর্ত্ত্যে লাগিছে ঝঙ্কার!
দিবা নিশি পড়ে হায়. পরাণেতে টান!
অস্থি মজ্জা ভাঙ্গি যায়, ঝিড়ে হৃদি খান।
হায় নাথ! এতই কি কঠোর জীবন?
ক্ষণ পল ক্ষান্ত নাই. চিন্তার দহন!
সুধুই চিন্তার দাহ—ভীষণ নরক!—
মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, জ্বলে ধক ধক্!
সুধুই পরাণ সদা, উঠিছে ফাটিয়া
আর ত পারিনা বুক, যায় বিদরিয়া!
আর ত পারিনা আমি. বহিতে জীবন
কোথা বন্ধো, দিন নাথ! কর বিমোচন!

জীবনের ভার মোর, হায় গুরুতর!
আপন দুষ্কৃতি ফল পাপ ভয়ঙ্কর!!
আপন দুষ্কৃতি ফল "ঘোর পরিতাপ!"
ভুগিলাম এক শেষ, তবু র'ল পাপ।
তবু র'ল উহুঃ উঃহ্! হইলনা শেষ,—
দিনে দিনে আরো বাড়ে, যন্ত্রণা অশেষ!
দিনে দিনে বাড়ে হায়, স্মৃতির দহন,
মুহূর্ত্তেক ভুলা নাই, নাই নিবারণ!
হৃদয়ে জ্বলন্ত আঁকা, যেই চিত্র পট
তাহারি দহনে প্রাণ, সদা ছট ফট!
তাহারি লাগিয়ে আজ, এ দশা রে হায়!
সর্ব্ব স্বান্ত দেশান্তরী, খেদে প্রাণ যায়!!

হায়, কি করিনু, আমি ভুলি পরিণাম!
হায়! কেন এত দুখ, সুধু ভুগিলাম?
হায় হায়, দীন নাথ! বল, কোথা যাই?
কি হবে আমার গতি? মুক্তি কিসে পাই?

কি হবে আমার গতি? বল দয়াময়!
বল নাথ! দয়া করি, করুণা নিলয়!
বল নাথ কত আর, পুড়িবে আমারে?
অদ্ভুত পরাণী আমি, জগত মাঝারে!
অদ্ভুত পরাণী নাথ! করিলে আমায়
সৃষ্টির নিয়ম ছাড়া, সৃষ্টি ছাড়া হায়!

জগতের যত সব, সকলি সুস্থির
আমিরে অভাগা হায়, সদাই অস্থির।
আমারি স্বভাবে সদা, বিপরীত ভাব।
দীন নাথ! পূর্ণ কর, আমার অভাব।
দীন নাথ! দাও মোরে, যাহা আমি চাই
বিন্দু দয়া দিলে দান, তবেইত পাই।
দয়াময়! দাও তাই, কর দয়া দান,
আরত বহিতে নারি, অস্থির পরাণ!!
অস্থির পরাণ হায়! সুস্থির না হয়।
অন্তরে অঙ্কিত চিত্র, মুছিবার নয়!
অন্তরে জ্বলন্ত আঁকা, এক চিত্র পট
তাহারি তাপেতে তনু সদা ছট ফট!
সেই ছবি মুছিবারে করিনু যতন,
কত বার হৃদি মন, করি বিদারণ।
কতবার করিলাম কত দৃঢ় পণ,
কতবার সাধিলাম, দারুণ মরণ!
কতই না করিলাম, ভুলিবারে তায়;
কই, কোথা? ভুলিবারে, পারিলাম হায়?
কই, কোথা ভুলিলাম, সে দারুণ কায়া?
কইরে মিশিল কোথা? সে প্রেমের ছায়া?-
"ভুলান" সহজ কথা, "ভুলন" না যায়,
প্রেমের ভুলানে ভুলা, সে বিষম দায়।

ভুলিতে পারিনা ক্ষণ, পাসরিতে নারি !
ভুলেছি আপনা হায়, ভুলিবারে তারি !!
তাহারে ভুলিব ভয়ে, ভুলেছি আপন,
আপনা হয়েছে সেই পরের জীবন।
সে জীবন, সে পরাণ, সে মনন বই,
আমার বলিয়ে ভবে, আমি আর নই।
তাহারি হয়েছি আমি, আমিত্ব বিহীন,
তাহারি মধ্যেতে আমি, হয়েছি বিলীন।
এই যে এ ক্ষুদ্র দেহ, তারি অবতার !—
প্রেমের প্রতিমা খানি, লীলা বিধাতার।
পরাণ গেলেও তারে, পরকালে চাব
পরকাল পরিহরি, তাহারে ধিয়াব।

ধিয়াব হৃদয়ে ধরি, একাল সে কাল !
তাহারি ধিয়ানে হায়, গেল পরকাল।
পরকাল পাসরিয়ে, তারি ধ্যানে ধাই
তবু আজি তার সনে, দেখা ভাগ্যে নাই।

[তৎপর পরিতপ্ত মনে, প্রভু পরমেশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক কয়েক দিন ধ্যানরত থাকিয়া আবার মহা উৎকণ্ঠা।]

হায় রে ! বিধাতা যার, মহিমা অপার,
কেমনে হইবে বল, দয়া মোরে তার ?

কেমনে করিব আশা, ভরসা তাহার
অসীম ব্রহ্মাণ্ড যুড়ি, যার অধিকার ?
ক্ষুদ্র এক নর আমি, ক্ষুদ্র বই নই
তাহারি বিদ্রোহী হয়ে, তারি রাজ্যে রই !
ধিক্ রে সাহস মোর, ধিক্ মোর কাম,
মহাভ্রমে ভ্রান্ত আমি, একি করিলাম !

তুচ্ছ এক মানবীর ভালবাসা তরে,
ভুলিয়ে রহিনু আমি, জগত ঈশ্বরে।
ক্ষুদ্র এক হৃদয়ের ভালবাসা ভোরে
ভুলিয়ে রহিনু আমি, প্রভু প্রাণেশ্বরে।

হায় রে অভাগা আমি, অধমের সার
বল নাথ দীনবন্ধো ! কি হবে আমার ?
কি হবে কি হবে হায় ! অগতির গতি
এত যে সাধিনু তবু, স্থির নহে মতি।
আবার উঠিল সেই, তরঙ্গ তুফান
আবার ধৈর্য্যের হাল, হ'ল খান খান।
আবার জ্বলিল সেই, চিন্তার দহন
আবার জাগিল সেই, মুরতি মোহন।
আবার—আবারো কেন, প্রাণ তারে চায় ?
মরীচিকা পানে কেন ভ্রান্ত মৃগ ধায় ?

তারেত পাবার নয়, তবু বার বার,
চাহিয়ে কান্দেরে প্রাণ, কান্দেরে আমার !!

জগতের যত সব, কিছু ভাল নয়,
কেবলি সে মূর্ত্তি কেন, এত মধুময় ?
কেবলি সে নামে কেন, ক্ষরেরে পীযূষ ?
না জানি কতই তাতে, সুধ পরিতোষ।
নাজানি সে নামে কেন, তৃপ্তি বোধ নাই ?
যত ডাকি তত কেন, ডাকিবারে চাই ?
যত হেরি তত কেন, হেরিতে বাসনা ?
কি আশ্চর্য্য ইন্দ্রজাল ! বিধির তোষণা।
কি আশ্চর্য্য ! কেন তার সৃষ্টির কৌশলে
তেমন সুন্দর ছবি আর নাহি মিলে ?
সেই স্বধু তার সম, আর নাই তুলা,
সৃষ্টির ভাণ্ডারে সুধু, সেইরে উজালা !

হায় হায় ! কোথা মোর সে অমূল্য ধন ?
যার তরে সুঁপিলাম, হৃদি কায়া মন।
আমারি কপাল দোষে, সংসারে অসার
ছায়া বাজি কুহেলিকা—আঁধার আঁধার !!
হৃদয়ে আছেরে সেত, বাহিরেতে নাই।
ধরি ধরি করি চুরি, ধরিতে না পাই।—

সলিলে তরঙ্গ-রঙ্গ, ছায়ার মতন
ভাঙ্গা ভাঙ্গা আহা ! সেই, মুরতি মোহন !
সেই মূর্ত্তি, সেই স্মৃতি, সেই এক নিশা,
সদাই জাগেরে তার, পাইবার আশা ।

হায় হায় ! এজীবন, কবে হবে ক্ষয়,
ফুরাইল সব তবু, নিমি ঝিমি বয় !!
ফুরাইছে সব হায় ! শূন্যময় কায়া,
তবু কেন প'ড়ে রল, জীবনের ছায়া ?
তবু কেন স্বভাবের, এতই পীড়ন ?
হায় নাথ ! এতই কি কঠিন জীবন ?!

নিদ্রা নাই, শান্তি নাই, নাইক মরণ,
মূহুর্ত্তের তরে নাই, স্মৃতির বারণ ।
তুষ্টি নাই, রুষ্টি নাই, নাই সুখ সাধ
পরিতাপ তুলা নাই, হায় কি প্রমাদ !!
একবার নহে ভাবি, ভাবি লক্ষ বার
কিন্তু তবু বিরক্তি না, জন্মেরে আমার ।
কতনা কতই করি, ভুলিতে না পারি,
ভুলিবার চিন্তা শেল, তাও স'তে নারি !
ভুলিব কি ? একি কথা ! ভুলিবার নয়,
মুহূর্ত্তে ভুলিতে ধরা, বিকম্পিতা হয় ।
হায় ভালবাসা অগ্নি ! হায় সর্ব্বনাশা !
গেল সব, গেল নারে, তবু তোর আশা !

ধন্য কুহেলিকা তব, ধন্য কুহু জান,
এক হৃদে থাকি কোটি, হৃদয়েতে হান।
শিরায়ে শিরায়ে গঙ্গা, মুহূর্ত্তে বহাও
চক্ষের পলকে বিশ্ব, সহস্র ভাসাও
সহস্র সহস্র হায়! কোটি বিশ্ব ধরি,
আবার একই হৃদে ক্ষণে দাও ভরি!

ছিছি ছিছি কেন মন! হেন নীচাশয়?
সহিবারি তরে নারে আমারি হৃদয়?
বক্ষ প্রসারিয়ে লব, শক্তিশেল পাড়,
মার জোরে মার ঘাও, যত সাধ্য যার।
যত সাধ্য কর সবে, অহিত আমার,
কররে জগত! কর, শত্রু-ব্যবহার।
কি ভয়রে দুঃখ তাপে? কি ভয়রে তার,
জ্বলন্ত শ্মশান ভবে, সহায় যাহার।
ধিক্ সে জনম তার, ধিক্ শতবার
সহিতে না পারি যেই কাঁদে অনিবার,
ধিক্ সে মানব মুখে, ধিক্ ধিক ছাই
ধৈরজ, গরিমা-ছটা যার হৃদে নাই।

মনের মরম কথা কহিবনা পরে,
গুমরি মরিয়ে রব, অভিমান ভরে।

ছিছি ছিছি! ছিঁছি ধিক্! কবনা যে কথা,
পরেরে জানাব কেন, আপনার ব্যথা?
কাঁদুক রে পোড়া প্রাণ, যদি সৈতে নারে
তথাপি না জানাব রে, নিজ দশা কারে।
সহিষাজি ভরে নারে, সিরজিল বিধি;
কেন অশ্রু! কেন থাম, ঝর নিরবধি।
ঝর ঝর অনর্গল, পড় উছলিয়া,
স্নিগ্ধ কর তাপিতের সন্তাপিত হিয়া।
স্নিগ্ধ কর পোড়া প্রাণ, বাঁচি যত দিন,
তোমাতেই গাল অশ্রু! হইব বিলীন।
হারে অশ্রু! মর্ম্ম কথা তোমার মতন
প্রকাশিতে এ মহীতে, কি আছে এমন?
কি আছে যাহার সাথে, দেই তব তুল।
সকলই তুচ্ছ ভবে, আছে যতগুলা।
তোমার মতন ধন কোথা ওরে পাব?
কোন্ মুখে ওরে অশ্রু! তব গুণ গাব?
বিধির সাধের তুমি, কল্পনার সারা,
ভাবের লহরি রাশি তব এক ধারা।
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব তব এক বিন্দু,
একটী বিন্দুতে খেলে, হৃদয়ের সিন্ধু!
মনের নির্য্যাস তুমি, চোয়াইয়ে পড়,
হৃদয়ের চিত্র তুমি, বিন্দুরূপে ধর;

প্রেমের নীরব-গীতি, স্রোত করুণার;
পতিত পাবন তুমি, ওরে অশ্রুধার।
ভাবের ফোয়ারা তুমি, চিন্তার পাথার
প্রেমের পুরাণ তুমি, স্মৃতি করুণার।
অপ্রকাশ্য ভাষা তুমি, স্বর্গ-স্বেদ-জাত
আহা মরি! স্বর্গ-সুখ তোমাতেই পাত।
আহা মরি! স্বর্গের সে পবিত্রতা ধন,
তোমাতেই বিরাজে রে, আহা সর্ব্বক্ষণ!
আহা! তুমি না জানি কি? নাজানি কে হও?
নির্জীব হইয়ে তবু, গূঢ় কথা কও।
হাব, ভাব, ভঙ্গ, ভাষ, কাব্য, দরশনে,
গণিতের, বিজ্ঞানের, হাজার যতনে,
হাজার হাজার করি, যাহা কৈতে নারে,
তোমার একটী বিন্দু, তাহা ব্যক্ত করে।
ক'য়ে দেয় মর্ম্ম কথা, মর্ম্মে মর্ম্মে ভে'ড়ে,
অন্তরের অন্তস্তলে, ঘু'রে ঘু'রে ঘু'রে।
ধন্য তুমি রস-কূপ! ধন্য রস ধর।
ধন্য ধন্য চিত্র তুমি, ধন্য চিত্রকর।
কিবা ভাব কিবা রস, কাব্যে হারে ধাঁদে।
করিব জনম শুধু, তব আশীর্ব্বাদে।
শত শত বাল্মীকিরে, শত বেদব্যাস,
শত শত ভবভূতি, শত কালিদাস।

শত শত দেবকন্যীর, ডু'বে গেল ওরে।
হায় হায়! ডু'বে গেল অশ্রুর পাথারে।
অশ্রুনীরে বঙ্গ সদা, যেবা ভিজাইল
ভাবুক প্রেমিক-রাজ্যে, সে কোথা পৌঁছিল?
বিধোর বিষাদ দুঃখ সহ্য যার নয়,
কাঁদ হেলে কাঁদি বেলে কেবা তারে কয়?
পরের ক্রন্দনে যেবা কান্দিবারে পারে
কবির সম্মান ভবে, কেবা দিবে তারে?
কবি জন্ম ধন্য তাই, তব সুকৃপায়
তাই কবি ডু'বে মরে, অশ্রুনীরে হায়!
আরো নয় দেখ পুনঃ, যদি থাকে ভুল,
ইলাইজা, লাইলী শত,—শত বনফুল।
তবু যদি নাহি মান, তবে দেখ ওরে,
হায়! হতভাগা দীনে—চক্ষের উপরে।
হায় হতভাগা দীনে, তাপিতেরে হায়।
ছে'ড়নাকো ওরে অশ্রু! ছে'ড়না তাহায়,
ছে'ড়নারে এ জীবনে, জীবনেরে আর,
পায় ধরি ওরে অশ্রু! তুমিরে আমার।
পায় ধরি, এ নিদানে, তুমি অভাগার—
অশান্ত মনের তুমি, শান্তি-সুধা-ভার।
তুমি হে প্রাণের স্নেহ, প্রাণের আরাম,
তোমার প্রবাহে ঘোচে চিত্তের ব্যারাম।

তুমিহে প্রাণের শৈত্য, সুধা বরিষণ,
তোমার বর্ষণে পাপ-কালিমা মোচন ;
তোমাতে চিত্তের মলা, ভেসে হয় দূর,
তুমি রে তরল নদী।—সুধা সমুদ্দুর।
তোমার পরশে মরি ! পাপ-আবর্জ্জন,
ঘু'চে যায়, ফর্শা হয়, আত্মা আর মন।
তুমি রে স্বর্গের ধৌত, পবিত্র বর্ষণ,
তোমাতে উর্ব্বর হয়, অধ্যাত্ম-ভুবন।
তোমার পবিত্র বারি, বিন্দু ২ পাতে,
ধর্ম্ম মুক্তা হৃদি সরে, জন্মে ভক্তি সাথে।
তোমার বর্ষণে সিক্ত, চিত্তের কর্দ্দম,
ধরম-পঙ্কজ তাহে, জন্মে অনুপম।
তোমার প্রবাহ-গঙ্গা, সুধা সুরধুনী
এমনি পবিত্র মরি ! এমনি পাবনী !!
পরশে পরম পাপী করে সে নিস্তার,
পলকে পুলকে স্বর্গ করে রে বিস্তার ;
পলকে স্বর্গের দ্বার করে উদ্ঘাটন,
পলকে পাতকী জনে করেছে মোচন।
ভাসায়ে চিত্তের বাঙ্ক্, দুঃখের চাপন,
ভাসায়ে অনন্ত স্বর্গে, করেছে স্থাপন।
- তুমি রে দুঃখ্যার ধন, দুঃখির সবন্ধু,
নিদানে দীনের তুমি ভরসা কেবল।

তুমিত প্রেমীর প্রিয়, সুধা নিরমল
মত্তের মদিরা তুমি, দুর্ব্বলের বল।
বিরহের বিষ তুমি, সুধা কালকুট।
বিস্মৃতি-সায়রে তুমি, আলোক নিখুঁট।
তুমিরে প্রেমীর প্রিয়, আহা প্রিয় ধন,
আহা মরি, তুমি অশ্রু! সুধা প্রস্রবণ।
বিদগ্ধ প্রাণের তুমি, অমৃত বর্ষণ
ভাঙ্গা হৃদয়ের তুমি, সুধা বিলেপন।
তুমিরে প্রাণের স্নেহ, প্রাণের আরাম।
তোমার প্রবাহে ঘোচে, চিত্তের ব্যারাম।
তোমাতে সরস মরি! নিরস অন্তর
তোমাতে পাষাণ চিত্ত, গলেরে সত্বর।
হিমাচল সম তুল কঠোর যে জন
অশ্রুনীর দে'খে তার, গলে অগ্নি মন।
অশ্রু সম বিশ্বজয়ী, অস্ত্র নাহি আর,
তীর, গোলা, তরবারী, কিবা তুচ্ছ ছার!
কিবা তুচ্ছ শাক্তিশেল! তুচ্ছ নাগ পাশ!
তব এক বিন্দু পাতে সর্ব্ব শত্রু নাশ।
বিষম দুরন্ত অরি, তুমি কর জয়,
মুহূর্ত্তে তোমার পাতে, শত্রুতার ক্ষয়।
বীরের বিক্রম দর্প, রাজার শাসন
তোমাতে পরাস্ত ওরে, তোমাতে দমন।

তোমাতে স্বর্গের ছায়া, স্বর্গ-সুধা পান
পাপের রাজত্বে তুমি, বজ্জর নির্ঘাৎ।
অত্যাচারী রাজ্যে তুমি, কালান্ত গরল
অবিচারী রাজ্যে তুমি, শাসন প্রবল।
চিত্তের দর্পণ তুমি, আত্মার মুকুর
তোমাতে স্বর্গের তত্ত্ব, নিহিত নিগুঢ়।
ক্রোড় কোটি তপ জপ, ক্রোড় কোটি ধ্যান
ক্রোড় কোটি বলি, বিধি, লক্ষ ২ দান।
কিন্তু তা নিরস যদি, কর্কশ তা হয়।
যদি তাহা মাখা নহে, ভক্তি-অশ্রুময়,
যদি তাহে নাহি থাকে, পরিতাপানল
তবে সেই যোগ, ধ্যান, সকলি বিফল।
বিফল সকল মরি! সফল না হয়
সফল তোমার বিন্দু পরিতাপ ময়।
সফল তোমার বারি, যদি পাপ মন,
যদি গলি ভক্তি রসে, করেরে ক্রন্দন;
যদি পরিতাপানলে, গলি অনুক্ষণ
করেরে ভক্তির ভরে, পবিত্র ক্রন্দন।
মরিরে মরিরে! তবে সেই অশ্রুনীর।
সে তবে তরণ-তরী ভব জলধির।
সে তবে তরেরে পাপী, করেরে মোচন।
রে অশ্রু! তোমার বারি, অমিয়-বর্ষণ।

তোমার বর্ষণে সিক্ত, চিত্তের কর্দ্দম,
ধরম পঙ্কজ তাহে জন্মে অনুপম।
পরিমল ঘ্রাণে তার মোহিত ভুবন
মরিরে! মরিরে, অশ্রু! তুমি যার ধন।
অসামান্য ধন তুমি, সামান্য ত নও।
থাকরে থাকরে অশ্রু! মোরে ল'য়ে রও।
মোর চক্ষে ঝর তুমি, মোর মাথা খাও
থে'মোনা, থে'মোনা ওরে, বক্ষ বেয়ে যাও।
তুমি মোর প্রাণ ধন, প্রাণ ভরি রহ,
প্রাণ বে'য়ে, চক্ষু বে'য়ে বক্ষ বে'য়ে বহ,
বক্ষে পড়ি শুষ্ক হও, ফল্গুনদী মত,
আবার চক্ষুর কোণে, হও আবির্ভূত।
আয় আয়! ওরে মোর, ও সাধের ধন!
পাতিয়াছি বক্ষ এই—দগ্ধ-সিংহাসন।
পাতিয়াছি এই দেশ, বহ্নিমাখা হিয়া,
পড়্ পড়্ আহা মরি! পড়্ ঝম্প দিয়া;
পড়্ পড়্ ওরে অই, শুষ্ক মরুভূমে,
মাথা খাও এক ফোটা পৈড়নারে ভূমে!
মাথা খাও পৈড়নারে, ও ধরার কায়,
দুহাতে সাপটি বুকে রাখিব হে হায়!
রাখিব রে আজীবন, রাখিব রে তোরে
আহা মরি! স্বর্গের সে সুখ-স্বপ্ন ভোরে!

আহা মরি! চিরকাল রোদনেরে রব।
নির্জ্জনে কাঁদিব ক্ষণ, ভঙ্গ নাহি দিব।
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে দেহ করিবরে ক্ষয়,
দুঃখে দুঃখে কত সুখ, দেখিব নিশ্চয়।
দেখিব সে স্বর্গ-সুধা কত স্বাদ ধরে,
তাপিতের পাপ তাপ, কতদূর হরে।
লভিব সে স্বর্গ-নিধি,—সে অমূল্য ধন;
মিটাব রে চির সাধ, মনের মতন।
মিটাবরে সে গম্ভীর সমুদ্রের জলে,
আজন্ম মর্ম্মের জ্বালা ডুবিয়ে অতলে!
কিন্তু প্রাণ কেঁদনারে ক্ষৈণিক ক্রন্দন,
হবনা রে ক্ষণস্থায়ী, বিষাদে মগন।
না জানিহে দীননাথ! কিবা পরিণাম,
তুমি ও কি হবে হায়! অভাগারে বাম?
তুমি বাম হবে তাই, চিত্তে বড় ভয়,
হায় রে! প্রেমির মন, সুধু শঙ্কাময়!
প্রেমিক-জীবন সুধু, বিপদের ঘর,
পদে পদে বাঁধা সদা, প্রমাদ—নিগড়!
কি জানিত দশা মোর, স্থির নাহি পাই;
বিধাতারো নাম নিতে আতঙ্কে ডরাই।
আতঙ্কে হৃদয়, প্রাণ, কাঁপে থরথর
হায় রে! কি পাপপূর্ণ আমার অন্তর!

উদার হৃদয়, মন, সমস্ত অন্তরে
ডাকিতে ঈশ্বরে নারি কৃতজ্ঞতা ভরে।
অর্দ্ধেক মনেতে ডাকি, "ঈশ্বর!" "ঈশ্বর
অর্দ্ধেক মনেতে জপি, তারে নিরন্তর।
অর্দ্ধেক পরাণে পূজি, বিধির চরণ,
অর্দ্ধেক প্রিয়ার লাগি, কান্নায়ে মগন।
অর্দ্ধেক হৃদয় ভাসে, ভকতির রসে;
অর্দ্ধেক পোড়ে রে হায়! প্রিয়ার উদ্দেশে।
যখন ঈশ্বরে মন গাঢ়তর করি,
তখনি প্রিয়ারে হায়, অন্তরে নেহারি!
যখনি ভকতি-ভাবে, শুদ্ধ হয়ে বসি
তখনি প্রিয়সী-প্রেম, দেখা দেয় আসি।
যখনি সান্ত্বনা চাই ঈশ্বরে ভাবিয়া
তখনি জ্বলিয়ে উঠে সন্তাপিত হিয়া;
তখনি জ্বলিয়ে উঠে, মরম আবার।
হায় হায়! কিসে হবে, মুকতি আমার?
না জানি হে দীননাথ! কিবা পরিণাম?
তুমিও কি হবে হায়! অভাগারে বাম?

যুবরাজ তাতার দেশে উপনিত হইয়া রাজ কন্যার রূপ লাবণ্য ও গুণাগুণ দর্শনের পর।

—):o:(—

না দেখিলে প্রাণে মরি, দে'খে পুনঃ দায়,
আহারে লবন ছিটা, যেন কাটা ঘায়!
শত গুণ শু'নে ছিনু, লক্ষ গুণ হেরি,
মরিরে! এহেন ধন, কেমনে পাশরি?।
সফল জনম মোর, সফল জীবন,
ভাগ্যে হেরিলাম, চক্ষে সৃষ্টি সার ধন।
কত পুন্য কৈরে ছিনু, কত কৈনু্য জপ,
সেই পুন্যে হেরিলাম, দৃশ্য অসম্ভব।
আহা! আহা! মরি ২! এহেন রতন।
কেমনে গড়িল ধাতা, বেন্ধে প্রাণ মন।
নামেতে পাগল ছিনু, দর্শনে অজ্ঞান,
স্পর্শন থাকুক দূরে. দৃষ্টে হরে প্রাণ!
চান্দেতে চকোর মত্ত, মত্ত দুরে থাকি,
নিকটে পাইলে প্রাণ. দিত ক্ষুদ্র পাখি।
পতঙ্গ আলোক হেরি, বেহোশেতে ধায়,
অনল পাইলে আগ্নি, প্রাণ সোপে তায়।
আমিরে পতঙ্গ প্রিয়া—অনল প্রবল;
কেমনে ধরিবে ধৈর্য্য, বুদ্ধি, জ্ঞান, বল।

সাগরে সরিত্ মিশে, মিশে হারা দিশ—
আমি বুঝি তাতে ডুবি, হই নিরুদ্দিশ।
চুম্বুকে চুম্বুক টানে, জলে টানে জল,
তার দিকে মোর টান, স্বভাবে প্রবল।
তার দিকে মোর গতি স্বাভাবিক টান,
দুটী দেহ ভাঙ্গি বুঝি, হই এক খান।
চন্দ্র আকর্ষণে যথা, উথলে সাগর,
তেমনি রে উছলিছে মম এ অন্তর।
ডগমগ করে তনু, টলমল প্রাণ
কোটালে ডাকিছে যেন, সাগরেতে বাণ।
সৃষ্টির বিলয় যেন, প্রলয়ের ঝড়ে
তেমনিরে তোলপাড় মম এ অন্তরে।
অনলে সুবর্ণ যেন সোহাগাতে গলে,
গলিনু তেমিরে তার, রূপ গুণ বলে।
কিছুতে মানেনা বাধা, কিছুতে না থামে
যুক্তি উপদেশ আর, লাগে কোন্ কামে?
টুটিছে ধৈর্য্যের বান্ধ, টোটে বুদ্ধি জ্ঞান
কোথা কাব্য? কোথা এবে দর্শন বিজ্ঞান?
কোথা হে গণিত হ্যাল্লে! গণ ফলাফল
হায়! এক নারী রূপে গর্ব্ব রসাতল!!
হায়! নারী পাছে অই মজে বিশ্ব পুরী,
বিজ্ঞতা পাণ্ডিত্য যত সব তারী ছুরি!

কৈ থাকে পাণ্ডিত্ব আর, কইগা পণ্ডিত ?
কোথা থাকে বীর-দর্প, শক্তি অগণিত ?
কোথা থাকে রাজ্য পাট, কোথা সৈন্য ঠাট ?
কোন্‌গা কাজেরে লাগে, বুদ্ধির কথাট ?
শুধু এক রমণীর, কটাক্ষের ঘায়,
সকলি বিচূর্ণ হয়ে, অনীলে মিশায় !
বীরের বীরত্ব যায়, সুধীর পাণ্ডিত্ব,
ধার্ম্মিক জনের যায়, ধর্ম্মের মাহিত্ব।
নারীতে না মজে হেন, বিশ্বে কেবা আছে
বিশ্বেশ্বর বিশ্ব হারে, মজে নারী পাছে !
নারীতে না মজাইল, বিশ্বে হেন কিবা,
নারীতে মজালো হারে, গ্রহ চন্দ্র বিভা।
নারীতে মজালো ওরে, আদমের কুল,
নারীতে মজালো সৃষ্টি, নারী সৃষ্টি-মূল।
কে জানে নারীর তত্ত্ব, মহিমা কে জানে,
কেজানে নারীর ভেদ ? কে তারে বাখানে ?
নারীতে মজালো সৃষ্টি, নারী সৃষ্টি ভুল।
নারীর পাছে রে গেল, একূল ওকূল !!
মজিনু নারীর রূপে, তপ্ত হবি প্রায়,
এখন পরাণ বুঝি, বাতাসে মিশায়।
হায় রে ! নারীর ভেদ, কে বুঝিতে পারে ?
বিশ্বজয়ী নারী মূর্ত্তি, কেবা জিনে তারে ?

কিজানি বিদ্যুৎ-বল, কিবা ওতে আছে,
বুদ্ধি শুদ্ধি ক্ষণে হত, ক্ষণে টানে কাছে।
মুহূর্ত্তে বিজয় করে, স্বর্গ ধরাতল,
মুহূর্ত্তে সংসারি বিশ্ব, দেয় রসাতল।
কি করে বিজ্ঞান আর, কি করে দর্শন ?
যুক্তি বুদ্ধি পাণ্ডিত্যাদি, সব্ অকারণ !
নাজানি বিদ্যুত এক, কিবা ওতে আছে !
হায়রে ! বিশ্বের সর্ব্ব, হত নারী কাছে।
কিজানি শকতি হায়রে ! ঐমা রূপে ভাসে,
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন, ক্ষণে তাহে নাশে।
নহেত অসুর দৈত্য, নহেত ভীষণ
কোমল লাবণ্যে হায়রে, শকতি কেমন !!
অইযে বিদ্যুত-দাম, সুতরল হাসি,
অই ত সৃষ্টির মূল, ঐ ত বিশ্ব নাশি।
অই যে ললিত স্বর, ললিত কোমল,
নাজানি কতই ওর, শকতি প্রবল !
কিবা বজ্র কিবা শেল, কিবা তোপ গোলা
ও বঙ্কু কটাক্ষে হারে, তুচ্ছ সর্ব্ব গুলা।
কিবা নর কিবা দৈত্য, কিবা যক্ষ
ও ... কটাক্ষ বাণে সর্ব্ব ... ভয়।
... ওতে ভরে ?
... সেই মুহূর্ত্তরে।

আকাশ পাতাল স্বর্গ, পর্ব্বত অচল,
ও মধু মৃদুল স্বরে, গলি টলমল!
আকাশ পাতাল মর্ত্তে, কে আছে এমন,
ও মহা শক্তির কাছে, নহেরে দমন?
ত্রিভুবন সৃষ্টি মাঝে, আছে কোন জন,
কামিনী কোমল রূপে, নহে মুগ্ধ মন?
কামিনী-বদন হেরি, না গলে অন্তর,
হেন জন কেবা আছে, অবনী ভিতর?
বল দেব! বল স্বর্গ! বল সত্য কথা,
কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ আছে কোথা?
সাধনার শ্রেষ্ঠ সেরে, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব মাঝে,
কামিনী-রূপের তুল্য, রূপ কোথা আছে?
কিবা চন্দ্র কিবা স্বর্গ, কিবা পুষ্প তারা,
সবার সৌন্দর্য্য মরি! নারী রূপে সারা।
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য যত, সৃষ্টির মাধুর্য্য,
সর্ব্ব সমন্বয়ে নারী, মূরতি অপূর্ব্ব!
সাধনার শ্রেষ্ঠ নারী, শ্রেষ্ঠ বিশ্ব মাঝে,
কামিনী রূপের তুল্য, রূপ কোথা সাজে?
সকল রসের সার, সার নারী রস,
সে রস পরশে মরি, ত্রিভুবন বশ।
সকল কাব্যের মধ্যে, নারী কাব্য সার,
যে কাব্যে রমনী নাই, সে কি কাব্য ছার।

নারীর বর্ণনা আর, নারীর কাহিনী,
যে গ্রন্থে আছে রে সেই, গ্রন্থ ধন্য গণি।
অনন্ত কাব্যের খণি, অই মুখ খানি,
অফুরন্ত বেদ-ধ্বনি, ও মুখের বাণী।
কি সুধা মাখারে জানি, ও কম বয়ান,
না জানি কতই সৃষ্টি, তাহে ভাসমান।
নাজানি বিশ্বের ছায়া কত ভরা তায়,
কত কাব্য বিজ্ঞানাদি, কতবা তাহায়।
কতনা দর্শন, বেদ, কতই গণিত।
কত জানি ডু'বে আছে, শাস্ত্র অগণিত।
কত গুপ্ত ইতি হাস, কত বা পুরাণ,
কত গুঢ় সৃষ্টি-তত্ত্ব, তাহে মুহ্যমান।
কত সন্ধি সমন্বয়, কতনা বিপ্লব,
নারী রূপে যুগান্তের, সৃষ্টির আহব!
কত সৃষ্টি কত লয়, ঐনা নারী রূপে!
আপনি বিধাতা গুহ, নারীর স্বরূপে!
কিবা স্বর্গ বৈজয়ন্তি, কিবা বক্ষাপুর,
মরিরে! নারীর রূপে, সদা ভর পুর।
মরিরে। নারীর রূপে কি এক দেবত্ব,
কি এক আলোক তাহে, গৌরব মহত্ব !!
প্রেমিকের কাছে নারী, পরম সালোক্য,
নারীতে প্রেমির মুক্তি, নারী সে সাযোজ্য।

প্রেমিকের প্রাণ নারী, নারী প্রেমি প্রাণ,
সৃষ্টির মাধুর্য্য-সার, নারীর বয়ান।
কত সূর্য্য কত তারা, কত সুধাকর,
ও মুখ-লাবণ্য-জ্যোতে, সদাই ভাস্বর।
কিবা চন্দ্র সূর্য্য তারা, কিবা শোভাকর!
কোটি বৈজয়ন্তি মরি, নারী-মুখ-বর!
কোথা স্বর্গ? কোথা স্বর্গ?? স্বর্গ হায়রে কৈ??
প্রেমি বলে স্বর্গ নাই, "নারী-প্রেম" বই।
কিজানি অমৃত-স্রোত, প্রমত্ত মদিরা,
কিজানি সৌন্দর্য্য স্রোতে, মাধুর্য্য অদিরা।
কিজানি বিলাস তাহে, কিজানি স্বপন!!
কিজানি ঘুমন্ত ঘোরে, বসন্ত মোহন!
কিবা জানি কালকূট, কিবা হলাহল,
কি সুরা মাখায়ে যেন, ও দৃষ্টি তরল!!
কি যেন প্রমত্ত নিশা, প্রমত্ত-দর্শন,
হেরিলে অজ্ঞান করে, হয় প্রাণ মন।
ক্ষণে রে বিদ্যুত-বেগে, হই অভিভূত,
ক্ষণে যেন কোন্ স্বর্গ, হাসে আবির্ভূত।
কত কথা জানে ওরে! অই মুখ খানি,
কোন্ বা সঙ্গীত মরি! সেহ সুধা-বাণী।
কোন্ বা অরূপ হাস্য! ওযে নত্র আর,
কোন্ জানি বৈকুণ্ঠ হায়রে! সে বিলাস হাব।

সে যে সৃষ্টি, সেযে সুষ্টি, সেযে তুষ্টরতা,
পরাণ কে'ড়েরে কহে, পরাণের কথা!
পরাণ কে'ড়েরে খায়, পরাণের রস,
কি যেন বিদ্যুতে হই, মুহূর্ত্তে অবশ!
কি যেন নয়ান দুটী, মিটি মিটি চায়,
পরাণের রক্ত শুষি, ক্ষণে প্রাণে খায়!
কি তেজঃ বিদ্যুতে ধাঁধে! কিবা তেজঃ বলে?
রমনী-রূপের তেজেঃ, ক্ষণে সৃষ্টি গলে!
গলিছে প্রাণের বান্ধ, হৃদয়-সংযোগ,
রেণু রেণু খশিছে রে, অস্থি মজ্জা যোগ।
আমাতে আমি রে এবে, আমি আর নই,
ধৈরজ মানেনা প্রাণ! কেম্নি স্থির রই?
কেমনে সাধনা সিদ্ধি, হইবে আমার।
অপদেবতায় হরে, পূজা দেবতার!
মহেশে পূজিতে আসে, এগুঁয়ে মহিষ,
উদ্দেশ্য চাহিতে নিজে, হই হারা দিশ!
যেখানে চলেনা বুদ্ধি, নাহি চলে জ্ঞান,
সেখানে ভরসা মাত্র, বিধির কল্যান।
এখন ভরসা শুধু, ঈশ্বরে নির্ভর।
ঈশ্বরে নির্ভর মোর, ভর্সা অতঃপর।
মান তিথ লজ্জা রক্ষা, বিধাতার হাত,
বিধাতারে সমর্পণ, তারে প্রণিপাত।

(অনন্তর অনন্যোপায় হইয়া একাগ্র চিত্তে সৃষ্টিকর্ত্তার আরাধনা পূর্ব্বক কাতরভাবে বর প্রার্থনা এবং আত্ম সমর্পণ)

সামান্য রমণী-রূপে, মাধুর্য্য এমন,
হায় রে! স্রষ্টার রূপ, নাজানি কেমন!
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা. সৃষ্ট যেই রূপে.
নাজানি সৌন্দর্য্য কত, সে রূপ স্বরূপে!
নাজানি মদিরা কত, প্রমত্ততা তায়?!
কেমনে বুঝিব আমি. মূঢ়মতি হায়!
কলুষ-কালিমা-বশে, নিরস হৃদয়.
কিসে তাহে ভক্তিরস. হইবে উদয়?
কেমনে ধর্ম্মের জ্যোতি, হবে প্রতিভাত?
নরকে চন্দ্রমা-ভাতি, কভু নহে পাত।
হায় রে! নরক হায়! এ পাপ হৃদয়——
কুৎসিত্ত কলুষে কালা.—কলুষ নিলয়!!
সামান্য যে. চর্ম্মচক্ষু, মুগ্ধ নারী রূপে.
কেমনে হেরিব তাহে, পরম স্বরূপে?
সামান্য যে চিত্ত মন. মুগ্ধ তুচ্ছ ভাবে,
পরম পবিত্র ভাব, কেমনে সে পাবে?
অচিন্ত্য ঈশ্বর, তার মহিমা অপার!—
তুচ্ছ আমি!! কি করিব ধারণা তাহার?
গোষ্পদে ডুবিনু; কোথা সিন্ধু হব পার?
না চিনি সমুদ্র, ভাবি গোষ্পদ পাথার!

নিজে সেনা বুঝাইলে, কে বুঝিবে তারে ?
নিজে সেনা দেখা দিলে, কে দেখিতে পারে ?
কি সাধ্য পদ্মের পায়, তপন দর্শন ?
যদি ভানু না দেখায়, নিজে সে বদন।
কি সাধ্য আমার ? তারে করি অনুভব,
নিজে যদি না শিখায়, নিজে তার স্তব।
নাহি জানি স্তুতি ভক্তি, নাহি জানি গতি,
কেবলি চরণে তার, কাকুতি মিনতি।
কোথাহে দীনের বন্ধু ! কর দয়া দান,
বিন্দু দয়া দিলেই তো, পাই পরিত্রাণ।
হায় কোথা দীননাথ ! ভ্রান্তেরে চালাও
তোমার করুণা বিন্দু, এ দীনে বিলাও।
"দিতে হয় দাও নয়, কর নিবারণ,
ইচ্ছাময়। ইচ্ছা তব, হোক সম্পাদন"
ইচ্ছাময় ! কর তাই, যাহা ইচ্ছা লয় ;
রাখ মার দাও, নহে করনা বিলয়।
লজ্জা, ভিথ, মার রক্ষা সব তব হাত,
হে দেব বিশ্বের প্রভু ! তোমা প্রণিপাত।

স্বামী হারা রাজবধূ উষাদেবীর উচাটন ও ঔদাস্যভাব এবং সংসারের প্রতি বিতরাগ।

——):০(——

মন্দ মন্দ সমিরণ, মন্দ মন্দ বয়,
মধুর পঞ্চমে গায়, বিহঙ্গম চয়।
ধীরে ধীরে বিদোলিত, পাদপ নিকর,
মধু গন্ধে অন্ধ হ'য়ে, গুঞ্জরে ভ্রমর!
সুনীল আকাশ খানি, রঞ্জিত রুচির,
হিল্লোলে হিল্লোলে খেলে, প্রবাহের নীর।
ঝাকে ঝাকে ওড়ে পাখি, ঝাকে ঝাকে পড়ে,
ফুল্ল ফুল দল মরি! শোভে থরে থরে;
চারিদিকে উচ্ছসিত, প্রকৃতি বাহার,
অপূর্ব্ব ভাবের ভরা, ভবের বাজার!
উৎসব আনন্দে আহা! সবে ঢলা ঢল,
কেবলি আমার প্রাণ, কেবলি পাগল!!
কেবল আমার হৃদে, চিন্তার দহন!
ভবে কিরে চিন্তা সুধু, আমারি কারণ?
জীব জন্তু আদি করি, সুখে ভাসে সবি,
এক মাত্র কান্দি আমি, অভাগী মানবী।
এক মাত্র দিবা নিশি, রহিয়া রহিয়া,
আমার অশ্রুর ধারা, বহেরে ভাসিয়া।

কেন কান্দি ? কেন এত, অসুখ আমার ?
কে বলিবে কে বুঝাবে, কি কারণ তার ?
কি কারণ কি ঘটন, নাজানি কি ভাব,
কে বলিবে কিযে হায়। আমার অভাব !
এইত অনন্ত ধন—কুবের ভাণ্ডার,
এইত অসীম ধরা, মম অধিকার।
এই ত এ ছত্র দণ্ড, এইত এ দেশ,
এই ত এ সৈন্য ঠাট, আমারি বিশেষ।
আমারিত তন্ত্রী মন্ত্রী, আমারিত যশ,
আমারিত গুণ জ্ঞানে, পূর্ণ দিক দশ।
আমারিত দাস দাসী, সেবে দুচরণ,
যাহা বলি তাই করে, নিয়তি যেমন।
ডাকে অই পুত্রধন; মধুর বচন,
প্রিয় সহোদর করে, প্রিয় সম্বোধন।
স্নেহের পুতুল বুন, করে আবদার,
সুধারে জিনিয়ে তোষে, স্বজন আমার !
শ্বশুড় শ্বাশুড়ী আহা ! প্রাণের সমান,
পরাণ বিলায়ে করে, কল্যান বিধান !
কিবা রাজা কিবা প্রজা, কিবা সহচরী,
চাহে সবে দিবা নিশি, কল্যান আমারি।
দিবা নিশি করে সবে, মম সুখ-ধ্যান,
মম নাম সকলেরি, যেন অন্ন পান।

আমারি লাগিয়ে আহা! কত আয়োজন,
আমারি না সুখ তরে, কত আরাধন!
কিন্তু তবু পোড়া মন, পোড়ে অনিবার,
কে করিবে হায় হায়! এর প্রতিকার?
ধনে যদি ঘুচিতেক, সন্তাপীর তাপ,
তবে কেন ধনেশ্বরী, সহেরে সন্তাপ?
রাজত্বে যাইত যদি, মনের বিকার,
তবে কেন রাজ্যেশ্বরী, সহে দুঃখ-ভার?
সোহাগে জুড়াতো যদি, তাপিত হৃদয়,
তবে কেন এই মন, কঠোরতা ময়?
তনয়ে লইলে বুকে, জুড়ায়না হিয়া,
স্বজন-প্রেমেরে দহে, রহিয়া রহিয়া!!
জগতের যত কিছু শান্তি, সুধা ময়,
আমার নিকটে বিষ! বিষ সমুদয়!!
হায় হায়! একি করে, উদাস পরাণ?!
উদাস! উদাস-ভাবে! সংসার বিরাণ!!
উদাসীন ধরা খানি, নিত্য ধাঁধাঁ করে,
নাচেরে ডাকিনী যেন, নগ্ন অসী ধৈরে!
সকলি বিরস সুধু, নয়নের আগে;
হায় রে! নৈরাশ্য পোড়া, সদা মনে জাগে!

অই যে বঙ্কিম ঠামে, সুন্দর আকাশ,
কত রূপ অপরূপ, করে পরকাশ।
নীলিমা নীরদ মালা, গুরু গুরু করি,
দক্ষিণে উড়িয়ে লয়, উত্তর আবরি।
চঞ্চলা চপলা হাসি, ভুবন হাসায়,
শ্যাম শিখরের শিরে, শিখিনী নাচায়;
অই যে কৌমুদী-সরে, ভাসিয়া ভাসিয়া,
অঙ্গের কলঙ্ক চান্দ, ধোয় সুধা দিয়া।
অই যে বসন্ত ফুল-মালা গলে দিয়া,
মঞ্জুল নিকুঞ্জে গায়, বাঁশি বাজাইয়া।
অই যে শরত ভামা, শুভ্র সাড়ী পরি,
অঞ্চল উড়ায়ে নাচে, শ্বেত শোভা ধরি।
অই যে তরুণ ভানু, ফোঁটা দিয়ে ভালে,
বাজায় চেতনা-ঢাক, ঊষা তালে তালে।
ডাকে তোতা, ডাকে শ্যামা, ডাকে শারী শুক,
হায়রে! কিছুতে মোর, না জুড়ায় বুক।
কিছুতেই তোষে নাতো, এ পোড়া হৃদয়,
এ কপালে কিছুই ত, আর ভাল নয়!
যেই চন্দ্র সূর্য্য ভবে, অন্ধকার হরে,
সেই চন্দ্র সূর্য্য মম, তমো বৃদ্ধি করে।
জগত শীতল করে, যেই সমীরণ,
তাহারি পরশে মোর, দহেরে জীবন।

যেই নিদ্রা দান করে, জীবে শান্তি সুখ,
সেই নিদ্রা স্বপ্ন ঘোরে, আমার অসুখ।
ওযে চান্দ, "চান্দ" শুধু, "সুধাকর" নয়,
ও সব পাখীর রব, "কাকলি" কে কয়?
কোকিল কোকিল নয়, কাক হ'য়ে গিছে,
ভ্রমরার গুণ গুণী, অশনি হ'য়েছে!!
ত্রিভুবন জুড়ি দেখি, শান্তি মোর নাই;—
হায় হায়! কি দিয়েরে পরাণ জুড়াই?!
কি দিয়েরে টানি খুলি, হৃদয়ের শূল,
বল দেব! বল নাগ! বল দেব কুল!
হৃদয় হৃদয়ে লুটি, ফিকুরি ফিকুরি,
কান্দেরে বিদগ্ধ প্রাণ! কান্দেরে কিকরি!!
মরমের দাহে মোর, মরম দহিল,
ত্রিলোক যুড়িয়ে উহুঃ! কেহনা বুঝিল!
বুঝা'লেম কত করি, বুঝিলনা কেউ,
অন্তর পাথারে খেলে, যেই চিন্তা-ঢেউ।
কান্দিলাম, কহিলাম, কৈতে হয় যাহা,
নিঠুর নির্ম্মম ধরা, শুনিলনা তাহা।
শুনিলনা, বুঝিলনা, দিল নাড,কাণ,
হায় রে! সংসার হায়! এমনি পাষাণ!!
কে ব'লে সন্তানে সুখ, সুখ পরিজনে?
সংসার আমার চক্ষে, ঢাকা রে বিজনে!

সংসার আমার চক্ষে, বিজন শ্মশান,
আমিরে একেলা ভবে, একা মাত্র প্রাণ!
আমার দুঃখের ভেদ, কে আর বুঝিবে?
"আমি বিনে আমা লাগি, কে আর কান্দিবে?"
একাই কান্দিব আমি, আমিই কান্দিব,
দেখি কত প্রাণে সয়, পাষাণ ভেদিব!
দেখি কিনা পারি হায়! ধৈর্য্য ধরিবার,
দেখি কত দেখি সয়! সৃষ্টি বিধাতার।
ঝরুক নয়ন-নীর, ঝরুক ঝরুক,
যত পারে তত প্রাণ, দহুক দহুক!!
কাজ কি ফুকারি আর? সকলি সহিব,
যবতক ধরাসনে, নাহিক মিশিব।
তখন মিটাব সাধ, মনের মতন,
জনমের মত দুখ, হবেরে মোচন!
তখন না ঝরিবেক, আর নেত্র-নীর,
কলুষিত করিব না, ধরার শরীর;
কলুষিত করিব না, হে নাথ ঈশ্বর!
তোমার পবিত্র নাম, প্রেমের সাগর।
তুমি পিতঃ! স্নেহময়, ল'য়ো কোলে করি,
আমিগো তোমারি পিতঃ! আমিগো তোমারি!!

(প্রথমতঃ এইরূপ আত্ম সংযম করতঃ সংগোপনে ভাবিতে ২ শেষে বিবশ, অধীরা হইয়া উঠা; এবং স্বামীর বিরহে সতীর সংসারধর্ম্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বাস।)

উষাদেবীর স্বপ্ন দর্শনান্তর স্বাভাবিক ভাবের বিপর্য্যয় ও প্রলাপ সঙ্গীত।

—).•.(—

গভীর নিশীথে হায়! কেন প্রাণ জাগিল?
কেন এত উচাটন, ব্যাকুলিত হইল?
নিদ্রা ভোরে জগজ্জন, মৃত্যু তুল্য অচেতন (২)
স্পন্দহীন প্রকৃতিটী, ঘুম-ঘোরে ঘেরিল,
অকস্মাৎ কি ভাবিয়ে, কেন প্রাণ জাগিল?!

জাগিল! জাগিল প্রাণ!! কেন চায় ছুটিতে?
কেন করে লুট পুট, এ বিষাদ কুঠিতে?
কেন আজি হেন হায়! বাহিরে ধাইতে যায়? (২)
আচম্বিতে আজ প্রাণ, কেন চায় ফাটিতে?
ফাটে প্রাণ! শোকে প্রাণ!! ফাটে প্রাণ কহিতে!!

নিদারুণ ব্যথা উহুঃ! ব্যথা উহুঃ লাগিল!
পরাণে আঘাতি কেরে, বাঁশি স্বরে গাহিল?
হায় সে দারুন বাঁশি, মরমে মরমে পশি (২)
মরম চিনিয়ে আহা! জার জার কান্দিল!
স্বপনের সম্বল মিশি, অন্ধকার রহিল!
(মরি! অন্ধকার রহিল!!)

স্বপনের সনে মিশি, পরাণেতে ধ্বিন্দিল !
মরমের তারে বাজি, ঝঙ্কারিয়ে উঠিল !
দুই তার একিলয়, জড়ায়ে জড়ায়ে বয়, (২)
জড়াইয়ে মর্ম্মস্থলে, তীব্র বেগে ফুটিল !
জীবন্ত স্বরের ধাঁধা ঝিজি ঝিজি রহিল !!

অই পুনঃ বনান্তরে, মড় মড় করিল,
ঝর ঝর ঝর করি, পাতা গুলি ঝরিল ;
ও বুঝিবা কেউ আসে, অভাগীরে ভাল বে'সে (২)
পরাণে পাইয়ে ব্যথা. দৌড়াইয়ে আসিল।
সম বেদনায় বুঝি. মরমেতে দংশিল !
(মরি ! মরমেতে দংশিল)

অই কেন স্বনস্বন্ সমীরণ ছুটিল ?
ফিকুরি ফিকুরি কেন, আচাম্বিতে কান্দিল ?
ওকি অভাগীর লাগি, হইয়ে দুঃখের ভাগী (২)
পাহাড় পর্ব্বত ভাঙ্গি, ধাওয়া ধাই আইল ?
অই কেন স্বন স্বন্, সমীরণ ছুটিল ?!

অই শ্যামা কান্দ কেন ? হেট মাথা করিয়া,
দুখিনীর দুঃখে কিহে, যায় প্রাণ দহিয়া ?
তুমি পিঞ্জরের পাখি, আমিও পিঞ্জরে থাকি (২)
চলিলাম, চল যাই,—উদাসিনী হইয়া !
চল শ্যামা ! চল যাই, চল পথ দেখা'য়া।

রে বিধু! এখনি কেন, ডুবু ডুবু হয়েছ ?
কার্ ভাবে মরি হেন, টল মল করিছ ?
অস্ত দেব! যাবে তুমি, অস্ত যাবে অভাগিনা! (২)
"ফুরাইবে আয়ু-নিশা" তাই কিরে ভাবিছ ?
এ জন্মে ফুরাবে নারে! কিরে বিধু! হেরিছ ?!
(মরি! কিরে বিধু হেরিছ!)

দুঃখের জনম মরি! জন্ম ওরে যাবে না!
এ ঘোর দুঃখের নিশা, প্রভাত রে হবে না!
আশা বহ্নি তীব্রতর, প্রজ্বলিত নিরন্তর (২)
সদা ধাধা ধাধা করে, প্রাণে হায় সহেনা!
চিন্তা পাপানল শিখা, জন্মে ওরে যাবে না !!

হে নিশে! আকাশ ধরা, অধিকার করিয়া,
অপূর্ব্ব গরিমা ভরে, রয়েছ তো বসিয়া;
তুমি ভুবনের রাণী, তাই আমি অভাগিনী (২)
শোন কই মনো জ্বালা, প্রাণ ভরি কান্দিয়া,
পায় ধরি, শোন কই, শোন দয়া করিয়া!

শোন কই বিভাবরি! অভাগীর কাহিনী
জনম ভরিয়ে আহা! আমি বড় দুখিনী !!
সংসারেতে নাই দয়া, কেউরে না আছে মায়া! (২)
নিরাশ্রয়া তাপিনীরে, দাও ছায়া যামিনি!
অঞ্চলে আবরি মোরে, লও কোলে জননি!
(আহা! লও কোলে জননি!)

লও কোলে ও জননি! অন্ধকারে ঘেরিয়া
শীঘ্র লও পাছে কেউ, লয়ে মোরে কাড়িয়া
চুপি চুপি করি সার, সাপটি হৃদয়ে ধর (২)
সাবধানে ঢাক ওগো! থাকি আমি লুকা'য়া
কেন মাগো! হাসি মুখে, র'লে মুখ তাকা'য়া

ছিছি মাগো! হেন বেশ, তোমারে কি সাজে গো!
এক টুকু ব্যথা তোর, অন্তরে না বাজে গো!
ছাড় মা! মোহন বেশ, আউলায়ে কালিমা কেশ (২)
চন্দ্রমা-কীরিট খুলি, কান্দ মোরে লয়ে গো!
কান্দি গলাগলি ধরি! হায় খুন হয়ে গো!

কান্দি গলাগলি ধরি, আছি টুকু নিরালা,
হ্যাদে কোথা দীনবন্ধু! পু'ড়ে ম'লো অবলা!
এ সময়ে কর ত্রাণ, পতিত পাতকী প্রাণ! (২)
কর ত্রাণ দীন নাথ! অভাগীরে চাহিয়া
জীবনের ছায়া দাও, নিশি সনে মিশা'য়া!
(আহা! নিশি সনে মিশা'য়া)

দীন নাথ! দয়া কর, অধিনীরে চাহিয়া
দারুন মরম দাহে, যায় প্রাণ দহিয়া
কারে বা সে দুঃখ কই? কেবা বোঝে তোমা বই? (২)
নিশি দিশি দহি বসি, রহি রহি রহিয়া
দীন নাথ! দয়া কর, অধিনীরে চাহিয়া!

রহি রহি দহি নাথ! কত রব সহিয়া?
দুঃখের জীবন হায়! দুঃখে গেল বহিয়া!
অসহ্য মায়ার ভার! ভাই বন্ধু কেবা কার? (২)
তথাপি মোহের ধান্ধা, সদা গেল রহিয়া
রহি রহি দহি নাথ! কত রব সহিয়া!

কত আর সব নাথ! উদাসিনী হইব।
যেই পথে গিছে প্রাণ, সেই পথে যাইব!
ধরি সন্ন্যাসিনী সাজ, বাহির হইব আজ (২)
দেশে দেশে বেড়াইয়ে, প্রাণেশ্বরে খুজিব
কত আর সব নাথ! উদাসিনী হইব।

অতঃপর উদাসিনী হইয়া দেশান্তরী হইবার সংকল্পনা করতঃ গোপনে ছদ্মভাবে ভৈরবিনীর বেশ ধারণ।

ঊষা দেবীর গৃহ ত্যাগ এবং ভৈরবিনার বেশ ধারণ।

—):•:(—

হাতে লয়ে কমণ্ডলু, পরি বল্ক-বাশ,
সাজি সন্ন্যাসিনী সাজ, ছাড়ি গৃহ বাস।
যাই আজি জন্ম শোধ, আমি উদাসিনী,
যাই ছাড়ি এ সংসার, হয়ে একাকিনী!

সঙ্গের সঙ্গীতো নাই, বাচি কিম্বা মরি,
চলিলাম এ ভবেরে, আমি একেশ্বরী !
একা আমি. একা ভবে ! একা এবে যাই.
দারুন বিপাকে হারে ! লক্ষ্য মোর নাই !
এইতো সংসার এই. এই মায়া-ফাশ,
জন্মশোধ যাই আজ. কে'টে সেই পাশ !
ছাড়ি রাজ্য ধন জন, ছাড়ি গৃহ মায়া,
প্রবাস সায়রে আজ, ভাসাইনু কায়া।
যদি ভাগ্যে থাকে কূল, পাব পুনরায়,
নতুবা জন্মের তরে, এইতো বিদায় !
বিদায় আজিরে মাগো ! হে পিতঃ ! বিদায় ;
হে ধাতা বিধাতা ! আজ রক্ষ অবলায়।
রক্ষ নাথ ! রক্ষ দেব ! রক্ষ বাছা ধনে ;
সঁপিলাম সুত সুতা, তোমারি চরণে।
সঁপিলাম তব করে, প্রিয় পুত্র ধন,
সঁপিলাম প্রিয়া সুতা, ভাবি ও চরণ।
তুমি পিতঃ ! তুমি প্রভু, তুমি বন্ধুজন,
নিরাশ্রয় শিশু দ্বয়ে করিও পালন।
প্রাণের ব্যাথিত মোর, নয়নের তারা !
এক দণ্ডে মরিতেম. হলে যাদে হারা।
এক দণ্ড যাহাদিগে না দেখিলে হায় !
এক দণ্ডে মূর্চ্ছা খে'য়ে মরিতাম ঠায় !

এখনো তাদেরে আমি, ছে'ড়ে দূরে যাই;
ছুস্তরে নিস্তার কৈরো, দয়ার গোঁসাই!
তুমি না তরিলে হায়! কে তরিবে আর?
তুমি বিনা সুদুস্তরে কে করে নিস্তার?

নাহি জানি ভক্তি স্তুতি, নহি শুদ্ধ মতি;
কেবলি ভরসা সার, তুমি দিবে গতি।
অগতির গতি তুমি, ভব-কর্ণধার,
দীনার দুর্দ্দিনে তারে, কর তুমি পার।
করিবার যাহা তুমি, করিবে নিশ্চয়,
কেবল ক্রন্দন মোর, পুনঃ সে বিষয়।
নিজগুণে নিজে তুমি, নিজে সারোদ্ধার,
কেবলি প্রার্থনা মোর, উপলক্ষ সার।
করিবার যাহা নাথ! কর নিজ গুণে,
অন্য কেহ করিবার, নাহি তোমা বিনে।

পুনশ্চ চরণে তব, করি প্রণিপাত,
এইতো হইনু বার, সঙ্গে থে'কো নাথ!
সঙ্গে থে'কো আদি অন্ত, সঙ্গে থে'কো শেষ,
তোমারে লইয়ে সাথে, ভ্রমি যেন দেশ।

দেশে দেশে ভ্রমি আর, দেশে দেশে ফিরি
দেশে দেশে অন্বেষিব, তার গুণ স্মরি।

তার গুণ তার গান, তার চিন্তা ধ্যান
তাহারিত যোগ যাগে, ত্যজিব এ প্রাণ ;
তার নাম জপ মন্ত্র, করি হৃদে সার
দেশে দেশে ভ্রমিবরে, নগর কান্তার
দেশে দেশে অন্বেষিয়ে, তার গান গাব
যথা গি'ছে প্রাণ নাথ, আমি তথা যাব।
সে আমার আমি তার, সে আমার হিয়া
সে আমার আত্মা প্রাণ, আমি তাই জিয়া।
সে আমার আত্মা প্রাণ, আমি তাকে দিয়া,
কেমনে থাকিবে কায়া, প্রাণেরে ত্যজিয়া ?
প্রাণ গি'ছে আগে ভাগে, দেহ থাকে কিসে ?
উঁড়ে গি'ছে তোতা শূন্য, পিঞ্জিরা সে মিছে।
উঁড়ে গিছে তোতাপাখি, প'ড়ে আছে খাঁচা ;
প্রাণ ছে'ড়ে ঘটে কিসে, দেহ লয়ে বাঁচা ?
শূন্য দেহে শূন্য ঘরে, কিবা আর কাজ ?
পূজা সাঙ্গ কিবা আর, প্রতিমার সাজ ?
রণ চন শূন্য ঘর, শূন্য এ মণ্টবং
পৈড়ে আছে শূন্য বেদী, বিগত সৌষ্ঠবং !
পৈড়ে আছে চণ্ডীপাট, পৈড়ে মঞ্চদোল
পূজা সাঙ্গ এবে মরি ! গোলে হরিবোল !!

হরি হরি ওরে মন! বল হরি হরি!!
চলরে ও মন! চল, স্মরিয়ে শ্রীহরি।
বিসর্জ্জিব শূন্য ঘট, প্রবাস-অকূলে,
জ্বালাব শোকের চিতা, আশা-তরুমূলে।
বিসর্জ্জিব আশা বাসা, বিসর্জ্জিব প্রাণ
ভস্ম করি কামনারে, সাধিব নির্ব্বাণ।
নির্ব্বাণ সাধনা সেই, করি দৃঢ় আশ
হাতে ল'য়ে কমণ্ডলু, ছাড়ি এই বাস।
সাক্ষী থে'কো দেবধর্ম্ম! সাক্ষী থেকো ধাতা!
আমারি ভাগ্যেতে এই, আছিল বিধাতা!
আছিল অদৃষ্টে মোর, হয়ে রাজ্যেশ্বরী,
দেশান্তরী হব শেষ, ছে'ড়ে ঘর বাড়ী।
এইত চলিনু আমি, এই যাই নাথ!
বনে বনে চলিলাম, থে'কো সঙ্গী সাথ।
থাকরে বাসনা যত, থাক পাছে পৈড়ে,
ভাগ্যে যদি থাকে তবে, পুনঃ আব ঘরে।
নতুবা জন্মের শোধ, জন্মের বিদায়,
জনম দুঃখিনী আজ, চলিলরে হায়!

অনন্তর বহুদেশ, বহু জনপদ, এবং বহুতর
কানন প্রান্তর অন্বেষণ করিতে২
দূরদেশে যাইয়া—

ফিরিলাম কত দেশ, কত গিরি বন
কতইতো ভ্রমিলাম, নগর বিজন।
কত নদী পারাবার, কতনা অকূল,
কতনা খুঁজিনু অই, কুঞ্জ তরুমূল;
কিন্তু কই পাইলাম, সে ধনেরে মোর ?
কোথারে লুকালি হ্যাদে ! ওরে মন চোর !
কোথায়ে লুকালি আরে, ও সাধের ধন !
কোন্ দেশে গেলে তুমি, হরি প্রাণ মন ?
গেলে তুমি র'নু আমি, এত বড় দায়,—
কেন গলে কেন ছুড়ি, না দিলিরে হায় !
কেন হানি শক্তিশেল, কেন না বাঁধিলি,
কেন রে দুঃখিনী কৈরে, পাথারে ভাসালি।
দুঃখের সায়রে আমি, নাহি দেখি কূল।
যেইদিকে হেরি সেই, দিকেরে অকূল !!
আমি ফিরি বনে বনে, ফিরি দেশ দেশ,
কোন্ দেশে আছ তুমি, উদাসীর বেশ !
কোন্ দেশে আছ হারে ! কোন্ দেশে বাস,
কোন্ দোষে কৈল্যে হেন, মম সর্ব্বনাশ !!
কায়া দিনু মায়া দিনু, দিনু দেহ প্রাণ,
যাঁচিয়ে করিনু আমি, এ যৌবন দান।
বিলানু যৌবন তোরে, বিলানু জীবন ;
সর্ব্বশেষে সুপিলাম, আত্মা আর মন !
কিছু এবে বাকি নাই, নাই কিছু আর,
বাকি মাত্র আছে প্রাণ ! তোরে দেখিবার !

বাকি মাত্র আছে এই. বৃক্ষতল সার।
বাকি মাত্র আছে প্রাণ, দেহ ত্যজিবার!
হায়রে! প্রাণের প্রাণ! কোথা র'লে তুমি,
প্রাণের ব্যথিত আয়রে! দেখে মরি আমি!
ওরে রে দুঃখিনীর দুঃখ্যা! অন্ধলের নড়ি!
কোথা গেলে মনচোরা! কৈরে মন চুরি!
মন নিলে. প্রাণ নিরে!—দেহ কেনে রহে?
কেনেরে পাগল প্রাণ. এত জ্বালা সহে?
এত জ্বালা এত পোড়া, সহ্য আর নয়
অসহ্য অন্তর দাহ, কত সহ্য হয়!!
হুহু কৈরে দহিছেরে. দগ্ধ হুতাশন,
পুঁড়ে গিছে আত্মা আর, পুঁড়ে গিছে মন!
ব্রহ্ম রন্ধ্র ফে'টে সদা! ওঠে তীব্র ধূম।
নাহি রুচি অন্ন জলে, নাহি নিদ্রা ঘুম।
তোমার বিরহে প্রাণ! সদা উচাটন,
তোমার বিরহে প্রাণ! দহেরে জীবন!!
তোমার বিরহে নাথ! বাউরা প্রমাণ,
ঘরের বাহির হ'য়ে, সাধিনু শ্মশান।
শ্মশান মশান আর, সার বৃক্ষতল,
তোমার প্রেমেরে প্রাণ! করিল পাগল।
তোমার প্রেমেরে প্রাণ! কৈল্য হেন দশা,
বৃক্ষতল ছাড়ি শেষ. শ্মশানেতে বাসা।

হায়! কি প্রেমের ধর্ম্ম? হা কি সর্ব্বনাশ!
সর্ব্বস্ব হরেরে প্রেমে, সর্ব্বস্ব বিনাশ!!

অস্তিত্ব আমিত্ব যত, সর্ব্ব শু'ষে খায়,
মশানে কাটায়ে শেষে, শ্মশানে পোড়ায়।
শ্মশানে পোড়ায় তবু, নাহি মিটে সাধ,
পথে পথে ঘুড়াইয়ে, সাধে বিসম্বাদ।

কোথারে প্রাণের সখা! আয় দে'খে মরি,
কোথা গেলি মনচোরা! এ'সো হৃদে ধরি।
অলক্ষীর লক্ষ্য তুমি, লক্ষ্য আর নাই।
অবলা বধিয়ে ওরে আছ কোন ঠাই?
কোথা আছ, আমি তার, নাজানি উদ্দেশ,
কোন্ দেশে লুকাইছ, হয়ে নিরুদ্দেশ।
কত দেশ কত রাজ্য, করি অন্বেষণ,
কত বা খুজিনু হারে, গহন বিজন।
কিন্তু নাহি পাইলাম, তব দরশন,
বৃথা হল আশা মোর, বৃথা এ জীবন।
বৃথা হল অন্বেষণ, বৃথা এ ভ্রমণ,
হায়! বুঝি এজন্মে না, দেখি সে চরণ।
ওরে রে দুখিনীর ধন! অঞ্চলের লড়ি,
কোথা গেলে মনচোরা! কৈরে মন চুরি।
মন নিলে, প্রাণ নিরে,—দেহ কেনে রহে;
কেনরে পাগল প্রাণ! এত জ্বালা সহে?!

বিরহ সঙ্গীত।

——):॰:(——

উদাসিনী কৈরেরে প্রাণ! (তুই) মজালি আমারে রে।
উদাসিনী কৈরে,——
সায়রে ভাসালি মোরে, ডুবালি পাথারে রে (২) *
উদাসিনী কৈরেরে প্রাণ! (তুই) মজালি আমারে রে।
মজালি আমারে !!
মজালি আমারে রে, (তুই) ডুবালি আমারে !!
বিনা দোষে দুষী কৈরে, মন্-চোরা, মোর্ মন হৈরে, (২)
কুমন্ত্রণা পেয়েরে কার, অবলা বধিলি রে?!
পেয়ে কার ছলা কলা, হায়রে নিঠুর কালা! (২)
অবলা সরলা জনে প্রমাদ সাধিলি রে
মজালি ২ মোরে, সায়রে ভাসালি রে!
আমি জানি তোমা বিনে, গতি নাই মোর্ এ জীবনে (২)
তুমি কেনে হয়ে বাদী, বিবাদ বাঁধিলে রে
উদাসিনী কৈরে রে প্রাণ! (তুই) মজালি আমারে রে!
উদাসিনী কৈরে।—

---

* (২) এইরূপ দুই সংখ্যা দেওয়া চরণগুলি উপর্য্যুপরি দুই দুইবার উচ্চারণ করিতে হইবেক। এবং এই সকল সঙ্গীতের যে ২ শব্দের উপর —এইরূপ এক রেখা তাহার উচ্চারণ গুরু ও যে ২ শব্দের উপর = দুই রেখা তাহার উচ্চারণ আরও দ্বিগুণ ত্রিগুণ দীর্ঘ অর্থাৎ চড়াইয়া গাহিতে হইবেক।

তুমি আমার অন্ন জল, তুমি প্রাণ! দেহের বল (২)
তোমা বিনে ত্রিসংসার, সকলি আন্ধার রে।
তুমি আমার ধ্রুব তারা, তোমা বিনে পথ হারা
কেমনে তরিব প্রাণ! সংসার পাথারে রে!
মন্‌চোরা মন্ চুরি কৈরে, আমারে অনাথ কৈরে (২)
কল্যেরে ঘরের বা'র, বিজনে ভ্রমালি রে!
বনে বনে ভ্রমাইলি, পথে পথে ঘুরাইলি (২)
তবু নাহি দিলি দেখা, কোন্ দেশে লুকালি রে! (২)
আমার্ মন কৈরে চুরি, কার ঘরে প্রাণ লুকাইলি?
ওরে রে দারুণ চোরা! পরাণ বধিলি রে!!
উদাসিনী কৈরেরে প্রাণ!—তুই মজালি আমারে রে!
উদাসিনী কৈরে!
তুমিরে প্রাণের সখা, কোথা র'লে দাওরে দেখা (২)
(আমি) বনে ২ বেড়াই একা, ভাসিনু পাথারে রে! (২)
ভাসি যেমন্ সোতের পানা, বন্ধু নাই কো কোনজনা (২)
অকূলে পড়েছি হায়! বিষম সাতারে রে!!
উদাসিনী কৈরে রে প্রাণ!——ইত্যাদি—

উষার বিলাপ সঙ্গীত।

(পৃথক রাগ রাগিনী)

সে গেল রে! সে গেল কোন্ দেশে??——
বল হে সুধাংশু! বল রে তারা!

সেওরে আমার নয়নের তারা ; সে তারা হইয়ে
জীবনে হারা পথ হারাইয়ে ফিরি উদাসিনীর বেশে !
আমি দেশে দেশে ফিরি ; দেশে দেশে যাই
আমি বনে বনে ভ্রমি, পথে পথে গাই
যেখানে সুধাই, সেখানে সে নাই
"নাই নাই" বলি পবনে ঘোষে।
ঘোষে ঘন ঘটা, ঘোষে সমিরণ
বলে বৃক্ষ লতা, বলে গিরি বন
বলে সর্ব্ব ঠাই "মোরা দেখি নাই"
কোথা সে লুকালো ? করম দোষে !!
সে গেল রে !!—সে গেল কোন্ দেশে।

বিলাপ সঙ্গীত।

(পৃথক রাগ রাগিণী)

কওরে কও পাখি ! তুমি গাও রে কারে ?
আমি পথে, পথে, ঘুরে বেড়াই আমি ; (২)
পাইনা তারে !!
(আমি প্রাণ সঁপেছি যাহার তরে)

গহন গহিনে, বিজন বিপিনে (২)
আমি বনে বনে, কেন্দে বেড়াই আমি; (২)
চাই গো যারে !!
(আমি প্রাণ স্ব'পেছি, যাহার তরে)—
আমি পাইনা তারে !!

নগরে নগরে, (২) প্রতি ঘরে ঘরে (২)
আমি ঢুইরে ঢুইরে মরি, (২)——
পাইনা তারে !!

কও রে কও পাখি ! তুমি গাওরে কারে ?
আমি বনে বনে, কেন্দে বেড়াই আমি ; (২)
চাই গো যারে !!
(আমি প্রাণ স্ব'পেছি যাহার তরে)
আমি পাইনা তারে !!

(ঐ)

কোথা গেলে রে ! মোর্ প্রাণের সখা !
সে প্রাণ্ হরা রূপ্ বারেক দেখা !
কোন্ দেশে গিয়াছ তুমি, কোন্‌বা পথে যাব আমি
পথ হারা পতিত জন, পথে পথে কান্দি একা
(হায় ! পথে ২ কান্দি একা)

কোথায় গেলে রে মোর্, প্রাণের সখা !
এই ছিলে পরাণে মিশে, ক্ষণেই গেলে নিরুদ্দেশে,
কোন্ চোরে হরিয়ে নিল, আর্ কি হবে কখন দেখা ?!
এ'সো প্রাণ রে! চ'লে এ'সো, হৃদ্কমলে বারেক বস।
হেসে কর হৃদয় আলো, আবার্ এসে দাওরে দেখা !
কোথায় গেলে রে! মোর্ প্রাণের সখা !!
পথ হারা পতিত আমি, পথে পথে কান্দি একা !!
(হায় পথে প'ড়ে কান্দি একা !)

উষাদেবীর এইরূপ দুঃখ, বিষাদে উন্মনস্কা ও উন্মত্তার ভাবে নিরুদ্দেশ্যে নানা দেশ দেশান্তর ও পর্ব্বত কানন প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিতে ২ কোন এক মুণিপত্নীর আশ্রমে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ, ও উক্ত মুণিপত্নীর সদ্ব্যবহারে কথক দিন তদ্‌সহবাসে অবস্থিতি করিতে ২ সখ্যতার সঞ্চার হওয়ায়, তদীয় জিজ্ঞাস্য মতে কথোপ কথনচ্ছলে অস্পষ্ট ভাবে আত্ম পরিচয় বিবৃতি।

উষাদেবী কর্ত্তৃক পতি-মাহাত্ম্য কথন, অপূর্ব্ব পতি-প্রেম-যোগ শাস্ত্র কীর্ত্তন, এবং বিরহ, বিচ্ছেদ, সুখ, দুঃখ, ও পাপ, নরক ইত্যাদির অতি সূক্ষ্ম চিত্র প্রদর্শন।

নির্ব্বাণ মুকুতি মরি, ভকতির পার,
রমণীর পতি-ভক্তি সর্ব্ব ধর্ম্ম সার।
রমণীর পতি-ভক্তি সর্ব্ব শাস্ত্র মূল,
রমণীর পতি সার, সার পতি-কুল।
রমণীর পতি বিনা, গতি কিবা আর?
রমণীর পতি ভক্তি পতি-পদ সার।
পতি পদ রমণীর নিদান-সম্বল
পতির সেবায়ে লভ্য, চতুর্ব্বর্গ ফল।
পতি সে শালোক্য আর, পতি সে শাযোয্য,
পতি পদ স্বর্গ ধাম, পতিই নমস্য।
পতিই পরম ধন, পতি কল্পতরু
পতি রমণীর ধাতা, পতি মহা গুরু।
নারীর সর্ব্বস্ব পতি, পতি শক্তি-বল,
পতি পরাণের সুখ, আরামের স্থল।

কিযে তৃপ্তি. কিযে শান্তি, কি অমিয়া জানি,
আহারে কি সুধা মাখা, পতি-কর-পাণি।
পতি কর-স্পর্শ জানি, কিজানি বসন্ত!
পতির সম্ভাষা জানি, কি হর্ষ প্রসান্ত!!
কি জানি উন্মাদ মরি, পতির সোহাগ,
কিজানি কি তৃপ্তি হায়! সে সোহাগ ডাক।
কিজানি উন্মাদ হায়! উন্মত্ত উল্লাস!
কিজানি কি কাব্য সেই, সুধা-বাক্য ভাষ।
কিজানি অমিয়া তাহে, কি অমৃত আছে,
জগত নিছনি মরি! সে সুধার কাছে।
আহা কি স্বপন জানি. পতি-অঙ্গ-পাস,
পতির সংসর্গ আহা! কোটি স্বর্গবাস।
কিযে তৃপ্তি. কিযে শান্তি, কি অমিয়া জানি!
আহা রে কি সুধামাখা. পতি-কর-পাণি!!
কিবা যাগ কিবা জজ্ঞ, কিবা যোগ ধ্যান
কিবা তীর্থ পর্য্যটণ, সংকল্প বিধান।
কিবা সন্ধ্যা, কিবা পূজা, কিবা সন্তর্পণ
কিবা কোটি লক্ষ কোটি, গোধন পালন।
কিবা কোটি. লক্ষ কোটি, কোটি বলিদান,
কিবা স্বর্গ মর্ত্ত্য ঠেকা, কাঞ্চন প্রদান।
কিন্তু কিছু কিচ্ছু নহে, পতি-পদ ভুল,
স্বর্গাদপি গরিয়সী, পতি পদ-ধূল।

নহে কোটি তীর্থ-শ্রমে, নহে যেই ফল,
কোটি কোটি তপস্যাতে, নহে যা সফল ।
কোটি কোটি জপে আর, কোটি কল্প দানে,
কোটি আরাধনে যেই, ফল না প্রদানে ।
কিন্তু এক পতি-পদ, মাত্র পতি-পায়,
সে ফল উপজে মরি ! পতির সেবায় ।
পতি-পদ-কোকনদ, নারীর সম্বল,
পতির সেবায়ে লভ্য, চতুর্ব্বর্গ ফল ।
পতি-পদ ধ্যান চেয়ে, কিবা আছে আর ?
পদি পদ সেবা আহা ! সর্ব্ব যোগ-সার,
সর্ব্ব যোগ সর্ব্ব তপঃ, চেয়ে সর্ব্ব ধ্যান ;
স্বরগ বৈকুণ্ঠ চেয়ে, পতির সম্মান ।
গোলোক দ্যুলোক চেয়ে, শ্রেষ্ঠ পতিধন,
সকল সাধনা-শ্রেষ্ঠ, পতির সাধন ।
পতির মানস-তুষ্টি, তুষ্টি পতি-মন,—
হেন পুন্য চেয়ে কিবা, আছে ত্রিভুবন ।
পতির সন্তুষ্টি আর, চেয়ে পতি-সুখ,
পতিতে তন্ময় আর, চাওয়া পতি-মুখ ।
পতিকে বিশ্বাস আর, পতিকে নির্ভর,
কি আছে তপস্যা হায় ! শ্রেষ্ঠ অতঃপর ।

কি আছে গোলোক-শ্রেষ্ট, তুল্য পতি-পদ,
সর্ব্ব ধন শ্রেষ্ট পতি, নারীর সম্পদ !!
সর্ব্ব দেব শ্রেষ্ট পতি, সর্ব্ব দেব সার,
পতি চে'য়ে সর্ব্ব শ্রেষ্ট, দেবতা কে আর ?
পতি চে'য়ে আপ্ত আর, ত্রিভুবনে কেবা ?
পতি চে'য়ে প্রিয় আহা ! কোন্ দেব দেবা ?!
কোন্ বা দেবতা হায় ! কোন্ বা অমর,
ভু'লাতে পারে রে মরি ! নারীর অন্তর ?!
কোন্‌বা কবিত্ব আর, কোন্‌বা কল্পনা
পতি চেয়ে শ্রেষ্ট দেব, দিবে অন্যজনা ?
কোন্‌বা ভকতি আর, কোন্ বা সাধন,
পতিত্বের চেয়ে দিবে, শ্রেষ্টতা বোধন ?
পতিত্ব-ভাব সে শ্রেষ্ট, সর্ব্ব ভাব-সার,
পরম পুরুষকার, পতির প্রকার,
পরম পুরুষে জে'নো, যেন প্রাণ পতি,
সিদ্ধির সাধিকা জে'নো, অবলা-প্রকৃতি,
পতিত্বের হাব আর, পতিত্বের ভাব,
প্রকৃত প্রকৃতি মাঝে, পতিত্ব প্রভাব।
প্রকৃতি ভজিলা নিজে, পতিত্বের রূপ,
প্রকৃতি ভজিলা শেষ, পতিত্ব স্বরূপ।
ডুবিলা প্রকৃতি হায় ! পতিত্বের মাঝ,
বিশ্বম্ভরী মরি তাই, বিশ্বম্ভর সাজ !!—

কভু বিশ্বরূপী রূপ, কভু বিশ্বেশ্বর,
তাই এক আত্মা মাঝে, মূর্ত্তি হরি হর।
তাই আত্মা মাঝে পতি, রূপ বিশ্বম্ভর।
তাই যোগী ধ্যানে সেবে, পতি হরি হর।
পতি বিনে প্রীতি কিসে, রমণীর আর ?
পতি বিনে আপ্ত কেবা, বিশ্বের মাঝার ?
কোন্‌বা দেবতা হায় ! কোন্ বা অমর,
ভুলাতে পারে রে মরি, নারীর অন্তর ?!
বিধি বল, বিষ্ণু বল, বল নারায়ণ,
কে হেরে ভুলা'তে ভবে, নারী-হৃদি মন ?
শিব বল দুর্গা বল, বল শক্তি তারা,
বল খাটি কার লাগি, নারী আত্ম হারা ?
বল খাটি, কার লাগি, নারীর জীবন ?
বল সত্য কার তরে, নারীর যৌবন ?
নারীর যৌবন, রূপ, নারীর মাধুর্য্য,
সত্য কার তরে ধাতা, করিলেন ধার্য্য ?
নারীর অন্তর আর, নারীর হৃদয়,
স্বভাবতঃ পুরুষেতে, অনুরক্ত রয়।
স্বভাবতঃ নারী প্রতি, পুরুষের টান,
স্বভাবতঃ নর জাতি ! নারী জাতি-প্রাণ।
নারী নরে ভাব যেই, সেইত স্বভাব ?
প্রকৃতির মাঝে নারী, নরের প্রভাব।

নারী নরে যেই ভাব, সেই আদ্য-ভাব।
সেই আদ্য-ভাব হৈতে, সৃষ্টির প্রভাব।
সকল ভাবের শ্রেষ্ঠ, "ভাব আদ্য" স্থূল,
সর্ব্ব রস সার রস, "আদ্য রস" মূল।
আদ্য রস-সার রস, প্রেম-রস মধু,
দাম্পত্য প্রণয় সেই, রস শ্রেষ্ঠ সিধু।
যার ভাগ্যে মিলে তাই, সেইত অমর,
মর হয়ে দেব হয়, সেই নারী নর।
আহা! কি সৌভাগ্য যার, ঘরে সতী নারী,
আহা! কি সৌভাগ্য যার, পতি আজ্ঞাকারী।
এক আত্মা প্রাণ রূপে, যথা নারী নর,
ধন্য মর্ত্তে স্বর্গ সেই, পুণ্যাত্মার ঘর!!
নারী নর রূপে দুই, প্রকৃতি আপন,
স্বভাবের ভাব তাই, "প্রকৃতি-সৃজন।"
"প্রকৃতির" ভালবাসা, নারী আর নরে,
দেবতার প্রতি টান, অভ্যাসেতে করে!!
অভ্যাসে জন্মায় প্রীতি, প্রতি দেবতার,
অভ্যাসে জন্মায় ভক্তি, পূজা অর্চ্চনার।
অভ্যাসে করায় পুণ্য, আর বুদ্ধি জ্ঞানে,
আর করে দান ধ্যান, লৌকিক বিধানে।
বিশেষতঃ কত শত, ঠেকা পড়া দায়,
দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, বুদ্ধিতে ঘটায়,

কিন্তু নারী-নর-প্রেম, অভ্যাসের নয়,
স্বভাবের টান তাহা, স্বভাবে জন্ময়।
চিত্তের গোচরে নহে, প্রেম আকর্ষণ,
সে টানের বার্ত্তা নাহি, জানে আত্মা, মন।
আত্মা আর দেহ, প্রাণ, চিত্তের অতীত,
স্বভাবে জন্মায় নারী, নরের পীরিত।
কিজানি গুপতে তাহা, কি যেন নির্জ্জনে,
সে প্রেম অঙ্কুরে মরি! কি জানি সন্ধানে।
কিজানি সন্ধানে প্রেম, জীব প্রাণে পশে,
প্রাণ যায় তবু হায়, টানে নাহি খশে।
টানে টানে পশে আরো, টানে ২ বাড়ে,
হায় কি অদ্ভুত শিল্প, বিশ্বের ভাণ্ডারে।
নাজানি কি বৈদ্যুতিক, শক্তি চমৎকার,
ধন্য সেই শিল্পি! এই, কৌশল যাঁহার।
দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যাসে ঘটায়,
কিন্তু নারী নর প্রেম, স্বভাবে জন্মায়।
নারী হৃদে সে প্রেমের, দুরন্ত প্রভাব,
পতি প্রতি প্রীতি ভক্তি, নারীর স্বভাব।
পতি রমণীর দেব, প্রতি পূজ্যবান,
ভবের তরণী পতি-পদ দুই খান।
হেন পতি পাদ পদ্মে, যার নাহি মন,
জাপ যজ্ঞ দান তার, সব অকারণ।

হেন পতি পদাম্বুজে, মতি নহে যার,
সব বৃথা, বৃথা তার, জীবন অসার,
হায়! পতি পদ সেবা, সামান্য কি বটে?
যার আছে মহা পূণ্য, তার ভাগ্যে ঘটে!
তার ভাগ্যে ঘটে মরি! পতির পরশ,
পতির সোহাগ যেন, বৈকুণ্ঠ সরস!
পতির চরণ স্পর্শে, হর্ষে ভরে বুক,
পতির পরশ যেন, সপ্ত স্বর্গ-সুখ!!
পতির পরশে নারী, সুপবিত্র কায়,
পতির পরশে সর্ব্ব, পাপ দূরে যায়।
দূরে যায় শোক তাপ, দূরে যায় দুঃখ,
আহারে পতির স্পর্শে, কিবা স্বর্গ সুখ!
প্রথম দর্শন সেই প্রথম স্পর্শণ,
প্রথম সোহাগ আহা, প্রথম বচন।
প্রথম সম্ভাষা সেই, প্রথমের বাণী,
প্রথমে প্রথম মরি! প্রথম চাহনি।
প্রথম কৌতুক সেই, প্রথম উল্লাস,
প্রথম সে মুচ্‌কি হাসী, আধ ২ ভাষ।
প্রথম আব্দার সেই, প্রথম স্পর্শণ,
আহা মরি মরি! সেই **প্রথম চুম্বন**!!
আহা মরি মরি! সেই প্রথম তোষণ,
না জানি কি স্বরগের বাসন্তি স্বপন!

হায় কি স্বপন সেহ! হায় কি বিলাস !!
হায় সেকি কল্পনার, সঙ্গীত উদাস।
হায় কি অমিয়া সেহ, হা কি পরিমল!
না জানি কি স্বরগের জোৎস্না বিমল।
না জানি কি বসন্তের পরিমল রস,
না জানি কি স্বপনের আশক্তি অলস!
না জানি কি মধুরিমা, সুধা কবিতার!
না জানি কোন্ সঙ্গীতের রাগিণী ঝঙ্কার !!
না জানি কোন্ বিদেশীর, প্রেম আলাপন,
হায়রে, তা না জানি কি! কি অমিয়া ধন !!
কি অমিয়া! কি অমৃত !! কিবা সুধা জানি !!
মরিরে! মরিরে !! সেহ, প্রথমের বাণী।
প্রথমের সে চুম্বন, সেহ প্রেম-রাগ,
সেহ প্রেম-আলিঙ্গন, সেহ-প্রেম ডাক।
সেহ প্রেম অনুনয়, সেহ প্রেম-আশা,
হায় হায় কি স্বপন !! সে প্রেম পিপাসা।
হায় হায় সে মত্ততা, সে আশক্তি-নিশা,
না জানি কোন্ পরাণের ডাক হারা দিশা !!
না জানি কোন্ স্বরগের, সুখের সংবাদ;
না জানি কোন্ মদিরার অমৃত আস্বাদ !!
সুধার সুধাত্ব সেযে, রসের রসত্ব,
স্বর্গের সুসমা সেরে স্বপ্নের মোহত্ব।

ভাবের মাধুর্য্য সে রে, কল্পনার তান,
নবত্বের নবীনত্ব, কবিত্বের প্রাণ।
স্বপন রাজ্যের সেত, বাসন্তি সৌরভ,
অমৃতের মিষ্ট রস, অপূর্ব্ব বিভব।
কি জানি মাধুর্য্য সেহ, মাধুর্য্য অধীরা
কি জানি সৌন্দর্য্য স্রোতে, অধৈর্য্য মদিরা !!
কি জানি মত্ততা তায়, টান হারা দিশা,
জন্মেও না ভুলিব রে, এম্নি তার নিশা।
এম্নি তার প্রমত্ততা, এম্নি তার টান,—
এখনো ভুলিছে তাহে, এখনো এ প্রাণ !
এখনো হৃদয় মন, সে ভাবে বিভোল,
এখনো আনন্দে প্রাণ, বিহ্বলে আকুল !!
এখনো স্মরণে মন, ওঠে উথলিয়া,
এখনো উচ্ছাসে ফোলে, প্রাণ মন হিয়া !!
কত সে উন্নত ভাব, কতই প্রসার,
কত সে অনন্ত মরি ! উদার উদার !!
আহারে যখনি মনে, যখনই হয়,
সে গুরু গম্ভীর ভাবে, কাঁপেরে হৃদয় !
সেই প্রথমের কাঁপ, সেই ধর ফড়ি,
সে প্রথম দর্শনের, ধুগ্ ধুগী মরি !
সে প্রথম দর্শনের, স্পর্শনের হায় !
সেই উগ্র দাবানল, শিরায়ে শিরায় !

সেই উগ্র শঙ্কোচতা, সেই উদারতা,
সেই তীব্র মোহ-প্লুত, ক্ষিপ্র অধীরতা।—
সে অন্তর রাজ্যের সে, যুগান্ত প্রলয়,
(মুহূর্ত্তে উদ্ভূত কত, মুহূর্ত্তে বিলয়!)
মুহূর্ত্তে সে হৃদয়ের, মহা তোল পার,
সেই আলো, সেই জ্যোতিঃ, সেই অন্ধকার !!
স্বর্গ মর্ত্ত ভাঙ্গি যেন, হয় একাকার,
পরাণে খোলেরে যেন, স্বর্গের দুয়ার।
কিন্তু হেন ক্ষুদ্র মন, সে ভাবেতে কাপে,
না হয় সামাই তাই, হৃদি লাড়ি কাঁপে!
অনন্ত উদার মরি! যে ভাব পাথার!
ক্ষুদ্র মনে সামঞ্জস্য, ঘটে কি তাহার?
বুক ভরা ধড় ফড়ি, প্রাণ ভরা সাধ,
মরিরে! কি প্রেমের সে, প্রথম আস্বাদ !!
প্রথম দর্শন সেই, প্রথম স্পর্শন,
প্রথম সোহাগ সেই, প্রথম চুম্বন !!
জন্মের সার্থক সেহ, জীবনের সার,
সংসারের ননী ভাগ, সৃষ্টি-সুধা-ভার।
আহারে! দেবের ভাগ্যে, সে সুখ কি হয়?
এ ধরাতে স্বর্গ-সুখ, দাম্পত্য প্রণয়।

সে সুখ না অমরের, নহে অন্য জীবে,
পবিত্র দাম্পত্য সুখ, কেবলি মানবে!
পবিত্র দাম্পত্য-সুখ, ভুঞ্জিছে মানব,
দেবতা পাইবে কোথা, সে মহা বিভব?
সৃষ্টি রাজি মাঝে শ্রেষ্ঠ, প্রেমের মাহিত্ম্য,
প্রেমের নির্য্যাস ভাগ, সুপ্রেম দাম্পত্য।
দাম্পত্যের সার ভাগ, নারীর সতীত্ব,
সতীত্বের সার ভাগ, ভজনা পতিত্ব।
"পতিত্ব" ভাবের তুল্য, ভাব নাই আর,
"পতি" রূপে মজিয়াছে, প্রকৃতি, সংসার।
পতি রূপ বিশ্ব পতি, নিজ জ্যোতিঃ দিয়া,
করিলা নরের সৃষ্টি, বিরলে বসিয়া।
নর হৈতে নারী পুনঃ, করিলা উদ্ভব,
নারীরে বিলা'লো নর, আধা ২ সব।
নর হ'ল দাতা আর, নারী হ'ল দীনা,
নারীরে করিলা ধাতা, নরের অধীনা।
নর হ'ল সে নারীর, জীবনের সার,
পতি বিনা রমণীর, গতি কিবা আর!
পতিই পরম ধন, পতি কল্পতরু,
পতি রমণীর ধাতা, পতি মহা গুরু।
পতি ত্রাতা, পতি ভ্রাতা, পতি বন্ধুজন,
কভু বা পতিই পিতা, পুত্র বা কখন!

কথন প্রাণের সখা, কখনো সুহৃদ,
কখন বা পতি শিষ্য, কভু পুরোহিত।
পতির সমান ধন, কিবা আছে আর ?
এত বা সম্পর্ক ভবে, সঙ্গে ঘটে কার ?
এত লীলা এত খেলা, কার সঙ্গে হয় ?
হেন বা অনন্ত ভাব, কিসে উপচয় ?
অনন্ত ভাবের স্রোত, বহে আরো কিসে,
কার সনে প্রাণে মনে, ভাঙ্গি চুরি মিশে ?
প্রাণে মনে ভাঙ্গা ভাঙ্গি, হয়ে একাকার,
প্রাণ মন খুলি হয়, স্বর্গের দুয়ার।
অন্তরে অন্তর খুলি, খুলি হৃদি-পাট,
দিধা না ভাবিয়ে ভাঙ্গি, হৃদয়-কপাট।
ফেলি হৃদি আবরণ, ফেলি আস্তরণ,
আহা ! দুটী প্রাণ যেন, একই জীবন।
একই তরঙ্গে যেন, দুটী স্রোতস্বতী
একই উদ্দেশ্যে ঘোরে, সংসারের গতি।
দুইটী রাজ্যের যেন, দুটী বিহঙ্গম,
এক ডোরে বদ্ধ শেষ, বান্ধনে বিষম।
আহারে প্রাণের প্রাণে, যে দারুণ গিড়া,
টানে ২ কসে আরো, কসে ফিরা ফিরা !!
কসিয়াছে তীক্ষ্ণ ছুরি, অন্তরের মাঝ !
অন্তরে কসিয়ে তাই, টানিতেছে আজ !

পরাণ অস্থির হায় ! বিষম সে টানে,
না জানি কি চুম্বুকে রে. টানে কোন্ স্থানে !!
কোন্ স্থানে যাব আমি, স্থির নাহি তার,
তথা যাব প্রাণ যথা, গিয়াছে আমার।
আমি দেহ সেত প্রাণ, সেতো মোর হিয়া,
কেমনে রহিব ঘরে, পরাণ ত্যজিয়া।
আমি কায়া সেত প্রাণ, আমি যেন দেহ,
সে যেন বসুয়ে বাসী, আমি যেন গেহ !
সেতো আমার আত্মার আত্মা, সেতো প্রাণারাম,
সেতো মোর শান্তি সুখ, চিদানন্দ ধাম।
সেতো মোর প্রাণের সুধা, সেতো তৃপ্তি বাস,
সে মোর ভকতি প্রীতি, গলার প্রেম-ফাশ।
সেত সুখ সেতো শান্তি, সেতো সুধা ধাম,
সেতো মোর যোগ তপস্যা, সেযে হরেপ্রাম !
যুগ যুগ কোটি যুগ, জন্মে জন্মে যেন,
তাহারি হইয়ে যেন, কার তারি ধ্যান।
যুগে যুগে জন্মে জন্মে, তারি যেন হই,
অন্যেরে না ভজি যেন, কভু তারে বই !
সে আমার আমি তার, সূক্ষ্ম ডোরে বাঁধা,
সে আমার পূর্ণমাত্রা, আমি তার আধা !
যারে সঁপে দিনু আমি, আত্মা প্রাণ মন,
তারি মাঝে হারায়েছি, "আমিত্ব" আপন।

"আপন" বলিয়ে মোর, কিছু আর নাই,
"আপনাকে" বিকায়েছি, "অপরের" ঠাঁই।
আজন্ম পরের প্রতি, করিনু নির্ভর,
পরেতে হইল বদ্ধ, অধীন অন্তর।
পরেরে করিনু দান, আপনার মন,
পরের হইয়ে কৈনু, পরেরে আপন।
জন্মিনু পরের লাগি, হ'য়ে অর্দ্ধ ভাগ,
আজন্ম পরের প্রতি, হ'ল অনুরাগ।
অর্দ্ধভাগ "পর" আর, "আমি" নিজে আধা,
দুইয়ে মিলি এক হ'নু, করমের বাঁধা!
কিন্তু রে করম দোষে, বিধি হ'ল বাম,
করমের দোষে পুনঃ ভাগ হইলাম।
এক ভাগ আত্মা হ'য়ে, গিছে মোর উ'ড়ে,
আর ভাগ কান্দে সদা, প্রিয় প্রিয় কৈরে।
এক ভাগ গিছে মোর, প্রাণনাথ সাথে,
আর ভাগ কান্দে সদা, পৈড়ে পথে পথে!
এক ভাগ কোথা জানি, নাহি সমুদ্দেশ,
আর ভাগ কান্দি কান্দি, ফিরি দেশ দেশ।
এক ভাগ "হায় হায়!!" জপে নিরন্তর,
আর ভাগ হারা হয়ে, দহেরে অন্তর।
নিরন্তর এ অন্তর, তার পিছে ধায়,
নাজানি কি তীব্র টানে, সদা ঘোরে হায়!

মুহূর্ত্ত বিরাম নাই, মুহূর্ত্ত আরাম,
শান্তির মাঝে রে সুধু. তার সুধা নাম !!
সুধার মাঝেতো সেহ, সুধা সমুদ্দুর !
একই নামেতে যেন, বিশ্ব ভর পুর !!
একই নামেতে যেন. বিশ্ব তোল পার,
বিশ্ব ভরা সুধা যেন, সে নাম মাঝার !
ডাকিলেও ক্ষয় নাই, পিতেই পিয়াস,
যত ডাকি তত যেন, বাড়ে আরো আশ !!
যত ডাকি তত কেন, তৃপ্তি বোধ নাই ?!
যত ডাকি তত কেন, ডাকিবারে চাই ?!
যত হেরি তত আরো. হেরিতে বাসনা.
যত ভাবি তত আরো, বারেরে আশনা !
ডাকিতে ডাকিতে হায় ! হইরে পাগল.—
চিন্তিতে চিন্তিতে তারে, হই রে বিহ্বল !!
নাহি থাকে সজ্ঞা আর. নাহি থাকে হোস,
তাহারি ধিয়ানে হায়, হইনু বেহোস !
আহা কি মোহন ছবি ! আহা কি মোহন !!
এ জগতে আছে কি সে. দুইটী তেমন।
বান্ধা গিছে চিত্ত আর. বান্ধা গিছে আখি ;
বান্ধা গিছে আত্মা প্রাণ, আছে কিবা বাকি ?
ত্রিভুবন মজিয়াছে, যে মনের পাছে,
সেই মন বান্ধা আজ. সে রূপের কাছে।

সেই হৃদি বান্ধা আজ, সেই জ্যোতেঃ হায়!
সেই সে নয়ান আলা, সেই জ্যোৎস্নায়,
সেই সে মানস সেই, সুখ স্বপ্নে হাসে,
মরি ২! প্রাণ তেই, সেই প্রেমে ভাসে!
সাধে কি পাগল আমি? সাধে তারে চাই?
তারে যে না দে'খে আমি, প্রাণে মরি ঠাই!
প্রাণের ঔষধি সে যে, জীবনের বল,
তারে না দে'খেরে মোর, জীবন বিফল।
তাহার দর্শনে আহা! কি যেন কি পাই!!—
কি যেন কি তৃপ্তি এক! তুল্য তার নাই।
কি যেন অমিয়া সেহ, কি যেন কি সুখ!
কি যেন বিজাতি এক, হর্ষে ভরে বুক!
কি যেন কি স্বর্গে আমি, তখনই যাই,
যখনি যখনি মরি! তার দেখা পাই!
কিন্তু রে বিচ্ছেদ পোড়া, কিন্তু এ বিচ্ছেদ,
সপ্ত নরকের জ্বালা, দহে অবিচ্ছেদ!!
কি আছে নরক আর, বিচ্ছেদের পর?
বিচ্ছেদ কি অন্ধকার! ঘোর অন্ধতর!!—
হায় কি সম্পাৎ উহুঃ! হাকি অভিশাপ!!
বন্ধুর বিচ্ছেদ আহা! জীবন্ত সে পাপ!!
বন্ধুর বিচ্ছেদ আহা! কিবা সৃষ্টি ঘোর!
বিচ্ছেদ বিধির কিবা, বিধান কঠোর!!

কি কঠোর! কি কাঠিন্য!! কি কৌটিল্য নিয়া,
বিচ্ছেদে গরিলা ধাতা, কি মন্ত্র বা দিয়া?
দুঃখের সমষ্টি সেযে, নরকের সার,
মৃত্যুর কুঝটি ঘোর, গাঢ় অন্ধকার।
বিধির নিগ্রহ ঘোর, ক্রোধান্ধ হুতাস,
প্রলয়ের ভীষণত্ব, ভয়ঙ্করী ত্রাশ!!
হায় কি সম্পাত উহুঃ! হাকি অভিশাপ!!——
বন্ধুর বিচ্ছেদ মরি! কি ভীষণ তাপ!!
প্রলয়ের প্রলয়ত্ব, নরকত্ব-পীড়া,
জরা মৃত্যু শোক দুঃখ, নৈরাশ্য অধীরা।
ক্লান্তি শ্রান্তি দাহ আর, কষ্ট গুরু ভার,
দীনতা দৈন্যতা ক্লেশ, যত অত্যাচার।
এ সব গড়িলা ধাতা, বিচ্ছেদের দ্বারা,
বিচ্ছেদ নিঙ্গারি গড়ে, নরক আন্ধেরা!!
বিচ্ছেদ কাঠিন্য দিয়ে, গড়ে মহা কাল,
বিচ্ছেদ-সম্পাতে জন্মে, কৃতান্ত করাল।
বিচ্ছেদ-হুতাশে জন্ম, অনলের দাপ,
বিচ্ছেদ-প্রদাহে তীব্র, তপনের তাপ!
বিচ্ছেদে জন্মিল ক্রুড়, সর্পী, হলাহল,
বিচ্ছেদে অমৃত মাঝে, জন্মিল গরল!
বিচ্ছেদে কঠিন ধরা, পাষাণের ভাগ,
বিচ্ছেদে চন্দ্রমা মাঝে, কলঙ্কের দাগ।

বিচ্ছেদে জন্মিল ভবে, যত দুঃখ ভার,
আপদ বিপদ গ্লানি, দুর্দ্দশা অপার ।
যত ঘাও, যত চোট, যতই নির্ঘাৎ,
যত নিদারুণ ব্যথা, বিচ্ছেদে সম্পাৎ ।
বিচ্ছেদে উঠিল ভবে, বিষাদের রোল,
বিচ্ছেদে সৃষ্টির মাঝে, "হাহাকার" গোল !
অশুভ, অনায্য, যত, অভাব, অন্যায়,
অস্পৃহ, অতৃপ্ত, ভ্রম, বিলাপাদি হায়,
দারুণ বিরহ ঘোর, সে সবার মুল,
বিরহ সৃষ্টির মাঝে, শেল সমতুল ।
বিরহ সৃষ্টির মাঝে, মহা এক খোটা,
বিরহ সৃষ্টির বুকে, প্রাণান্তক কাঁটা ।
বিরহ সৃষ্টির ঘোর, অন্ধকার পাপ,
সৃষ্টির অশুভ, মহা, মহা অভিশাপ ।
বিরহ সৃষ্টির মাঝে, মহা অলক্ষণ,
বিরহ পাপের শাস্তি, বিচ্ছেদি মরণ !!
বিচ্ছেদি নরক জ্বালা, নরকেরি ভোগ,
বিচ্ছেদেরি নামান্তর, মর্ম্মঘাতি "শোক ।"

সংযোগ যাহাতে নাই, তাই খাটি "ভেদ"
যেখানে ঈশ্বর নাই, সে খানে বিচ্ছেদ ।

ঈশ্বর বর্জ্জিত যথা, তথা অভিশাপ,
যেইখানে অভিশাপ, সেই খানে পাপ।
নাহি পুণ্য লেশ যথা, নাহি যথা সুখ।
যেইখানে পাপ সুধু, সেইখানে দুঃখ।
বিরহ সৃষ্টির ঘোর, গাঢ় অন্ধ পাপ——
সৃষ্টির অশুভ, মহা। মহা অভিশাপ !!
নাজানি কি অন্ধকারে, মুদি দেব-আঁখি,
বিরহের চিত্র খানি, বিধি দিলা আঁকি।
নাজানি কি অনিচ্ছায়; কিবা ক্রোধ ভরে,
সৃজিলা বিধাতা ভবে, বিচ্ছেদের তরে !!
বুঝি বিধি-হৃদি ভেদি, ক্রূড় কাল দাগ,
বিচ্ছেদের পট দিয়ে, মুছি সেই ভাগ।
দারুণ ঘৃণার ভাবে, ফে'লে দিলা দূরে,
ছড়াইয়ে প'লো তেই, সৃষ্টি রাজি পরে।
ছড়াইয়ে প'লো তেই, সে কলঙ্ক দাগ,
এক স্থানে ছিল কিন্তু, হ'ল লক্ষ ভাগ।
লক্ষ ভাগে লক্ষ ভাব, লক্ষ রূপান্তর,
উহুঃ! কি কালিমা ছিল, বিধির অন্তর !!
কিম্বা বিধাতার হৃদে, ছিল বুঝি পাপ,
ছিল গাঢ় অন্ধকার, কাল কূট-তাপ।
ছিল বুঝি মহা বিষ। মহা দাবানল।
ছিল বুঝি সে অন্তরে, দারুণ গরল !!

কিন্তু সৃষ্টি সমাধানে, করি উদ্গিরণ,
করিলা বিচ্ছেদ রূপে, সৃষ্টিতে ক্ষেপণ।
ঢালি দিলা কাল হৃদি, ভরা হলাহল,
পবিত্র হইলা ফেলি, সে পাপ গরল!
ধরাতে পড়িয়ে সেহ, বিধি পোড়া বিষ,
অভাগা জীবেরে মরি! দহে অহর্নিশ!!
"গৌণ" "মুখ্য" দুটী ভাব, সংসারের ধারা,
"সম্মুখ" "পশ্চাত" আর, "আলোক" "আন্ধেরা।"
সম্মুখে আলোক বটে, পশ্চাতে আঁধার,
মুখ্য আলোকিত কিন্তু, গৌণ অন্ধকার।
প্রকৃতি, পুরুষ রূপে, বিধাতা আপন;
সম্মুখ পশ্চাতে তার, দুইটী গঠন।
সম্মুখে সংযোগ ঘটে, পশ্চাতে বিয়োগ,
পিছনে আন্ধার তেই, সম্মুখে আলোক।
সেই অন্ধকার ছায়া, ছাকি গুণধাম,
বিচ্ছেদ গড়িলা যার, "বিরহ" কুনাম।
হায় রে! বিরহ হায়! কলঙ্ক ধরার,
এতে বা দুর্ম্মতি কেন, হ'ল বিধাতার?
কি দুর্ম্মতি হ'ল তাকে? হ'ল কিবা গতি!
সে পোড়া কপালে কেন, ঘটিল কুমতি?!
জ্বালিয়ে বিরহানল, পোড়ে কেন ক্ষিতী,
কেন বা সৃষ্টির হেন, করিল দুর্গতি?!

কে শিখায়েদিল তারে, কুকার্য্য এমন ?
কেন বা করিল ধাতা, "বিরহ" স্বজন ?
কে আর ছাড়াবে হেন, বিধাতার রোগ ?
সংযোগ করিয়ে কেন, ঘটায় বিয়োগ !
একা ছিল ভাল ছিল, কিন্তু করি দুই,
কেন বা হইল ধাতা, সৃষ্টির মুদ্দুই।
প্রকৃতি-সৃজিত বটে, অসংখ্য ভুবন,
তার মাঝে মহা কাল, "বিরহ বেদন।"
প্রকৃতির সৃষ্টি বটে, অসংখ্য ভুবন,
তার মধ্যে কে এড়াবে, বিরহ দহন !
ভুজঙ্গে দংশিলে তনু, কাল বিষে জ্বরে,
বিরহ বিষের সৃষ্টি, রেজা রেজা করে।
রেণু রেণু জ্বরে যেন্নি, কালকুট বিষ,
তেমনি বিরহে সৃষ্টি, দহে অহর্নিশ।
কিবা দৈত্য কিবা দানা, কি অমর নর,
বিরহে না জরা ভবে, কার্ বা অন্তর ?!
কার্ না অন্তরে মরি ! দহে সেই বিষ ?
হায় রে ! বিরহে বিশ্ব, পোড়ে অহর্নিশ !!
বিরহে পুড়িয়ে বিশ্ব, কল্য ছারখার !
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবনে, সুখ কোথা আর ?
সুখ ! সুখ ! কোথা সুখ ? শান্তি কোথা তার,
দুঃখের বিরাম কোথা, এ সৃষ্টি মাঝার ?!

সুখ! সুখ! হারে সুখ! কোথা সুখ আর?
এ সৃষ্টি যেন রে শুধু, অশান্তি-পাথার !!
কোথা হায়, শান্তি ওরে! কোথা সুখ তুমি !!
দুঃখের পাথার যেন, এ নিখিল ভূমি!
দুঃখের পাথার সৃষ্টি, ওঠে উথলিয়া!
কোথা রলি আরে সুখ! কোথা লুকাইয়া?
এ'সো শিঘ্র দেখা দাও, করি নমস্কার,
এ হৃদি জুড়ায়ে দাও, হর তাপ ভার।
হর তাপ হর পাপ, হর জ্বালা দুঃখ,
ঢালি দেহ শান্তি-বারি, স্নিগ্ধ কর বুক।
ঢালি দাও শান্তি বারি, হোক্ জ্বালা দূর,
কোন্ দেশে আছ সুখ! সে বা কতদূর?
কোন্ স্বর্গে পাতিয়াছ, স্নিগ্ধ সিংহাশন,
নে'মে এ'সো ধরাতলে, স্নিগ্ধ কর মন।
কোন্ দেশে আছ সুখ?! সে বা কতদূর?
নে'মে এ'সো ধরাতলে, হোক চিন্তা দূর।
তোমার আশায় আজ, দেশে দেশে ফিরি॥
তোমার আশায় আছি, এ জীবন ধরি!
সুখ সুখ বলে সবে, সে সুখ বা কৈ?
"আকাশ কুসুম সুখ" সত্য বুঝি ঐ!
সত্য বুঝি এ সংসারে, সুখ নাহি আর,
সত্য বুঝিলাম সুখ, কল্পনার সার।

যদি থাকে তবে আছে. মর্ত্ত পরি হরি.
থাক যদি ওরে সুখ ! এ'সো ত্বরা করি ।
এ'সো ত্বরা এ'সো ধরা, এ'সো এই হৃদে.
না পেয়ে তোমারে হায় ! প্রাণ কান্দে খেদে !
হে পবিত্র শান্তি ! কোথা ? কোথা শান্তি-ধাম ?
কোথা প্রণয়ের সুধা ! প্রাণের আরাম !
কোথারে বিরহ নাই. নাইতো বিচ্ছেদ,
কোথা সে সংযোগ পূর্ণ সুখ অবিচ্ছেদ !!——
অবিচ্ছেদ মিল কোথা, আছে ধরাতলে ?
স্বর্গপুরে সে সুখ কি, আছে কোন কালে,
ধরাতে মিলে না সুখ, স্বর্গে গেলে মিলে ;
এতে কি সংসয় ঘুচে. কেহ বৈলে দিলে ?
এ জন্মে না পানু সুখ. পাব আর কবে ?
মৃত্যু সন্নিধান এবে, কি ভরসা তবে ?
জন্ম গেল দুঃখে দুঃখে. জন্ম হ'ল ভোর,
তথাপি না ওরে সুখ । দেখা পানু তোর ।
তথাপি না ওরে সুখ ! ওরে শান্তি-ধাম !
এ ভবে না তোমাদের. দেখা পাইলাম !
তবুনা সুখের দেখা, তবু পাইলাম.
তবুনা সে সুখ হলো. এত সাধিলাম !
কৈ কোথা ওরে সুখ ! ওরে শান্তি ধাম !
আছ কিনা আছ শুধু. সার মাত্র নাম !

দিবা নিশ মরিলাম, দুঃখ কষ্ট ঘায়,
দিবা নিশ পুড়িলাম, বিরহের তায়!
দিবা নিশ জ্বলি পুড়ি, কত করিলাম,
দিবা নিশা কান্দি কান্দি, কত সহিলাম।
পুড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ, হইনু অঙ্গার,
পুড়িয়ে পুড়িয়ে তনু, হলো ছারে খার!
হায় রে! বিরহ হায়! এত প্রভা তার!
এ বিশ্বে না সহে কেবা, বিরহের ভার?
সুধাও অনন্তে অই, অনন্তে সুধাও,
"কার তরে বিশ্ব রাজি, শূন্যেতে উধাও?
কার তরে ছোটে অই, জ্যোতিষ্কের দল?
কার তরে নিরন্তর, ঘোরে অবিরল?"
ওরা ত মানব নয়, ওরা দেব ভাগ,
সুধাও ওরা কি ধরে, বিরহের দাগ!!
সুধাও ভাস্করে অই, তপনে সুধাও,
"বল কার তরে তুমি, ঘুর্ণনে বেড়াও?
বল কার তরে সহ, অনন্ত দহন?
কার মায়া ডোরে হেন, করেছে বন্ধন?
পে'য়েছ কি দেখা কভু, দে'খেছ কি তায়?
পীরিতের ফাঁশে তোমা, কেবা সে ঘু'ড়ায়?
কেন বা [illegible] তেজঃ, কেন রবি! সহ?
কার তরে দুর্ব্বিসহ, দাব-দাহে দহ?

ওত ও মানুষ নহে, ওত দেব ভাগ.
সুধাও ওকিনা সহে. বিরহের দাগ !!
সুধাও চন্দ্রেরে ঐ, শশাঙ্কে সুধাও.
"কাহার ভাবেতে মরি ! শুন্যেতে উধাও ?
কাহার প্রেমেরে শশি ! আছ উদাসীন ?
কার প্রেম-চিন্তানলে. হৃদয় মলিন ?
কি কারণে মে'খেছ ও মুখে কাল কালী,
মাথায়ে তুলিয়ে নিছ, কলঙ্কের ডালি।"
ওত ও মানুষ নহে. ওত দেব-ভাগ,
সুধাও ওকিনা সহে, বিরহের দাগ।
সুধাও মরতবাসী. ভূধরে সুধাও.
"কার প্রেম-অগ্নি শিখা, কন্দরে লুকাও ?
কার তরে নিরন্তর, বক্ষে দাবানল ?
কার লাগি সহ সদা, হিমানি গরল ?
তুমি ত পাষাণ বট. তুমি ত পাষাণ,
বল ত কাহারো তরে, জ্বলেনি পরাণ ?"
তুমিত ধরার উচ্চ, তুমি শ্রেষ্ঠ কায় !
বল এ ধরণী তলে, "সুখ্ বা কোথায় ?"
বল ত নক্ষত্রে অই ! বল গ্রহ তারা,
কি জন্য ঘুরিছ শূন্যে, হয়ে আত্ম হারা ?
কার তরে নিরন্তর, মিটি মিটি জ্বল ?
"ও স্বর্গে আছে কি সুখ", তাই ভেঙ্গে বল !

ভেঙ্গে কও জোতিষ্মান্ ! জ্যোতিঃপুঞ্জকায় !
বল এই সৃষ্টি ধামে, "সুখ্ বা কোথায় ??"
বল হে অনন্ত অই ! বল পারাবার !
বিদারিয়ে রসাতল, দেহ সমাচার ;
অন্বেষিয়ে পাতালের, বালিকণা ঐ,
অণু অণু করি খোজ, সুখ আছে কৈ ?
সুখ নাই । নাই সুখ ! সুখ্ প্রাণের বৈরি !!
বৃথা সে সুখের আশে, আশা কেরে মরি !!
বৃথা সে সুখের আশ, বৃথা প্রেম নাম,
বৃথা প্রেম আশ্বাসে রে সুধু মরিলাম !!
সুধু ভোগ ভুগিলাম, অদৃষ্টের ভোগ,
অদৃষ্ট হয়েছে বাদী, বিধিবাম যোগ !!
আগে যদি জানিতাম, এ অদৃষ্ট হায় !
হাতে ধৈরে লিখা'তাম, পোড়া বিধাতায় ।
শিখা'তাম প্রিয়-নাম, আর প্রেম-রাগ,
ঘুচা'তাম অদৃষ্টের, বিচ্ছেদের ভাগ ।
মুছিতাম বিধাতার, কলমের কালী,
ভাঙ্গিতাম দূরে ফেলী; কলঙ্কের ডালি !
সংসারে না রাখিতাম, বিরহের নাম,
গড়া'তাম এ ধরণী, চির সুখ-ধাম ।

সত্যি যদি জানিতাম, দূরাদৃষ্ট-ফল,
তবে কেবা আশা করি, যে'তো রসাতল?
অঙ্কুরেতে দলিতাম, আশা-লতা-ফুল,
আগে যদি জানিতাম, এ অদৃষ্ট মূল!
এ অদৃষ্ট মূল যদি, জানিতাম আগে,
কে যাঁচিত এজীবন, নব অনুরাগে?
অদৃষ্ট হইবে বাদী, আগে যদি জানি,
তবে কেন আশা করি, ঝুরিব এমনি?
আশা নাহি করিতাম, নিরাশার আগে
কেবা যে'তো পরাভোগ সৈতে শেষভাগে?
কেবা যে'তো মরিবারে, বৃথা দূরাশায়?
নৈরাশ্য পাথারে আজি, কে ডুবিত হায়!
উঃহু? কি কঠোর মরি!! নৈরাশ্যের ভাব,
যেখানে দুর্ভাগ্য, তথা নৈরাশ্য প্রভাব।
যে স্থানেতে নিশ্চেষ্টতা, দুর্ব্বলতা-বাস,
সেস্থানে পতন দৃঢ়, নৈরাশ্য, হতাশ।
যেস্থানে নৈরাশ্য ঘোর, সেস্থানে পতন
নৈরাশ্যেরি নামান্তর, "জীবের মরণ।"
যাবত জীবের আশা, তাবত জীবন,
নিরাশ হ'লেই সেই, প্রকৃত "মরণ।"

নৈরাশ্যের কূল্‌ কেনারা, করিতে না পারি.
সৃজিলা বিধাতা ঘোর, নরক আন্ধারি !!
নরকের ভাব. চিত্র, অন্য কিছু নয়.
যে স্থানে আলোক হিন, নৈরাশ্যতা ময় !
যে স্থানে আলোক নাই, আশার আগম,
সেই তো আন্ধার সেই, নরক দুর্গম !
"নৈরাশ্য" "নরক,, এরা, ভিন্ন দুটী নয় ;
একই প্রকৃতি স্বধু, নামের ব্যাত্যয় ।
নৈরাশ্যের ছায়া দিয়ে, সৃষ্টি নরকের,
নরকের ছায়া দিয়ে, সৃষ্টি বিরহের ;—
সেই ত নৈরাশ্য আর, সেইত বিরহ !
সেইত দুর্ব্বহ দুঃখে, দহি অহোরহ !
কষ্টের অবধি নাই, নাই তাপ ক্ষয়,
জীবন্ত নরক আমি,—দুঃখের নিলয় !!
হায় কোথা দীন নাথ ! কর দয়া দান,
দুস্তরে নিস্তারি কর, দুঃখিণীরে ত্রাণ !

অতঃপর উন্মাদেবী মুণি পত্নীর নিকট হইতে বিদায়
হইয়া উক্ত মুণি পত্নীর শিষ্যগণ সহিত
তাহার দেশাভিমুখে গমন।

উপরুক্ত ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে, যুবরাজের দ্বিতীয় বার পলায়নের চেষ্টা ও রাজ-কন্যার অন্বেষণে গমন।

——(:০:)——

উঃ! কোথা দীননাথ! ভ্রান্তেরে চালাও,
বল কোন্ পাপে হেন, হৃদয় জ্বালাও?
বল কোন্ পাপে হেন, মানবেরে বাম?
কেন তার ভবিষ্যৎ, অন্ধকার ধাম?
কেন তার ভ্রান্তি এত, এত মোহ ঘোর!!
বল নাথ! কেন তার, দম্ভ এত দূর?
অবোধ সে ক্ষুদ্র কীট, মদ-মত্ত মন—
কোথা হ'তে কোথা পড়ে, নাই বিলোকন;
নাই তার সুচেতনা, নাই স্মৃতি নাই,
কি আশ্চর্য্য মায়া ভোলা, উদাসী সদাই!
কি আশ্চর্য্য! অন্যের সে অবস্থা না হে'রে,
অন্য-গতি দে'খে একে শিক্ষা নাহি করে।
চক্ষের ছামনে তার, মরে একজন,
দে'খে তবু অন্য জন, না হয় চেতন।
চক্ষের ছামনে একে, রসাতলে যায়,
দে'খে তবু অন্য জনে, দেখে নারে হায়!
যে উপায়ে করে একে, অন্যের বিনাশ,
সেই উপায়েই প'ড়ে সেও হয় নাশ।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নিজ নাশের কারণ,
বোঝে না মানব কভু, দেখে না কখন!
হায় রে পাগেলা মন! একি সর্ব্বনাশ!
নিজের সাধেরে তুই, নিজে হলি নাশ।
নাশ হলি ক্ষতি নাই, কিন্তু খেদ র'ল,
মরার মতন মরা, ভাগ্যে নাহি হ'ল!
ভাগ্যে না হইল তোর, সকলি নিরাশ;
এখন সম্বল তোর, সুধু "দীর্ঘ-শ্বাস" !!

দীর্ঘ-শ্বাস সন্তাপীর মহা এক ধন,
দীর্ঘ-শ্বাস! তুমি মোর বন্ধু আজীবন।
পারি না তোমার গুণ, বর্ণিতে ভাষায়,
আহা! কিবা চৎকার, তুমি রে ধরায়!
আহা! কিবা চমৎকার, ক্ষমতা তোমার!
অদ্ভুত কৌশল এক, তুমি বিধাতার!
তুমি রে স্বর্গীয় ধন, স্বর্গের বিধান,
দুঃখের ভারতী তুমি, ভারত নিদান।
ভাবের কড়কা তুমি, চিন্তার তাড়না,
মর্ম্মের তাড়িত বার্ত্তা, দুঃখের সান্তনা,
নৈরাশ্যের টেলীগ্রাম,—সংবাদ নিগুঢ়,
বিষাদের অন্তর্ব্বার্ত্তা, দাহন মুর্ম্মুর!
নিরাশা নির্ঘোষ তুমি, প্রাণের চিৎকার।
নিরুদ্ধ চিত্তের তুমি, জ্বলন্ত ফুৎকার।

নির্ধূম জ্বালার তুমি, কালান্তক ধূম,
প্রণয়-গগণে উল্কা, তুমিরে নিঝুম।
প্রেমের পুরাণ তুমি, স্মৃতি করুণার,
অফুরন্ত বেদ তুমি, বিজ্ঞানের সার।
ভাবের রাজত্বে তুমি, দগ্ধ ইতিহাস,
মর্ম্মের কাহিনী তুমি, হৃদি পোড়া বাস।
প্রীতির অধ্যায় তুমি, বিরহের পাঠ,
স্মৃতির সংহিতা তুমি, বিষাদের নাট।
অস্ফুট জীবন্ত ভাষা, তুমিরে নিশ্বাস!
চিত্তের জ্বলন্ত ব্যাখ্যা, তুমি দীর্ঘ শ্বাস!
তুমিরে অন্তর রাজ্যে প্রলয়ান্ত ঝড়,
হৃদয়-বিপ্লবে তুমি, যুগান্ত নির্ঝর।
প্রেমের রাজ্যেরে তুমি, প্রতপ্ত তুফান,
তুমিরে মর্ম্মের বান্ধ, কর খান খান!
চিত্তের কণ্টক বেড়া, ভেঙ্গে কর দূর,
তুমি রে শোষণ কর, দুঃখ-সমুদ্দুর!
অনন্ত মর্ম্মের ব্যথা, অফুরন্ত দুঃখ।—
যখনি ভীষণ দুঃখে, ভেঙ্গে ফেলে বুক।
যখনি অন্তর রাজ্য, দুঃখে ডোল পায়,
যখনি ঝটিকা খেলে, মর্ম্মের পাথার।
তখনি ঝটিকা বেগে, ছুটে তুমি ধাও,
নাশারন্ধ্র পথে অগ্নি, তুমিরে উধাও।

অমনি কররে শান্ত, অশান্ত হৃদয়,
অমনি বহেরে চিত্তে, স্বর্গীয় মলয়।
যখন অন্তর রাজ্যে, ঘটে ভূকম্পন,
যখন পশেরে মর্ম্মে, তাড়িত চাপন।
যখনি গলেরে তেজে, মর্ম্মের গরল,
আবর্ত্ত খেলেরে যবে ঘোর অন্তস্তল ;
তখনি দোলেরে প্রাণ, দোলে হৃদি, মন,
তখনি হৃদয়ে ওঠে, ভীষণ কম্পন।
তখনি হইতে চাহে, পরাণ পারত,—
তখনি প্রলয় যেন, ঘটেরে তাবত্।
তখনি তাড়িত বেগে, ওরে দীর্ঘ শ্বাস !
তখনি বহাও তুমি, ভীষণ বাতাস।
তখনি অন্তর-দ্বার, কর উদ্ঘাটন,
অন্তর্দ্দাহ জ্বালা মুখী, কর উদ্গিরণ।
কররে তখনি বে'র, অন্তর্দ্দাহ বিষ,
তুমিরে বহাও চিত্তে, শান্তি অহর্নিশ।
তুমিই সহায় ভবে, সন্তাপীর তরে,
তোমার সহায়ে প্রাণ, ফেটে নাহি পড়ে !
যখন সন্তাপে প্রাণ, হয় জ্বালাতন,
ফাট্ ফাট্ করে হায় ! না যায় সহন !
যখন সন্তাপে প্রাণ, ধড় ফড় করে,
আকুলি বিকুলি ভাব, যেন ছুটে পড়ে।

তখনি পলকে তুমি, বেগে ছুটি ধাও,
পর্ব্বত প্রমাণ চাপা, পলকে উড়াও ;
পর্ব্বত প্রমাণ ভার, দেও উড়াইয়ে
পলকে পরাণ উঠে পাতলা হইয়ে।
পলকে পরাণ কাঁপে পবিত্রতা ভারে ;
নবীন জীবন যেন পলকে সঞ্চারে।
অশেষ গুণের তুমি, ওরে রে নিশ্বাস।
এ জগতে নাই কভু, তোমার বিনাশ ;
এ জগতে কখনই নাই তব ক্ষয়,
অবিনাশী আয়ুঃ তব, পরমাণু ময়।
না আছে তাহার হ্রাস, নাহি আছে নাশ।
এইযে ছাড়িনু আমি, মর্ম্ম পোড়া শ্বাস,
ঘুরিবে অনন্ত কাল, অনন্ত যুড়িয়ে,
অনন্তের পথে পথে, তরঙ্গ তুলিয়ে।
কে ক'বে তাহার গতি হবে নষ্টতর ?
কে কহিবে নষ্ট হবে, আমার অন্তর ?
কে কহিবে নষ্ট হবে, এ আত্মা আমার ?
পরাণে পরাণে মিল, হবে নাকি আর ?
আবার হইবে মিল, অণু অণু করি,
তার সনে যারে চেয়ে দিবা নিশি ঝুরি।
যারে চেয়ে দিবা নিশ ; করি হাহাকার,
অবশ্য পাবরে তারে, রে মন। আবার।

আবার পাইব তারে, আবার মিলিব,
দুইয়ে মিলি পুনঃ এক নূতন হইব ;
দুইয়ে মিলি পুনঃ এক পূর্ণতা ধরিব,
সে আমার আমি তার, কেমনে ছাড়িব ?
অবশ্য মিলিব দুইয়ে, তৃপ্ত রব সুখে,
করিব না হাহাকার, কাঁদিবনা দুখে।
কাঁদিব না কাঁদাব না, হাসিবনা আর ;
সকলই হবে এক দিব্য চমৎকার !
চমৎকার ভাব এক, চমৎকার সব ;
সকলই তৃপ্তি-মাখা গভীর নীরব।
সকলেই তৃপ্তি-মাখা সুখে ভর পুর,
তেমন সুখের দিন আহা ! কতদূর ?
তেমন সুখের দিন, ভাগ্যে নাকি হবে ?
কিন্তু সে সুদিন মোর নাজানি রে কবে !
কেন আছি প'ড়ে আমি, কেন স্থির আর ?
কত সাঁতারিব ডুবি, বিরহ-পাথার !
কতই সহিব আর, নরক-যাতন,
অপোষা পাখি কি পোষ, মানেরে কখন ?
বিজন বিপিন আশে যে পক্ষীর মন,
সোণার পিঞ্জরে সেকি ভোলেরে কখন !

বান্ধ হস্ত বান্ধ পদ, বান্ধ চক্ষু কাণ,
যে খানে যাবার তথা, ক'রেছি প্রয়াণ।
যেখানে যাইব আমি, তথা গিছে বন্ধ,
শৃঙ্খলে কি বদ্ধ কভু, মানস-বারণ ?
মানস-কুঞ্জর কভু অঙ্কুশ না মানে,
শরীর আবদ্ধ কিন্তু মন চলে টানে।
যেখানে আবদ্ধ চিত্ত, তথা বান্ধা মন,
এখানে এ দেহ স্বধু খোকার মতন !
বান্ধ মার যাহা কর, যত সাধ্য যার,
কি সাধ্য করিবে মম, মানসে প্রহার।
সক্ষত বিক্ষত এযে, নশ্বর শরীর,
রয়েছে অক্ষত মন, বিমুক্ত জিঞ্জির।
রয়েছে তো দেহ এবে, সে ইন্দ্রিয়গণ,
এখনও হস্ত পদ, বজায় তেমন।

চেষ্টার অসাধ্য নাই, নহে অসম্ভব।
চেষ্টা ও সাধনে ঘটে, সকলি সম্ভব।
দেখি পুনঃ চেষ্টা করি, দেখি কিনা ঘটে,
স্বর্গের দেবতা বশ, মানুষেরি বটে।

আপনি বিধাতা তেঁহ মানবের বশ,
ভক্তিতে ভজিলে তিনি, ভিজিয়ে অবশ।
ভক্তিতে মুক্তির পথ, ভক্তি কিন্তু প্রেমে,
প্রেমের সাধনা সিদ্ধ, হোক্ তার নামে।

কাষ্ঠের তরণী যোগে, সিন্ধু যেম্নি তরে,
এভব সমুদ্রে তেম্নি, তরবো তাহারে ধরে।
এভব সাগরে সেই, প্রিয়া-নাম ভেলা,
অসময় বিদায় কালে, ছে'ড়েছি একেলা!
দেখি কিনা কূল পাই। কূল কিনা আছে?
তরি কিম্বা ডু'বে মরি, তা ভাবিব পাছে।
দেখি পুনঃ চেষ্টা করি, দেখি কিনা ঘটে,
স্বর্গের দেবতা যশ, মানুষেরি বটে।

দূর দেশান্তরে যুবরাজের
খেদ।

সর্ব্বস্ব পাশরি আমি, তারি ধ্যানে থাই,
তবু ভাগ্যে তার সনে, দেখা হলো নাই!
তবু ভাগ্যে না ঘটিল, তার দরশন,
কতই ত ভ্রমিলাম, পর্ব্বত, গহন!
কতই ত করিলাম, কতনা সাধন,
কতনা দেবতা আমি, করিনু অর্চ্চন।
কই কোথা হারে প্রিয়া! কোথা আছ তুমি?
আমি ত ভ্রমিয়ে মরি, এ-নিখিল ভূমি।
আমি ত ভ্রমিছি ঐ, বিজন কানন,
পত্রে পত্রে করিয়েছি, বন অন্বেষণ।—

পত্রে পত্রে ফেলিয়েছি, এই নেত্র-নীর;
পত্রে পত্রে মাখায়েছি, বক্ষের রুধির।
পত্রে পত্রে লে'খেছিরে, তব প্রিয় নাম,
ডে'কে ডে'কে পেয়েছিরে, সে নামে আরাম।।
তৃণে তৃণে করিয়েছি, তোমা অন্বেষণ,
তৃণে তৃণে করেছিরে, কতনা চুম্বন।
তৃণে তৃণে মেখেছিরে, এ তনুর ঘাম,
তৃণে তৃণে লিখিয়েছি, মম পাপ নাম।
কি জানি সে পথে যদি, যে'য়ে থাক তুমি,
তাইরে ও তৃণ, পত্র, চুম্বিযাছি আমি।
চুম্বিয়েছি, ধরিয়েছি, তুলি নিছি মাথে,
যদিরে যাইয়ে থাক, যদি সেই পথে।—
যদি যেয়ে থাক তুমি, যদি যে'তে হায়!
যদি তৃণ পত্র তব, লে'গে থাকে গায়।
যদি লেগে থাকে তব, পদের স্পর্শণ,
তাই আমি সে সবেরে, করেছি চুম্বন।।
তাই আমি বেড়ায়েছি, নগরে নগর,
ঘুড়িয়েছি কত গলি, কুচা, নিরন্তর।
নিরন্তর মাখায়েছি, কত ধূলি গায়;
কিজানি সেখানে যদি, যে'য়ে থাক হায়!
কি জানি সে পথে যদি, যে'য়ে থাক তুমি,
তাই পথে পথে পৈ'ড়ে, কান্দিয়েছি আমি।।

কান্দিয়েছি অশ্রুনীরে, ভিজায়েছি ধূলি,
সে ধূলি অঞ্জন করি, আখে দিছি তুলি।
সে ধূলি মঙ্গল জ্ঞানে, মাখায়েছি গায়,
মাখায়েছি তব প্রিয়ে! মিলন আশায়!
তোমার মিলন আশে, তোমা পাইবায়,
কতনা পথের কাঁদা, মে'খেছি মাথায়!!
কতনা পথের মাটি, মলি দুই হাত,
কান্দি কান্দি করিয়েছি, প্রেম-অশ্রুপাত।
কান্দি কান্দি হইয়েছি, ঘোর অচেতন,
বিঘোর স্বপনে তোমা, করেছি দর্শন।
বিঘোর স্বপনে তোমা, করি নীরিক্ষণ,
কান্দিয়ে উঠেছি লম্ফি, উন্মাদ যেমন!
আবার সে গলি কুচা, করেছি ভ্রমণ,
আবার পথের ধূলি, ক'রেছি চুম্বন।
কি জানি সে পথে যদি, ওরে প্রাণধন!
যদি কৈরে থাক তুমি, সে পথে গমন।
কি জানি সে পথে যদি, যে'য়ে থাক তুমি,
পদ স্পর্শে কৈরে থাক, পবিত্র সে ভূমি।
কি জানি তোমার ঘোড়া, দে'রে থাকে ছুম
প্রিয় ভাবে মে'খেছি তাই, সে পথ-কর্দ্দম,

---

* ছুম—অশ্ব পাদাঘাত।

প্রিয় ভাবে প্রেম ভাবে. অনুরাগে ফেরে,
চু'য়েছি. চু'য়েছি তব, পদ-চিহ্ন স্মইরে।
তোমারি পদাঙ্ক চিহ্ন, চিত্তে করি ধ্যান,
পথে পথে কৈরেছিরে. কতনা সন্ধান!
কতনা সন্ধান আমি. করি দেশ দেশ,
ধরাতে পদাঙ্ক তব. নাহি পে'য়ে শেষ।
ধরাতে পদাঙ্ক তব, না করি দর্শণ,
হতাশে আকাশে চে'য়ে, করেছি ঈক্ষণ।
হতাশে আকাশে চে'য়ে. হেরি গ্রহ তারা,
বুঝেছি হে প্রিয়ে! তব পদঙ্ক উহারা।
বুঝেছি ভাবেতে তব, পদাঙ্ক ওসব.
বুঝেছি মহিমা তব. অনন্ত বিভব।
বুঝেছি তুমিরে প্রিয়ে! ধরাতীত ধন.
এ ধরা সম্ভবে কিসে. তোমার স্পার্শণ।
তোমার স্পার্শণ আর, তোমার দর্শণ,
এ পাপ ধরার যোগ্য, নহে কদাচন।
তাই বুঝি দেব লোকে, ওরে প্রিয় ধন!
ওরে প্রিয়ে! করিতেছ. সে দেশে ভ্রমণ।
আরে প্রিয়া! তাই বুঝি. সুরধুনী-তীরে,
বাড়ায়েছ স্বর্গ-শোভা. ফিরি ধীরে ধীরে।
তাই বুঝি তোমা হেরি. দেবে পে'য়ে লাজ.
চরণ বান্ধিয়ে কান্দে. দেবতা সমাজ॥

তাই বুঝি কান্দে আজ, চন্দ্র সূর্য্য তারা;
তাই বুঝি কান্দি কান্দ, ধরণী আন্ধেরা!
তাই বুঝি তব শোকে, বৃক্ষ লতা ফুল,
আমারি এ সঙ্গে সঙ্গে, কান্দিয়ে আকুল!!
আমারি এ সঙ্গে সঙ্গে, ধরণী উদাস,
উদাসে প্রকৃতি যেন, ফেলে দীর্ঘ শ্বাস!
ফেলি যেন সুখ শান্তি, সর্ব্ব ধরণীর,
আমারি সঙ্গেরে যেন, ফেলে অশ্রু নীর।

হারে কোথা শান্তি! কোথা? হারে সুখ! কৈ?
সুখ শান্তি সব গিছে, তুমি প্রিয়া বই!
স্বরগ বৈকুণ্ঠ ভাবি, তোমার দর্শণ,
সহস্র নরক তব, মুহুঃ অদর্শণ।
গোয়াব জীবন কেম্নি, সহি হেন দুঃখ,
পরাণ বিদরে নাহি, হেরি তব মুখ!
চিত্তেতে চিত্রিত বটে, আছ প্রাণ ধন!
তোমার অংশের অংশী, নিখিল ভুবন।—
তোমার অংশের অংশ, সবে করে ভোগ,
বঞ্চিত অভাগা আমি, ভুগি শুধু শোক!
বঞ্চিত অভাগা আমি, কিছু নাহি পাই।—
অরুণ কিরণ মরি, মিল তব ঠাই!
সুধা মুখে সুধা লেহ, হয়ে সুধাকর,
সলোর কোকিলা লেহ, হরে তব স্বর!

কোন্ ছার পতঙ্গ জাতি, বনের ভ্রমর,
আঁখি-তারা হরি তব, হল কি সুন্দর,
সামান্য খঞ্জন পাখি, বনের কুরঙ্গ,
নয়ন নকলি তারা, হল কি সুরঙ্গ।
তব হাসি রাশি ছিল, গোলাবের ফুল,
তাহে বাদী হ'ল পুনঃ, প্রমত্ত বুল্ বুল্।
দারুণ বারণ আর, রাজহংস বর,
তারাও হরিল তব, গমন মন্থর।
বসন্ত মাধুর্য্য নিল, সৌন্দর্য্য শরৎ,
আমিই বঞ্চিত রৈনু, আমি এ যাবৎ।
আমি না ভাগের ভাগ, কিছু পাইলাম,
স্থষ্টি ছাড়া দুঃখ ভরা, শুধু ভুগিলাম।
কি দোষে দুষীহে প্রিয়ে! হনু তব ঠাই,
কি দোষে ভাবিলে আমা, প্রাণের বালাই?
কি দোষে ছাড়িলে ঘর, ছাড়ি বাপ মাও,
দেশান্তরী হয়ে তুমি, বিদেশে বেড়াও?
না জানি কি দুঃখে তব, বদন মলিন,
হায়! সে বিষম চিন্তা, চিন্তি রাত্র-দিন!!
কেন বা হইনু আমি, তব প্রাণ বৈরী,
কেন আমি করিলাম, তোমা দেশান্তরী!
আহারে! নাজানি তব, কত অশ্রুনীর,
বহিছে অনন্ত ভেদী, ধরার শরীর।

না জানি সে দুঃখে কত, কত দুঃখ লয়,
সে দুঃখে হয়েছে মরি! কত বা প্রলয়!
নাজানি যে সে দুর্য্যোগে, আছে কিনা নাই;
শুধু কি পাগল আমি, শুধুই বেড়াই!
আছে কিনা আছে তার, দিতে সমাচার,
বহরে অনীল তুমি, বহ চারি ধার;
বল বৃক্ষ! বল লতা! বল পশু পাখি!
এই পথে প্রিয়া মোর, প্রিয়া গিছে নাকি?
বল নভো! বল স্বর্গ! বল দেবগণ!
কোন্ পথে প্রিয়া মোর, ক'রেছে গমন?
কোন্ দেশে আছে সেহ, আছে কোন দেশে,
বল চন্দ্র! বল সূর্য্য! বল গো উদ্দেশে।
সর্ব্বস্ব পাশরি আমি, তারি ধ্যানে ধাই,
তবু আজি তার সনে, দেখা ভাগ্যে নাই!
তবু নাহি পাইলাম? পণ্ড হ'লো শ্রম,
সকলি হইল বৃথা! শ্রমে হ'লো ভ্রম!!
অনাহারে অনিদ্রায় করি দেহ শেষ,
অকাতরে সহিলাম, যন্ত্রণা অশেষ।
অকাতরে দিনু ঝাপ, বিপদ সাগরে,
হায়রে! তথাপি আমি, না পাইনু তারে।

না পাইনু তারে আর, শুধুই যাতনা;
মনেতে রহিল উহুঃ। মনের বেদনা।
মনের বেদনা শুধু, মনে মনে র'ল
মনের বাসনা পূর্ণ, ভাগ্যে নাহি হ'ল।
এত যে করিনু এক মানবীর তরে,
তথাপি সে পোড়া ভাগ্যে, দয়া নাহি করে!
একটি চিত্তের হায়! এত আকর্ষণ!
না জানি কি দশা হৈতো হৈলে শত মন!!
শত দিকে শত টান, কে সহিতে পারে?
প্রেম-ভার উঠাইতে, সৃষ্টি-রাজি হারে।
একটি চিত্তের মরি, প্রেম-বোঝা-ভার,
সমস্ত জগত নহে, তুল্য রে তাহার।
জগত ঘুরিয়ে আমি, সে ভারেতে মরি!
চক্ষেনা দেখরে আছ, কোথাহে পাশরি।
চক্ষেনা দেখরে প্রিয়া! এদুঃখ আমার?
অন্তর জ্বলিয়ে গিছে, বিরহে তোমার।
দৃষ্টি হিন চক্ষু দ্বয়, সদা ঝরে নীর,
অঙ্গার হয়েছে মরি! সোণার শরীর!!
হস্ত পদ শক্তি হিন, হয়েছে পাষাণ,
কণ্ঠাগত প্রাণ শুধু, করে আন চান।।
"বে'র বে'র" ভাব সদা, বে'রয়ে না হায়!
কেবলি বায়েক তন, দর্শন আশায়।

বারেক তোমার রূপ, হেরিবে ভাবিয়া,
রয়েছে পাষাণ প্রাণ, কণ্ঠাগত হৈয়া।
এই যে হয়েছে চক্ষু, দৃষ্টি-শক্তি হিন,
তথাপি অন্তরে তোমা, হেরে রাত্রি দিন।
তথাপি তোমার মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ্য আশায়,
ওরে প্রাণ! অন্ধ চক্ষু, কান্দে উভরায়।
ওরে প্রাণ! জড় হস্ত তব স্পর্শ আশে,
শক্তি হিন তবু ব্যাগ্রে দুলিছে বাতাসে।
শক্তি হিন পদদ্বয় খঞ্জ লুলা প্রায়,
ব্যস্ত তব প্রেম-তীর্থ ভ্রমণ আশায়!
ওরে প্রাণ! তব বাক্য, সুধা পান তরে,
উদ্‌গ্রীব বধির কর্ণ, সদা আশা ভরে!
তব আলিঙ্গন আশে, দগ্ধ পোড়া হিয়া,
এখনো রয়েছে গ্রীষ্ম, বরষা সহিয়া।
সাধ ছিল চক্ষু ছাড়া, প্রাণের দেখা পাই,
প্রাণে প্রাণে দেখা দূরে, চক্ষের দেখা নাই।
অন্তরে অন্তরে মিশি, ছিল বড় সাধ,
অন্তরে অন্তর হলু, একি বিষম্বাদ!!
বড় সাধ প্রাণে প্রাণে করি সুদর্শন,
চিত্তের অমৃত তব, করি আস্বাদন!
কবে সে হইবে তব, করুণা বর্ষণ,
কবে স্নিগ্ধ হবে হায়! এ পোড়া জীবন!

কে আছে এমন বন্ধু, এ জগতে আর?
অন্বেষি আনিয়ে দিবে, প্রিয়ারে আমার!
বলিবে সন্ধান তার, যাবে তার কাছে?
জানাবে তাহারে মম, কি দশা হয়েছে!!
তাহারে পাইব মনে, এই আকিঞ্চন,
কোথা হে পবন! তুমি, করনা গমন?
যাও সে প্রিয়ার কাছে, বল সমাচার,
বিদেশে মরিছে আজি, প্রেমিক তোমার;
বিদেশে বিপাকে আজ, হারায় জীবন,
যদি থাকে বিন্দু দয়া, দেহ দরশন;
যদি থাকে বিন্দু দয়া, দাও তারে দান,
মানবীর তরে ত্যজে, মানব পরাণ!!
হায় রে বসন্ত! কোথা অগ্রসারী যাও?
মরিছে প্রেমিক তাঁর; কান্দিয়ে শুনাও।
কান্দরে বরষা, হিম! অশ্রুজলে ভাসি,
বলগে "মরিছে তাঁর, প্রেমিক উদাসী"।
জন্মিলে মরণ আছে, খণ্ডান না যায়,
কিন্তু খেদ মৃত্যুকালে, না হেরিনু তায়!
মরণ মঙ্গল হয়, যদি তারে পাই,
জনম সফল গণি, পরকালে যাই।
কি কাজ স্বরগে মোর, মর্ত্তে কিবা কাম,
মরণের কালে যদি, তারে পাইতাম।

হায় রে অভাগা আমি ! সে সৌভাগ্য কৈ ?
পাপীর অদৃষ্টে কিবা ? পাপ-মৃত্যু বই !
না না না মরিব কেন ? দেখিতে আবার,
চেষ্টা করি পাই কিনা অন্বেষণ তার।

অতঃপর ভ্রমণ করিতে ২ দেশান্তরে যাইয়া নর রূপী
শয়তানের নিকট রাজকন্যার পরকীয় ভাবে আকৃষ্ট
হওয়ার বার্ত্তা শ্রবণে, সেই শয়তানের প্রবর্ত্তনায়
যুবরাজের ঘোরতর বিকট ভাব, ও
মর্ম্মাহত সাংঘাতিক উত্তেজনা।

সৃষ্টি স্থিতি বদ্ধ অহো ! যেই প্রেম জালে,
সেই প্রেম ভালবাসা, নিভিল অকালে !!
সেই সাধ, সেই তৃষা, সে সুখ প্রণয়,
মাটির সযায় কিরে, শেষে হৈল লয় ?!
লয় হ'ল, হায় হায় ! তবু প্রাণ রহে ;
সহিবার যাহা নয়, তাই কিরে সহে।
কেনরে শুনিলি কর্ণ, এ নিঠুর কথা ?
কেনরে সহিলি প্রাণ ? এ দারুন ব্যথা ?
পাষাণ হলেও তবু, ক্ষণে ফেটে যে'তো,
বজ্র হৈলে তবু দগ্ধ, তৎক্ষণে হইত।

আমার পাষাণ প্রাণ, কে জানে এমন ?
কে জানে আমার নাই, বিলয় মরণ ?
আজিরে করিব শেষ, তীক্ষ্ণ অস্ত্র ঘায়,
কেন্দেনা সাধিব আর, পোড়া বিধাতায়।
বিধাতার দত্ত প্রাণ, তুলি ল'ক সেই,
তার রাজ্যে থাকিবার, বাঞ্ছা আর নেই।
কিন্তু হাঃ! করিনু যেই, দুষ্কর্ম্ম ভীষণ,
কিবা প্রায়শ্চিত্তে হবে, সে পাপ মোচন ?
অতুলীত ভালবাসা, বিধাতার দান,
অস্থানে করিনু আমি, সে প্রেম প্রদান।
অস্থানে করিনু আমি, পবিত্র সাধন,
কে জানে পিচাশী মোর, বধিবে জীবন।
হায় কি দুষ্কর্ম্ম! আমি, হাকি করিলাম!
দেবী ভ্রমে পিচাশিনী, কেনে ভজিলাম ?
থাক ওরে দুশ্চারিণি! দেখি একবার ?
পরাণ বধিয়ে শোধ, লইব ইহার।
অগ্রেতে বধিব তোরে, শেষে দিব প্রাণ,
জ্বলন্ত অনলে প্রেম, হবে সমাধান।
তীক্ষ্ণ তরবারে প্রেম, হবে পরীক্ষিত ;
পরীক্ষা বিহিন প্রেম, অপক্ক নিশ্চিত।
চাহিনা অপক্ক প্রেম, পাক্কার এবার,
দেখিব রসিকা কত, প্রেমিকা আমার।

দেখিব প্রেমিক কত, গ্রীসের কুমার,
দেখিব শিবির জাল, শিশাব এবার।
কি? আমি কি, নহি কি আমি, ধরণী ঈশ্বর ??
নহে কি নহে কি পিতা, রাজ দণ্ডধর ??
নহি কি এখনো আমি, মিশর কুমার?
নাহি কি মিশর রাজ্যে, শকতি দুর্ব্বার?
কি তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র দ্বীপ, নগণ্য বিশেষ,
সমুদ্রে ডুবাব আজ, ক্ষুদ্র গ্রীস দেশ।
সমুদ্রে ডুবাব রাজ্য, সহ ধরাধর,
মানব কবর হবে, সাগর গহ্বর।
জ্বালায়ে ধরণী বক্ষে, প্রচণ্ড অনল,
দহিব তাতার রাজ্য, সহ জলস্থল।
হাদে কোথা ওরে দূত! হাদে ত্বরা যাও,
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা, মিশরে ফিরাও।
কি কাজ ঔদাস্যে মম, প্রেমে কিবা কাজ?
কি কাজ ত্যজিয়ে মম, মানব সমাজ?
যার জন্য ত্যজিলাম ভাই বন্ধু দারা,
যার জন্য এজীবন করিলাম সারা।
যার জন্য মজিলাম, মজা'লাম দেশ,
যার জন্য হ'লো হেন, কলঙ্ক বিশেষ।
যার জন্য অহর্নিশি হই জ্বালাতন,
আজি সেই সর্ব্ব জ্বালা, করিব মোচন।

কোথারে ও চর ! কোথা ? আন তরবার—
অস্ত্রে করি প্রায়শ্চিত্ত, পাতকী সংহার !!
কোথারে ও দুত কোথা ? হও অগ্রসার,
প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা সার !!
"প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা" ঘোষে চরাচর.
"প্রতি হিংসা" গর্জ্জে ঘন ধরণী অম্বর।
"প্রতি হিংসা প্রতি হিংসা" ধ্বনিছে পবন,
"প্রতি হিংসা" কল কণ্ঠে গাহে পক্ষীগণ।
"প্রতি হিংসা" চতুর্দ্দিকে ঘোর ঘন নাদ.
বিশ্ব চরাচর যুড়ি, প্রতি হিংসা বাদ।
প্রতি হিংসা পরায়ণ আজি সে অরুণ,
প্রতি হিংসা ভরে আজ, স্বভাব দারুণ।
হৃদয়ে জাগিল ঘোর, প্রতি হিংসা ভাব,
প্রতি হিংসা স্বপ্রভাবে বাড়িল প্রলাপ।
ভীষণ উন্মত্ত বেশ, উন্মাদ ভীষণ !!
দেশান্তরে প্রধাবিত, ক্রোধোন্মত্ত মন !

কথকদিন পর প্রতিহিংসার ভাব তীরোহিত, এবং যুবরাজের মনে সন্দেহ মূলে ভালবাসার বিকৃত ফল।

অসহ্য প্রাণের ব্যথা, দারুণ সাজ্যাতি কথা
আমি যারে বাসি ভাল, সে আমারে বাসেনা !
ভাল না বাসিল ভাল, তবু সেতেম চিরকাল
হায়, হায়, একি ! তার, পর সঙ্গে আসনা !!
আমি যারে বাসি ভাল, সে আমায় বাসেনা !!
ধরণি ! বিদীর্ণ হয়ে, ও পৃথিবি ! যারে পুঁড়ে
কোন্ প্রাণে সব ওরে ! একলঙ্ক ভাবণা ?
মনে বলে বিষ খাই, দণ্ডেকে মরিয়ে যাই,
জীবনের সাধ নাই, বাচিবার বাসনা।
আমার আরাধ্যা দেবী, আমি যারে সদা সেবি
অন্যেরে সে করে সেবা, এ দুঃখ তো সহেনা।
আমার সাধের ধন, অন্যে করে আকিঞ্চন
ছিছিছি ধিক্ ! এজীবন, ক্রোধে ধৈর্য্য রহে না।
ক্রোধ লজ্জা অভিমান, ছিছি !! একি অপমান !
আমি হেরি যে বয়ান, অন্যে হেরে তাহা রে !
আমার গোপন নিধি, বিরলে গ'ড়েছে বিধি
তস্করে হরে সে নিধি, প্রাণ ফাটে আহা রে !!
ফাটে প্রাণ ! কান্দে প্রাণ !! অসহ্য যাতনা বাণ !!
হৃদি কাটি খান্ খান্, কব দুঃখ কাহারে ?

যার জন্য প্রাণ গেল, সে জন পরের হৈল
পরে তারে পৈড়ে পে'লো, আমি ঢুরি যাহারে!
হারে বিধি-বাম-যোগ, দারুণ কর্ম্মের ভোগ
আমি মরি হেইটে খেইটে, লাভ করে পরে রে!
গৃহস্থ খাটিয়ে মরে, ফকিরের বোচ্‌কা ভরে
সাধু থাকে উপবাসী, মজা লোটে চোরে রে!
আমার কপালে দুখ, পরের অপার সুখ;
খাটিলে মজুরি নাই বক্তে মোর বাটারে
চতুরে সারিছে মজা, অভাগা কপালে সাজা
সিন্নানে কাঠাল খায়, বোবা-মুখে আঠারে!
এ দুঃখ বা কব কায়, পাকা আঁম কাকে খায়
কুকিলা কুহরি মরে, নিদাঘ দহনে রে।
সুধা সুরগণ যোগ্য, তা হ'ল চকোর ভুগ্য
কুরঙ্গ কান্দিয়ে মরে, বিজন গহনে রে!
কি বিচার বিধাতার! কারতা বা হ'লো কার?!
কার ধন কেবা করে, বিনা ভাগে ভোগ রে!
মালীর যত্নের ফুল, মধু লোটে অলিকুল
আমার বুদ্ধির ভুল, বিধি-বাম-যোগ রে।
কর্ম্মে মোর ভোগ সার, বুদ্ধির বিভ্রম আর,
কাচেতে কাঞ্চন ভ্রম, ভাগ্য দোষে ঘটিল।
আমি মূঢ় হত জ্ঞানী, দেবী ভ্রমে পিচাশিনী
প্রাণ দানে সেবিলাম, কলঙ্ক সে রটিল।

মৈলেম্‌না কে? প্রাণ না গেল? জীয়ে দুঃখ সৈতে হ'লো
সেখা ভ্রমে পিচাশিনী, এত সাধে পূজিনু?!
দিয়ে প্রাণ দিল না সে, প্রাণ বাঁধল অবশেষে
দারুন ডাকিনী ফাঁশে, সাধে কেনে মজিনু?
মনে ধসে বিষ খাই, পৃথিবী ছাড়িয়ে যাই
জীবনের সাধ নাই, বাচিবার বাসনা!
অসহ্য প্রাণের ব্যথা! দারুণ সাজ্যাতি কথা!
আমি যারে বাসি ভাল, সে আমারে বাসেনা!!!

ঘোরতর উত্তেজনার পর বিবেক বুদ্ধি ও সুমতি একত্র হইয়া নর নারীরূপে যুবরাজের সম্মুখে উপস্থিত ও তাহাদের আগমনের পর হইতে ভাব পরিবর্ত্তন।

——:•:——

তাহার স্বাধিন মন, আমার যেমন,
আছে তার স্বাধিনতা, আমারি মতন।
তার ইচ্ছা প্রতি মম, কিবা অধিকার?
ভাল না বাসিলে বল, কি আছে আমার?
হায় রে প্রেমের ভাব, কিবা বুদ্ধি নাশা!—
পরেরে করিতে আপ্ত, শুধু অন্ধ আশা।

নিজ মনে ভালবাসি, পর মন চাওয়া,
পরের উপরে করা, আধিপত্য দাওয়া।
পরের মনেরে বুঝা, ঠিক নিজ মত,
পরেরে জানন ঠিক, নিজ অনুগত।
অন্ধ ভালবাসা বিনা, এ নির্ব্বুদ্ধি কাজ,
অন্যেতে না শোভা পায় ; ভাবিতেও লাজ।
মরি কি প্রেমের ধর্ম্ম, আজব কারখানা !
ষোল আনা স্বত্ব তায়, দাবী ষোল আনা।
নাহি তার বাদ ছাট, নাহি বাটওয়ারা,
অপরের স্বত্ব তাতে নাই, বিন্দু পারা।
নিজের দখলি স্বত্বে, পর অধিকার,
বিন্দু পরিমাণে কভু, সহ্য নহে কার।
আমার প্রেমিক জনে, ভালবাসি আমি,
একা আমি হই তার, হৃদয়ের স্বামী।
"একা সে আমার হয়, আমি একা তার"
ভালবাসা চায় সদা, এই অধিকার।
"আমার সে প্রিয় ধনে, অন্যে ভালবাসে"
প্রেম-শাস্ত্রে হেন বিধি, কভু নাহি আসে,
প্রেম-শাস্ত্র মতে নাই, অন্যে অধিকার,
যার যেই প্রিয়ধন, সেই স্বত্ব তার।
তাই আমি তার তরে, এহেন পাগল,
তাই তার প্রতি মম, প্রাধান্য প্রবল।

কিন্তু যদি সে জন না, ভালবাস্‌লো মোরে,
কিবা দোষ দিতে বল, পারি আমি তারে।
বয়স্‌ বুঝিয়া মম, অজ্ঞানতা কাজ,
চুপ্‌ হয়ে থাকা ভাল, সমজিয়া লাজ।
কিন্তু যেই মন আমি, দিছি একবার,
সে মন ফিরাতে সাধ্য, নাহিক আমার।
প্রেম-শাস্ত্র মতে মন, দিলে একবার,
পুনশ্চ ফিরা'তে সাধ্য, নাহি আছে কার?
বিনিময়ে সর্ব্ব বস্তু, মিলে বস্তু আর,
মন দিলে কিন্তু মন, ফিরে পাওয়া ভার।
যদিও বা মিলে কিন্তু, আস্ত মাল দিলে,
ভাঙ্গা হয়ে আসে পুনঃ যোড়ে নাহি মিলে।
ভাঙ্গিলে না যোড় লাগে, হায়রে এমন,
প্রেম রাজ্যে দিবা নিশি, অনন্ত ঘটন।
থাকুক এ ভাঙ্গা মন, আমি লয়ে থাকি,
আমারি এ ভাঙ্গা বুক, যোড়া দিয়ে রাখি।
দিবনারে ঝাঁপ অই, শিশিরের জলে,
ভুলিবনা ভ্রমে আর, চপলা-হিল্লোলে।
হাসিব না আর হায়! সুতরল হাসি,
রে মন! "দুঃখের হাঁসি" আর ভালবাসি!
যে'ওনা পরের হাতে, দিওনারে ধরা,
আত্মলুকী হয়ে থাক—জিতে প্রাণে মরা।

কাজ কি নিকুঞ্জ আশে, স্নিগ্ধ সমীরণে ?
"জলদে" বলিয়ে ডাক, আকাশের পানে।
অনন্ত আকাশে মরি ! অনন্ত করুণা,
অনন্তই সার ওরে ! অনন্ত বাসনা।
অনন্ত নহেরে শুধু, শুধু ফক্কিকার,
অনন্ত সঙ্গের সাথী, ভরসা আমার !
যখন না রবে বিশ্ব, সৃষ্টি, স্থিতি লয়,
যখন না আশা, প্রেমে, মাতিবে হৃদয়,
যখন রে সঙ্গ-সাথী হবে অন্তর্দ্ধান,
তখন অনন্ত-কোলে সুখে দিব প্রাণ !
সুখে দিব প্রাণ ওরে, শু'য়ে রব সুখে,
কাঁদিবনা আরো হায় ! আশাময় দুঃখে,
কাঁদিবনা আরো হায় ! সে জনার হয়ে,
মুহুর্মুহুঃ চাই যারে, প্রাণ বিনিময়ে।
মুহুর্মুহুঃ চাই যারে ;—কেন তারে চাই ?
হায় হায় ওরে আশা ! আর কাজ নাই।
কাজ নাই অতি আশে, "অতিতে" গরল,
"আশায়ে আশায়ে" শেষে, নিরাশা কেবল।
দেখ্‌রে জগত জুড়ি, দেখ্ রাত দিন,
"অতিশয় বাড়াবাড়ি" পতনের চিন্‌।
"অতিশয় ভালবাসা" কাঁদনের ঘর,
আপনি হইয়ে হারা, হ'তে হয় পর।

"আপনাকে হারা হওয়া" তাকে বলি প্রেম,
উত্তমে উত্তম সেই—সোহাগাতে হেম।
হেম নহে সীসা কভু—হেমের হল্‌করা;
স্বার্থের পীরিতি ভবে, তেজারতি করা।
তেজারতি, ও পীরিতি!—এই তোর কাজ।
"না বিকানু খাটি প্রেম" এই বড় লাজ।
না কিনিনু খাটি প্রেম, না চিনিনু তায়!
সাচ্চা ভ্রমে ঝুটা বাছি লইলাম হায়!
সাচ্চা ভ্রমে ঝুটা বাছি, যদি বা লইনু,
কেন রে ও মন! তারে বিশ্বাস না দিনু?
না দিনু পরাণ কেন, তাহারে সপিয়ে?
কেন রে না গেনু কেন, তাহাতে মিশিয়ে?
কেন রে হইয়ে তার, কেন বা না হনু।
দিয়ে মন দিয়ে কেন, আবার না দিনু?
দিয়ে পুনঃ দেয় না যে, সেত বড় দায়!
না দেওয়াই একিবারে, শত ভাল তায়।
না দেওয়াই একিবারে, ভাল তার চেয়ে।
বিশ্বাস ঘাতক সেই, দেয় না যে দিয়ে।
"মনের ব্যবসা" তাহে বিষম কঠিন!
লওয়া দেওয়া লয়ে ভয়! ভয়! রাত দিন!
হায় হায়! ভয়ে প্রাণ, কাঁপে থর থর,
"মনের বানিজ্য" করা একি ভয়ঙ্কর!

দিলে আর পাওয়া নাই,---যদিও বা মিলে।
কিন্তু ভাঙ্গা হয়ে আসে আস্ত মাল দিলে।
সে ভাঙ্গা বিষম দাগ মর্ম্মে জ্বরা হল,
লাভ করা দূরে থা'ক, যায় লাভে মূল।

আসলে বিনাশ ভরা, শুধু ডিঙ্গা ভাসে।
অকূল ভবের নীরে, ঝটকা বাতাসে।
ঝট্‌কায় ঝট্‌কায় ছোটে, কম্প থর থরে!
কাণ্ডারী বিহীন তরী, পড়ে রে পাথারে!
পড়ে উঠে উঠে পড়ে, ডগমগ করে,
বিষম ঘূর্ণিত পাকে গম্ভীরে রে ঘোরে!
ঘোরে পাক তর তর, ঘোরে রে অতল!
আসমুদ্র গিরি ঘোরে, ঘোরে নভোঃস্থল!
ঘুরিছে প্রচণ্ড বেগে, জীবনের পাল,
ফুরাইল আশা-ডোর, ছেড়ে দিনু হা'ল!!
ছেড়ে দিনু হা'ল ধরি, কাজ কিরে মন।
অতল কালের গর্ভে, হোক্ নিমগন;
হোক্ নিমগন হোক্, যাক্ বিসর্জ্জন;
হাসি আমি অট্ট হাসি, ফাটুক গগন।
কিন্তু না হাসিব ওরে! শু তরল হাসি;
রে মন! "দুঃখের হাসি" আর ভালবাসি।
আয় মন! চলি ওরে, আয় আয় ধেয়ে!
হাসিরে কঠোর হাসি, দগ্ধ দগ্ধ হয়ে!

দগ্ধ না হইলে মন! সাধনা না হবে,
প্রেমের সাধনা শুধু "দগ্ধ হওয়া" ভবে ॥
দহিবে যে যতদূর, তত পাবে সেই,
অপূর্ব্ব বিধির লীলা! লীলা তার এই।
কেরে বলে প্রেম নহে, নিজে পোড়া-প্রাণ ?
বলুক যে আত্ম হারা, বিমূঢ় পাষাণ ?
কেরে বলে প্রেম ভবে, সুখের নিদান ?
হায় হায়! মরুক সে—অধম অজ্ঞান।
মরুক সে, না মরিয়ে, যদি করে বাদ,
করুক পীরিতি ভবে, দেখুক কি স্বাদ।
করুক পীরিতি ভবে, যে করিতে চায়;
কিন্তু যেন নাহি চিনে, প্রণয়ী তাহায়।
কিন্তু যেন প্রণয়ী না পারে চিনিবারে,
কভু যেন ঋণ ডোরে, বাঁধিতে না পারে।
ভ্রমেও না করে যেন কভু উপকার,
করুক প্রণয়ী ভবে, শত্রু-ব্যবহার!
রে মন! না পার যদি, করিতে বহন,
প্রেম হ'তে হয় যেই, উল্কা বরিষণ।
রে মন! না পার যদি, করিতে ধারণ,
প্রেম হতে হয় যেই, বজ্রের পতন।
রে মন! না পার যদি, মরিয়া বাঁচিতে,
অথবা বাঁচিয়া ভবে, মরিয়া থাকিতে।

তা হ'লে বৃথারে তুই, বৃথারে জীবন,
প্রেম ত নহেরে ধূলা, খেলার মতন।
খেলিনু প্রেমের খেলা, কিন্তু রৈল শেষ,
প্রাণ দিয়ে খেলা যেই, সেই তো "বিশেষ"।
প্রাণ দানে প্রেম খেলা, খেলিব এবার,
প্রাণ দান বিনা নাই, প্রেমের উদ্ধার।
প্রাণের শোনিতে দিব, এ যজ্ঞে তর্পণ,
প্রাণ দানে করিব এ লীলা সমাপণ !!
যাউক যাউক প্রাণ, কত সব আর ?
সেই দেশে যাব প্রিয়া, যে দেশে আমার।

প্রেমের বিজাতিয় ধর্ম্মানুসারে আত্মবলি নিমিত্ত যুবরাজের তাতার দেশে গমন, ও তথায় প্রাণ ত্যাগের উদ্যোগ।

—:০:—

কেনবা ত্যজিনু আমি আপনার দেশ
এত জ্বালা, এত ঘৃণা, সহি পর দেশ ?
কেনবা ত্যজিনু আমি, দারা সুত ভাই ?
দরদের মা বাপেরে কেনই কান্দাই ?
কিন্তুরে যাহার তরে মরি আমি হায় !
মোর প্রতি সেত ফিরে, ক্ষণনা তাকায়,

আহা! এ মরম দুঃখ কারে আর কই?
পাষাণ চাপিয়ে বুকে, মরি যেন রই।
সবার মরণ আছে, মোর মৃত্যু নাই।
অসহ দারুণ দাহ সয়ে বাচি তাই।
কৈ সে, কোথায় মোর অনুগতা নারী?
এদশা হয়েছে শুধু অভিশাপে তারি।
সঁপিল জীবন মোরে, দিল সে পরাণ,
পরাণ দিতে সে বিন্দু, নাভাবিল আন।
নাভাবিল নাচিন্তিল নাবুঝিল পর,
সাধিল করিতে শুধু প্রাণের দোসর।
মন দিল ধন দিল, দেহ দিল দান,
আপনা পাশরি মোরে সঁপিল পরাণ।
কিন্তু রে অভাগা আমি কোন্ দোষে তায়,
এমন গুণের ধনে ত্যজিলাম হায়!!
কান্দিয়ে সাধিল শেষে দুচরণ ধরি,
তবু হায়! আসিলাম তারে পরি হরি।
আজিরে নাজানি দশা কি হয়েছে তার!
অবশ্য দিয়েছে প্রাণ বিরহে আমার।
অবশ্য দিয়েছে প্রাণ নাহি তাহে ভুল
কে আছে নিঠুর হেন মম সমতুল।
আমার সমান পাপী ধরাতলে নাই।
কোন্ দোষে ত্যজি তারে, ভাবি এবে তাই।

কোন্ দোষে ত্যজিলাম হেন সতী নারী,
কোন্ দোষে ত্যজি পুত্রে বুঝিতে নাপারি।
হারে পুত্র বাছাধন! আয় কোলে লই।
না র'ল বংশের বাতি আর তোরে বই।
না রল বংশের বাতি কি আর যতন?
কর্ম্মদোষে হারা'লাম অমূল্য রতন!
হায় পুত্র, বাছা মোর! দেরে দরশন,
দে'খে লই শেষ দেখা জন্মের মতন।
দে'খে লই শেষ দেখা, নাডাকিব আর!
ভাগ্যে যদি থাকে দেখা পরকালে সার।
হারে কন্যে নবসুতে! ননির পুতুল!
দুঃখের পাথারে তোর নাহি দেখি কূল।
জ'ন্মে না মরিলি কেনে, সব হতো শেষ!
বাচিয়ে সহিবি তুই আর কত ক্লেশ?
কে জোগাবে বল তোর, অশন বসন।
কেবা মুখ পানে চেয়ে মুছাবে বদন।
জন্মের মতন আমি, এই চ'লে যাই,
জন্মের মতন মাগো! দেখা পাবে নাই।
শুনেছি লোকের মুখে, জন্ম-বার্ত্তা তোর
দেখিবার ভাগ্য কিন্তু না ঘটিল মোর।
জন্মের মতন বাছা! দেখিবিনা তুই।
জন্মের মতন আজ ধরাসনে শুই।

হায় বৎস ! কোথা আজ, ভ্রাতার নন্দন !
কোথা বৎস ! আয় তোর, দেখি ওবদন !
কোথা রে রহিলি বাছা ! অভাগীর পুত।
চির জনমের দুখী, পিতৃহীন সুত !
কর্ম্মে কি আছিল লেখা, এই তোর শেষ,
না পাবি আমার দেখা, মরিব বিদেশ।
হায় হৃদি ফেটে যায়, বিষাদের ভরে !
রে বাছা ! সুপিয়ে যাই কারকাছে তোরে।
কার কাছে থুয়ে যাই, কার কাছে দেই।
এঘোর সংসারে তোর, কেহতরে নেই।
কে আছে আপন আর, কে আছে এমন,
দুঃখের সময়ে তোর, চুম্বিবে বদন।
আহা মরি ওরে পুত ! গুণনিধি ধন !
কোন্ দোষে ছাড়ি তোরে জন্মের মতন।
কোন্ দোষে ত্যজিলাম সোণার সংসার
রে বাছা ! প্রবোধি মায়ে ক'য়ো সমাচার
ক'য়ো রে মায়ের কাছে, পুত্রধন তার
জন্মের মতন গেল, ফিরিবেনা আর।
জন্মের মতন গেল জগতের অরি,
জুরাকু সবার মন, দ্বেষ পরিহরি !
জুরাকু সবারি মন, মরণে আমার
ক'য়ো বাছা ! সবেরে সে শেষ সমাচার।

আমার মরণে সুখী হবে বিশ্বজন,
সুখেতে ঘুমাবে শুয়ে. প্রফুল্ল বদন
আজিরে ঘুচিবে শেষ কণ্টক সবার।
সবাই হইবে শান্ত মরণে আমার
ঘুচিবে চক্ষের শেল, হৃদয়ের ভার
না জানি কি মহা শত্রু আমি সবাকার।
হায় রে! নাজানি কিবা আমি করিলাম
ভবের দারুন বৈরি আমি হইলাম।
আমিই হইনু একা জগতের অরি
আমি মইলে ঘুচে যায়, সকলের বৈরী।
নাজানি কর্ম্মের লেখা, কিবা মোর দোষ
যারে ভালবাসি সেই, ভাবে অসন্তোষ।
যারে ভাল বাসি আমি সেই মোর অরি
যার করি উপকার সেই হয় বৈরী।
যার লাগি কান্দি আমি, সে কান্দায় মোরে;
আমি মরি মহা দুঃখে, সেত সুখ ভোরে।
আহারে ললাট.লিপি! কারে কবো আর?
সেই মন্দ করে আমি ভাল করি যার।
আজিরে হইবে শান্ত প্রাণ সবাকার,
কেবলি কান্দিবে শুধু জননী আমার।
হায় মাগো কোথা তুই! জন্মের দুঃখিনী
জন্ম শেষ দাও আজি ও চরণ খানি।

দে'খে নই প্রাণ ভরি, ধরি শেস বুকে.
সবে সুখী কিন্তু মাগো ! তুই রবি দুঃখে।
বিষম দুঃখিনী তুই, নাই সমতুল
দুঃখের পাথারে মাগো ! নাহি দেখি কূল
না মানি তোমার কথা, নাহি শুনি বাণী
হায় রে ! হইল আজ. শেষ এই খানি।
না মানি কাহারো মানা, হইয়ে উদাসী
ঘরের বাহির হনু সাজিয়ে সন্ন্যাসী।
কিন্তু রে কোথায় মোর সে বাঞ্ছিত ধন,
জন্মে না হইল আর. বাসনা পূরণ।
মিটিলনা মনোসাধ, পূরিল না আশ,
দারুণ প্রেমের দায়ে, হল সর্ব্বনাশ।

দারুন প্রেমের দায়, হৃদি ফেটে যায়।
যার জন্য মরি সেত ফিরে না তাকায়।
যার জন্য মরি সে না, চাহে মোর পানে ;
প্রাণ ত্যজি আজি উহুঃ সেই অভিমানে !!

সেই দুঃখে সেই তাপে মরি আজ হায় !
কার সাধ্য সে দারুন অনল নিভায়।

প্রাণ পরিত্যাগ জন্য একান্ত কৃত
সংকল্পান্বিত হইয়া।

যার জন্য মরি, সেনা চাহে মোর পানে !
প্রাণ ত্যজি আজি হায় ! সেই অভিমানে !

সেই দুঃখে সেই তাপে, মরি আজ হায়!
কার সাধ্য সে দারুণ অনল নিভায়?
কি আছে জগতে যায়, যাবে সেই জ্বালা?
হৃদি হ'ল ভস্ম ছাই! হাড় হল কালা!!
সহিতে না পারি আর, দারুণ দহন!
মৃত্যু পরে যদি মোরে দেখে কোন জন;
দেখিবে হৃদয় খানি জলন্ত অঙ্গার;
খণ্ড খণ্ড এক লক্ষ ছিদ্র মধ্যে তার।
প্রত্যেক ছিদ্রেতে খেলে, অনলের শিখা,
প্রত্যেক শিখাতে পাবে, তার নাম লিখা।
জ্বলন্ত অক্ষরে লিখা, প্রতি লোম কূপে;
প্রতি লোম কূপ জ্বলে, নরকের রূপে।
সহস্র নরক জ্বলে, হৃদয়ের মাঝ,
তার দাহে দগ্ধ হল, দেবতা সমাজ।
সূর্য্য সোম দগ্ধ হল, সে দারুণ তায়,
লক্ষ লক্ষ ধূমকেতু, নিশ্বাসে ছড়ায়।
দেখিবে মৃত্যুর পরে, সমাধি আমার,
ফাটিয়া চৌচির হবে, বিরহে তাহার!!
পুড়িয়া হইবে ভস্ম অঙ্গের কাফন,
উপরেতে ভস্ম হবে তরু লতা গণ!
কাঁপিবে ধরণী খানি ভুকম্পন ছলে
উজানে সমুদ্র জল বহিবে উছলে।

আকাশে উঠিবে মোর, পরিতাপ ধ্বনি
বিরহ-বারতা তার ঘুষিবে অশনি।

হায় হায় দীননাথ! সৈতে আরো নারি
দয়া করি দিয়ে লও, ভব-সিন্ধু পারি।
দাও নাথ? সে অধমে বিন্দু কৃপা ধন
আমার মতন যার, দগ্ধ হয় মন।
দাও নাথ কৃপা কর, হ'য়োনা কৃপণ
হায় হায়! কোথা গেলে পতিত পাবন?
হায় হায়, হে দয়াল! কোথাহে এখন?
দাও মোরে, দাও দেব! অনন্ত জীবন।
দাও মোরে দেখাইয়ে মুকতির পথ,
ভকতি বিহীন আমি, পূর মনোরথ।
আর ত পারিনা আমি, বহিতে জীবন
জীবনের ভার মোর, অসহ্য এখন,
জীবনের ভার মোর, হায় ভয়ঙ্কর!—
হায় হায়! নাজানি কি প্রাণের ভিতর!!
যা থাকুক হবে তাই, এই দেহ প্রাণ,
তোমারি হে কর নাথ! যা তব বিধান।
যা বিধান কর তাই, এই দেখ মরি।
এই মারিলাম ছোরা, তব নাম স্মরি।

বলিতে২ চক্ষু মুদ্রিত করন, এবং বক্ষ প্রসারণ পূর্ব্বক হঠাৎ সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তলন।

অরুণ ভাতির মিলনের পর উষাদেবীর বিবেক ভাব ও মর্ম্মভেদী আক্ষেপ।

বিষাদ সঙ্গীত।

(কবির সুর) *

চিতেন।

দারুণ মরমের ব্যথা ! সে কথা কায় কব না ;
বাসি ভাল, বাস্‌বো ভাল, কারে জান্তে দিবনা !!
দারুণ মরমের ব্যথা—সে কথা কায় কবনা !
প্রাণ যাকু, যাকু সে প্রাণ, তবু থাক্‌ মোর অভিমান
পাষাণে বেন্ধেছি প্রাণ, চক্ষের দেখা দিবনা !!

---

* কবি গানের নাম শুনিলেই অনেকের মনে একটা অভক্তির উদয় হয়। কিন্তু যাঁহাদের ঐ রূপ হয় তাঁহারা জানেন না যে, "কবির গান" নাম ধেয় বিষয়টী কি ? সাহিত্যে কি ? আর সঙ্গীত জিনিষটাই বা কি ? সংক্ষেপ কথায় বক্তব্য এই যে, কবিতা এবং কাব্য হচ্ছে সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধান অঙ্গ ; আবার গান বা সঙ্গীত হচ্ছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গের প্রধান অঙ্গ। যেমন জীব দেহের মধ্যে শিরোদেশ এবং বক্ষস্থল শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, আবার সেই শিরোদেশ ও বক্ষস্থলের মধ্যে চক্ষু কর্ণ নাশিকা জিহ্বা এবং হৃদপিণ্ড।

গদ্যের শত পৃষ্ঠাতে যে ভাব প্রকাশিত হওয়া দুষ্কর, প্রকৃত কবিতার দশটী ছত্রে সে ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। আবার সাধারণ কবিতার ভাষার দশটী ছত্রে যে ভাব প্রকটির ও ব্যক্ত হইতে

অন্তরা।

ধন্য ধন্য ! ধন্য অভিমান ! মানীর মান,—প্রাণ,
মানীর জীবন, ধন ধান, তাতো ছাড়্‌তে পার্ব্বোনা।

খাদ।

প্রাণ যাকু, যাকু সে প্রাণ, ভাল বাসতে
তায় তো ডাক্‌বো না।—
দারুণ মরমের ব্যথা !—সে ব্যথা কায় কব না !!
বাসি ভাল, বাসবো ভাল, কারে জান্তো দিবনা !

কোল খাদ।

লুকায়ে ভাসিব ভাল, তার হৃদয়ে চিরকাল,
জানি আমি, জানি ভাল, সে আমার তো হবে না !!!

মিল।

প্রাণ যাকু, যাকু এ প্রাণ, চক্ষের দেখা দিব না !!

ব্যাপারে, সঙ্গীত রূপ কবিতার একটী মাত্র সুর ও অতিঅল্প ভাষাতেই সে ভাব অতি পরিষ্কার রূপে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ঐরূপ সরল পরিষ্কার ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাবুকগণ সর্ব্বদাই লালায়িত। খাটি ভাব কি প্রকারে প্রকাশ করিতে হয় তাঁহারা তাহার উপায় অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বদা চিন্তামগ্ন থাকেন। সাহিত্য জগতে যাঁহারা পণ্ডিত, বিশারদ; এবং ভাবের রাজ্যে যাঁহারা মহা ধনুর্দ্ধর বটেন, তাঁহারা জানেন যে, কবির গানে অর্থাৎ কবির সুরে যে প্রকার পরিষ্কার খাটি ভাব প্রকাশ করা যায়, এবং ভাব গুলি যে প্রকার জমাট বান্ধিয়া দিব্যি পরিস্ফুট হইয়া ওঠে, অন্য প্রনালীর গান বা কবিতায় ততদূর পরিষ্কার ও পরিস্ফুট হইয়া খাটি

ঝমুর।

সাধ ছিল মোর চিরকালো, (তারে) একাই আমি
বাস্‌বো ভাল, বিধি সে'থে বৈরী হলো.
আমার সাধের গুড়ে পৈলো বালি!
সাদা মনে, পড়্‌লো বাঁধা, হৃদে ধর্‌লো মর্শ্মের কালি;
আমার সাধের গুড়ে পৈলো বালি!!

[ঐ সঙ্গীত।]

বিভাস, তাল আড়া।

সুখের আশে, ভবে এ'সে, জন্ম গেল দুখে দুখে!!—
দিনের দিন, দুখ হয়ে প্রবীন,
দুখের অধীন. ক'রেছে আমাকে!!
সুখের আশে, ভবে এ'সে, জন্ম গেল দুখে দুখে!! (১)
মাতৃ গর্ভে স্থিতি যখন, নিরদে ক্ষিরোদ বরণ,
কঠোর যন্ত্রণায় তখন, ছিলাম ঊর্দ্ধপদ, অধঃমুখে।
অবতীর্ণ হৈতে ধরায়. কঠোর জঠর যন্ত্রনায়. শয্যা কণ্টক
হয়ে হৃদয়, কত করুণা কৈরেছি মুখে!!
সুখের আশে———
শৈশব কাল হৈতে হরণ, বারবানন চিন্তার দহন,
রাবণের চিতার মতন. প্রজ্জ্বলিত সদাই বুকে!!

সরল মধুর ভাব দাঁড়ায় না। তাই আমাদের নিকট কবির সুর বিশেষ আদরনীয়। ভাবের কথা. প্রেমের কথা আর মর্শ্মের কথা, এ গুলি কবির গানেই বড় মধুর ভাব ধারণ করে।

মহা চিন্তা কালানলে, সর্ব্বস্ব গেল রে জ্বলে !
প্রাণ্-পতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, অই আসন্ন অগ্নির মুখে !!
সুখের আশে, ভবে এ'সে আমার জন্ম গেল
দুখে দুখে !!

ভাতার অন্তঃপুরী হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে যুবরাজ
অরুণের প্রাসাদ সান্নকটে অতি গোপন ভাবে
রাজবধু উষাদেবীর গমন এবং অরুণের
উদ্দেশ্যে স্বগতঃ বক্তব্য।

সঙ্গীত।

(কবির সুর ।

চিতেন।

জাগ, জাগ ! চেতন হ'য়ে দেখ ! দেখ !!
পরমায়ু-সুখের নিশি যায় !——

অন্তরা !

দেহ কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে, ইন্দ্রিয় ময় ভ্রমর গুঞ্জরে,
হয়ে দুঃসাহঃ ; শমন-কুকিল করে "কুহ কুহ"—
হে'রে কুগ্রহ।

"কবির সুর" জাতিয় সাহিত্যের একটী উচ্চ প্রতিধ্বনি স্বরূপ, অবহেলা ও অযত্নে উহা ধ্বংশ করা শ্রেয় নহে। সাহিত্য সংসারের প্রবীন পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

আপান অপান তামির নাশী, বিভিন্ন বেশ পূর্ণমাসী, কফ রাহু-ভাস্কর তেজঃসী, আসি গ্রাসিবে রে প্রাণ! না তোমায়?

জাগ জাগ! চেতন হয়ে দেখ, দেখ!
পরমায়ু-সুখের নিশি যায়!!

খাদ।

উঠ উঠ, উঠরে প্রাণ! নাই সুখের সময়। ছয়টা ঐহিক সুখের শুক শারী, ঐহিকের সুখ পরিহরি, বিমুখ হয়েছে! (ওহে প্রাণ নাথ! প্রাণ নাথ!!) সুখে বিমুখ হয়েছে!!

ভোর হয়েছে সুখের নিশি, অস্ত গিছে সুখের শশি, ঘিরে নিছে দুখ-তামসী; হয়ে বাসি, সুখের কুমুদ মুদিত হয়েছে।

আর কি আছে আমার, সুখের প্রমোদ! ভে'ঙ্গে গিছে সুখের আমোদ! সুখ-সরসে হৃদয়-কুমুদ, শুকায়ে মুদিত হয়েছে!!——

জাগ জাগ! চেতন হয়ে দেখ দেখ!
পরমায়ু-সুখের নিশি যায়!!——

মোহরা।

পরমায়ু নিশির সঙ্গে, রঙ্গেতে প্রাণ রও; কুসুম কুঞ্জেতে, দেহ কুসুম কুঞ্জেতে, সুখ শয্যাতে, মোহ নিদ্রা যাও।

প্রাণ নাথ! ওহে প্রাণ নাথ! অভাগিনী আজি ডাকে, চক্ষু মে'লে চাও!——

ফুকার।

ঐহিক সুখের আশা, বাসা নাশী, আছে কি পোহাইলো নিশি. দিশে নাই প্রাণ! তোর; ওহে প্রাণ নাথ! ওহে প্রাণ নাথ!! সুখের নিশাতে বিভোর!

সুখের স্বপনে পেয়ে রাজত্ব, রাজ সুখ ভোগে জরিভূত. ঠিক ভেবেছ প্রাণ কত. সুখের যামিনী হবে না ভোর?

ওহে প্রাণ নাথ! ওহে প্রাণ নাথ!! সুখের নিশাতে কি এতই বিভোর??

মিল।

সুখ বিলাসী সুখের নিশি. করেছে যাত্রা; অগ্রে তোমায় দিতে বার্ত্তা. বিমতি প্রভাতি উদয়!

জাগ ২! চেতন হ'য়ে দেখ ২! পরমায়ু সুখের নিশি যায়!!——

ঝুমুর।

প্রভাত হলে সুখের নিশি. কোথায় রবে সুখের শয্যা, ভার্য্যা সুখ বিলাসী?

অন্ত হ'লে সুখের সম্পদ. লুকায়ে যাবে আমোদ প্রমোদ. শেষে হবে সন্ন্যাসী;

সুখের কোমল গাত্র. সুখ সুচিত্র, হবে চিতা-ভস্ম-রাশি!!

নাথ! ওহে প্রাণ নাথ! (তখন) কোথায় রবে সুখের শয্যা, ভার্য্যা, সুখ বিলাসী??

পর অন্তরা।

নিদ্রা ভেঙ্গে অপাঙ্গেতে কৈরে দেখ ধ্যান। সুখের সঙ্গী সব, সৌরভ আর গৌরব, বৈভব, লুকালো সব, দুখ দে'খে বিমনে।

পর ফুকার।

তোমার্ কাল্ হয়েছে কাল নিশি, সুখের কালা কাল বিনাশি, হয়ে যায় অস্ত, ওহে প্রাণ নাথ! (প্রাণ নাথ!) ক্রমে কালে হর্বে সমস্ত; (সমস্ত!)

এক দিন ভাব্লিনারে বরণ কাল, হলো রে সুখ হরণ কাল, শিয়রেতে বৈশে কাল, কোন্ দিন্ হবি কাল্-রাহু গ্রস্থ!

চেয়ে দেখ, দেখ! প্রাণ নাথ! তোমার সুখের শশি হয়ে যায় অস্ত!!——

পর চিতেন।

উঠ উঠ! উঠরে প্রাণ! চক্ষু মেইলে চাও, জন্মের তরে, বিদায় হইরে, শেষের বিদায় দাও!!

আর্ আস্‌বেনা অভাগিনী, আর্ ডাক্‌বে না এ পাপিনা, কান্দ্‌বেনা আর্ এ দুখিনী, জন্মের শোধ ও চরণ দাও।

উঠ উঠ, ওঠরে প্রাণ। চক্ষু মেইলে চাও।

মিল।

জন্ম ভূমে, মায়া ঘুমে, হ'য়ে আছ ভোর ; সম্মুখে
নিদান দে'খে ঘোর, হামিদ্ খাউর কেন্দে গায় !
ভর্সা কেবল্ দিন-কাণ্ডারা, দীনের কান্না নবীর পায় !

উষাদেবীর তাতার রাজ পুরী হইতে নিশিথ কালে
একাকী বহির্গমন ও নদী-তীর-দেশে
উপবেশন পূর্ব্বক

গভীর প্রার্থনা। *

পাপ তাপ দুখ হারী প্রভু হে !
——পাপ তাপ দুঃখ হারি !!
বিশ্বের কারণ, মহিমা প্রবর্ত্তন (২)
কহ কত সব পিতঃ ! আমি হে তুহারি,
——পিতঃ ! আমি হে তুহারি !!

---

* এই উষাদেবীর প্রার্থনাটী এবং অতঃপর অরুণ দেবের প্রার্থনা নুতন ধরণের রচিত এবং বঙ্গ সাহিত্যের নুতন ধরণের জিনিষ। নুতন ২ ধরণের রাগ রাগিনী এবং সুর সংযোগে পঠিতব্য। কিন্তু সকল পাঠক পাঠিকা ঠিক রূপে মনের মত মধুর করিয়া পাঠ করিতে, এবং পড়িতে ২ বিগলিত চিত্ত হইতে পারি-বেন কিনা, তাহাই একান্ত সন্দেহ।

তোমারি ভকত, দেখ গো, দেখ তাতঃ! (২)
ভব ঘোর সংসারে শঙ্কটে পড়ি,
প্রভু হে! ভব ঘোব শঙ্কটে পড়ি!
দুস্তরে নিস্তার, কেন গো বার বার (২)
দুখ দাও, দুখিনীরে নয়নে নেহারি;
প্রভু হে! [তুমি] নয়নে নেহারি!
জনন জীবন, তোমারি প্রবর্ত্তন (২)
দুঃখ, শোক, পাপ, তাপ, বিধান তোমারি;
প্রভু হে! বিধান তোমারি!!
তোমারি লিখন, সুখ দুখ ঘটন (২)
দিব দোষ কারে আরো দেখহ বিচারি!
——প্রভু হে! দেখ গো বিচারি!!
তুমিই বাড়াও তুমি পুনঃ ঘাটাও (২)
তুমি নাহি চালাইলে, চলিতে ত নারি!!
প্রভু হে! চলিতে ত নারি!!
আমি ত যন্তিরি, তুমি যন্ত্র বিহারী (২)
তুমি নাহি বাজাইলে, বাজিতে কি পারি?
প্রভু হে! বাজিতে কি পারি?
উঠাও উঠাও, বাসনা মিটাও (২)
জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারী?!
প্রভু হে! কত সব ভারী?!

ভবের ভাবনা ঘুচাও এ যাতনা (২)
কোলে লও কূলে নিয়ে, ভব-কর্ণধারি !
পিতঃ গো ! ভব-ভয় বারি !!
দুস্তরে নিস্তার কেন গো বার বার
দুঃখ দাও দুঃখিনীরে নয়নে নেহারি,
পিতঃ গো ! নয়নে নেহারি !!
উঠাও উঠাও বাসনা মিটাও (২)
জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারি !
প্রভু হে ! কত সব ভারী !
দুখিনী সন্তানে, ভুলিলে গো কেমনে (২)
মাতা ছাড়া পিতা ছাড়া, ভাইয়ে ছাড়া করি,
পিতঃ গো ! (তুমি) পাপ তাপ হারি !
তুমি জান বেদন ! নাহিত আপন !! (২)
কোলে লও কৃপা করি, ভব-ভয় বারি !
পিতঃ গো ! ভব ভয় বারি !!—
তোমারি ভকত দেখ গো, দেখ তাতঃ !
কহ কত সব পিতঃ ! আমি গো তুহারি,
পিতঃ আমি হে তুহারি !!
পাপ তাপ দুঃখ হারী প্রভু হে !
পাপ তাপ দুঃখ হারী !

উঠাও উঠাও. বাসনা মিঠাও (২)
জীবনের জড় বোঝা, কত সব ভারা ?!
পিতঃ গো ! কত সব ভারা ?!
পাপ তাপ দুঃখ হারী প্রভুহে !
পাপ তাপ দুঃখ হারি !!

উষা দেবীর মৃত্যু জন্য প্রস্তুত ও শমনের উদ্দেস্যে।

সঙ্গীত।

(প্রসাদী সুর)

দাঁড়া, দাঁড়া !! দাঁড়া !!——শমন রে। তুই দাঁড়া !!
আর্ বিলম্বে কাজ নাইরে মোর্, আমার্ ভবের
বাণিজ সারা !!
দাঁড়া দাঁড়া !!——শমন্ রে , তুই দাঁড়া !!
আশা কৈরে ভবে এ'লেম্, মাণিক কিন্‌বার আশে ;
আমার সে আশা নিরাশা হ'লো. মূলধন্ গেল নাশে ?
আমি ভবের হাটে সব্ খোয়ালেম্ আপন্ কর্ম্ম দোষে।
আগে যদি জান্তেম্ আমি, এমন কু এ মর্ত্ত ভূমি,
কে ডুব্‌তো তবে পঙ্ক দলে. ছেড়ে ও অমৃত ধারা।
দাঁড়া দাঁড়া ! দাঁড়া !! শমন্ রে, তুই দাঁড়া !!

ভবের সাধ সাঙ্গ এবে, আমার সাধ হয়েছে পূরা!
দাঁড়া! দাঁড়া!! শমন রে তুই দাঁড়া!!

খড় প্রবাহে ঝম্প প্রদানে এবং সন্তরণ করিতে ২

সঙ্গীত।

(কবির সুর)

(চিতেন)

হা'ল ধৈর দীন্‌কাণ্ডারি! আমার্ জীর্ণ তরী,
দেয় যেন্ পারি, ভব-পাথারে।
একে আকুল অকূল বারি, তাহে উঠ্‌লো তুফান
ভারী, ভর্সা কেবল নাম তোমার, ঝাপ্ দিলাম্
হায় সাঁতারে!

আমার্ জীর্ণ তরী, দেয় যেন্ পারি, ভব-পাথারে!!

(অন্তরা)

কাল্ গোয়ালেম্ কালের্ বশে, ছাড়্‌লেম্ ভেলা অব-
শেষে, মহা দুর্য্যোগ অমানিশে, দিসে হারা হলেম্ হায়!

(খাদ)

ডুব্‌লো ডুব্‌লো ডুব্‌লো তরী, কোথায় রলে দীন্
কাণ্ডারি! দীনার দিকে দৃষ্টি কৈরে, তীরে নেও মোর
ভাঙ্গা নায়;

(মিল)

আজ ডুবালেম্ সাধের ভরা, গড়ায় যেন কূল পায় !

(কোল্ খাদ)

মায়ার তরী পাপের ভরা, তরঙ্গ তুফানে সারা ;

ডুব্‌লো ভরা এ কূলে, কূল দাওগো নাথ আমারে !

(মিল)

আমার জীর্ণতরী, দেয় যেন পারি ভব পাথারে !

ডুবিতে ডুবিতে ।

(সঙ্গীত ।)

মালসী, কবির সুর ।

লও, কোলে লও, আজি লও কোলে নাথ !—
কূল দেগো কৃপা কৈরে, করি পদে প্রণিপাত,
লও, কোলে লও, আজি লও কোলে নাথ !!
আজি ঘোর অন্ধকারে, ঝাপ্ দিনু এ পারাবারে,
তুমি সঙ্গী এ পাথারে, তুমি প্রভো ! বাড়াও হাত ।
ডুব দিলাম্ জনমের তরে, কোলে লও দুঃখিনীর তাত !!
দিলাম ডুব জনমের তরে !!——

উষা দেবীর মৃত্যুর পর অরুণ দেবের ঔদাস্য ভাবে এবং সন্ন্যাসীর বেশে নির্জ্জন বনবাসে উষাদেবীর শব সহ গমন পূর্ব্বক গতানুসোচনার সহিত

ঈশ্বরের প্রার্থনা।

নাথ! আমি হে তুহারি, ক্ষম দাসে (২)
সদা পাপ রত. র'নু, পাপ ভাষে।

মন মজিল মজিল, বিষয়-বিষে
গেল কাল গেল, কুট কামিনী বশে!

গেল কাল গেল, পাপ ভার হৃদি! [২]
কত সব আরো, দুঃখ নিরবধি?

কত সব আরো অবিসহ তাপ—— (২)
সংসার শঙ্কটে, সহি ঘোর দাপ!!

কত দিবে দুখ. বল নাথ আর? (২)
কত সব জ্বালা, অন্ত নাহি তার?

নাথ! সহিতে সহিতে. জনমাবধি (২)
সহিনু কতনা? নাহিত অবধি!!

সহিতে সহিতে, সহিব কত? (২)
দহিতে দহিতে, জীবন গত!

কত পাব দুখ, বল নাথ! আরো?
কত সব জ্বালা, অন্ত নাহি তার!

আমি কি নহি গো, নাথ হে! তুহারি? (২)
হর পাপ তাপ, আরো সৈতে নারি॥
হর পাপ তাপ, হর দুঃখ হর (২)
ভব সিন্ধু ঘোরে, ভব ভয়ে তর।
তুমি না তরিলে, কে আর তরিবে? (২)
ভব-ভয়-ভার কে আর হরিবে?
ভব-ভয় ভারে, ব্যথিত হৃদি; (২)
কেবা দেখে দুঃখ, মরম ভেদী?!
তুমি না হেরিলে, কে আর হেরিবে? (২)
তুমি বিনে কেবা, করুণা করিবে?
করুণা করহে, করুণা সাগর। [২]
ভব পারাবারে কর, দীনে পার।
দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু, [২]
দীনে দয়া দানে, তর ভবসিন্ধু।
মন মজিল মজিল, বিষয় বিষে [২]
গেল কাল গেল, কুট কামিনী বশে।
গেল কাল গেল, পাপ ভার হৃদি [২]
কত সব আরো, দুখ নিরবধি?
দীন নাথ তুমি, তুমি দীন বন্ধু
দীনে দয়া দানে, তর ভবসিন্ধু।

তুমি হে আমার, তুমিতো মোর (২)
কেন তা বোঝে না, এমন মূঢ় ?
তুমি হে আপন, তুমি ত আত্ম [২]
তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য।
তুমি প্রাণ বন্ধু, তুমি প্রাণারাম, [২]
মরি সুধা সিন্ধু, তব সুধা নাম ॥
তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে [২]
প্রণতি প্রণতি, তুহারি চরণে।
প্রণতি মিনতি, মিনতি নাথ ! [২]
রাখ গো রাখ গো ! রাখ হে সাথ !
তুমি হে আমার, তুমি তো মোর [২]
কেন তা বোঝে না, এ মন মূঢ় ?
তুমি হে আপন, তুমি ত আত্ম, [২]
তুমি সত্য সখা, তুমিই নিত্য।
তুমি সঙ্গী সাথী, জীবনে মরণে, [২]
প্রণতি প্রণতি, তোমারি চরণে।
প্রণতি মিনতি, মিনতি নাথ !
রাখো গো রাখ গো ! রাখ হে সাথ !!
নাথ ! আমি হে তুহারি, ক্ষম দাসে [২]
সদা পাপ রত, রণু পাপ ভাষে।

যুবরাজ অরুণ দেবের বিজন বাসের
সংবাদ শ্রবণে ভাতি দেবী
হোস্‌নে আফ্‌রোজের

আক্ষেপ।

—(:॰:)—

হায়, কি বিধির ফন্দ, এই ছিল নিরবন্ধ !
এক থুয়ে ঘটিলেক আর !!
বিপদ তরণ হেতু, সিন্ধুতে বান্ধিনু সেতু
ভাঙ্গি সেতু ডুবিনু পাথার !
যাঁচিতে সুধার পান, বিন্ধে হৃদে বিষ-বাণ
পয়ঃ পিতে অশনি পতন !
নিদাঘে ছায়ার আশে, যাপিনু তরুর পাশে
আচম্বিতে ভুজঙ্গ দংশন !!
চন্দ্রমা পাইতে সাধ, আকাশে বাড়ানু হাত
বজ্জর ভাঙ্গিয়ে পড়ে মাথে !
গিরি শৃঙ্গ দৃঢ় জানি, বান্ধিলাম ঘর খানি
সে ঘর পড়িল অধঃপাতে !!
অদৃষ্টের ফের ফার, ভাবি এক হয় আর
হায় রে দৈবের বিড়ম্বনা
মনোবাঞ্ছা বিধাতার, পূর্ণ হ'ল এইবার
সোতে ভাসি সমুদ্রের পানা !

নিষ্ঠুর বিধির ঠাই, ভালর ভালাই নাই
ভাল নাই সুজনে কখন!
চান্দের কলঙ্ক খোঁটা, পদ্মের কণ্টক বোঁটা
ভাটা পায় যুবতী যৌবন!
কোকিলার কাল কায়, রাহুগ্রাস চন্দ্রমায়
সুবর্ণের বহ্নির দহন,
কমল কীটেতে দষ্ট, মৃগ প্রাণ বাণে নষ্ট
দেখি প্রাণে, কষ্ট অসহন!
সুন্দর শিশুর হাসি, ক্রন্দনে যায় সে ভাসি
মইজে যায় বৃক্ষে ঝরি ফুল;
এমন কাঞ্চণ-কায়, সৌরভ নাহিরে তায়
হায়, একি বিধাতার ভুল!!
সকলি অদৃষ্ট-ফের, বুঝিনু বুঝিনু ঢের
ভাবি এক ঘটিলেক আর!
কিবা চক্র বিধাতার, বোঝে লীলা সাধ্য কার?
কেবা জানে ভেদ, কিবা তার?!
কে জানে এমন হবে, কান্দিয়ে গোয়াব ভবে
ভেঙ্গে যাবে সুখের স্বপন!
না হৈতে রজনী ভোর, না ভাঙ্গিতে ঘুম ঘোর
ভাগ্যে হবে মধ্যাহ্ন দহন!
কে জানে কান্দানু যারে, সে ফিরে কান্দাবে মোরে,
ফিরে সে করিবে জ্বালাতন!

সে ফিরে লইবে দাদ, সৈতে হবে বিসম্বাদ
তার কান্না কান্দিব এখন !!
হায় রে সংসার ভূমি ! এমনি কলের তুমি
যেম্নি কর্ম্ম তেম্নি ফল দাও ;
হাতে হাতে বিনিময়, "কান্দালে কান্দতে হয়"
নিজ ফান্দে ছান্দে পর দাও।
বৃথা সে সুখের নিশা, বৃথা সব আশা বাসা
বৃথা মোর ভজন পূজন !
বৃথা হল যত সাধ, সার মাত্র অপবাদ
মনোসাধ হলো না পূরণ !
কেবলি কর্ম্মের ভোগ, লাভ মাত্র পরাভোগ
বহি সুধু কলঙ্কের ডালি,
কলঙ্ক পশারা তুলি, আপনা আপনি ভুলি
কালা মুখ করি ঘোর কালি !
ভাল ছিল বিষ ভকি, কি লাভ জীবন রাখি ?
কেননা মরিনু ডুবি জলে ?
বিজনে বান্ধিয়ে ফাশ, কেননা হইনু নাশ ?
কেন কাতি না হানিনু গলে ?
হারে পরা ফেইটে যাও, অভাগীরে লয়ে যাও
লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !
অসহ্য হইল তাপ, সাগরেতে দিয়ে ঝাপ
অপনিত করিব এ দুখ !!

ছিছি মরি! কোন লাজে, দেখা দিব লোক মাঝে
কোন লাজে দেখাব এ মুখ ?!
আমি মরি যার্ তরে, সেতনা চাহিল ফিরে
মরমে দহিছে দগ্ধ বুক !!
নিঠুরের সঙ্গে ভেট, উচ্চ মাথা হলো হেট
কে কবে আর্ পতি সোহাগিনী ?!
দেশের রমণী যত, সবা কাছে হ'নু নত
কেননা মরিনু অভাগিনী ?!
মরি অন্যে হৈলো ধন্যা, আমি কলঙ্কিনী গণ্যা!
কি পুন্য করিল সেবা জানি ?!
কোন্‌বা পাপের ফলে, এ দুর্দ্দশা এ কপালে ?
সইতে লোক গঞ্জনার বাণী!
হারে ধরা! ফেইটে যাও, অভাগীরে লয়ে যাও
লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ!
অসহ্য হইল তাপ! সাগরেতে দিব ঝাপ!
অপনিত করিব এ দুখ !!
ছিছি মরি, কোন্ লাজে? রহিব লোকের মাঝে
কোন্ মুখে ঘরে রব আর?
বিজনে করিব বাস, এ তনু করিব নাশ
তরুতল করিব রে৹সার।
কি কাজ সংসারে আর? রাজত্বের ভালে ছার!
ছার মোর এ পোড়া কপালে!

ছার্ দেহ ছার প্রাণ, ছার উচ্চ পদ মান
ছার "বিয়া" লেখা ছিল ভালে !!
এখন কোথা সে পতি ? কি হ'ল এ নারী গতি ?
দুর্গতি দুর্দ্দশা শুধু সার !
যেবা ভাল বেইসে ছিল, সেত ছেইড়ে পলাইল
কেবা ভাল বাসিবেক আর ?
যার জন্যে কেঁন্দে মরি, সেই দিল গলে ছুরি
ডাকাতির কিবা আর বাকি ?
ভাই বন্ধু পিতা মাতা, সবারি একই কথা
ভবের সম্বন্ধ শুধু ফাঁকি !!
"অরুণ ভাতিকে ছাড়ে" এ কেবা বিশ্বাস করে
বিশ্বাসের নহে এই কথা !
"অরুণ ভাতিকে ছাড়ে, এ দুঃখ কহিব কারে ?
কাহারে বুঝাব এই ব্যথা ?!
হারে ধরা ! কেইটে যাও, অভাগীরে ল'য়ে যাও
লুকাইয়ে ঢাক কালা মুখ !
অসহ্য হইল তাপ, সাগরেতে দিব ঝাপ
অপনিত করিব এ দুখ !!

ভাতি দেবীর বিলাপ-সঙ্গীত।

(ভাইটালী স্থরে)

মধু মালতীর রাগিনীতে। *

১। আমার কর্ম্মের লেখা বিধির্ বিড়ম্বন !! (২)
ঘর্ খানি বান্ধিলাম্ আমিরে, চাল খানি তার যোড়ে (২)
কপালের দোষে সে ঘর, থাম ভাঙ্গিয়ে পড়েরে
আমার্ কর্ম্মের লেখা. বিধির বিড়ম্বন !! (২)

২। বিজন কণ্টক তুইরে, সাধের মালঞ্চ গৈড়ে (২)
ফুটা'নু স্থখের কলি, কতনা যত্নে রে !
না ফুটিতে ভাল মতে, চেয়ে দেখি আচম্বিতে
কোঁড়কে কেইটেছে কীটে. জ্বর জ্বর করি রে—
আমার কর্ম্মের লেখা বিধির বিড়ম্বন !! (২)

---

* চিতলের পেটি, রুই কাতলার মুড়া, কৈ মদ্গুরের ঝোল, চৈত্র বৈশাখী কচি আমের ডালনা; জ্যৈষ্ঠ আঁষাইড়ে আম দুধ, আর ক্ষীর্ষা, ননী, সর ভাজা, মণ্ডা গজা, রসগোল্লা ইত্যাদি নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং বাছা ২ খাষা দধি প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধুনাতন বাঙ্গালী গণের অনেকে যেমন রোষ্ট কাট্‌লিজের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় কবিতা, স্বদেশীয় সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য, অনাদর ও অবহেলা প্রদর্শণ পূর্ব্বক বিদেশীয় কর্কশ ভাবের অনুরাগী হইয়াও বাঙ্গালী জাতি তেমন নিজের জাতিয়ত্ব, নিজের মাহাত্ম্য স্বচ্ছন্দে

৩। শীতল সলিল আশে, যাইনু সাগর পাশে (২)
পিপাসা যাউক দূরে, অনলে দহিনু রে !
আমার কর্ম্মের লিখা, বিধির বিড়ম্বন !
(আমার বক্ষের লিখা বিধির কুলিখন !!

হারাইতে বসিয়াছেন। ফলতঃ বাঙ্গালীদের মধ্যে সমস্ত বিষয় ভাল না থাকিলেও যে ২ বিষয় কিন্তু ভাল ছিল তাহা বুঝিয়া সমৃ-জিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখাটা তাঁহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য ছিল, এবং মন্দ গুলি বাদ ছাট দিয়া তাহা হইতে খাটি ২ ভাল বিষয় গুলি রক্ষা করিয়া আরও অধিকতর ভাল করিবার চেষ্টাকরা উচিত ছিল। কিন্তু দেশীয় বিষয় মাত্রই সমস্ত গুলি মন্দ বিবেচনা করিয়া মন্দ দশটার সঙ্গে ২ ভাল দশটাও তাঁহারা একিবারে পরিত্যাগ করিয়া "নহংসঃ, ন গজঃ" রূপী "কাক গতি" ভাবের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন।

বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্বের প্রাণের ভিতরের প্রশংসার্হ ও উল্লেখ যোগ্য যে সকল খাটি জিনিষ আছে তম্মধ্যে দেশীয় প্রাচীন সঙ্গীত ও একটী। সেই প্রাচীন ধরণের রাগ রাগিনী এবং ভজন মাল্‌সা বিশেষতঃ কবির ধুয়া ইত্যাদি বিষয় গুলি এমনই সুমধুর ও এমনই চিত্ত বিনোদক মোহিনী শক্তি বিশিষ্ট যে, ভাষায় তাহা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সাদা সিধে সরল ভাবের গ্রাম্য সঙ্গীত গুলিই "জাতিয় ভাষার প্রাণ" এবং প্রাচীন ধরণের রাগ রাগিনী গুলিই এদেশীয় "জাতিয় ভাবের প্রতিধ্বনি !"

মাননীয় পাঠক ! আপনি উপরের লিখিত নগণ্য অতি তুচ্ছ গানটী দেখিয়া এবং তাহার ভাইটালী সুরের কথা শুনিয়া

৪। বিধি বাম ভাগ্যে যারে, অন্যে কি করিবে তারে ?
বিধির-বিধান-লিপি, নহেত খণ্ডন রে !!
আমার কর্ম্মের লিখা বিধির বিড়ম্বন !!

তাচ্ছিল্য বা ঘৃণার সহিত নাশিকা কুঞ্চিৎ করিবেন না। বিষয় মাত্রেই তুচ্ছ করিতে হয় না, তলাইয়া দেখিতে শুনিতে এবং ভালমত বুঝিতে হয়, সেই প্রকার তলাইয়া বুঝাই হয়েছে জ্ঞানীর কর্ম্ম। যাহাহউক সন্তাপিত প্রিয় পাঠক! আপনি একবার অসহ্য বিষাদ জর্জ্জরিত, অশেষ দুঃখ ভারাক্রান্ত বিদগ্ধ হৃদয় খানি লইয়া, ভাটী বেলায় ভাটী গাঙ্গে, ভাটী নৌকায় আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব বঙ্গের প্রাচীন ভাইটালী সুরে উপরের ঐ সাধারণ অতি তুচ্ছ গ্রাম্য সঙ্গীতটী কোন সুললিত কলকণ্ঠ ব্যক্তির দ্বারা উচ্চৈস্বরে গান করাইয়া দূরান্তর হইতে শ্রবণ করুণত দেখি, মূহুর্ত্তের তরেও আপনার জ্বালাময়ী অন্তরে স্বর্গের সমীরণ প্রবাহিত হয় কিনা ? ক্ষণকালের জন্যও আপনার মনোপ্রাণ বিন্দু পরিমাণে সুস্নিগ্ধ করে কিনা ? ফলতঃ আপনার চিত্ত মন যদি মানুষের চিত্ত মনের মত হয়, যদি বাস্তবিক পাষাণকেও পরাজয় না করে তবে সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, যাহা আমাদের ধারণা তাহা অবশ্যই ঠিক হইবেক।

ভাতি দেবী সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিজন বাসিনী হইয়া অরুণ দেবকে অন্বেষণ করিতে ২ আক্ষেপ করেন।

(সঙ্গীত।)

প্রাণ রে !
কি যাদু, করেছ তুমি মোরে ?!
দিবস সর্ব্বরী, তুহারি লাগিয়ে,
অঝরে নয়ান ঝোরে !!
তুহারি লাগিয়ে, হয়ে উদাসিনী
আছি তব নাম-মদিরা ভোরে !!
প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে ?!
তুহারি লাগিয়ে, পাগল পরাণ
কান্দেরে এহেন বিজন বাসে.
(আমি) সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে, সর্ব্বস্ব ভুলিয়ে,
কেবলি আছিরে, তুহারি আশে।
তুহারি আশে রে. ধরেছি পরাণ
সুপেছি জীবন, তুহারি করে ;
(হারে) ধ্যান জ্ঞান চিন্তা, তুহারি কেবল—
আপনা পাশরি, তুহারি তরে !!
প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে ?!

কি জানি অমিয়া, খেলে রে ও রূপে,
যুগ যুগ হে'রে মিটেনা আশা ;
মুহুঃ না হেরিলে হই রে পাগল !
যত হেরি তত, বাড়ে রে নিশা !!
যত হেরি তত অতৃপ্ত পিপাসা,
ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিনী উদ্দাম সাধ !
কিন্তু হেরি যবে অম্নি ঢ'লে পড়ি,
কি যেন পড়ে রে লাজের বাঁধ !!
(আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু সুখে।
যুগ যুগ ধরি কত রে সাধিনু
শেষেতে বিষাদ রহিল বুকে।
(আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু সুখে !!
হারে, কি যাদু করেছ তুমি মোরে ?!
না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি
অমনি বিহ্বলে আঁধার আঁখি !
যুগ যুগ ধরি, সদা সাধ হেরি,
নয়ানে নয়ানে মিলায়ে রাখি।
প্রাণ রে !
নয়ানে নয়ান করি আকর্ষণ
সদা পিতে সাধ, ও রূপ মধু !
সদা পিতে সাধ, অমিয়া তরল,
হেরিতে পাগল, বদন বিধু !

পাগল পরাণ, কান্দে তুহা তরে,
পাগল সদাই, ওরূপ আশে ;
এ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, ডুবায়ে সকল,
কেবলি ওরূপ নয়ানে ভাসে !
প্রাণ রে ! কি যাদু করেছ তুমি মোরে ?!
কেবলি নয়ানে ওরূপ স্বরূপ
তুহা বিনে কিছু হেরে না আর ;
যেই দিকে চাই, তুহা ভিন্ন নাই
তুহাতে ডুবি এ ব্রহ্মাণ্ড সংসার !!
অই যে বিহঙ্গ কুজন কুহরে,
আমি ভাবি তুহা মধুর স্বর,
অই যে চন্দ্রমা আকাশে বিহরে,
ভাবি উহা তব বয়ান বর !
প্রাণ রে ! জগত যুড়িয়ে যেন তুমি !
আঁধার এ বিশ্বে তুমি চন্দ্র তারা
তুমি রে ব্রহ্মাণ্ডে একা ও ভানু,
জগত হাতারি আমিরে একেলা,
কেবলি সে তুহা একাই পানু ;
প্রাণ রে ! জগত যুড়িয়ে যেন তুমি !
পাগল পরাণ কান্দে তুহা তরে,
পাগল পরাণ ওরূপ আশে !
এ সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড ডুবায়ে সকল,
কেবলি ওরূপ নয়ানে ভাসে !!
প্রাণ রে ! কি যাদু করেছ তুমি মোরে ?

না হেরিলে মরি, হেরিলে পাশরি
অমনি বিহ্বলে আঁধার আঁখি,
হয়ে ভেকা চেকা হইরে বেহোশ
কোন্ জানি স্বর্গে আমি রে থাকি !?
(আমি) বয়ান হেরিতে নারিনু সুখে !!
জনম ভরিয়ে কত রে করিনু
হেরিতে নারিনু ও চান্দ-মুখ,
হেরিলে পাশরি, না হেরিলে মরি,
বিষম বিষাদে বিদরে বুক !
প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে !
না দেখিলে মরি, দেখিলে পাশরি
আজন্ম সাধের মরম কথা,
হয়ে হারা দিশে, ভু'লে যাই শেষে
ফোটে না বচন, অন্তরে ব্যথা !
আমার্ সাধ্ মিট্লো না, জনম্ তো গেল !
মিটিলনা সাধ, ঘটিল বিষাদ,
বিধাতা বিবাদী হৈল।
সাধের সাধনা, সাধিতে সাধিতে
বৃথাই জনম, বৃথারে ভেল।
যুগ যুগান্তের, কত শত সাধ
কতশ তরঙ্গ খেলে রে প্রাণে,
কহিতে তোমায়, সদা চিত্ত ধায়
কিন্তু কেরে কৈতে, ভুলায় ক্ষণে ?!

হেরিলে তোমায় পরাণ বিহ্বল,
জড়িত রসনা, নির্ব্বাক বোল
কহি কহি সাধ, কৈতেরে বিষাদ!
বিষম বন্ধনে প্রাণ্ ওত রোল!
আমার্ মনেতে রহিল, মনেরি ব্যথা;
আমার্ সাধ্ মিট্‌লো না, জনম্ তো গেল!!!
প্রাণ রে! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে?!
তোমারে হেরিলে, হই ভেকা চেকা,
ক্ষণেকে ভুলিরে মনেরি কথা;
ভুলিরে ক্ষণেকে, আজন্ম কালের
কতশ যোটানো সঙ্গীত, গাথা!
তোমারে হেরিলে, হইতো পাগল;
কি যেন স্বপন, এচিত্তে বহে,
কি যেন খেয়াল, কি যেন নিশায়,
ভুলিরে কি যেন, মদিরা মোহে!
আমার্ মনেতে রহিল, মনেরি ব্যথা!
কহিতে তোমায়, কত করি সাধ,
কত যুগান্তের মরম কথা,
কতরে কবিতা, কতই সঙ্গীত
শুনাইতে সাধ, কতই গাথা!
(আমার্) মনেতে রহিল মনেরি বাসনা,
এজন্মে নাহিক মিটিল আশ;

জনম গেল রে, রহিল শুধুই,
রহিল তুহারি প্রেমেরি পিয়াশ !!
তপনের তাপে, সাগর শুকায়,
গহন শুকায় অনল দাপে,
শিশির সম্পাতে নলিনী শুকায়,
এ তনু শুকালো বিরহ তাপে !
তপনের তাপে, সাগর শুকায়,
পোড়ে রে পতঙ্গ প্রদীপ মুখে ;
বিরহ অনলে, পুড়িতে পুড়িতে
দুঃখের জীবন কেনেরে থাকে ?!
তপনের তাপে, সাগর শুকায়
নদ নদী শুষি ; সাগরে টানে ;
আকাশের মেঘ, আকাশে মিশায়,
দুঃখের জীবন মিশে না কেনে ?!
দুঃখের যামিনী, দুঃখেতে পোহায়
দুঃখের দিন রে আবার আসে ;
কান্দিতে কান্দিতে সেই দিন যায়,
অশ্রু-নীরে পুনঃ রজনী ভাসে
মুহুঃ ক্ষণ পল নাহিরে বিরাম,
পাগল পরাণ, তুহারি তরে ;
তুহারি লাগিরে যায় ত জীবন
তুহা লাগি দু নয়ান ঝোরে !
প্রাণ রে ! কি যাদু ক'রেছ তুমি মোরে ?!

পার্থিব প্রেমের অসারতা উপলব্ধি পূর্ব্বক ভাতি দেবীর ঈশ্বরাশক্তি এবং পাপের জন্য পরিতাপ।

(সঙ্গীত।)

আমি কোন্ মুখে যাব নাথ! আর, তোমার দ্বারে ? (২)
পাপে বদন মলিন আমার, শির নত লাজের ভারে!
আমি কি লয়ে যাইব নাথ! আর, তোমার দ্বারে ?
মহা ব্যভিচারী আমি, হ'য়েছি কুপথ গামী, (২)
এ সংসার উপপতি, পীরিতে ভ'জেছি তারে ;
তুমি প্রাণ! বিশ্বপতি, তোমাতে নাহিক রতি,
পর পতি প্রতি মতি, না ডরি তোমার ডরে ?
আমি কোন্ মুখে যাব নাথ! আজ তোমার দ্বারে
নাই ভক্তি অনুরক্তি, নাই পদ-সেবা-শক্তি,
কিসে পাপ হবে মুক্তি, সে ভর্সা বা করি কারে ?
আমি কোন্ মুখে চাব ক্ষমা, তোমার দ্বারে !!!
পাপে বদন মলিন আমার, শির নত লাজের ভারে !

ভাতি দেবীর ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ।

১

আমি কলঙ্কিণী রাই, জগতে নাহিক ঠাই
কোথা গেলে হবে মোর, দুর্গতি মোচন ;

পাপে তনু জর জর, সকলি হ'য়েছে পর
কে আর ভাবিবে ভবে, বলিয়ে আপন ?
দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ম্মতি বশে, মজিলাম নিজ দোষে
কোন্ মুখে লব আর, বিধির শরণ ?
ডাকিতে আতঙ্কে মরি, নিজ পাপ নিজে স্মরি
হইতেছে দেহ মন, সদা বিকম্পন !!
কিন্তু হেন দুঃসময়, তারে না ডাকিলে নয়,
সে বিহনে কে করে আর, দুর্গতি হরণ ?
ভাব আরে মন পাখি ! ভবের সম্বন্ধ ফাকি
ভাই বন্ধু পরিজন, কেউ নহে আপন !!

২

হে নাথ, বিশ্বের পতি ! তুমি অগতির গতি (২)
তুমি পতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন।
তুমি ধাতা তুমি পাতা, তুমি দুর্ব্বলের নেতা
তুমি যে প্রাণের প্রাণ, তুমি সে আপন।
তুমি স্থির তুমি সত্য, তুমি ধ্রুব তুমি নিত্য
তুমি সঙ্গতীর সাথী আজন্ম মরণ ;
হে নাথ, বিশ্বের পতি ! তুমি অগতির গতি,
তুমি পতিতের বন্ধু ! তুমি প্রিয় ধন।
ছাড়িনু সকল আশা, তব পদে ভালবাসা
তোমাতে এ আত্মা প্রাণ, করিনু অর্পণ।
যাহা ইচ্ছা কর তাই, ফিরাবার সাধ্য নাই ;
থাকুক ও পদে এই মতি অনুক্ষণ !
হে নাথ বিশ্বের পতি, তুমি অগতির গতি
তুমি পতিতের বন্ধু, তুমি প্রিয় ধন !

তাতার রাজ আছাদ্ জেগেরের ঔদাস্য ভাবের সুচনা।

(বিবেক সঙ্গীত।)

মাল্‌শী।

দিন্ তো গেল !!!— ও দিন্ গেল গেল !!
দিন্ তো গেল !!! সন্ধ্যা হয়ে এ'লো ঘোর ;
দিন তো গেল !!
(তুই) চেয়ে দেখ্‌লিনারে পামড় মন !
কি নিশায় হ'য়ে রলি ভোর !! দিন্ তো গেল !!
যামিনী হয়ে এলো ঘোর !!
চেয়ে দেখ্‌রে বেলা গত, সুখ-সূর্য্য অস্তগত,
ফুরাইল জন্মের মত, ভবের আশা যত তোর ; (২)
দিন্ তো গেল !! সন্ধ্যা হয়ে এলো ঘোর !!
ফুরাইল আশা বাসা, অসার হ'ল ভবে আসা,
কি কল্যিরে কর্ম্ম নাশা ! অসার আশে,
ভস্ম তোর ;——
ও তুই দিন্ থাকিতে, কল্যি নারে,
সকল্ ভর্সা হ'লো ওর !!
দিন্ তো গেল ! সন্ধ্যা হয়ে এ'লো ঘোর !!!—
দিন্ তো গেল !! ও দিন গেল, গেল !!
দিন্ তো গেল !! যাম্মিনী হয়ে এ'ল ঘোর !!!—

ভাবিতে ২ সাংসারীক ও আধ্যাত্মীক অবস্থার আলোচনা।

——:•:——

বিভোল ভাবের ভুলে, ছিনু মুহ্যমান,
আচম্বিতে চেয়ে দেখি, বেলা অবসান !
ভেবেছিনু জীবনের দীর্ঘ দিবা, যাম,
এত শীঘ্র যাবে কেবা, জানে পরিণাম ?!
নাই এবে মধ্যাহ্নের সে খরতা নাই,
তখনে এখনে মরি ! সুপ্রভেদ পাই !
তখনের সে উগ্রতা, এখন রে কৈ ?
প'ড়েছে তো কি জানি কি, আব্ছায়া ঐ !
প'ড়েছে তো কি জানি কি, বিষাদের ছায়া,
কি যেন কি অবসাদে, মাখা বিশ্ব-কায়া !
শিথিল হয়েছে যেন, বিশ্ব চরাচর !!
কেনরে উৎসাহ হিন, কেন এ অন্তর ?
নাই এবে মধ্যাহ্নের সে প্রখর কর,
তখনে এখনে মরি ! বিভেদ বিস্তর।
হায় ! এবে গেল কোথা, সে প্রবল আশা ?
ঢাকিয়াছে দশ দিশ নৈরাশ্য, হতাশা।
ঘেরিতেছে ক্রমে ঘোর গাঢ় অন্ধকার,
সংকীর্ণ হয়েরে গিছে, শূন্য চারিধার ;

সঙ্কোচ হইয়ে মরি ! শুষ্ক হৃদি, প্রাণ,
কি জানি কি ক্ষুদ্র হয়ে গিছে চিত্ত খান।
কি যেন কি জড় যড় অবসাদ-ভার,
ভেঙ্গে যেন গিছে মরি, হৃদয়ের হাড় !
ভেঙ্গে যেন গিছে মন, দূর দেশে চলি,
কি যেন কি ঝড়ে গিছে, অন্তরাত্মা দলি !
কি যেন কি প্রলয়েরে হয়ে তোল পার,
অন্তর হইয়ে গিছে, বিরাণ উজার !

ছিড়ি গিছে একে একে, আশা দৃঢ় ডুরি
ভাঙ্গিয়াছে কল্পনার, সুবিচিত্র পুরী।
মনোহর নাট্যশালা ; হৃদি সুউদ্যান
নৈরাশ্য তুফানে হারে, ভেঙ্গে খান খান !
কবিতা-কানন ঐ, এবে শুষ্ক হায় !
রস-কুপ-পরিমল, মরিরে কোথায় ?।
ফুরা'য়েছে রঙ্গ, রস, ফুরায়েছে রাগ,
শুকায়েছে পুড়ি পুড়ি, সাধের সে বাগ !
শুকায়েছে তর তাজা, হাব, ভাব-ফুল
উড়ে গিছে বুলবুল সে, স্পৃহা-অলিকুল।
উ'ড়ে গিছে বাসনার, মরালের ঝাক,
বিবেক-বিহঙ্গী, ডাকে বিদায়ের ডাক।

ছুটিয়াছে নীর পানে, ত্রস্ত ধাওয়া ধাই,
সঙ্গী সাথী যত দেখি, সঙ্গে কেহ নাই !! *

সঙ্গী সাথী চেয়ে দেখি, সব্ এবে হারা,
যারা ছিল দল বল. কোথা গেল তারা ?
একে একে গেল চলি যার যেই দেশ,
আমি একা র'নু পড়ি, আমি একা শেষ !!
একে একে গেল তরি, ভব-নদী-পার ;
না দেখি তরণ-তরা, কি হবে আমার ?
কি হবে আমার গতি ! ভে'বে নাই শেষ,
একা আমি র'নু পড়ি, একা দূর দেশ।
একে দূর দূরান্তর, তাহে দূর পথ,
সুপথ ভুলিয়ে আরো, আইনু বিপথ !
কি করিনু মূঢ় আমি, হয়ে হারা-দিশ,
কেমনে পাইব ঠিক, পথের উদ্দিশ।
কে দেখাবে পন্থা মোরে, কে চিনাবে হায় ?
দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে কেবা, তরিবে আমায়।
আসিবে দুর্জ্জয় নিশা, ঘোর অন্ধকার,
ঘোর অমানিশা-যোগ, ভীষণ আকার !

---

* প্রিয়তম পাঠক পাঠিকা ও প্রীতি পূরায়ণ বন্ধুগণ ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখকের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি সুবিবেচনা করতঃ তাহার জীবনে যাহা কিছু করিয়া যাইতেছে, তদসমুদায় জনসমাজে প্রকাশের নিমিত্ত বিশেষ কৃপা বিতরণ করিবেন, এই ভিক্ষা প্রার্থনা।

তখনে এ রবি-কর, কোথা রবে আর ?
কোথা রবে দিবসের, পুলক বাহার ?!
ঘোরাল তীমিরে দিক্, হবে দিশে হারা,
কৈবা চন্দ্রমা ভাতি, কৈ দৃষ্ট তারা ?
গ্রহ, চন্দ্র, তারা কিছু, দেখা নাহি যাবে,
দুরন্ত আঁধারে বিশ্ব, সর্ব্ব গ্রাস হবে।
হবেরে বিভিন্ন মূর্ত্তি, বিভিন্ন আকার,
ভিন্ন সে হইবে ভাব, কএ স্থ ধরার।
সেই সে সময় এক, হবে ভিন্নতন,
এখনের এ কিছুই, না রবে তখন।
এখনের এ সকল, হবে সতন্তর
তখনে এখনে হবে, বিভিন্ন বিস্তর !!
তখনে এ রবি-কর, কোথা রবে আর ?
কোথা রবে দিবসের, পুলক বাহার ?!
ফুরাইবে রঙ্গ রস, ফুরাইবে আশা,
মুহূর্ত্তে ঘটিবে এক, আজব তামাসা !
মুহূর্ত্তে ঘুচিবে যত, গর্ব্ব অহঙ্কার,
ধন জন বল বুদ্ধি, না রহিবে আর।
না রবে, না রহিতেছে, না রয়েছে কিছু,
সকলি হইবে শেষ, আগে আর পিছু।
সবারে যাইতে হবে, না যাবে এড়ান,
মরণ, মরণ শেস্‌রে ! মরণি নিদান !!

মরণ মরণ শেষ. শেষেতে মরণ,
মৃত্যু করে সর্ব্ব সাধ, বাসনা পূরণ !
সকল বাসনা. লিপ্সা, উদ্যম, উন্নতি.
ভোগ, সুখ, যশঃ আর, খ্যাতি, প্রতিপত্তি।
মরণে সকলি শেষ, শেষ একিবারে,
ধরার উন্নতি খ্যাতি, ধরা দেয় কারে ?
হলেও ব্রহ্মাণ্ড-পতি, কিবা লভ্য তার,
শেষে যদি ছেড়ে যেতে. হবেরে সংসার।
হলেও অপার স্বত্ত্ব, ধন অধিকারী,
শেষে যদি মৃত্যু তবে, কিবা লভ্য তারি।
কিবা লাভ ত্রিভুবন, করিলে বিজয়,
মৃত্যু পরে কণা মাত্র, ভুগ্য যদি নয়।
মৃত্যু পরে দেহ যদি. থাকে, ভস্মে মিশে,
রত্ন-সিংহাসন তার, কাজে আসে কিসে ?
ভোগ, ভাগ্য যত কিছু. জীবিতের তরে,
ধরার ধনেতে বল, মৃতের কি করে ?
থাকুক ব্রহ্মাণ্ড কিবা, হউক বিলোপ,
যে মরে তাহার তাথে, কিবা হর্ষ. ক্ষোভ।
লক্ষ বর্ষ জীয়ে থাকা. কি লভ্য কারণ,
এক দিন হবে যদি. অবশ্য মরণ ?
নিশ্চয় মরণ যদি, না যাবে এড়ান,
মরণ মরের ভাগ্য, মরণি নিদান !!

অনিত্য সংসার মায়া, অনিত্য ভুবন,
নিশ্চয় মরণ যদি. নিশ্চয় মরণ।
কিছার মনুষ্য প্রাণী, কিছার জীবন,
কেবলি মোহের ধান্ধা, যেন রে স্বপন।
সংসার স্বপ্নের খেলা, মায়া অন্ধকার,
সকলই ধ্বংশশীল. অনিত্য ইহার।
এই যে ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, গ্রহ সূর্য্য তারা,
এক দিন্ না এক দিন্, হবে গতি হারা।
একদিন না একদিন, ধ্বংশ হবে শেষ,
"আমিত্ব, অহম্ ভাব," না রহিবে লেশ।
এই যে ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব. গ্রহ, সূর্য্য, তারা,
এক দিন্ না একদিন্, হবে গতি হারা।
না রবে, না রহিতেছে, না রয়েছে কিছু,
সকলেরি আছে শেষ. আগে আর পিছু।
সবারে যাইতে হবে, না যাবে এড়ান,
মরণ! মরণ শেষ! মরণি নিদান।

সৃষ্টির্ অসারতা চিন্তা।

(লঘু ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দ) ✽

না আঁধার, না ঘোড়াল, না আলোক ভাতি,
না দিবা, না রাতি না, সন্ধ্যা না জ্যোতি।
না চন্দ্র না ভানু, না গ্রহ, না দ্যুতি,
না বৎসর অয়ন, ন পক্ষান্ত তিথি।
ন শূন্য ন অধঃ ন, আকাশ ব্যোম,
ন বিশ্ব, ন ব্রহ্মাণ্ড, ন সৌর সোম।
কিছু না কিছুই রহিবে ভবে ;
একাহি নাম সে একহি রবে !!
ন অনল ন অনিল, ন সলিল শৈত্য
ন শীত ন গ্রীষ্ম ন, গতি ন গত্য
ন স্থির ন চঞ্চল, ন মৃদু ধীর
ন লঘু ন ঘণ, ন গহন গভীর ;
কিছু না কিছুই ধারণা হবে
একাহি নাম সে একহি রবে।

✽ ইহার প্রত্যেকটী শব্দই অতিশয় গুরু গম্ভীর ও দীর্ঘ উচ্চারণ করিতে হইবেক ; তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় শব্দ অপেক্ষা দ্বিতীয় শব্দ দ্বিগুণ দীর্ঘ গুরু এবং চতুর্থ অর্থাৎ সর্ব্ব শেষ শব্দ গুলি চতুর্গুণ গুরু দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া ধীর গম্ভীর ভাবে পাঠ করিতে হইবেক। নতুবা লালিত্য বোধ, গাম্ভীর্য্য বোধ, এবং প্রকৃত ভাব বোধ কিছুই পরিস্ফুট রূপে হইবেক না।

ন হেমন্ত বসন্ত, নিদাঘ বর্ষা
ন কালিমা কুঝ্বটি, শরত ফর্শা।
দিক্ না দিগন্ত, ন শূন্য ঘোর,
স্বর্গ ন, মর্ত্ত ন, ন নৈরেকার,
কিচ্ছুনা কিচ্ছুই, ধারণা হবে,
একাহি নাম সে, একহি রবে!
না কবি, না কবিত্ব, না কল্পনা কাব্য,
না রূপ না রস, না ভাব না ভাব্য,
না গীত, না গাথা না গাথক, কথ্য
না প্রেম, না প্রেমী না রতি না রত্য;
না নট, না নাট, না নর্ত্তক, নৃত্য,
না গায়ক, বাদক, বাদ্য না ব্রত্য;
গুণ না, জ্ঞান না, গুণী না জ্ঞানী
কল না কৌশল, না কৌশলী পাণী।
না গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বেদ
না স্মৃতি না পুরাণ, না দর্শন-ভেদ,
না পণ্ডিত, পাণ্ডিত্ব, বাগ্মীতা, বক্তা
না পাঠ্য না পাঠক, লিখক, ব্যাক্তা;
কিচ্ছুনা কিচ্ছুই রহিবে ভবে
একাহি নাম সে, একহি রবে!
না রাজা না রাজ্য, না মন্ত্রি না পাট
প্রজা না প্রাণী না, সৈন্য না ঠাট,
না দায়, না দর্ব্বার, না খাস, আম
না গর্ব্ব না, দম্ভ না, ধমক ধাম।

না বীর না বীরত্ব, না স্ফূর্ত্তি না তেজঃ
না জিত, না জেতা, না হারি না লাজ।
না ছোট না বড় না, ধনী না মানী,
না সম্রাট, সাম্রাজ্ঞী, রাজা না রাণী।
রবে না রবে না, কিচ্ছুই ভবে,
একহি নাম সে, একহি রবে।
কোথা রে রহিবে, এ ধুম ধাম?
কেবলি রবে সে, একহি নাম।

না হর্ষ, না পুলক, না বিষাদ ক্ষোভ,
না ইর্ষা, না দ্বেস, না হিংসা না লোভ।
না মিল না মিশ না, শান্তি না ধৈর্য্য,
না প্রীতি না প্রণয়, গাম্ভীর্য্য স্থৈর্য্য।
না বিরক্তি, উত্ত্যক্তি, ক্রোধ না পীড়া,
না আরাম চইন, না লজ্জা না ব্রীড়া।
না হাস্য না রোদনা, করুণা শোক,
না কষ্ট না যাতনা, না পীড়না, দুঃখ।
না ঘাত, না ঘাতক, না অত্যাচারী,
না জালেম জুলুম, দস্যু, অপহারী।
যাবে রে সকলি, সবা যাইতে হবে,
কিচ্ছুনা কিচ্ছুই, রহিবে ভবে।
ঘুচিবে "আমিত্ব" "অহম" "হাম"
একহি রহিবে, একহি নাম।

একহি নাম সে একহি রবে!
ভবের এ সব কোথারে যাবে?!

কোথায়ে যাইবে, এ টাকা কড়ি,
কোথা বা রবে, এ সাধের পুরী ?
এ ধন, এ জন কি কাজে আবে ?
নিদানে এ সবে কি ধরা দিবে ?
ধরার সকলি ধরাতে রবে
একেলা এ প্রাণ, একই যাবে।
না সঙ্গী, না সাথী, না দারা না পুত্র,
আত্মীয় স্বজন রহিবে কুত্র ?
না রবে,—রবে না ! এ ধুম ধাম,
একহি ভরসা, একহি নাম।
জন্মিলে মরণ, খণ্ডাবে কে ?
ধরাতে অমর, কোন্‌জন সে ??
অনিত্য অসত্য এভব দেশ
"মরণ" "মরণ" "মরণি" শেষ।
জন্মিছে মরিছে, মরিবে আর
বিরাট শ্মশান এ বিশ্ব পাথার !
বিরাট শ্মশান ব্রহ্মাণ্ড দেশ
প্রকৃত প্রকৃতি মরণ শেষ।
জন্মিলে মরণ খণ্ডাবে কে ?
ধরাতে অমর কোন্‌জন সে ??
আজি বা কালি বা যুগান্ত গতে,
যাইবে সকলি মরণ পথে।
আদম, ইদেন, ইভা সে কৈ ?
গেলা উজ্, তারানুছ, পথেতে ঐ

অইত পথেতে, রাবণ, রাম
কোথা কৃষ্ণ জিষ্ণু কোথা পাণ্ডব গ্রাম ?
কেহনা রহিল এভব দেশ,
মরণ মরণ মরণি শেষ।
জন্মিলে মরণ খণ্ডাবে কে ?
ধরাতে অমর কোন্ জন সে ??
অনিত্য অসত্য সংসার ছার,
দুনিয়া কবে বা হয়েছে কার ?!
কিসের দুনিয়া, সংসার বাড়ী,
কোন্ বা আশাতে আশার ধারী ?
কিচ্ছুনা কিচ্ছুনা, সংসার ছার !
দুনিয়া কবে বা, হয়েছে কার ??
উঠরে পথিক, বান্ধরে গাঠরী,
ভাঙ্গিল হাটরে, চলরে হাটুরা !
চলরে পথিক, কররে বেশ,
মরণ মরণ মরণ শেষ।

তাতার রাজের বৈরাগ্য অবলম্বন এবং আত্ম সম্বোধনে বিবেক সঙ্গীত।

বল হে ! কি দশা হবে রে তোমার !!
অজ্ঞান তিমিরে, হয়ে জ্ঞান হত,
ঘুরিতেছ জীব ! বদ্ধ মীন মত ;

জলে স্থিত তবু, পিপাসা পীড়িত,
জলে না জুড়ায় সন্তাপ-ভার !
বিষয় আবেশে, বশ অবিরত,
অবিরত ভোগ ভুঞ্জিছ বা কত,
তথাপি নহেতো লালসা বিগত,
ক্রমাগত বিষ বর্দ্ধিত আর !!——
ভোগ ভাগ্য ভাগে রত তুমি যত,
কুবাসনা-বিষে জর্জ্জরিত তত,
পাপ-আশী-বিষে দংশে অবিরত,
বিষয় বিষের এমনি বিকার !!
জলে থাকি মীন, জ্বলে যে প্রকার,
বিষয়-সবিষে তুমি সে প্রকার,
কার্ লাগি খাটি ভূতের বেগার,
সোণার জীবন করিছ ছার !!
হায়রে, ও জীব ! হায়রে, ও মন !
হেলাতে হারায়ে সত্য সার ধন,
অনিত্য অসত্যে, এমনি মগন !
বিভ্রমে বাড়ালি পাপের ভার !!——
বল হে কি দশা, হবেরে তোমার ?!——
ছাড়ি সত্য তত্ত্ব, অনিত্যে প্রমত্ত,
অনিত্য প্রেমেতে হলিরে উন্মত্ত,
দুর্ব্বিসহ দুঃখ, তবু নিত্য নিত্য,
সহরে অসহ সন্তাপ অপার !
বলহে কি দশা হবেরে তোমার !!

তাতার রাজের ঈশ্বর আরাধনার আশক্তি ;

সঙ্গীত।

পাপ রসনা! নাম জপে কেনে রস না?
রস হবে না! হবে না!! সেই
নাম দয়াল বিনে।
পাপ রসনা! নাম জপে কেনে রসনা?
জপ রে! জপ রে!! জপ সে
নাম ঘনে ঘনে!
যে নাম শুন্‌লে পরে, পাষাণ গলে,
গিরি গলে, নামের গুণে।——
সে নাম সুধা গন্ধ, অমিয়-মকরন্দ;
মন ভৃঙ্গরে! পান কর প্রেমে হরে অন্ধ,
গতি নাই আর সে নাম বিনে!

প্রেমিক প্রেমিকা, এবং তাতার রাজ ও তাতারের যুবরাজগণ; অধিকন্তু মিশরের পুত্রহারা সাম্রাজ্ঞী এবং অন্যান্য সাধক সাধিকা সকলে এক তপঃবনে সম্মিলিত হইলে তাঁহাদের সমস্তের পরিত্রাণ জন্য অরুণ দেব ঈশ্বর সমীপে বিশেষ করুণ প্রার্থনা করেন। *

ভজন সঙ্গীত।

নাথ!
আমি পাপীজন, দুরন্ত দুর্জ্জন,
দুর্দ্দিন দুর্য্যোগে, দেখনা ফিরে?
তরি বার বার, করি সিন্ধু পার,
তাই কি এবার ডুবাবে নীরে।

কতনা স্মরণ, করি নিবারণ, কতনা
কল্যাণ করিছ সাধন; কতনা যতন
করি অনুক্ষণ, স্নেহ হস্ত তব বুলাও শিরে।
পেয়ে সেহ দান, সদা এ পরাণ,
আশাতে রয়েছে ভরসা কৈরে,
তুমি বিঘ্ন হর, জানি নিরন্তর
অন্তরে রয়েছি সে ভাব ধৈরে!
তুমি দয়ায় নিধান, কর পরিত্রাণ,
পাতকী পরাণ উঠুক ধীরে!!

নব বৃন্দাবন।

(সকলের প্রেম সম্মিলন)

আনন্দ সঙ্গীত।

বাজিছে মধুর মোহন মুরলী, বাজিছে মধুর তানে!
(তোরা) কে যাবে কে যাবে?? এ'সোহে! এ'সোহে!!
এ নব বৃন্দাবনে?
হেথা হাসিছে চন্দ্রমা, ভাসিছে অমিয়া, ক্ষরিছে
ঝরিছে, পড়িছে মধু।
হেথা ফুটিছে কমলা, ছুটিছে ভ্রমরা, ডাকিছে
অইনা পরাণ বঁধু!!
ডাকিছে অইনা মোহন মুরলী, ডাকিছে
মধুর মধুর তানে!
কে যাবে? এ'সোহে পরাণ জুড়াতে
মাতিতে প্রমত্ত প্রেমের গানে।

মাতিহে প্রমত্তে, মাতিহে সে তত্ত্বে, মাতিরে ও সত্যে,
মিথ্যা সংসার ছাড়ি।
এ'সো হে! এ'সোহে! কে নিল? কে নিল??
বাশরী সুস্বরে পরাণ কাড়ি!

(বিভু গুণ গান।)

গাও রে বিভু-গুণানু গান, তরুণ অরুণ-ভাতি!
চন্দ্র, তারা, গ্রহ, জ্যোতিষ্ক, রবি!!
গাও রে গাও জলদ, বিদ্যুতি! নিখিল ভুবন বাসী সবি!!
গাও রে বিহঙ্গ! কাননে কাননে, কুসুম! গাও হে
বন বিথারি;
গাওরে ভ্রমরা! গুণন গুঞ্জনে, গুণ রাজি তাঁহারি!!
অখিল বিশ্বের অধীপ তিনি, মরি কি মহিমা বলিহারি!!
তিনি অখিলের পতি, অন্তিমের সাথি, অগাতর গতি
ভব-ভীতি বারি।
গাও গাও গাও, মনো প্রাণে গাও,
গাওরে মহিমা তাঁহারি!

১৩০৭ বঙ্গাব্দ— ১৫ই আষাঢ়— ১৩১৭ হিজ্‌রী, ১লা রবিঅল্‌ আউয়াল— ১৯০০ খৃঃ অ— ২৯শে জুন, শুক্রবার প্রথম খণ্ড উদাসীর মুদ্রাঙ্কণ সমাপ্ত।